ঝাড়গ্রাম-গ্রন্থপ্রকাশ-তহবিলের অর্থে মুদ্রিত

হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা

ও অন্যান্য সমাজচিত্র

সম্পাদক

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ও

শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩/১, আপার সার্কুলার রোড

কলিকাতা-৬

হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা

ও অন্যান্য সমাজ-চিত্র

হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা, সমাজ কুচিত্র
পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব

সম্পাদক :

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

নূতন সংস্করণ ... বৈশাখ ১৩৫৫
পুনর্ম্মুদ্রণ মাঘ ১৩৬৩
মূল্য [illegible] টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীঅজিতকুমার বসু
শক্তি প্রেস, ২৭।৩বি হরিঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভূমিকা

১

'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'

বাংলা-সাহিত্যে ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও হাস্যরসপূর্ণ সামাজিক চিত্র অঙ্কনের একটা ধারা অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছিল। গদ্যে তাহার প্রথম প্রকাশ—১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে সাপ্তাহিক সমাচারপত্র 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত "বাবুর উপাখ্যানে" ('সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য)। এই সময় হইতেই সামাজিক চিত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতে সুরু হয়। 'সমাচার চন্দ্রিকা'-সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ই এই শ্রেণীর রচনার প্রথম পথপ্রদর্শক; তাঁহার রচিত 'কলিকাতা কমলালয়' (ইং ১৮২৩) ও 'নববাবুবিলাস' (ইং ১৮২৫) সে যুগে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। বিগত শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বাংলা-গদ্যে অনেকগুলি সামাজিক চিত্র জন্মলাভ করে; ইহার কয়েকখানির নাম উল্লেখ করিতেছি:—

'আলালের ঘরের দুলাল' ... টেকচাঁদ ঠাকুর ... ইং ১৮৫৮
(প্যারীচাঁদ মিত্র)

'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' ... হুতোম প্যাঁচা ... ১৮৬২
(কালীপ্রসন্ন সিংহ)

'আপনার মুখ আপনি দেখ' ... ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় ... ১৮৬৩

'কাকভুষুণ্ডীর কাহিনী' ... ক্ষেত্রমোহন ঘোষ ... ১৮৬৫

'সমাজ কুচিত্র' ... নিশাচর ... ১৮৬৫
(ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)

'আস্‌মানের নক্‌শা—
পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব' ... শ্রীযুত দশ অবতারের এক অবতার ... ১৮৬৮, ১৬ ডিসেম্বর
(রামসর্ব্বস্ব বিদ্যাভূষণ)

'কলিকাতার লুকোচুরি' ... টেকচাঁদ ঠাকুর জুনিয়ার ... ১৮৬৯, ২৩ এপ্রিল
(প্যারীচাঁদের মধ্যম পুত্র,
চুনিলাল মিত্র)

'সচিত্র গুলজারনগর'* ... ভাঁড় ... ১৮৭১

'আনন্দ-লহরী'। (বিকল্পে) সমাজ সংস্কার এ. সি. লা (অবতারচন্দ্র লাহা) ১৮৮৯, ২৮ ডিসেম্বর

---

* "বিজ্ঞাপন।—সচিত্র গুলজার নগর। ভাঁড় প্রণীত। হাস্যরসের আশ্চর্য্য উপাখ্যান। যাহাতে কলিকাতা নগরের কয়েক বৎসর পূর্ব্বের অবস্থা, সামাজিক নিয়ম ও শাসন-প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। উত্তম বান্ধায়ের মূল্য ৸০ মাত্র। সকল পুস্তকালয়ে ও নং ৪৪ মাণিক বসুর ঘাট স্ট্রীট ভবনে তত্ত্ব করিবেন।"—'সুলভ সমাচার,' ২২ কার্ত্তিক ১২৭৮।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ঐতিহাসিক উপকরণে সমৃদ্ধ এই সকল সামাজিক চিত্রের কোন কোনটি পুনর্মুদ্রিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে 'আলালের ঘরের দুলালে'র প্রামাণিক ও সটীক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে; এক্ষণে 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' প্রচারিত হইল।

ইতিহাস ঃ ১৭৮৩ শকে (ইং ১৮৬২) 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' প্রথমে খণ্ডশঃ প্রচারিত হয়। আমরা ইহার প্রথম খণ্ড—"চড়ক" (পৃ. ১৬) দেখিয়াছি; উহার আখ্যা-পত্র এইরূপ :—

হুতোম প্যাঁচার কলিকাতার নক্শা। চড়ক। প্রথম খণ্ড। "উৎপৎস্যতেস্তি মম কোপি সমানধর্ম্মা। কালো হ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী॥" ভবভূতি। আশ্মান। রামপ্রেসে মুদ্রিত। নং ৮৪ হুকো রাম বসুর ইষ্ট্রীট। মূল্য পয়শায় দুখানা।

পুস্তিকায় ভূমিকা-স্বরূপ এই অংশটি মুদ্রিত হইয়াছে :—

বিজ্ঞাপন। হুতোম প্যাঁচা এখন মধ্যে মধ্যে ঐ রূপ নক্শা প্রস্তুত কর্‌বেন। এতে কি উপকার দর্শিবে, তা আপনারা এখন টের পাবেন না; কিন্তু কিছু দিন পরে বুজ্‌তে পারবেন। হুতোমের কি অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু হয় ত সে সময় হতভাগ্য হুতোম্‌কে দিনের ব্যালা দেখ্‌তে পেয়ে কাক ও ফর্‌মাসে হারামজাদা ছেলেরা ঠোট ও বাঁস দিয়ে, খোঁচা খুঁচি করে মেরে ফেলবে সুতরাং কি ধিক্কার কি ধন্যবাদ হুতোম কিছুই শুনতে পাবেন না।

এই পুস্তিকায় দুইখানি রেখাচিত্র আছে। উহা বর্ত্তমান সংস্করণে পুনর্ম্মুদ্রিত হইল।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্দ্ধে 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা,' প্রথম ভাগ (পৃ. ৬+১৭৬) প্রকাশিত হয়। ইহার ইংরেজী ও বাংলা আখ্যা-পত্র এইরূপ :—

Sketches by Hootum illustrative of Every Day Life and Every Day People. Vol. I "By heaven, and not a master tought," "Mislike me not for my complexion." Shakespeare. Calcutta, Bose and Company, Printers & Publishers 1862.

হুতোম প্যাঁচার নক্শা। (প্রবন্ধ কল্পনা।) প্রথম ভাগ। স্বর্গাদিদমস্তুপ্রাপ্তং নাচার্য্য মুখ কন্দরাৎ। প্রকাশায় চরিত্রাণাং মহত্ত্বস্যাশ্বন শুথা। চিত্তবৃত্তেশ্চ দত্তাস্মৈ প্রতিভা পরিমার্জ্জিতা। কলিকাতা। রাম প্রেস বসু কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রচারিত। দরজী পাড়া। ১৭৮৪।

'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র দ্বিতীয় ভাগ ১৮৬৩ সনে প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ১৮৬৪ সনে ১ম সংস্করণের দুই ভাগ 'হুতোম' একত্রে বাঁধাইয়া (পৃ. ২+১৮০+৫৪) প্রচারিত হইয়াছিল।

মৌলিকতা ঃ বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে 'আলালের ঘরের দুলাল'কে বিশেষ গৌরবের আসন দিয়াছিলেন এবং রুচি-বিচার করিয়া 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র নিন্দা করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ প্রতিপাদ্য এই ছিল যে, 'আলালের ঘরের দুলালে'ই

সর্ব্বপ্রথম বাংলা ভাষা সংস্কৃতের কঠিন নিগড় হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। কিন্তু বস্তুতঃ 'আলালে'র লেখক প্রচলিত লেখ্য রীতিরই অনুসরণ করিয়াছিলেন, কথ্য ভাষা প্রয়োগের দিকে একটা ঝোঁক তাঁহার ছিল এই মাত্র। আমরা এই ভাষার প্রথম সার্থক প্রয়োগ দেখিতে পাই হুতোমের 'নক্শা'য়। এই প্রয়োগ এমনই যথাযথ যে, আজও পর্য্যন্ত কোথায়ও ইহার পরিবর্ত্তন সম্ভবে না।

সামাজিক চিত্র হিসাবেও 'নক্শা'র বৈশিষ্ট্য অসাধারণ। 'আলালে'র লেখক টেকচাঁদ বহু ক্ষেত্রে কল্পনার আশ্রয় লইয়াছিলেন, অর্থাৎ গল্প লিখিয়াছিলেন; তাই তিনি আধুনিক উপন্যাসের প্রথম পথপ্রদর্শক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃকও কীর্ত্তিত হইয়াছিলেন। হুতোম সে কালের সমাজের নিখুঁত ছবি আঁকিয়াছিলেন, তাঁহার রচনা ফটোগ্রাফধর্ম্মী। গল্প তাঁহার নিকট গৌণ, তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল উনবিংশ শতাব্দীর কলিকাতার সামাজিক রূপবর্ণন। তাঁহার রচনাকৌশল এমনই অপূর্ব্ব যে, পড়িতে পড়িতে সেই কলিকাতাকে আমরা যেন প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। টেকচাঁদ লিখিয়াছিলেন গল্প, হুতোম লিখিয়াছিলেন নক্শা। এই নক্শা-রচনায় হুতোম প্রথম এবং প্রধান।

ভাষা ও ভঙ্গীর দিক্ দিয়া হুতোম আজও পর্য্যন্ত অনুকৃত হইয়া আসিতেছেন, অর্থাৎ তিনি একটি ধারার প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, যাহা আজিও প্রবহমাণ। 'আলালের ঘরের দুলাল' বিস্মৃত হইলে টেকচাঁদও বিস্মৃত হইবেন, কিন্তু চল্‌তি ভাষা ও সামাজিক নক্শা যত দিন প্রচলিত থাকিবে, তত দিন হুতোমের মৃত্যু নাই।

সমসাময়িকের দৃষ্টিতে 'হুতোম'ঃ সাময়িক-পত্র ও পুস্তক-পুস্তিকায় প্রকাশিত আলোচনা ও প্রশস্তির মধ্যে কয়েকটি আমরা নিম্নে মুদ্রিত করিলাম।

পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ তৎসম্পাদিত 'সোমপ্রকাশ' পত্রে (২০ অক্টোবর ১৮৬২) লেখেন :—"ইহাতে আমাদিগের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে।"

কালীপ্রসন্নের মৃত্যুর পর-বৎসর সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র এই অভিমত প্রকাশ করেন :—

> Kali Prosunno Singh, or 'Hutam', was one of the most successful writers in the style first introduced by Tekchand.' In early youth he made several translations from the Sanskrit, and in particular he is the author of a translation of the *Mahabharata*, which may be regarded as the greatest literary work of his age. But it is not as a translator that he is known to fame, and familiar to almost every Bengali, but as the author of *Hutam Pyancha*, a colleetion of sketches of city-life, something, after the manner of Dickens' *Sketches by Boz*, in which the follies and peculiarities of all classes, and not seldom of men actually living, are described in racy vigorous language, not seldom disfigured by obscenity."
> ("Bengali Literature" : *The Calcutta Review* for 1871.)

অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'বঙ্গ-ভাষার লেখক' (১৩১১) গ্রন্থে মুদ্রিত "পিতা-পুত্র" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—

> পঠদ্দশায় আর একখানি পুস্তকে আমাকে আলোড়িত করিয়াছিল। আনন্দও পাইয়াছিলাম। সেখানি কালীপ্রসন্ন সিংহের হুতোম প্যাঁচার নক্শা। 'আলালের ঘরের দুলালে'ও অনেক স্থানে নক্শা বা ফটো তুলিবার চেষ্টা আছে বটে, কিন্তু তাহাতে পল্লী-সমাজের চিত্র যেমন পরিস্ফুট হইয়াছে, কলিকাতার অলি-গলির নক্শা তেমন ফুটন্ত হয়

নাই। তেপায়া উচ্চ টুলের উপর কাচের বাক্স বসাইয়া, দু পয়সা দাও, দু চক্ষু দিয়া দেখ বলিয়া যেমন মেলার মধ্যে নানাবিধ ফটো দেখায়, অপূর্ব্ব ভাষার গাঁথুনিতে সেইরূপে কলিকাতার নানাবিধ নক্‌শা তুলিয়া প্যাঁচা দেখাইতে লাগিল ও ফুলো গাল টিপিয়া বলিতে লাগিল, 'ইয়ে রাজবাড়ীকি নক্‌শা, বড় মজাদার হ্যায়, ইয়ে শোভাবাজারকি গাজন, বড় তামাশা হ্যায়, ইয়ে হাইকোটকা বিচার, আজব তাজ্জব হ্যায়।' আমরা তখন নিতান্ত বালক, তাহার ভাষার ভঙ্গিতে, রচনার রঙ্গেতে, একেবারে মোহিত হইয়া গেলাম। মনে করিলাম, আমাদের বাঙ্গালা ভাষাতে বাজি খেলান যায়, তুবড়ি ফুটান যায়, ফুল কাটান যায়, ফুয়ারা ছোটান যায়। মনে করিলাম, আমাদের মাতৃভাষা সর্ব্বাঙ্গে রঙ্গময়ী। (পৃ. ৫২৮)

আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য কালীপ্রসন্নের সমবয়স্ক ছিলেন; ১৫-১৬ বৎসর বয়সে কালীপ্রসন্নের সহিত তাঁহার প্রথম আলাপ হয়। তিনি কালীপ্রসন্ন-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যোৎসাহিনী সভার সভ্য ছিলেন এবং সভায় বাংলা প্রবন্ধাদিও পাঠ করিয়াছেন। কৃষ্ণকমল তাঁহার স্মৃতিকথায় 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন:—

হুতোম প্যাঁচার মধ্যে যথেষ্ট লোকজ্ঞতা ও পরিহাস-রসিকতা প্রকাশিত হইয়াছে। অনেক স্থলেই তখনকার ব্যক্তিবিশেষের প্রতি কটাক্ষপাত আছে। পাথুরিয়াঘাটার কোনও ধনী প্রবীণ বয়সে নিজের জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষে স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত হইয়াছিলেন। কালীপ্রসন্নের বিদ্রূপবাণ তাঁহার উপর বর্ষিত হইল; নক্সায় পাথুরিয়াঘাটা 'মুড়িঘাটা'য় রূপান্তরিত হইল। মাহেশে রথের সময় বাচখেলা, মেয়ে মানুষ সঙ্গে লইয়া দ্বাদশগোপাল দেখিতে যাওয়া ইত্যাদি তিনি নিপুণ হস্তে চিত্রিত করিয়াছেন। ইংরাজেরা ঠাট্টাপ্রসঙ্গে যাহাকে 'Arry' বলে, অর্থাৎ যে সকল সামান্য লোক ইয়ার্কির উপলক্ষে বেইক্কার হইয়া নানাপ্রকার বাঁদরামি করিয়া থাকে, সস্তায় আমোদ করিবার চেষ্টা করে, নক্সায় সেই প্রকৃতির লোকদিগের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত দেখিতে পাওয়া যায়। এখনও বঙ্গসমাজে এইরূপ লোক দেখিতে পাইবে।

Satire হিসাবে হুতোম প্যাঁচা যে খুব effective হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় না। But as an early specimen of that type of writing it deserves not to be forgotten; এবং রুচি হিসাবে হুতোম ঈশ্বর গুপ্তের ও 'গুড়গুড়ে ভট্টচায্যি'র লেখার চেয়ে অনেক অংশে শ্রেষ্ঠতর। ('পুরাতন প্রসঙ্গ,' ১ম পর্য্যায়, পৃ. ৮৯-৯০)

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১২৮৭ সালের ফাল্গুন সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত "বাঙ্গালা সাহিত্য" প্রবন্ধে 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন:—

হুতোম পেঁচাও এই পরিবর্ত্তন সময়ের একটি মহার্ঘ রত্ন; ইহাতে তৎকালীন সমাজের অতি সুন্দর চিত্র আছে, হুতোম হুতোমীয় ভাষার প্রবর্ত্তক এবং বহুসংখ্যক হুতোমী পুস্তকের আদিপুরুষ। বোধ হয়, মৌলিকতায় তৎকালীন সমস্ত পুস্তকের শিরঃস্থানীয়।

এই প্রসঙ্গে সাহিত্য-রসিক প্রমথ চৌধুরীর অভিমতও উদ্ধৃত করিলে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তিনি লিখিয়াছেন :—

'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'...হচ্ছে তখনকার সমাজের আগাগোড়া বিদ্রূপ এবং আর চমৎকার লেখা। এ বই সে কালের কলিকাতা সহরের চলতি ভাষায় লেখা। এ রকম চতুর গ্রন্থ বাঙ্গলা ভাষায় আর দ্বিতীয় নেই।...যাঁরা এ পুস্তক পড়েন নি, তাঁদের তা পড়তে অনুরোধ করি। (১৯৪৪ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত 'বঙ্গসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়,' পৃ. ১২)

গ্রন্থকারের জীবনী : ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে কলিকাতার এক ধনী জমিদার-বংশে কালীপ্রসন্ন সিংহের জন্ম হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের দুই বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪এ জুলাই, মাত্র ৩০ বৎসর বয়সে, যখন তিনি পরলোকগমন করেন, বঙ্কিমচন্দ্র তখন 'ললিতা ও মানসে'র কাব্যবিলাস এবং বৈদেশিক বাণীসাধনা ত্যাগ করিয়া মাত্র 'দুর্গেশনন্দিনী,' 'কপালকুণ্ডলা' ও 'মৃণালিনী' রচনা শেষ করিয়াছেন। কিন্তু কালীপ্রসন্ন সেই স্বল্পকালের জীবনেই সমাজে, রাষ্ট্রে এবং সাহিত্যে এমন সকল কীর্ত্তি স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছেন, যাহার আলোচনা ও বিবৃতি এ-যুগেও আমাদের অপরিসীম বিস্ময়ের উদ্রেক করে। তাঁহার বিচিত্র জীবনকথা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত "সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা"র প্রথম গ্রন্থ 'কালীপ্রসন্ন সিংহে' বিবৃত হইয়াছে।

বর্ত্তমান সংস্করণের পাঠ : গ্রন্থকারের জীবদ্দশায় 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা,' ১ম ভাগের আর একটি সংস্করণ হয়—১৫ অক্টোবর ১৮৬৮ তারিখে। সঙ্গে সঙ্গে ১ম ভাগ (২য় সং) ও ২য় ভাগ একত্রে বাঁধাইয়া (পৃ. ১৩৮+৫৪) প্রচারেরও ব্যবস্থা হইয়াছিল। দ্বিতীয় সংস্করণের 'হুতোমে' (১ম ভাগ) বহু পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, বর্ত্তমান সংস্করণে প্রথম ভাগের প্রারম্ভে টপ্পা গানের যে দুই পংক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, তৎপরিবর্ত্তে ১ম সংস্করণের পুস্তকে মধুসূদনের অনুসরণে অমিত্রাক্ষর ছন্দে এই কবিতাটি ছিল :—

হে শারদে! কোন্ দোষে দুষি দাসী ও চরণতলে?
কোন্ অপরাধে ছলিলে দাসীরে দিয়ে এ সন্তান?
এ কুৎসিতে! কোন্ লাজে সপত্নী সমাজে পাঠাইব,
হেরিলে মা এ কুরূপে—দূষিবে জগৎ—হাঁসিবে
সতিনী পোড়া; অপমানে উভরায়ে কাঁদিবে
কুমার—সে সময় মনে ধ্যান থাকে; চির অনুগত লেখনীরে!

আমরা ১৮৬৮ সনে গ্রন্থকারের জীবদ্দশায় প্রকাশিত শেষ সংস্করণকেই মূল আদর্শ ধরিয়া পুস্তক মুদ্রণ করিয়াছি; কারণ, গ্রন্থকার জীবিত থাকিয়া যে পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন, তাহা মানিয়া লইতে আমরা বাধ্য। তবে এই সংস্করণের যে যে স্থলে শব্দ ও পংক্তি পড়িয়া গিয়াছে, প্রথম সংস্করণের পাঠ ধরিয়া তাহা সংশোধন করিয়া লইয়াছি।

২

সামাজিক নক্‌শার দিক্ হইতে গ্রন্থটিকে সম্পূর্ণতা দিবার জন্ত হুতোমের রচনার সঙ্গে 'সমাজ কুচিত্র' ও 'পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব' সন্নিবিষ্ট হইল; এগুলি হুতোমের রচনা না হইলেও হুতোমানুকারী দুই জন শক্তিশালী লেখকের রচনা।

'সমাজ কুচিত্র'

১৮৬৫ সনের জানুয়ারি মাসে নিশাচর-প্রণীত 'সমাজ কুচিত্র' প্রকাশিত হয়। পুস্তকের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৬৮; আখ্যা-পত্রটি এইরূপ:—

THE EVILS OF OUR SOCIETY. In Bengals. For *Drawing attention of the young Bengals over* their mother county. By A Midnight-Traveller, Published by *B. Mook. Pen and* Co.

সমাজ কুচিত্র। মাতৃভূমির প্রতি বঙ্গীয় যুবকগণের চিত্তাকর্ষণের নিমিত্ত নিশাচর প্রণীত অমরাবতী সঞ্জীবনীযন্ত্র। ১৮৬৫ সাল। মূল্য ॥০ আট আনা।

প্রথম সংস্করণ প্রকাশের ২৩ বৎসর পরে—১৮৮৯ সনের জানুয়ারি মাসে এই পুস্তক পুনর্মুদ্রিত হয়; প্রকাশক—ধুলিয়ান-নিবাসী অনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "গ্রন্থকারমহাশয়ের অভিমত গ্রহণপূর্ব্বক উপযুক্ত স্থলবিশেষে কতক কতক সংযোজন এবং কোন কোন অংশ পরিত্যাগ করিয়া এই দ্বিতীয় সংস্করণ [পৃ. ৭২] প্রকাশ" করেন। আমরা গ্রন্থকারের মূল সংস্করণের পাঠই অনুসরণ করিয়াছি।

'সমাজ কুচিত্রে'র লেখক "নিশাচর" কে, এ সম্বন্ধে স্বতঃই কৌতূহল হইতে পারে। তিনি সে কালের সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। উল্লিখিত অনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার একমাত্র জামাতা, সে কালের সব-রেজিষ্টার ও 'রেজিষ্টারী দর্পণ' প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা ('জন্মভূমি,' পৌষ ১৩০৩, পৃ. ১৬-১৭)। 'সমাজ কুচিত্রে'র আখ্যাপত্রে আছে: "Published by B. Mook. Pen and Co" এই "B. Mook." "ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়" নামেরই সংক্ষিপ্ত রূপ। ভুবনচন্দ্রই যে 'সমাজ কুচিত্রে'র লেখক, তাহার স্পষ্ট উল্লেখও আমরা পাইয়াছি। "স্বয়ং ভুবনচন্দ্রের মুখে সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ" করিয়া, তাঁহারই জীবিতকালে যতীন্দ্রনাথ দত্ত তৎসম্পাদিত 'জন্মভূমি'তে (ভাদ্র ১৩১০) তাঁহার যে জীবনী প্রকাশ করেন, তাহাতে প্রকাশ:—১৮৭০-৭১ সনে খণ্ডশঃ প্রকাশিত "[এই এক নূতন: আমার] গুপ্তকথা লিখিবার অগ্রে সমাজ কুচিত্র নামে তিনি একখানি সামাজিক নক্সা প্রণয়ন করেন, সেখানি হুতোমের ভাষার অনুকরণ, বিজ্ঞ লোকে তাহা পাঠ করিয়া প্রকৃত চিত্র বলেন, হুতোম নিজেও প্রশংসা করিয়াছিলেন।" যতীন্দ্রনাথ পরবর্তী কালে বর্দ্ধিতাকারে ভুবনচন্দ্রের যে জীবনকাহিনী প্রচার করিয়াছিলেন ('প্রবর্ত্তক,' ভাদ্র ১৩৪৩), তাহাতেও 'সমাজ কুচিত্রে'র রচয়িতা সম্বন্ধে অনুরূপ উক্তি আছে।

২০ জুলাই ১৮৪২ (৬ শ্রাবণ ১২৪৯) তারিখে ভুবনচন্দ্রের জন্ম হয়। ২৪-পরগণার

অন্তর্গত দক্ষিণ-বারুইপুরের সন্নিহিত শাসন গ্রামে তাঁহার মাতামহাশ্রম। শৈশবাবধি মাতৃভাষায় তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। ১৮৬১ সনের জুলাই মাসে জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও মদনগোপাল গোস্বামীর সম্পাদনায় দৈনিক 'পরিদর্শক' প্রকাশিত হইলে ভুবনচন্দ্র তাহাতে কবিতা লিখিতেন। পর-বৎসর ১৪ই নবেম্বর কালীপ্রসন্ন সিংহ 'পরিদর্শকে'র সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী হন; তিনি জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও তাঁহার সুপারিশে ভুবনচন্দ্রকে সহকারী-রূপে গ্রহণ করেন। 'পরিদর্শক' তিন মাস সগৌরবে চলিয়া লুপ্ত হয়। ভুবনচন্দ্র কালীপ্রসন্নের সুনজরে পড়িয়াছিলেন; 'পরিদর্শক' লুপ্ত হইলেও সদাশয় কালীপ্রসন্ন তাঁহাকে নিকটেই রাখিয়াছিলেন। এই সময়ে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ 'সোমপ্রকাশে'র জন্ম এক জন যোগ্য সহকারীর সন্ধান করিতেছিলেন। ভুবনচন্দ্র সেই পদের প্রার্থী হন। দেড় বৎসর 'সোমপ্রকাশে'র সম্পাদকীয়-বিভাগে কার্য্য করিবার পর তিনি রামচন্দ্র গুপ্তের অধীনে 'সংবাদ প্রভাকরে'র সহকারী সম্পাদক হন এবং এই পদে সুদীর্ঘ ২২ বৎসর নিযুক্ত ছিলেন। 'সংবাদ প্রভাকরে' কার্য্যকালে তিনি দুইখানি মাসিকপত্র পরিচালন করিয়াছিলেন; উহার একখানি—১২৭৭ সালের অগ্রহায়ণ (১ ডিসেম্বর ১৮৭০) মাসে প্রকাশিত রহস্য-পত্রিকা 'বিদূষক,' অপরখানি—১৮৭৩ সনের নবেম্বর মাসে প্রকাশিত 'পূর্ণশশী'। ১৩০৩ সালের ২৫এ শ্রাবণ, শনিবার (৮ আগস্ট ১৮৯৬) সাপ্তাহিক 'বসুমতী' প্রকাশিত হইলে প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের আগ্রহে ভুবনচন্দ্র সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদান করিতে স্বীকৃত হন। তাঁহার লিখিত অনেক গ্রন্থ বসুমতী-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৩০৭ সালে প্রকাশিত নবপর্য্যায় (৯ম ভাগ) 'জন্মভূমি'র সহিত তিনি ওতপ্রোত ছিলেন। তাঁহার বহু রচনা—কবিতা, গল্প, প্রবন্ধাদি 'জন্মভূমি'তে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার ১১শ ভাগের (১৩০৯) প্রথম কয়েক সংখ্যার সম্পাদক-রূপে তাঁহার নাম বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় মুদ্রিত হইয়াছে। 'জন্মভূমি'র দত্ত-পরিবারের সহিত তাঁহার অকৃত্রিম সৌহার্দ্য ছিল। গঙ্গাস্নানের সুবিধা হইবে বলিয়া ১৩০৩ সাল হইতে মৃত্যুর দুই মাস পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি দত্ত-পরিবারেই অবস্থান করিয়াছিলেন। প্রৌঢ়াবস্থার পূর্ব্বেই তাঁহার পত্নীবিয়োগ হইয়াছিল।

ভুবনচন্দ্রের গ্রন্থের সংখ্যা বড় অল্প নহে। তিনি কাব্য, উপন্যাস, সামাজিক নক্শা, প্রহসন, ইতিহাস, জীবনী, ভ্রমণকাহিনী—এক কথায় বাংলা-সাহিত্যের সকল বিভাগেই গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে দ্বিতীয় রাজকৃষ্ণ রায় বলা চলে। তিনি অনুবাদে সিদ্ধহস্ত ছিলেন; রেনল্ডসের জোসেফ উইলমট্, মারি কোরেলীর *Sorrows of Satan* ('সয়তান'), গালিভার্স ট্রাভ্‌লস্ প্রভৃতি সুললিত বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত 'এই এক নূতন : আমার গুপ্তকথা' বা 'হরিদাসের গুপ্তকথা' (যে ১৮৭৩) আমাদের নিকট সমধিক পরিচিত।

ভুবনচন্দ্র নামের কাঙাল ছিলেন না। তাঁহার লিখিত অনেক পুস্তকে গ্রন্থকার-হিসাবে তাঁহার নাম মুদ্রিত হয় নাই। উদীয়মান লেখকগণের উৎসাহদাতা-রূপে তিনি অনেকের

রচনা সংস্কার করিয়া দিয়াছেন। "কুষ্টিয়া-নিবাসী সৈয়দ মীর মশাররফ হোসেন নামক এক মুসলমান যুবক দুইখানি বাঙ্গালা পুস্তক লিখিয়া তাঁহাকে দেখাইতে আসেন, তিনি তাহা উত্তমরূপে শোধন করিয়া বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় সজ্জিত করেন, একখানির নাম 'বসন্তকুমারী,' দ্বিতীয়খানির নাম 'বিষাদসিন্ধু'।" ('জন্মভূমি,' ভাদ্র ১৩১০, পৃ. ৬১)

১৮ জুলাই ১৯১৬ (২ শ্রাবণ ১৩২৩) তারিখে, ৭৪ বৎসর বয়সে, ভুবনচন্দ্র পরলোকগমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তৎসম্পাদিত 'নায়কে' (২০ ভাদ্র) লিখিয়াছিলেন :—

> "আলালের সময় হইতে যিনি বাঙ্গালার গদ্য পদ্য লেখক, মাইকেলের সহচর, যাঁহার লিখিত পুস্তকরাশির সংখ্যা করা যায় না; যাঁহার পাঠকগণেরও সংখ্যা হয় না—সেই সরল সোজা, দেশী বাঙ্গালা গদ্যের লেখক ভুবনচন্দ্রের মতন অনুবাদক বাঙ্গালায় আর ছিল না—বোধ হয় আর হইবে না। আর···তুমি ভুবনচন্দ্রের মনীষা বেচিয়া এত অর্থ পাইয়াছ, তুমি সেই বুড়ার মরণে কি করিলে? কি করিবে? নাটুকে রামনারায়ণের সময় হইতে যে ভুবনচন্দ্রের প্রতিভা একটানা গঙ্গাস্রোতের মত সমানভাবে ষাট বৎসরকাল বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে বহিয়া গিয়াছে, সেই ভুবনবাবুর দলের একজন ছিল না বলিয়া আজ বিস্মৃতিসাগরে ডুবিল।"

'পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব'

১২৭৫ সালে (ইং ১৮৬৮) এই পুস্তিকাখানি প্রকাশিত হয়। ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১০; আখ্যা-পত্রটি এইরূপ :—

> আস্মানের নক্‌সা। পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব। ষষ্ঠীর বোধন হইতে মহা-নবমীর কাদা পর্য্যন্ত। শ্রীযুক্ত দশ অবতারের এক অবতার কর্ত্তৃক প্রণীত।
>
> "———— ——— ভূধর-দরী-লীনা মুনীনাং গিরঃ,
> স্বচ্ছং ম্লেচ্ছ-মতং জনাস্তদনুগাঃ কা নাম ধর্ম্ম্যাঃ ক্রিয়াঃ।
> মন্যং হন্তমতীব।———— ———— ————"
>
> প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ।
>
> কলিকাতা। শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৭২ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত। সন ১২৭৫ সাল।

পুস্তিকায় লেখক আত্মগোপন করিয়া নিজকে "শ্রীযুক্ত দশ অবতারের এক অবতার"-রূপে পরিচয় দিয়াছেন। বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকায় তাঁহার আসল নাম "রামসর্ব্বস্ব বিদ্যাভূষণ" এবং পুস্তিকার প্রকাশকাল "১৬ ডিসেম্বর ১৮৬৮" পাওয়া যাইতেছে।

১২৪০ সালে (ইং ১৮৩৩) ২৪-পরগণার অন্তর্গত কোদালিয়া গ্রামে রামসর্ব্বস্বের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম—রামগোপাল বিদ্যাবাগীশ। দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের

মধ্যে বাগ্‌দান-প্রথা প্রচলিত থাকায় বাল্যকালেই রামসর্ব্বস্বের পরিণয়-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল; তিনি কবিবর তারাকুমার কবিরত্নের ভগিনীকে বিবাহ করেন।

রামসর্ব্বস্ব সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ, অলঙ্কার, কাব্য, সাহিত্যাদি অধ্যয়ন করিয়া "বিদ্যাভূষণ" উপাধি লাভ করেন। তাঁহার ছাত্র-জীবন কৃতিত্বে সমুজ্জ্বল। সংস্কৃত কলেজ হইতে বহির্গত হইয়া তিনি পটোলডাঙ্গা ট্রেনিং ইনষ্টিটিউশনের পণ্ডিত হন। অতঃপর তিনি বিদ্যাসাগর-প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান কলেজ ও বউবাজার শাখা-বিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। ১৯০৩ সনে প্রকাশিত 'সংস্কৃত ব্যাকরণপ্রবেশিকা'র বিজ্ঞাপনে তিনি লিখিয়াছেন:—"প্রায় দ্বাদশ বৎসর অতীত হইল, তৎকালে আমি প্রায় বিশ বৎসর ধরিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিদ্যালয়ে ও তাঁহার নিজের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম। তিনিও আমাকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন।" বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর (ইং ১৮৯১) পর রামসর্ব্বস্ব পাঁচ বৎসর বঙ্গবাসী কলেজে ও ১৫ বৎসর রিপন কলেজে অধ্যাপনা করিয়া ১৩১৭ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

রামসর্ব্বস্ব অমায়িকপ্রকৃতি, আমোদপ্রিয় ও সুরসিক ছিলেন। সাধারণের নিকট তাঁহার নাম রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃত-শিক্ষক হিসাবেই সমধিক পরিচিত। কিন্তু তিনি যে সে কালের একজন প্রতিষ্ঠাবান্ সাহিত্যিক ছিলেন, ইহা আজ অনেকেরই নিকট অবিদিত। ১৮৬৮ সনের ২৮এ ডিসেম্বর 'কল্পলতিকা' নামে পাক্ষিক পত্রিকা তাঁহার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়, নজীর উদ্ধৃত করিতেছি:—

> কল্পলতিকা। এখানি পাক্ষিক পত্রিকা। শ্রীযুক্ত রামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য ইহার সম্পাদক ও প্রকাশক। ১৫ই পৌষ অবধি নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হইতেছে, মাসিক মূল্য চারি আনা। ('সংবাদ প্রভাকর,' ২৩ পৌষ ১২৭৫)
>
> কল্পলতিকা। এখানি পাক্ষিক পত্রিকা। পটোলডাঙ্গা ট্রেনিং ইনষ্টিটিউশনের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামসর্ব্বস্ব বিদ্যাভূষণ ইহার প্রণয়ন করিতেছেন। ইহার দুই সংখ্যা দেখিয়া বোধ হইতেছে...। ('সোমপ্রকাশ,' ২০ মাঘ ১২৭৫)

১২৮২ সালের বৈশাখ (ইং ১৮৭৫) মাসে রামসর্ব্বস্ব 'প্রতিবিম্ব' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহার প্রথম সংখ্যার সমালোচনা-প্রসঙ্গে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (ভাদ্র ১৭৯৭ শক) লিখিয়াছিলেন:—

> প্রতিবিম্ব। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, শিল্প, পুরাবৃত্ত, বার্ত্তাশাস্ত্র, জীবনবৃত্ত, শব্দশাস্ত্র ও সঙ্গীতাদি বিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচন। শ্রীরামসর্ব্বস্ব বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। কলিকাতা, ভিক্টোরিয়া যন্ত্রে মুদ্রিত, ১২৮২। এই সংখ্যায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম সূচনা, ২য় মনু ও তাঁহার রাজনীতি, ৩য় উদাসীন যোগী বেশে সাজায়ে আমার, ৪র্থ বিজ্ঞান, ৫ম আলঙ্কারিক শিল্প, ৬ষ্ঠ প্রকৃতির খেদ, ৭ম পৌরাণিক ভূ-বৃত্তান্ত, ৮ম আয়ুর্ব্বেদ। স্বীয় লেখকগণের নাম ঘোষণা বিষয়ে

প্রতিবিম্বের কোন আড়ম্বর নাই কিন্তু আমরা শুনিতে পাই এই মাসিক পত্র প্রণ
কার্য্যে উত্তম উত্তম লেখক ব্রতী আছেন। "আলঙ্কারিক শিল্পে"র ন্যায় গদ্য প্রস্তাব
"প্রকৃতির খেদের" ন্যায় কবিতা যে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তাহা সাধারণ
সমাদরভাজন না হইয়া কখনই থাকিতে পারে না। আমরা শুনিলাম পরলোক
শ্যামাচরণ শ্রীমাণি মহাশয় আলঙ্কারিক শিল্প ও পৌরাণিক ভূ-বৃত্তান্ত এই প্রস্তাব
লিখিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় ধীর, অমায়িক, শিল্পাভিজ্ঞ ব্যক্তি অল্পই পাওয়া যায়।

"প্রকৃতির খেদ" রবীন্দ্রনাথের রচনা। 'প্রতিবিম্বে'র ২য় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১২৮২) হই
দ্বিজেন্দ্রনাথের লিখিত "পাতঞ্জলের যোগশাস্ত্র" ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে
১২৮২ সালের অগ্রহায়ণ মাস হইতে পত্রিকাখানি 'জ্ঞানাঙ্কুরে'র সহিত সম্মিলিত হই
'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' নাম ধারণ করে।

২৪ জুন ১৯১২ (১০ আষাঢ় ১৩১৯) তারিখে, ৬৯ বৎসর বয়সে, পণ্ডিত রামসব
বিদ্যাভূষণ পরলোকগমন করিয়াছেন ('গৃহস্থ,' কার্ত্তিক ১৩১৯ দ্রষ্টব্য)।

সূচীপত্র

'হুতোম,' ১ম ভাগ

প্রকরণ			পৃষ্ঠা
চড়ক	...	...	১
বারোইয়ারি	...	...	১৪
হুজুক	...	...	৪৮
ছেলে ধরা	...	...	৪৮
প্রতাপচাঁদ	...	...	৪৮
মহাপুরুষ	...	...	৪৯
লালা রাজাদের বাড়ি দাঙ্গা	...	...	৫২
কৃশ্চানি হুজুক	...	...	৫৩
মিউটিনি	...	...	৫৪
মরাফেরা	...	...	৫৬
আমাদের জাতি ও নিন্দুকেরা	...	..	৫৯
নানা সাহেব	...	...	৬০
সাতপেয়ে গরু	...	...	৬০
দরিয়াই ঘোড়া	...	...	৬০
লক্ষ্ণৌয়ের বাদ্‌সা	...	...	৬১
শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	...	৬২
ছুঁচোর ছেলে বুঁচো	...	..	৬২
জষ্টিস্ ওয়েল্‌স্	...	...	৬৩
টেক্‌চাঁদের পিসী	...	...	৬৪
পাদ্রি লং ও নীলদর্পণ	...	...	৬৪
রমাপ্রসাদ রায়	...	...	৬৬
রসরাজ ও যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল	...	...	৭২
বুজ্‌রুকি	...	...	৭৪
হোসেন খাঁ	...	...	৭৪
ভূত নাবানো	...	...	৭৫
নাককাটা বঙ্ক	...	...	৭৭

প্রকরণ			পৃষ্ঠা
বাবু পদ্মলোচন দত্ত			
ওরফে হঠাৎ অবতার	...	...	৮৪
স্নানযাত্রা	...	...	৯৮
'হুতোম,' ২য় ভাগ			
রথ	...	...	১১১
দুর্গোৎসব	...	...	১১৩
রামলীলা	...	...	১২৩
রেলওয়ে	...	...	১৩০
'সমাজ কুচিত্র'	...	...	১৪৫-৯১
'পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব'	...	...	১৯৩-২০৪

হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা

প্রথম ভাগ

সহৃদয় কুলচূড় শ্রীল শ্রীযুক্ত মুলুক চাঁদ শর্ম্মার

বাঙ্গালী সাহিত্য ও সমাজের প্রিয়চিকীর্ষা নিবন্ধন

বিনয়াবনত

দাস

শ্রীহুতোম প্যাঁচা কর্ত্তৃক

(তাহার এই প্রথম রচনাকুসুম)

শ্রীচরণে

অঞ্জলি প্রদত্ত হইল।

ভূমিকা উপলক্ষে একটা কথা

আজকাল বাঙ্গালী ভাষা আমাদের মত মূর্ত্তিমান্ কবিদলের অনেকেরই উপজীব্য হয়েচে, বেওয়ারিস লুচির ময়দা বা তইরি কাদা পেলে যেমন নিষ্কর্ম্মা ছেলেমাত্রেই একটা না একটা পুতুল তইরি করে খ্যালা করে, তেমনি বেওয়ারিস বাঙ্গালী ভাষাতে অনেকে যা মনে যায় কচ্চেন; যদি এর কেও ওয়ারিসান্ থাক্‌তো, তা হলে ইস্কুলবয় ও আমাদের মত গাধাদের দ্বারা নাস্তা নাবুদ হতে পেতো না—তা হলে হয় ত এত দিন কত গ্রন্থকার ফাঁসি যেতেন, কেউ বা কয়েদ থাকতেন, সুতরাং এই নজিরেই আমাদের বাঙ্গালী ভাষা দখল করা হয়। কিন্তু এমন নতুন জিনিস নাই যে, আমরা তাতেই লাগি—সকলেই সকল রকম নিয়ে জুড়ে বসেচেন—বেশির ভাগই অ্যাকচেটে, কাজে কাজেই এই নক্‌শাই আমাদের অবলম্বন হয়ে পড়লো। কথায় বলে "এক জন বড়মানুষ, তাঁরে প্রত্যহ নতুন নতুন মস্করামো দ্যাখাবার জন্য এক জন ভাঁড় চাকর রেখেছিলেন, সে প্রত্যহ নতুন নতুন ভাঁড়ামো করে বড়মানুষ মশায়ের মনোরঞ্জন কত্তো, কিছু দিন যায়, অ্যাক দিন সে আর নতুন ভাঁড়ামো খুঁজে পায় না, শেষে ঠাউরে ঠাউরে এক ঝাঁকামুটে ভাড়া করে বড়মানুষ বাবুর কাছে উপস্থিত, বড়মানুষ বাবু তাঁর ভাঁড়কে ঝাঁকামুটের ওপর বসে আসতে দেখে বল্লেন, ভাঁড়! এ কি হে? ভাঁড় বল্লে, "ধর্ম্মাবতার, আজকের এই এক নতুন!" আমরাও এই নক্‌শাটি পাঠকদের উপহার দিয়ে এই এক নতুন বলে দাঁড়ালেম—এখন আপনাদের স্বেচ্ছামত তিরস্কার বা পুরস্কার করুন।

কি অভিপ্রায়ে এই নক্‌শা প্রচারিত হলো, নক্‌শাখানির দু পাত দেখ্‌লেই সহৃদয় মাত্রেই তা অনুভব কত্তে সমর্থ হবেন, কারণ এই নক্‌শায় একটি কথা অলীক বা অমূলক ব্যবহার করা হয় নাই—সত্য বটে অনেকে নক্‌শাখানিতে আপনারে আপনি দেখ্‌তে পেলেও পেতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক সেটি যে তিনি নন তা বলা বাহুল্য, তবে কেবল এই মাত্র বল্‌তে পারি যে, আমি কারেও লক্ষ্য করি নাই অথচ সকলেরেই লক্ষ্য করিচি, এমন কি স্বয়ংও নক্‌শার মধ্যে থাকিতে ভুলি নাই।

নক্‌শাখানিকে আমি এক দিন আরসি বলে পেশ কল্লেও কত্তে পাত্তেম, কারণ পূর্ব্বে জানা ছিল যে, দর্পণে আপনার মুখ কদর্য্য দেখে কোন বুদ্ধিমান্‌ই আরসিখানি ভেঙ্গে ফেলেন না, বরং যাতে ক্রমে ভালো দেখায় তারই তদ্বির করে থাকেন, কিন্তু নীলদর্পণের হাঙ্গাম দেখে শুনে—ভয়ানক জানোয়ারদের মুখের কাছে ভরসা বেঁধে আরসি ধত্তে আর সাহস

হয় না, সুতরাং বুড়ো বয়সে সং সেজে রং কত্তে হলো—পূজনীয় পাঠকগণ বেয়াদবি মাফ্ কর্ব্বেন।

আশমান
১৭৮৪ শকাব্দা

দ্বিতীয় বারের গৌরচন্দ্রিকা

পাঠক! হুতোমের নক্‌শার প্রথম ভাগ দ্বিতীয় বার মুদ্রিত ও প্রচারিত হলো। যে সময় এই বইখানি বাহির হয়, সে সময় লেখক একবার স্বপ্নেও প্রত্যাশা করেন নাই যে, এখানি বাঙ্গালী সমাজে সমাদৃত হবে ও দেশের প্রায় সমস্ত লোকে (কেউ লুকিয়ে কেউ প্রকাশ্যে) পড়বেন। যাঁরা সহৃদয়, সর্ব্ব সময় দেশের প্রিয় কামনা করে থাকেন ও হতভাগ্য বাঙ্গালী সমাজের উন্নতির নিমিত্ত কায়মনে কামনা করেন, তাঁরা হুতোমের নক্‌শা আদর করে পড়ে সর্ব্বদাই অবকাশ রঞ্জন করেন। যেগুলো হতভাগা, হুতোমের লক্ষ্য, লক্ষ্মীর বরযাত্র, পাজীর টেক্কা ও বজ্জাতের বাদ্‌শা, তারা "দেখি হুতোম আমার গাল দিয়েছে কি না? কিম্বা কি গাল দিয়েছে" বলেও অন্তত লুকিয়ে পড়েচে; শুদ্দু পড়া কি,—অনেকে শুদ্‌রেচেন, সমাজের উন্নতি হয়েচে ও প্রকাশ্য বেলেল্লাগিরি বদমাইশি ও বজ্জাতির অনেক লাঘব হয়েচে। এ কথা বলাতে আমাদের আপনা আপনি বড়াই করা হয় বটে, কিন্তু এটি সাধারণের ঘরকন্নার কথা *Household words.*

পাঠক! কতকগুলি আনাড়িতে রটান, হুতোমের নক্‌শা অতি কদর্য্য বই, কেবল পরনিন্দা পরচর্চ্চা খেঁউড় ও পচালে পোরা ও শুদ্ধ গায়ের জ্বালা নিবারণার্থ কতিপয় ভদ্রলোককে গাল দেওয়া হয়েচে। এটি বাস্তবিক ঐ মহাপুরুষদের ভ্রম; অ্যাকবার ক্যান, শতেক বার মুক্ত কণ্ঠে বল্‌বো—ভ্রম! হুতোমের তা উদ্দেশ্য নয়, তা অভিসন্ধি নয়, হুতোম তত দূর নীচ নন যে, দাদ তোলা কি গাল দেবার জন্য কলম ধরেন। জগদীশ্বরের প্রসাদে যে কলমে হুতোমের নক্‌শা প্রসব করেচে, সেই কলম ভারতবর্ষের প্রধান ধর্ম্ম ও নীতি শাস্ত্রের উৎকৃষ্ট ইতিহাসের ও বিচিত্র চিত্তোৎকর্ষবিধায়ক মুমুক্ষু সংসারী, বিরাগী ও রাজার অনন্ত-অবলম্বন-স্বরূপ গ্রন্থের অনুবাদক; সুতরাং এটা আপনি বিলক্ষণ জান্‌বেন যে, অজাগর ক্ষুধিত হলে আরসুলা খায় না ও গায়ে পিঁপড়ে কামড়ালে ডঙ্ক ধরে না। হুতোমে বর্ণিত বদমাইশ ও বাজে দলের সঙ্গে গ্রন্থকারেরও সেই সম্পর্ক।

তবে বলতে পারেন, ক্যানই বা কল্‌কেতার কতিপয় বাবু হুতোমের লক্ষ্যান্তবর্ত্তী হলেন, কি দোষে বাগাম্বর বাবুরে প্যালানাথকে পদ্মলোচনকে মজলিসে আনা হলো, ক্যানই বা ছুঁচো শীল, প্যাঁচা মল্লিকের নাম কল্লে, কোন্ দোষে অঞ্জনারঞ্জন বাহাদুর ও বর্দ্ধমানের হজুর আলী আর পাঁচটা রাজা রাজ্‌ড়া থাক্‌তে আসরে এলেন? তার উত্তর এই যে, হুতোমের নক্‌শা বঙ্গসাহিত্যের নূতন গহনা, ও সমাজের পক্ষে নূতন হেঁয়ালি; যদি ভাল করে চ'কে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া না হয়, তা হলে সাধারণে এর মর্ম্ম বহন কত্তে পাত্তেন না ও হুতোমের উদ্দেশ্য বিফল হতো। অ্যামন কি, এত ঘরর্ঘ্যাষা করে এনেও অনেকে আপনারে বা আপনার চিরপরিচিত বন্ধুরে নক্‌শায় চিন্‌তে পারেন না ও কি জন্য কোন্ গুণে তাঁদের মজলিসে আনা হলো, পাঠ করবার সময় তাঁদের সেই গুণ ও দোষগুলি বেমালুম বিস্মৃত হয়ে যান।

ময়ূরভঞ্জের মহারাজার মোক্তার মহারাজের জন্যে মেছোবাজার হতে উৎকৃষ্ট জরির লপেটা জুতো পাঠান, মহারাজ চিরকাল উড়ে জুতো পায়ে দিয়ে এসেচেন, লপেটা পেয়ে মনে কল্লেন, সেটি পাগড়ির কলগী ও জন্মতিথির দিন মহা সমারোহ করে ঐ লপেটা পাগড়ির ওপর বেঁধে মজলিসে বার দিলেন। সুতরাং পাছে স্বকপোলকল্পিত নায়ক হুতোমের পাঠকের নিতান্ত অপরিচিত হন, এই ভয়ে সমাজের আত্মীয় অন্তরঙ্গ নিয়ে ও স্বয়ং সং সেজে মজলিসে হাজির হওয়া হয়। বিশেষত "বিদেশে চণ্ডীর কৃপা দেশে ক্যান নাই?" বাঙ্গালী সমাজে বিশেষত সহরে য্যামন কতকগুলি পাওয়া যায়; কল্পনার অনিয়ত সেবা করে সরস্বতীরও শক্তি নাই যে, তাঁদের হতে উৎকৃষ্ট জীবের বর্ণন করেন।

হুতোমের নক্‌শার অনুকরণ করে বটতলার ছাপাখানাওয়ালারা প্রায় দুই শত রকমারি চটী বই ছাপান, ও অনেকে হুতোমের উতোর বলে "আপনার মুখ আপনি দেখেন ও দ্যাখান"। হনুমান লঙ্কা দগ্ধ করে সাগরবারিতে আপনার মুখ আপনি দেখে জাতিমাত্রেরই যাতে এরূপ হয়, তার বর প্রার্থনা করেছিলেন, উল্লিখিত গ্রন্থকারও সেই দশা ও দরের লোক। কিন্তু কত দূর সফল হলেন, তার ভার পাঠক! তোমার বিবেচনার ওপর নির্ভর করে। তবে এটা বলা উচিত যে, পত্রদ্বারা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে পরপরিবাদ ও পরনিন্দা প্রকাশ করা ভদ্রলোকের কর্ত্তব্য নয়।

ফলে "আপনার মুখ আপনি দেখ" গ্রন্থকার হুতোমের বমন অপহরণ করে বামনের চন্দ্র গ্রহণের ন্যায় হুতোমের নক্‌শার উত্তর দিতে উদ্যত হন ও বই ছাপিয়ে ঐ বই হুতোমের উত্তর বলে কতকগুলি ভদ্রলোকের চক্ষে ধুলি দিয়ে ব্যাচেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বহু দিন ঐ ব্যাব্‌সা চল্লো না। সাত পেয়ে গরু, দরিয়াই ঘোড়া ও হোসেন খাঁর জিনির মত সহৃদয় সমাজে জান্‌তে পাল্লেন যে, গ্রন্থকারের অভিসন্ধি কি? এমন কি, ঐ গ্রন্থকার খোদ হুতোমকেই তাঁরে সাহায্য কত্তে ও কিঞ্চিৎ ভিক্ষা দিতে প্রার্থনা করেন, সে পত্র এই—

জগদীশ্বরায় নমঃ।—

মহাশয়! "আপনার মুখ আপুনি দেখ" পুস্তকের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত করিয়া পাঠক-সমাজে যে তাহা গ্রহণীয় এবং আদরণীয় হইবেক পূর্ব্বে এমত ভরসা করি নাই। এক্ষণে জগদীশ্বরের কৃপায় অনেকানেক পাঠক মহাশয়েরা উক্ত পুস্তকখানি পাঠ করিয়া "দেশাচার সংশোধন পক্ষে পুস্তকখানি উত্তম হইয়াছে" এমত অনেকেই বলিয়াছেন; তাহাতেই শ্রম সফল এবং পরম লাভ বিবেচনা করা হইয়াছে।—

প্রথম খণ্ডে "দ্বিতীয় খণ্ড আপনার মুখ আপুনি দেখ" প্রকাশিত হইবেক এমত লিখিত হওয়ায় অনেকেই তদ্দর্শনে অভিলষিত হইয়াছেন (তাঁহারা পাঠক এবং গ্রাহক সাম্প্রদায়িক এই মাত্র)। উপস্থিত মহৎকার্য্য পরিশ্রম অর্থব্যয় এবং দেশহিতৈষী পরহিতপরায়ণ মহাশয় মহোদয়দিগের উৎসাহ এবং সাহায্য প্রদান ব্যতীত কোনমতে সম্পাদিত হইতে পারে না। আপনার নিঃস্ব ভাব, ধনব্যয় করিবার ক্ষমতা নাই, এ

কারণ এই মহৎকার্য্য মহল্লোকের কৃপাবল্লে না দণ্ডায়মান হইলে কোনক্রমেই এ বিষয় সমাধা হইবেক না। আর সাধারণ লোকের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে এ বিষয় সমাধা হইবার নহে। ধনী, ধীর, স্বদেশীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধিকারক এবং দেশের হিতেচ্ছুকই এই মহৎ কার্য্যে উৎসাহদাতা এ বিধায় মহাশয় ব্যতীত এ বিষয়ের সাহায্য আর কেহই হইতে পারেন না। আপনার দাতৃত্বতা পরোপকারিত্বতা ও কৃতজ্ঞতা প্রভৃতির সুযশ সৌরভ গৌরবে ধরণী সৌরভিনী হইয়াছে, ভারত আপনার যশস্বরূপ যশ ধারণ করিয়াছে। দেশাচার সংশোধন পক্ষে মহাশয় বাঙ্গালা ভাষার প্রথম গ্রন্থকর্ত্তা, বর্ত্তমানে মহাশয়ের মতানুসারে সকলেরই গ্রন্থ লেখা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া আপনার কৃপাবর্ল্মে দণ্ডায়মান হইয়া নিবেদন করিলাম মহাশয় কিঞ্চিৎ কৃপানেত্রে চাহিয়া সাহায্য প্রদান করিলে সত্বরেই দ্বিতীয় খণ্ড "আপনার মুখ আপুনি দেখ" পুস্তক প্রকাশ করিতে পারি। নিবেদন ইতি সন ১২৭৪ সাল তারিখ—২০ জ্যৈষ্ঠ—

পুঃ

লিপিখানিতে, ডাক ষ্ট্যাম্প দিয়া প্রদান করা বিধেয় বিবেচনা করিলাম না। না দেওয়ার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

দ্বিতীয়তঃ। অনুজ্ঞার আশাপথ নিরীক্ষণ করিয়া রহিলাম কৃপাবলোকন যে রূপ অনুজ্ঞা হইবেক লিখিয়া বাধিত করিবেন।—

কা, য়া রূপ কারাবাসে : কা, লে কালে আয়ু নাশে : ভো, লা মন ভাবে না ভুলিয়ে।
ব লি, তারে সুবচনে : চ লি, তে সুজন সনে : হে লা, করে খেলায় মাতিয়ে॥
সদ প্র, মদেতে মত্ত : ত্যজি প্র, সঙ্গের তত্ত্ব : নিত্য না, চে কুসঙ্গের সনে।
তত্ত্ব র স, পরিহরি : বৃথা র স, পান করি : মনম থ, অনুক্ষণ মনে॥
ভারতে ত ন্ত্র, তা করি : অভেদ ভি ন্ন, তা হরি : দেখাইছে মু, ক্তির সোপান।
মন যদি ব সি, তায় : ত্যজে পাপ ম সি, হায় : শুনি মুনি মু খো, গুণ গান॥
ভারত বেদের অ ং, শ : শ্রবণে কলুস ধ্ব ং, স : ভারতে ভারত পা, প হরে।
হরিগুণ সদত্ ক হ, ভারত লইয়া র হ, ভাগবতে কর আ খ্যা, নরে॥

হুতোমের চিরপরিচিত রীত্যনুসারে এই ভিক্ষুকের পত্রখানি অপ্রচারিত রাখা কর্ত্তব্য ছিল, কিন্তু কতকগুলি স্কুলবয় ও আনাড়িতে বাস্তবিকই স্থির করে রেখেচেন যে, "আপনার মুখ আপনি দেখ" বইখানি হুতোমের প্রকৃত উত্তর, ও বটতলার পাইকেররাও ঐ কথা বলে হুতোমের নক্‌শার সঙ্গে ঐ বিচিত্র বইখানি বিক্রী করেন বলিয়াই ঐ হতভাগ্য ভিক্ষুকের পত্রখানি অবিকল ছাপান গেল।—এখন পাঠক! তুমি ঐ পত্রখানিই পাঠ করে জান্‌তে পারবে, হুতোমের নক্‌শার সঙ্গে "আপনার মুখ আপনি দেখ" গ্রন্থকারের কিরূপ সম্পর্ক!

শকম্বপুর }
১লা এপ্রেল }

শ্রীভালা মুল্ ব্ল্যাক্-ইয়ার্।
প্রকাশক।

কলিকাতার চড়কপার্ব্বণ

"কহই টুনোয়া—
সহর সিখাওয়ে কোতোয়ালী"—টুনোয়ার টপ্পা।

কলিকাতা সহরের চার দিকেই ঢাকের বাজ্‌না শোনা যাচ্চে, চড়্‌কীর পিঠ সড়্‌ সড়্‌ কচ্চে, কামারেরা বাণ, দশলকি, কাঁটা ও বঁটি প্রস্তুত কচ্চে; সর্ব্বাঙ্গে গয়না, পায়ে নূপুর, মাতায় জরির টুপি, কোমোরে চন্দ্রহার, সিপাই পেড়ে ঢাকাই সাড়ি মালকোচা করে পরা, তারকেশ্বরে ছোবান গামছা হাতে, বিল্বপত্র বাঁদা সূতা গলায় যত ছুতর, গয়লা, গন্ধবেণে ও কাঁসারীর আনন্দের সীমা নাই—"আমাদের বাবুদের বাড়ি গাজোন।"

কোম্পানির বাংলা দখলের কিছু পরে, নন্দকুমারের ফাঁসি হবার কিছু পূর্ব্বে আমাদের বাবুর প্রপিতামহ নিমকের দাওয়ান ছিলেন, সে কালে নিমৃকীর দাওয়ানীতে বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় ছিল; সুতরাং বাবুর প্রপিতামহ পাঁচ বৎসর কর্ম্ম করে মৃত্যুকালে প্রায় বিশ লক্ষ টাকা রেখে যান—সেই অবধি বাবুরা বনেদী বড় মানুষ হয়ে পড়েন। বনেদী বড় মানুষ কব্‌লাতে গেলে বাঙ্গালী সমাজে যে সরঞ্জামগুলি আবশ্যক, আমাদের বাবুদের তা সমস্তই সংগ্রহ করা হয়েচে—বাবুদের নিজের একটি দল আছে, কতকগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কুলীনের ছেলে, বংশজ, শ্রোত্রিয়, কায়স্থ, বৈদ্য, তেলী, গন্ধবেণে আর কাঁসারী ও ঢাকাই কামার নিতান্ত অনুগত—বাড়িতে ক্রিয়েকর্ম্ম ফাঁক যায় না, বাৎসরিক কর্ম্মেও দলস্থ ব্রাহ্মণদের বিলক্ষণ প্রাপ্তি আছে; আর ভদ্রাসনে এক বিগ্রহ, শালগ্রামশিলে ও আকবরী মোহর পোরা লক্ষ্মীর খুঁচির নিত্যসেবা হয়ে থাকে।

এদিকে ঢুলে বেয়ারা, হাড়ি ও কাওরারা নূপুর পায়ে উত্তরি সূতা গলায় দিয়ে নিজ নিজ বীরব্রতের ও মহত্বের স্তম্ভস্বরূপ বাণ ও দশলকি হাতে করে প্রত্যেক মদের দোকানে বেশ্যালয়ে ও লোকের উঠানে ঢাকের সঙ্গতে নেচে ব্যাড়াচ্চে। ঢাকীরা ঢাকের টোয়েতে চামর, পাখির পালক, ঘণ্টা ও ঘুঙুর বেঁধে পাড়ায় পাড়ায় ঢাক বাজিয়ে সন্ন্যাসী সংগ্রহ কচ্চে; গুরু মশায়ের পাঠশাল বন্দ হয়ে গিয়েছে—ছেলেরা গাজনতলাই বাড়ি করে তুলেচে; আহার নাই, নিদ্রা নাই; ঢাকের পেচোনে পেচোনে রুপ্টে রপ্টে ব্যাড়াচ্চে; কখন "বলে ভদ্দেশ্বরে শিবো মহাদেব" চীৎকারের

সঙ্গে যোগ দিচ্চে, কখন ঢাকের টৌয়ের চামর ছিঁড়্‌ছে, কখন ঢাকের পেছনটা ছুম্ ছুম্ করে বাজাচ্চে—বাপ মা শশব্যস্ত, একটা না ব্যায়রাম কল্লে হয়।

ক্রমে দিন ঘুনিয়ে এলো, আজ বৈকালে কাঁটাঝাঁপ। আমাদের বাবুর চার পুরুষের বুড়ো মূল সন্ন্যাসী কাণে বিল্বপত্র গুঁজে, হাতে এক মুটো বিল্বপত্র নিয়ে, ধুঁক্‌তে ধুঁক্‌তে বৈঠকখানায় উপস্থিত হলো; সে নিজে কাওরা হলেও আজ শিবত্ব পেয়েচে, সুতরাং বাবু তারে নমস্কার কল্লেন; মূল সন্ন্যাসী এক পা কাদা শুদ্ধ ধোব ফরাশের উপর দিয়ে বাবুর মাতায় আশীর্ব্বাদী ফুল ছোঁয়ালেন,—বাবু তটস্থ!

বৈঠকখানার মেকাবি ক্লাকে টাং টাং টাং করে পাঁচটা বাজ্‌লো, সূর্য্যের উত্তাপের হ্রাস হয়ে আস্‌তে লাগ্‌লো। সহরের বাবুরা ফেটিং, সেল্‌ফ ড্রাইভীং, বগি ও ব্রাউহ্যামে করে অবস্থাগত ফ্রেণ্ড, ভদ্র লোক, বা মোসাহেব সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরুলেন, কেউ বাগানে চল্‌লেন—দুই চার জন সহৃদয় ছাড়া অনেকেরি পিছনে মালভরা মোদাগাড়ি চল্লো, পাছে লোকে জান্‌তে পারে এই ভয়ে কেউ সে গাড়ির সইস কোচম্যানকে তক্‌মা নিতে বারণ করে দেচেন—কেউ লোকাপবাদ তৃণজ্ঞান, বেশ্যাবাজী বাহাদুরির কাজ মনে করেন; বিবিজানের সঙ্গে একত্রে বসেই চলেচেন, খাতির নদারৎ!—কুঠিওয়ালারা গহনার ছক্কড়ের ভিতর থেকে উঁকি মেরে দেখে চক্ষু সার্থক কচ্চেন।

এদিকে আমাদের বাবুদের গাজনতলা লোকারণ্য হয়ে উঠ্‌লো, ঢাক বাজতে লাগ্‌লো, শিবের কাছে মাথা চালা আরম্ভ হলো, সন্ন্যাসীরা উবু হয়ে বসে মাথা ঘোরাচ্চে, কেহ ভক্তিযোগে হাঁটু গেড়ে উপুড় হয়ে পড়েচে—শিবের বামুন কেবল গঙ্গাজল ছিটুচ্চে, প্রায় আধ ঘণ্টা মাথা চালা হলো, তবু ফুল আর পড়ে না; কি হবে! বাড়ির ভিতরে খবর গেলো; গিন্নিরা পরস্পর বিষণ্ণ বদনে "কোন অপরাধ হয়ে থাক্‌বে" বলে একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন—উপস্থিত দর্শকেরা "বোধ হয়, মূল সন্ন্যাসী কিছু খেয়ে থাক্‌বে, সন্ন্যাসীর দোষেই এই সব হয়"; এই বলে নানাবিধ তর্ক বিতর্ক আরম্ভ কল্লে; অবশেষে গুরু পুরুত, ও গিন্নির ঐক্য মতে বাড়ির কর্ত্তাবাবুকে বাঁধাই স্থির হলো। এক জন আমুদে ব্রাহ্মণ ও চার পাঁচ জন সন্ন্যাসী দৌড়ে গিয়ে বাবুর কাছে উপস্থিত হয়ে বল্লে—"মোশায়কে একবার গা তুলে শিবতলায় যেতে হবে," "ফুল ত পড়ে না!" সন্ধ্যা হয়—বাবুর ফিটন্ প্রস্তুত, পোশাক পরা, রুমালে বোকো মেখে বেরুচ্ছিলেন—শুনেই অজ্ঞান! কিন্তু কি করেন, সাত পুরুষের ক্রিয়েকাণ্ড বন্দ করা হয় না, অগত্যা পায়নাপেলের চাপ্‌কান পরে, সাজগোজ সমেতই গাজনতলায় চল্লেন—বাবুকে আস্‌তে দেখে

দেউড়ির দরওয়ানেরা আগে আগে সার গেঁতে চল্লো ; মোসাহেবেরা বাবুর সমূহ বিপদ্ মনে করে বিষন্ন বদনে বাবুর পেচোনে পেচোনে যেতে লাগ্‌লো।

গাজনতলায় সজোরে ঢাক ঢোল বেজে উঠ্‌লো, সকলে উচ্চস্বরে "ভদ্দেশ্বরে শিবো মহাদেব" বলে চীৎকার কর্‌তে লাগ্‌লো ; বাবু শিবের সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কল্লেন।—বড় বড় হাতপাখা ছুপাশে চল্‌তে লাগ্‌লো, বিশেষ কারণ না জান্‌লে অনেকে বোধ কত্তে পার্‌তো যে, আজ্ বুঝি নরবলি হবেন। অবশেষে বাবুর ছুহাত একত্র করে ফুলের মালা জড়িয়ে দেওয়া হলো, বাবু কাঁদ কাঁদ মুখ করে রেশমি রুমাল গলায় দিয়ে এক ধারে দাঁড়িয়ে রইলেন, পুরোহিত শিবের কাছে "বাবা ফুল দাও," "ফুল দাও," বারংবার বল্‌তে লাগ্‌লো, বাবুর কল্যাণে এক ঘটি গঙ্গাজল পুনরায় শিবের মাতায় ঢালা হলো, সন্ন্যাসীরা সজোরে মাতা ঘুরুতে লাগ্‌লো, আধ ঘণ্টা এইরূপ কষ্টের পর শিবের মাতা থেকে এক বোঝা বিল্বপত্র সরে পড়্‌লো ! সকলের আনন্দের সীমা নাই "বলে ভদ্দেশ্বরে শিবো" বলে চীৎকার হতে লাগ্‌লো, সকলেই বলে উঠ্‌লো, না হবে কেন—কেমন বংশ !

ঢাকের তাল ফিরে গেলো। সন্ন্যাসীরা নাচ্‌তে নাচ্‌তে কাছের পুকুর থেকে পরশু দিনের ফ্যালা কতকগুলি বঁইচির ডাল তুলে আন্‌লে। গাজোনতলায় বিশ আঁটি বিচালি বিছানো ছিল, কাঁটার ডালগুলো তার উপর রেখে বেতের বাড়ি ঠ্যাঙ্গান হলো, ক্রমে সব কাঁটাগুলি মুখে মুখে বসে গেলে পর পুরুত তার উপর গঙ্গাজল ছড়িয়ে দিলেন, ছুজন সন্ন্যাসী ডবল গামছা বেঁদে তার ছদিকে টানা ধল্লে,— সন্ন্যাসীরা ক্রমান্বয়ে তার উপর ঝাঁপ খেয়ে পড়্‌তে লাগ্‌লো ; উঃ ! "শিবের কি মাহাত্ম্য !" কাঁটা ফুট্‌লে বল্‌বার যো নাই ! এদিকে বাজে দর্শকের মধ্যে ছু এক জন কুটেল চোরা গোপ্তা মাচ্চেন। অনেকে দেবতাদের মত অন্তরীক্ষে রয়েচেন, মনে কচ্চেন বাজে আদায়ে দেখে নিলুম, কেউ জান্‌তে পাল্লে না। ক্রমে সকলের ঝাঁপ খাওয়া ফুরুলো ; এক জন আপনার বিক্রম জানাবার জন্য চিৎ হয়ে উল্‌টো ঝাঁপ খেলে ; সজোরে ঢাক বেজে উঠ্‌লো। দর্শকেরা কাঁটা নিয়ে টানাটানি কত্তে লাগ্‌লেন—"গিন্নিরা বলে দিয়েচেন, ঝাঁপের কাঁটার এমনি গুণ, যে, ঘরে রাখ্‌লে এজন্মে বিছানায় ছারপোকা হবে না।"

এদিকে সহরে সন্ধ্যাসূচক কাঁসোর ঘণ্টার শব্দ থাম্‌লো। সকল পথের সমুদায় আলো জ্বালা হয়েছে। "বেলফুল!" "বরফ!" "মালাই!" চীৎকার শুনা যাচ্চে। আবগারীর আইন অনুসারে মদের দোকানের সদর দরজা বন্ধ হয়েচে অথচ খদ্দের ফিচ্চে না—ক্রমে অন্ধকার গাঢাকা হয়ে এলো ; এ সময় ইংরাজী

জুতো, শান্তিপুরে ডুরে উড়ুনি আর সিমলের ধুতির কল্যাণে রাস্তায় ছোট লোক ভদ্দর লোক আর চেন্‌বার যো নাই। তুখোড় ইয়ারের দল হাসির গর্‌রা ও ইংরাজী কথার ফর্‌রার সঙ্গে খাতায় খাতায় এর দরজায়, তার দরজায় ঢু মেরে মেরে বেড়াচ্চেন—এঁরা সন্ধ্যা জ্বালা দেখে বেরুলেন আবার ময়দা পেষা দেখে বাড়ি ফির্‌বেন। মেছোবাজারের হাঁড়িহাটা—চোরবাগানের মোড়, যোড়াসাঁকোর পোদ্দারের দোকান, নতুন বাজার, বটতলা, সোনাগাজীর গলি ও আহিরিটোলার চৌমাথা লোকারণ্য—কেউ মুখে মাথায় চাদর জড়িয়ে মনে কচ্চেন কেউ তাঁরে চিন্‌তে পারবে না; আবার অনেকে চেঁচিয়ে কথা কয়ে, কেশে, হেঁচে, লোককে জানান দিচ্চেন যে, "তিনি সন্ধ্যার পর দু দণ্ড আয়েস করে থাকেন!"

সৌখীন কুঠিওয়ালা মুখে হাতে জল দিয়ে জলযোগ করে সেতারটি নিয়ে বসেছেন। পাশের ঘরে ছোট ছোট ছেলেরা চীৎকার করে বিদ্দেসাগরের বর্ণপরিচয় পড়্‌চে। পীল ইয়ার ছোক্‌রারা উড়্‌তে শিখচে। স্যাক্‌রারা দুর্গাপ্রদীপ সাম্‌নে নিয়ে রাংঝাল দিবার উপক্রম করেচে। রাস্তার ধারের দুই একখানা কাপড়, কাঠ কাট্‌রা ও বাসনের দোকান বন্ধ হয়েচে, রোকোড়ের দোকানদার পোদ্দার ও সোনারবেণেরা তহবিল মিলিয়ে কৈফিয়ৎ কাটচে। শোভাবাজারে রাজাদের ভাঙ্গা বাজারে মেচুনীরা প্রদীপ হাতে করে ওঁচা পচা মাচ ও লোনা ইলিস নিয়ে ক্রেতাদের —"ও গামচাকাঁদে, ভালো মাচ নিবি?" "ও খেংরাগুঁপো মিন্‌সে, চার আনা দিবি" বলে আদর কচ্চে—মধ্যে মধ্যে দুই এক জন রসিকতা জানাবার জন্য মেচুনী ঘেঁটিয়ে বাপান্ত খাচ্চেন। রেস্তহীন গুলিখোর, গেঁজেল ও মাতালরা লাটি হাতে করে কানা সেজে "অন্ধ ব্রাহ্মণকে কিছু দান কর দাতাগণ" বলে ভিক্ষা করে মৌতাতের সম্বল কচ্চে; এমন সময় বাবুদের গাজনতলায় সজোরে ঢাক বেজে উঠ্‌লো, "বলে ভদ্দেশ্বরে শিবো" চীৎকার হতে লাগ্‌লো; গোল উঠ্‌লো, এবারে ঝুল সন্ন্যাস। বাড়ির সামনের মাঠে ভারা টারা বাঁধা শেষ হয়েচে; বাড়ির ক্ষুদে ক্ষুদে হবু হুজুরেরা দরওয়ান, চাকর ও চাকরাণীর হাত ধরে গাজনতলায় ঘুর ঘুর কচ্চেন। ক্রমে সন্ন্যাসীরা খড়ে আগুন জ্বেলে ভারার নীচে ধল্লে—এক জনকে তার উপর পানে পা করে ঝুলিয়ে দিয়ে তার মুখের কাছে আগুনের উপর গুড় ধুনো ফেলতে লাগলো, ক্রমে একে একে ঐ রকম করে ঝুল্লে, ঝুল সন্ন্যাস সমাপন হলো; আধ ঘণ্টার মধ্যে আবার সহর জুড়ুলো, পূর্ব্বের মত সেতার বাজ্‌তে লাগ্‌লো, "বেলফুল" "বরফ" "মালাই"ও যথামত বিক্রী করবার অবসর পেলে, শুক্রবারের রাত্তির এই রকমে কেটে গ্যালো!

আজ নীলের রাত্তির ! তাতে আবার শনিবার ; শনিবারের রাত্তিরে সহর বড় গুলজার থাকে—পানের খিলির দোকানে বেল-লণ্ঠন আর দেওয়ালগিরি জ্বলচে। ফুরফুরে হাওয়ার সঙ্গে বেলফুলের গন্ধ ভুর ভুর করে বেরিয়ে যেন সহর মাত্তিয়ে তুল্‌চে। রাস্তার ধারের দুই একটা বাড়িতে খ্যামটা নাচের তালিম হচ্চে, অনেকে রাস্তায় হাঁ করে দাঁড়িয়ে ঘুমুর ও মন্দিরার রুনু রুনু শব্দ শুনে স্বর্গসুখ উপভোগ কচ্চেন। কোথাও একটা দাঙ্গা হচ্চে। কোথাও পাহারাওয়ালা এক জন চোর ধরে বেঁদে নে যাচ্চে—তার চারি দিকে চার পাঁচ জন চোর হাসচে আর মজা দেখ্‌চে এবং আপনাদের সাবধানতার প্রশংসা কচ্চে ; তারা যে এক দিন ঐ রকম দশায় পড়্‌বে তায় ভ্রূক্ষেপ নাই।

আজ অমুকের গাজোনতলায় চিৎপুরের হর। ওদের মাটে সিংগির বাগানের প্যালা। ওদের পাড়ায় মেয়ে পাঁচালি। আজ সহরের গাজোনতলায় ভারি ধুম,—চৌমাথার চৌকিদারদের পোহাবারো ! মদের দোকান খোলা না থাকলেও সমস্ত রাত্তির মদ বিক্রি হবে, গাঁজা অনবরত উড়বে, কেবল কাল সকালে শুনবেন যে—"ঘোষেরা পাতকোতলার বড় পেতলের ঘটাটি পাচ্চে না," "পালেদের একধামা পেতলের বাসন গ্যাচে ও গন্ধবেণেদের সর্ব্বনাশ হয়েচে" ! আজ কার সাধ্য নিদ্রা যায়—থেকে থেকে কেবল ঢাকের বাদ্দি, সন্ন্যাসীর হোররা ও "বলে ভদ্দেশ্বরে শিবো মহাদেব" চীৎকার।

এদিকে গির্জ্জার ঘড়িতে টুং টাং ঢং, টুং টাং ঢং করে রাত চারটে বেজে গ্যালো—বারফট্‌কা বাবুরা ঘরমুখো হয়েচে। উড়ে বামুনরা ময়রার দোকানে ময়দা পিষ্‌তে আরম্ভ করেচে। রাস্তার আলোর আর তত তেজ নাই। ফুরফুরে হাওয়া উঠেচে। বেশ্যালয়ের বারাণ্ডার কোকিলেরা ডাকতে আরম্ভ করেচে ; দু এক বার কাকের ডাক, কোকিলের আওয়াজ ও রাস্তার বেকার কুকুরগুলোর খেউ খেউ রব ভিন্ন এখনও এই মহানগর যেন লোকশূন্য। ক্রমে দেখুন—"রামের মা চল্‌তে পারে না" "ওদের ন বৌটা কি বজ্জাত মা," "মাগি যে জকী" প্রভৃতি নানা কথার আন্দোলনে দুই এক দল মেয়েমানুষ গঙ্গাস্নান কত্তে বেরিয়েচেন। চিৎপুরের কসাইরা মটন চাপের ভার নিয়ে চলেচে। পুলিসের সার্জ্জন, দারোগা, জমাদার, প্রভৃতি গরিবের যমেরা রোঁদ সেরে মস্ মস্ করে থানায় ফিরে যাচ্চেন ; সকলেরই সিকি, আধুলি, পয়সা ও টাকায় ট্যাঁক ও পকেট পরিপূর্ণ—হজুরদের কাছে চ্যালা কাঠখানা, তামাক ছিলিমটে ও পানের খিলিটে ফেরে না, অনেকের মনের মত হয় নাই বলে সহরের উপর চটেছেন, রাগে গা গস্ গস্ কচ্চে, মনে মনে নতুন ফিকির

আঁটতে আঁটতে চলেচেন, কাল সকালেই এক জন নিরীহ ভদ্র সন্তানের প্রতি কার্দ্দানি ও ক্যারামত জাহির করবেন—সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব সাদা লোক, কোর কাপ বোঝেন না, চার পাঁচ জন ফ্রেণ্ড নিয়তই কাচে থাকে, "হারমোনিয়ম" ও "পিয়ানো" বাজিয়ে ও কুকুর নিয়ে খেলা করেই কাল কাটান—সুতরাং ইনস্পেক্টর মহলে একাদশ বৃহস্পতি !!!

গুপুস্ করে তোপ পড়ে গ্যালো ! কাকগুলো "কা কা" করে বাসা ছেড়ে উড়বার উজ্জুগ কল্লে। দোকানীরা দোকানের ঝাপতাড়া খুলে গন্ধেশ্বরীকে প্রণাম করে দোকানে গঙ্গাজলের ছড়া দিয়ে হুঁকোর জল ফিরিয়ে তামাক খাবার উজ্জুগ কচ্চে। ক্রমে ফর্সা হয়ে এলো—মাচের ভারিরা দৌড়ে আসতে লেগেচে—মেচুনীরা ঝকড়া কত্তে কত্তে তার পেচু পেচু দৌড়েচে। বদ্দিবাটীর আলু, হাসনানের বেগুন, বাজরা বাজরা আসচে। দিশি বিলিতী যমেরা অবস্থা ও রেস্তমত গাড়ি পাল্কি চড়ে ভিজিটে বেরিয়েচেন—জ্বর বিকার ওলাউঠোর প্রাচুর্ভাব না পড়লে এ দের মুখে হাসি দেখা যায় না—উলো অঞ্চলে মড়ক হওয়াতে অনেক গো-দাগাও বিলক্ষণ সঙ্গতি করে নেছেন ; কলিকাতা সহরেও দুচার গো-দাগাকে প্রাক্‌টিস কত্তে দেখা যায়, এদের অষুধ চমৎকার, কেউ বলদের মতন রোগীর নাক ফুঁড়ে আরাম করেন ; কেউ শুদ্ধ জল খাইয়ে সারেন। সহুরে কবিরাজরা আবার এঁদের হতে এক কাটি সরেশ, সকল রকম রোগেই "সন্থ মৃত্যুঞ্জয়" ব্যবস্থা করে থাকেন—অনেকে চাণক্য শ্লোক ও দাতাকর্ণের পুঁথি পড়েই চিকিৎসা আরম্ভ করেচেন !

টুলো পুজুরি ভট্‌চাজ্জিরে কাপড় বগলে করে স্নান কত্তে চলেচে, আজ তাদের বড় ত্বরা, যজমানের বাড়ি সকাল সকাল যেতে হবে। আদবুড়ো বেতোরা মর্ণিং-ওয়াকে বেরুচ্চেন। উড়ে বেহারারা দাঁতন হাতে করে স্নান কত্তে দৌড়েছে। ইংলিশম্যান, হরকরা, ফিনিক্স, এক্সচেঞ্জ গেজেট, গ্রাহকদের দরজায় উপস্থিত হয়েচে। হরিণমাংসের মত কোন কোন বাঙ্গালা খবরের কাগজ বাসি না হলে গ্রাহকরা পান না—ইংরাজি কাগজের সে রকম নয়, গরম গরম ব্রেক্‌ফাষ্টের সময় গরম গরম কাগজ পড়াই আবশ্যক। ক্রমে সূর্য্য উদয় হলেন।

সেক্‌সন-লেখা কেরাণীর মত কলুর ঘানির বলদ বদলি হলে—পাগড়িবাঁধা দলের প্রথম ইন্‌সটল্‌মেণ্টে—সিপ্‌সরকার ও বুকিংক্লার্ক দেখা দিলেন। কিছু পরেই পর্‌রামাণিক ও রিপুকর্ম্ম বেরুলেন। আজ গবর্মেণ্টের আপিস বন্ধ, সুতরাং আমরা ক্লার্ক, ক্যারাণী, বুকক্লিপার ও হেড রাইটরদিগকে দেখতে পেলাম না।

আজকাল ইংরাজি লেখা পড়ার আধিক্যে অনেকে নানা রকম বেশ ধরে আফিসে যান—পাগড়ি প্রায় উঠে গ্যাল—দুই এক জন সেকেলে কেরাণীরাই চিরপরিচিত পাগড়ির মান রেখেছেন, তাঁরা পেন্সন্ নিলেই আমরা আর কুঠিওয়ালা বাবুদের মাথায় পাগড়ি দেখ্‌তে পাবো না; পাগড়ি মাথায় দিলে আলবার্ডফেসানের বাঁকা সিতেটি ঢাকা পড়ে এই এক প্রধান দোষ। রিপুকর্ম্ম ও পরামাণিকদের পাগড়ি প্রায় থাকে না থাকে হয়েচে।

দালালের কথনই অব্যাহতি নাই। দালাল সকালে না খেয়েই বেরিয়েচে, হাতে কাজ কিছুই নাই, অথচ যে রকমে হক না চোটাখোর বেণের ঘরে ও টাকা-ওয়ালা বাবুদের বাড়িতে একবার যেতেই হবে—"কার বাড়ি বিক্রি হবে," "কার বাগানের দরকার," "কে টাকা ধার কর্‌বে," তাহারই খবর রাখা দালালের প্রধান কাজ, অনেক চোটাখোর বেণে ও ব্যাভার বেণে সহরে বাবুরা দালাল চাকর রেখে থাকেন, দালালেরা শিকার ধরে আনে—বাবু আড়ে গেলেন।

দালালি কাজটা ভাল, "নেপো মারে দইয়ের মতন" এতে বিলক্ষণ গুড় আছে। অনেক ভদ্র লোকেব ছেলেকে গাড়িঘোড়ায় চড়ে দালালি কত্তে দেখা যায়, অনেক "রেস্তহীন মুচ্ছুদ্দী" "চার বার ইন্সাল্‌ভেণ্ট" হয়ে এখন দালালি ধরেছেন। অনেক পদ্মলোচন দালালির দৌলতে "কলাগেছে থাম" ফেঁদে ফেল্লেন—এঁরা বর্ণচোরা আঁব, এঁদের চেনা ভার, না পারেন হেন কর্ম্মই নাই। পেশাদার চোটাখোর বেণে—ও ব্যাভার বেণে বড় মানুষের ছলনারূপ নদীতে বেঁউতি জাল পাতা থাকে, দালাল বিশ্বাসের কলসী ধরে গা ভাসান দে জল তাড়া দেন, সুতরাং মনের মতন কটাল হলে চুনোপুঁটিও এড়ায় না।

ক্রমে গির্জ্জের ঘড়িতে ঢং ঢং ঢং করে সাতটা বেজে গ্যাল। সহরে কান পাতা ভার। রাস্তায় লোকারণ্য, চার দিকে ঢাকের বাদ্যি, ধুনোর ধোঁ, আর মদের দুর্গন্ধ। সন্ন্যাসীরা বাণ, দশলকি, সুতোশোন, সাপ, ছিপ ও বাঁশ ফুড়ে একবারে মরিয়া হয়ে নাচ্‌তে নাচ্‌তে কালীঘাট থেকে আস্‌চে। বেশ্যালয়ের বারাণ্ডা ইয়ারগোচের ভদ্র লোকে পরিপূর্ণ, সকের দলের পাঁচালি ও হাপ্‌ আখ্‌ড়ায়ের দোয়ার, গুলগার্ডেনের মেম্বরই অধিক,—এঁরা গাজোন দ্যাখবার জন্য ভোরের ব্যালা এসে জমেছেন।

এদিকে রকমারি বাবু বুঝে বড় মানুষদের বৈঠকখানা সরগরম হচ্চে। কেউ সিভিলিজেশনের অনুরোধে চড়ক হেট করেন। কেউ কেউ নিজে ব্রাহ্ম হয়েও—"সাত পুরুষের ক্রিয়াকাণ্ড" বলেই চড়কে আমোদ করেন; বাস্তবিক তিনি এতে

বড় চটা, কি করেন, বড় দাদা, সেজো, পিসে বর্ত্তমান—আবার ঠাকুরমার এখনো কাশীপ্রাপ্তি হয় নাই।

অনেকে চড়ক, বাপফোঁড়া, তরওয়াল ফোঁড়া দেখ্‌তে ভালবাসেন; প্রতিমা বিসর্জ্জনের দিন পৌত্তুর, ছোট ছেলে ও কোলের মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে ভাসান দেখ্‌তে বেরোন। অনেকে বুড়ো মিন্‌সে হয়েও হীরে বসান টুপি, বুকে জরির কারচোপের কর্ম্ম করা কাবা ও গলায় মুক্তর মালা, হীরের কণ্ঠি, দুহাতে দশটা আংটি পরে "খোকা" সেজে বেরুতে লজ্জিত হন না; হয় ত তাঁর প্রথম পক্ষের ছেলের বয়স যাট বৎসর—ভাগ্‌নের চুল পেকে গ্যাছে।

অনেক পাড়াগেঁয়ে জমিদার ও রাজারা মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় পদার্পণ করে থাকেন। নেজামত আদালতে নম্বরওয়ারী ও মোৎফরেক্কার তদ্বির কত্তে হলে ভবানীপুরেই বাসার ঠিকানা হয়। কলিকাতার হাওয়া পাড়াগেঁয়ের পক্ষে বড় গরম। পূর্ব্বে পাড়াগেঁয়ে কলিকাতায় এলে লোনা লাগ্‌ত, এখন লোনা লাগার বদলে আর একটি বড় জিনিষ লেগে থাকে—অনেকে তার দরুণ একবারে আঁৎকে পড়েন—ঘাগিগোচের পাল্লায় পড়ে শেষ সর্ব্বস্বান্ত হয়ে বাড়ি যেতে হয়। পাড়াগেঁয়ে দুই এক জন জমিদার প্রায় বারো মাস এখানেই কাটান। ছকুরব্যালা ফেটিং গাড়ী চড়া, পাঁচালি বা চণ্ডীর গানের পেলেদের মতন চেহারা, মাথায় ক্রেপের চাদর জড়ানো, জন দশ বারো মোসাহেব সঙ্গে, বাইজানের ভেড়ুয়ার মত পোষাক, গলায় মুক্তার মালা—দেখ্‌লেই চেনা যায় যে, ইনি এক জন বনগাঁর শিয়াল রাজা, বুদ্ধিতে কাশ্মীরী গাধার বেহদ্দ—বিত্তায় মূর্ত্তিমান্ মা। বিসর্জ্জন, বারোইয়ারী, খ্যাম্‌টা নাচ আর ঝুমুরের প্রধান ভক্ত—মধ্যে মধ্যে খুনী মামলার গ্রেপ্তারী ও মহাজনের ডিক্রীর দরুণ গা ঢাকা দেন। রবিবার, পালপার্ব্বণ বিসর্জ্জন আর স্নানযাত্রায় সেজে গুজে গাড়ি চড়ে বেরোন!

পাড়াগেঁয়ে হলেই যে এই রকম উনপাঁজুরে হবে, এমন কোন কথা নাই। কারণ, দুই এক জন জমিদার মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় এসে বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা ও প্রশংসা নিয়ে যান। তাঁরা সোনাগাজীতে বাসা করেও সে রঙ্গে বিব্রত হন না; বরং তাঁদের চালচুল দেখে অনেক সহুরে তাক্ হয়ে থাকেন। আবার কেউ কাশীপুর, বোড়ন্তা, ভবানীপুর ও কালীঘাটে বাসা করে, চব্বিশ ঘণ্টা সোনাগাজীতেই কাটান, লোকের বাড়ি চড়োয়া হয়ে দাঙ্গা করেন; তার পরদিন প্রিয়তমার হাত ধরে যুগলবেশে জ্যাটা খুড়া বাবার সঙ্গে পুলিসে হাজির হন, থারে হাজী

কেমেন।[১] পেমেন্টের সময় ট্যাঁাঠেঁটি উপস্থিত হয়—গেড়াপেড়ি হলে দেখে সরে পড়েন,—সেথায় রামরাজ্য!

জাহাজ থেকে নতুন সেলার নামলেই যেমন পাইকেরে ছেঁকে ধরে সেই রকম পাড়াগেঁয়ে বড় মানুষ সহরে এলেই প্রথমে দালাল পেশ হন। দালাল, বাবুর সদর মোক্তারের অনুগ্রহে বাড়ি ভাড়া করা, গাড়ির যোগাড় করা, খ্যাম্‌টা নাচের বায়না করা প্রভৃতি রকমওয়ারি কাজের ভার পান ও পলিটিকেল এজেন্টের কাজ করেন। সাতপুকুরের বাগান, এসিয়াটিক সোসাইটির মিউজিয়ম—বালির ব্রিজ,—বাগবাজারের খালের কলের দরজা—রকমওয়ারি বাবুর সাজান বৈঠকখানা,—ও তুই এক নামজাদা বেশ্যার বাড়ি নিয়ে বেড়ান। ঝোপ বুঝে কোপ ফেল্‌তে পার্‌লে দালালের বাবুর কাছে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি হয়ে পড়ে। কিছুকাল বড় আমোদে যায়, শেষে বাবু টাকার টানাটানিতে বা কর্ম্মান্তরে দেশে গেলে দালাল এজেন্টি কর্ম্মে মকরর হন।

আজকাল সহরের ইংরাজি কেতার বাবুরা তুটি দল হয়েছেন, প্রথম দল 'উঁচুকেতা সাহেবের গোবরের বষ্ট'। দ্বিতীয় 'ফিরিঙ্গীর জঘন্য প্রতিরূপ'। প্রথম দলের সকলি ইংরাজি কেতা, টেবিল চেয়ারের মজলিশ, পেয়ালা করা চা, চুরট, জগে করা জল, ডিকাণ্টরে ব্রাণ্ডী ও কাচের গ্লাসে সোলার ঢাক্‌নি, সাজু মোড়া,—হরকরা, ইংলিশম্যান ও ফিনিক্স সামনে থাকে, পোলিটিক্স ও বেষ্ট নিউস অব দি ডে নিয়েই সর্ব্বদা আন্দোলন। টেবিলে খান, কমোডে হাগেন এবং কাগজে পোঁদ পোঁচেন। এঁরা সহৃদয়তা, দয়া, পরোপকার, নম্রতা প্রভৃতি বিবিধ সদ্‌গুণে ভূষিত, কেবল সর্ব্বদাই রোগ, মদ খেয়ে খেয়ে জুজু, স্ত্রীর দাস,—উৎসাহ, একতা, উন্নতীচ্ছা একবারে হৃদয় হতে নির্ব্বাসিত হয়েছে; এঁরাই ওল্ড ক্লাস!

দ্বিতীয়ের মধ্যে—বাগাম্বর মিত্র প্রভৃতি, সাপ হতেও ভয়ানক, বাঘের চেয়ে হিংস্র; বলতে গেলে এঁরা এক রকম ভয়ানক জানোয়ার। চোরেরা যেমন চুরি কত্তে গেলে মদ ঠোঁটে দিয়ে গন্ধ করে মাতাল সেজে যায়, এঁরা সেইরূপ কেবল স্বার্থ সাধনার্থ স্বদেশের ভাল চেষ্টা করেন। 'ক্যামন করে আপনি বড় লোক হব,' 'ক্যামন করে সকলে পায়ের নীচে থাক্‌বে,' এই এঁদের নিয়ত চেষ্টা—পরের মাথায় কাঁটাল ভেঙ্গে আপনার গোঁপে তেল দেওয়াই এঁদের পলিসী, এঁদের কাছে দাতব্য দূরপরিহার—চার আনার বেশী দান নাই!

সকাল বেলা সহরের বড় মানুষদের বৈঠকখানা বড় সরগরম থাকে। কোথাও উকীলের বাড়ির হেড কেরাণী তীর্থের কাকের মত বসে আচেন। তিন চারটি

"ইকুটী," ছুটি "কমন্ লা" আদালতে ঝুলচে। কোথাও পাওনাদার, বিলসরকার, উট্‌নোওয়ালা মহাজন খাতা, বিল ও হাতচিঠে নিয়ে তিন মাস হাঁটচে, দেওয়ানজী কেবল আজ না কাল কচ্চেন। "শমন," "ওয়ারিন," "উকীলের চিঠি" ও "সফিনে" বাবুর অলঙ্কার হয়েচে। নিন্দা, অপমান তৃণজ্ঞান। প্রত্যেক লোকের চাতুরী, ছলনা, মনে করে অন্তর্দ্দাহ কচ্চে "য়্যায়সা দিন নেহি রহেগা," অঙ্কিত আংটি আঙ্গুলে পরেচেন; কিন্তু কিছুতেই শান্তি লাভ কত্তে পাচ্চেন না।

কোথাও এক জন বড় মানুষের ছেলে অল্প বয়সে বিষয় পেয়ে কান্নে-খেকো ঘুঁড়ির মত ঘুচ্চেন। পরশু দিন "বউ বউ" "লুকোচুরি" "ঘোড়া ঘোড়া" খেলেচেন, আজ তাঁকে দাওয়ানজীর কূটকচালে খতেনের গোঁজা মিলন ধত্তে হবে, উকীলের বাড়ির বাবুর পাকা চালে নজর রেখে সরে বসতে হবে, নইলে ওঠ্‌সার কিস্তিতেই মাৎ! ছেলের হাতে ফল দেখ্‌লে কাকেরাও ছোঁ মারে, মানুষ তো কোন্ ছার,—কেউ "স্বর্গীয় কর্ত্তার পরম বন্ধু," কেউ স্বর্গীয় কর্ত্তার "মেজো পিসের মামার খুড়োর পিস্‌তুতো ভেয়ের মামাতো ভাই" পরিচয় দিয়ে পেশ হচ্চেন, "উমেদার" "কন্যাদায়" (হয় ত "কন্যাদায়ের" বিবাহ হয় নাই) নানা রকম লোক এসে জুট্‌চেন; আসল মতলব দ্বৈপায়ন হ্রদে ডোবান রয়েচে—সময়ে আমলে আস্‌বে।

ক্রমে রাস্তায় লোকারণ্য হয়েচে। চৌমাথার বেণের দোকান লোকে পূরে গ্যাছে। নানা রকম রকম বেশ—কারুর কফ্‌ ও কলারওয়ালা কামিজ, রুপোর বগলস আঁটা শাইনিং লেদর, কারো ইণ্ডিয়া রবর আর চায়না কোট, হাতে ইষ্টিক, ক্রেপের চাদর, চুলের গাড চেন গলায়, আলবার্ট ফ্যাশানে চুল ফেরানো। কলিকাতা সহর রত্নাকরবিশেষ, না মেলে এমন জানোয়ারই নাই; রাস্তার দু পাশে অনেক আমোদ গেঁড়ে মহাশয়েরা দাঁড়িয়েচেন; ছোট আদালতের উকীল, সেক্‌সন রাইটর, টাকাওয়ালা গন্ধবেণে, তেলী, ঢাকাই কামার আর ফলারে যজ্‌মেনে বামুনই অধিক—কারু কোলে ছুটি মেয়ে—কারু তিনটে ছেলে।

কোথাও পাদরি সাহেব ঝুড়ি ঝুড়ি বাইবেল বিলুচ্চেন—কাচে ক্যাটিকৃষ্ট ভায়া—সুবর্ব্বন চৌকিদারের মত পোশাক—পেনটুলন ট্যাংট্যাঙে চাপকান, মাথায় কাল রঙ্গের চোঙ্গাকাটা টুপি। আদালতী সুরে হাত মুখ নেড়ে খ্রীষ্টধর্ম্মের মাহাত্ম্য ব্যক্ত কচ্চেন্—হঠাৎ দেখ্‌লে বোধ হয় যেন পুতুলনাচের নকীব। কতকগুলো ঝাঁকাওয়ালা মুটে, পাঠশালের ছেলে ও ফিরিওয়ালা একমনে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ক্যাটিকৃষ্ট কি বলচেন কিছুই বুঝতে পাচ্চে না! পূর্ব্বে বওয়াটে ছেলেরা বাপ মার সঙ্গে ঝকড়া করে পশ্চিমে পালিয়ে যেতো, না হয় খ্রীষ্টান হতো, কিন্তু রেলওয়ে

হওয়াতে পশ্চিমে পালাবার বড় ব্যাঘাত হয়েছে—আর দিশী খ্রীষ্টানদের দুর্দ্দশা দেখে খ্রীষ্টান হতেও ভয় হয়!

চিৎপুরের বড় রাস্তা মেঘ কল্লে কাদা হয়—ধুলোয় ধুলো, তার মধ্যে ঢাকের গট্‌রার সঙ্গে গাজন বেরিয়েচে। প্রথমে ছুটো মুটে একটা বড় পেতলের পেটা ঘড়ি বাঁশে বেঁদে কাঁদে করেচে—কতকগুলো ছেলে মুগুরের বাড়ি বাজাতে বাজাতে চলেচে—তার পেচোনে এলোমেলো নিসেনের শ্রেণী। মধ্যে হাড়িরা দল বেঁদে ঢোলের সঙ্গতে "ভোলা বোম্ ভোলা বড় রঙ্গিলা লেংটা ত্রিপুরারি শিরে জটাধারী ভোলার গলে দোলে হাড়ের মালা," ভজন গাইতে গাইতে চলেচে। তার পেচনে বাবুর অবস্থামত তকমাওয়ালা দরওয়ান, হরকরা, সেপাই। মধ্যে সর্ব্বাঙ্গে ছাই ও খড়ি মাখা, টিনের সাপের ফণার টুপি মাথায় শিব ও পার্ব্বতী সাজা সং। তার পেচনে কতকগুলো সন্ন্যাসী দশলকী ফুঁড়ে ধুনো পোড়াতে পোড়াতে নাচ্‌তে নাচ্‌তে চলেচে। পাশে বেণোরা জিবে হাতে বাণ ফুঁড়ে চলেচে। লম্বা লম্বা ছিপ্‌, উপরে শোলার চিংড়িমাছ বাঁধা। সেটকে সেট ঢাকে ড্যানাক্ ড্যানাক্ করে রং বাজাচ্চে। পেচনে বাবুর ভাগ্‌নে, ছোট ভাই বা পিসতুতো ভেয়েরা গাড়ী চড়ে চলেচেন—তাঁরা রাত্রি তিনটের সময় উঠেচেন, চোক লাল টক্ টক্ কচ্চে, মাথা ভবানীপুরে ও কালীঘেটে ধুলোয় ভরে গিয়েছে। দর্শকেরা হাঁ করে গাজন দেখচেন, মধ্যে বাজনার শব্দে ঘোড়া খেপেচে—হুড়মুড় করে কেউ দোকানে কেউ খানার উপর পড়চেন, রৌদ্রে মাথা ফেটে যাচ্চে—তথাপি নড়চেন না।

ক্রমে পুলিসের হুকুম মত সব গাজন ফিরে গেল। সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট রাস্তায় ঘোড়া চড়ে বেড়াচ্ছিলেন, পকেটঘড়ি খুলে দেখলেন, সময় উত্তরে গ্যাচে; অমনি মার্শল ল জারি হলো, ঢাক বাজালে থানায় ধরে নিয়ে যাবে। ক্রমে দুই একটা ঢাকে জমাদারের হেতে কোঁৎকা পড়বামাত্রই সহর নিস্তব্ধ হলো। অনেকে ঢাক ঘাড়ে করে চুপে চুপে বাড়ি এলেন—দর্শকেরা কুইনের রাজ্যে অভিসম্পাত কত্তে কত্তে বাড়ি ফিরে গেলেন।

সহরটা কিছুকালের মত জুড়ুলো। বেণোরা বাণ খুলে মদের দোকানে ঢুক্‌লো। সন্ন্যাসীরা ক্লান্ত হয়ে ঘরে গিয়ে হাতপাখার বাতাস ও হাঁড়ি হাঁড়ি আমানি খেয়ে ফেল্লে। গাজনতলায় শিবের ঘর বন্ধ হলো—এ বছরের মত বাণফোঁড়ার আমোদও ফুরুলো। এই রকমে রবিবারটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে গ্যালো।

আজ বৎসরের শেষ দিন। যুবস্থ কালের এক বৎসর গ্যালো দেখে যুবক

যুবতীরা বিষণ্ণ হলেন। হতভাগ্য কয়েদীর নির্দ্দিষ্ট কালের এক বৎসর কেটে গ্যাল দেখে আহ্লাদের পরিসীমা রইল না। আজ বুড়োটি বিদেয় নিলেন, কাল যুবটি আমাদের উপর প্রভাত হবেন। বুড়ো বৎসরের অধীনে আমরা যে সব কষ্ট ভোগ করেচি, যে সব ক্ষতি স্বীকার করেচি—আগামীর মুখ চেয়ে, আশার মন্ত্রণায় আমরা সে সব মনে থেকে তাঁরই সঙ্গে বিসর্জ্জন দিলেম। ভূত কাল যেন আমাদের ভ্যাংচাতে ভ্যাংচাতে চলে গেলেন—বর্ত্তমান বৎসর স্কুল মাষ্টারের মত গম্ভীর ভাবে এসে পড়্‌লেন—আমরা ভয়ে হর্ষে তটস্থ ও বিস্মিত। জেলার পুরাণ হাকিম বদলি হলে নীল প্রজাদের মন যেমন ধুক্‌পুক্‌ করে, স্কুলে নতুন ক্ল্যাসে উঠ্‌লে নতুন মাষ্টারের মুখ দেখে ছেলেদের বুক যেমন গুর্‌ গুর্‌ করে—মড়ুঞ্চে পোয়াতীর বুড়ো বয়েসে ছেলে হলে মনে যেমন মহান্‌ সংশয় উপস্থিত হয়, পুরাণর যাওয়াতে নতুনের আসাতে আজ সংসার তেমনি অবস্থায় পড়লেন।

ইংরেজরা নিউ ইয়ারের বড় আমোদ করেন। আগামীকে দাড়াগুয়া পান দিয়ে বরণ করে ন্যান—নেশার খোঁয়ারির সঙ্গে পুরাণকে বিদায় দেন। বাঙ্গালিরা বছরটি ভাল রকমেই যাক আর খারাবেই শেষ হক, সজ্‌নে খাড়া চিবিয়ে ঢাকের বাদ্দি আর রাস্তার ধুলো দিয়ে পুরাণকে বিদায় ন্যান। কেবল কলসী উচ্ছুগ্‌গু কর্ত্তারা আর নতুন খাতাওয়ালারাই নতুন বৎসরের মান রাখেন।

আজ চড়ক। সকালে ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মরা একমেবাদ্বিতীয় ঈশ্বরের বিধিপূর্ব্বক উপাসনা করেচেন—আবার অনেক ব্রাহ্ম কলসী উচ্ছুগ্‌গু কর্‌বেন। এবারে উক্ত সমাজের কোন উপাচার্য্য বড় ধুম করে কালীপুজো করেছিলেন ও বিধবাবিবাহে যাবার প্রায়শ্চিত্ত উপলক্ষে জমিদারের বাড়ি শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করে গোবর খেতেও ক্রটি করেন নি। আজকাল ব্রাহ্মধর্ম্মের মর্ম্ম বোঝা ভার, বাড়িতে দুর্গোৎসবও হবে আবার ফি বুধবারে সমাজে গিয়ে চক্ষু মুদ্রিত করে মড়াকান্না কাঁদ্‌তেও হবে। পরমেশ্বর কি খোট্টা না মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ? যে বেদভাঙ্গা সংস্কৃত পদ ভিন্ন অন্য ভাষায় তাঁরে ডাকলে তিনি বুজতে পার্‌বেন না—আড্ডা থেকে না ডাকলে শুন্‌তে পাবেন না; ক্রমে কৃশ্চানী ও ব্রাহ্মধর্ম্মের আড়ম্বর এক হবে, তারি যোগাড় হচ্চে।

চড়কগাছ পুকুর থেকে তুলে মোচ বেন্ধে মাথায় ঘি কলা দিয়ে খাড়া করা হয়েচে। ক্রমে রোদ্দুরের তেজ পড়ে এলে চড়কতলা লোকারণ্য হয়ে উঠ্‌লো। সহরের বাবুরা বড় বড় জুড়ি, ফেটিং ও ষ্টেট ক্যারেজে নানা রকম পোশাক পরে চড়ক দেখতে বেরিয়েচেন, কেউ কাঁসারীদের সংয়ের মত পালকি গাড়ীর ছাতের উপর বসে চলেচেন—ছোট লোক, বড় মানুষ ও হঠাৎ বাবুই অধিক।

অ্যাং যায়, ব্যাং যায়, খলসে বলে আমিও যাই—যামুন কায়েতরা ক্রমে সভ্য হয়ে উঠলো দেখে সহরের নবশাক, হাড়িশাক, মুচিশাক মহাশয়রাও হামা দিতে আরম্ভ কল্লেন, ক্রমে ছোট জেতের মধ্যেও দ্বিতীয় রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্দেসাগর ও কেশব সেন জন্মাতে লাগলো—সন্ধ্যার পর দুপাছী আটা ও একটু স্যাব্‌ড়ানের বদলে—ফাউলকরী ও রোল্ রুটি ইন্ট্রডিউস হলো। শ্বশুর-বাড়ি আহার করা, মেয়েদের বাঁ নাক বেঁধান চলিত হলো, দেখে বোতলের দোকান, কড়িগণা, মাকুঠেলা ও ভালুকের লোম ব্যাচা কল্‌কেতায় থাক্‌তে লজ্জিত হতে লাগ্‌লো। থরকামান চৈতন্য ফক্কার জায়গায় আলবার্ট ফ্যাশান ভর্ত্তি হলেন। চাবির থলো কাঁদে করে টেনা ধুতি পরে দোকানে যাওয়া আর ভাল দেখায় না, সুতরাং অবস্থাগত জুড়ি, বগি ও ব্রাউহাম্ বরাদ্দ হলো। এই সঙ্গে সঙ্গে বেকার ও উমেদারী হালোতের দু এক জন ভদ্র লোক মোসাহেব, তকমা আরদলী ও হরকরা দেখা যেতে লাগ্‌লো। ক্রমে কলে, কৌশলে, বেণেতী বেসাতে, টাকা খাটিয়ে অতি অল্পদিন মধ্যে কলিকাতা সহরে কতকগুলি ছোট লোক বড় মানুষ হন। রামলীলে, স্নানযাত্রা, চড়ক, বেলুন ওড়া, বাজি ও ঘোড়ার নাচ এঁরাই রেখেচেন— প্রায় অনেকেরই এক একটি পোষা পাশ বালিস আছে—"যে আজ্ঞে" ও "হুজুর আপনি যা বল্‌চেন, তাই ঠিক" বলবার জন্যে দুই এক গণ্ডমূর্খ বরাখুরে ভদ্রসন্তান মাইনে করা নিযুক্ত রয়েছে। শুভ কর্ম্মে দানের দফায় নবডঙ্কা! কিন্তু প্রতি বৎসরের গার্ডেন ফিস্‌টের খরচে চার পাঁচটা ইউনিভারসিটি ফাউণ্ড হয়।

কলকেতা সহরের আমোদ শিগ্‌গির ফুরায় না, বারোইয়ারি পুজোর প্রতিমা পুজো শেষ হলেও বারো দিন ফ্যালা হয় না। চড়কও বাসী, পচা, গলা ও ধসা হয়ে থাকে—সে সব বল্‌তে গেলে পুঁথি বেড়ে যায় ও ক্রমে তেতো হয়ে পড়ে, সুতরাং টাট্‌কা চড়ক টাট্‌কা টাট্‌কাই শেষ করা গেল।

এদিকে চড়কতলায় টিনের ঘুরঘুরি, টিনের মুহুরি দেওয়া তল্‌তা বাঁশের বাঁশী, হলদে রং করা বাঁখারির চড়কগাছ, ছেঁড়া ন্যাকড়ার তৈরি গুরিয়া পুতুল, শোলার নানা প্রকার খেলনা, পেল্লাদে পুতুল, চিত্তির করা হাঁড়ি বিক্রি কচ্চে বলেচে, "ড্যানাক ড্যানাক ড্যাডাং ড্যাং চিজিড়ি মাছের দুটো ঠ্যাং" ঢাকের বোল বাজ্‌চে, গোলাপি খিলির দোনা বিক্রি হচ্চে। এক জন্ চড়কী পিঠে কাঁটা ফুঁড়ে নাচ্‌তে নাচ্‌তে এসে চড়কগাছের সঙ্গে কোলাকুলি কল্লে—মইয়ে করে তাকে উপরে তুলে পাক দেওয়া হতে লাগলো। সকলেই আকাশ পানে চড়কীর পিঠের দিকে চেয়ে রইলেন। চড়কী প্রাণপণে দড়ি ধরে কখন ছেড়ে, পা নেড়ে ঘুত্তে লাগ্‌লো।

কেবল "দে পাক দে পাক" শব্দ। কারু সর্ব্বনাশ, কারু পৌষ মাস! এক জনের পিঠ ফুঁড়ে ঘোরান হচ্চে, হাজার লোকে মজা দেক্‌চেন!

পাঠক! চড়কের যথাকথঞ্চিৎ নক্‌শার সঙ্গে কলিকাতার বর্ত্তমান সমাজের ইন্‌সাইট জান্‌লে, ক্রমে আমাদের সঙ্গে যত পরিচিত হবে, ততই তোমার বহুজ্ঞতার বৃদ্ধি হবে, তাতেই প্রথমে কোট করা হয়েচে, "সহর সিখাওয়ে কোতোয়ালী"।

কলিকাতার বারোইয়ারি পূজা

"And these what name or title e'er they bear,
———I speak of all—"
Beggars Bush.

সৌখীন চড়কপার্ব্বণ শেষ হলো বলেই যেন দুঃখে সজ্‌নে খাড়া ফেটে গেলেন। রাস্তার ধুলো ও কাঁকরেরা অস্থির হয়ে বেড়াতে লাগ্‌লো। ঢাকীরা ঢাক ফেলে জুতো গড়তে আরম্ভ কল্লে। বাজারে দুদ সস্তা হলো (এত দিন গয়লাদের জল মেশাবার অবকাশ ছিল না), গন্ধবেণে ভালুকের রোঁ বেচতে বসে গেলেন। ছুতরেরা গুলদার ঢাকাই উড়ুনিতে কাঠের কুচো বাঁদ্‌তে আরম্ভ কল্লে। জন্মফলারে যজমেনে বামুনেরা আদ্যশ্রাদ্ধ, বাৎসরিক সপিণ্ডীকরণ টাঁক্‌তে লাগ্‌লেন—তাই দেখে গরমি আর থাক্‌তে পাল্লেন না, "ঘরে আগুন" "জলে ডোবা" ও "ওলাউঠো" প্রভৃতি নানা রকম বেশ ধরে চার দিকে ছড়িয়ে পড়্‌লেন।

রাস্তার ধারের ফোড়ের দোকান, পচা নিচু ও আঁবে ভরে গ্যালো। কোথাও একটা কাঁটালের ভুঁত্‌ড়ির উপর মাচি ভ্যান ভ্যান কচ্চে, কোথাও কতকগুলো আঁবের আঁটি ছড়ান রয়েছে, ছেলেরা আঁটি ঘসে ভেঁপু করে বাজাচ্চে। মধ্যে এক পসলা বিষ্টি হয়ে যাওয়ায় চিৎপুরের বড় রাস্তা ফলারের পাতের মত দ্যাখাচ্চে,—কুটিওয়ালারা জুতো হাতে করে বেশ্যালয়ের বারাণ্ডার নীচে আর রাস্তার ধারের বেণের দোকানে দাঁড়িয়ে আছেন,—আজ হুকড় মহলে পোহাবারো!

কলকেতার কেরাঞ্চি গাড়ি বেতো রোগীর পক্ষে বড় উপকারক, (গ্যালভ্যানিক শকের) কাজ করে। সেকেলে আসমানি দোলদার হুকড় যেন হিন্দুধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গেই কলকেতা থেকে গাঢাকা হয়েচে—কেবল দুই একখানা আজও খিদিরপুর,

ভবানীপুর, কালীঘাট আর বারাখন্ডের মায়া ত্যাগ কত্তে পারে নি বলেই আমরা কখন কখন দেখতে পাই।

"চার আনা!" "চার আনা!" "লালদিকি!" "তেরজুরী!" "এসো গো বাবু ছোট আদালত!" বলে গাড়োয়ানরা সৌখীন সুরে চীৎকার কচ্চে,—নবত্থাগমনের বউয়ের মত দুই এক কুটিওয়ালা গাড়ির ভিতর বসে আচেন—সজী জুটচে না। দুই এক জন গবর্ণেণ্ট আপিসের ক্যারাণী গাড়োয়ানদের সঙ্গে দরের কসাকসি কচ্চেন। অনেকে চটে হেঁটেই চলেচেন,—গাড়োয়ানরা হাসি টিটকিরির সঙ্গে "তবে ঝাঁকা মুটেয় যাও, তোমাদের গাড়ি চড়া কর্ম্ম নয়!" কমপ্লিমেণ্ট দিচ্চে!

দশটা বেজে গ্যাচে। ছেলেরা বই হাতে করে রাস্তায় হো হো কত্তে কত্তে স্কুলে চলেচে। মৌতাতি বুড়োরা তেল মেখে গামছা কাঁদে করে আফিমের দোকান ও গুলির আড্ডায় জম্‌চেন। হেটো ব্যাপারীরে বাজারে ব্যাচা কেনা শেষ করে খালি বাজরা নিয়ে ফিরে যাচ্চে। কলকেতা সহর বড়ই গুল্‌জার,—গাড়ির হর্‌রা, সহিসের পয়িস পয়িস শব্দ, কেঁদো কেঁদো ওয়েলার ও নরম্যাণ্ডির টাপেতে রাস্তা কেঁপে উঠ্‌চে—বিনা ব্যাঘাতে রাস্তায় চলা বড় সোজা কথা নয়।

বীরকৃষ্ণ দাঁর ম্যানেজার কানাইধন দত্ত এক নিমখাসা রকমের ছক্কড় ভাড়া করে বারোইয়ারি পূজার বার্ষিক সাদ্‌তে বেরিয়েচেন।

বীরকৃষ্ণ দাঁ কেবলচাঁদ দাঁর পুষ্যিপুত্তুর, হাটখোলায় গদি; দশ বারোটা খন্দ মালের আড়ৎ, বেলেঘাটায় কাটের ও চূণের পাঁচখান গোলা, নগদ দশ বারো লাক টাকা দাদন ও চোটায় খাটে! কোম্পানির কাগজেরও মধ্যে মধ্যে লেন দেন হয়ে থাকে, বারো মাস প্রায় সহরেই বাস, কেবল পূজোর সময় দশ বারো দিনের জন্য বাড়ি যেতে হয়; একখানি বগি, একটি লাল ওয়েলার, একটি রাঁড়, দুটি তেলি মোসাহেব, গড়পারে বাগান ও ছ-ভেঁড়ে এক ভাউলে ব্যাভ্যার, আয়েস ও উপাসনার জন্যে নিয়ত হাজির!

বীরকৃষ্ণ দাঁ শ্যামবর্ণ, বেঁটে খেঁটে রকমের মানুষ, নেয়াপাতি রকমের ভুঁড়ি, হাতে সোনার তাগা, কোমরে মোটা সোনার গোট, গলায় এক ছড়া সোনার দু-নর হার, আহ্নিকের সময় খ্যাল্‌বার তাসের মত চ্যাটালো সোনার ইষ্টিকবচ পরে থাকেন, গঙ্গাস্নানটি প্রত্যহ হয়ে থাকে, কপালে কণ্ঠায় ও কাণে কোটাও ফাঁক যায় না। দাঁ মহাশয় বাঙ্‌লা ও ইংরাজি নাম সই কত্তে পারেন ও ইংরেজ খদ্দেরের আসা যাওয়ায় ও দু চার ইংরাজি কোম্পানির কন্‌ট্রাক্টে "কম" আইস, "গো" যাও

প্রভৃতি দুই এক ইংরাজি কথাও আসে, কিন্তু দাঁ মহাশয়কে বড় কাজকর্ম্ম দেখ্‌তে হতো না, কানাইধন দত্তই তাঁর সব কাজকর্ম্ম দেখ্‌তেন, দাঁ মশায় টানা পাখার বাতাস খেয়ে, বগি চড়ে, আর এসরাজ বাজিয়েই কাল কাটান।

বারো জনে একত্র হয়ে কালী বা অন্য দেবতার পূজা করার প্রথা মড়ক হতেই সৃষ্টি হয়—ক্রমে সেই অবধি "মা" ভক্তি ও শ্রদ্ধার অনুরোধে ইয়ারদলে গিয়ে পড়েন। মহাজন, গোলদার, দোকানদার ও হেটোরাই বারোইয়ারি পূজার প্রধান উদ্যোগী। সম্বৎসর যার যত মাল বিক্রী ও চালান হয়, মণ পিছু এক কড়া, দু কড়া ও পাঁচ কড়ার হিসাবে বারোইয়ারি খাতে জমা হয়ে থাকে, ক্রমে দুই এক বৎসরের দস্তুরি বারোইয়ারি খাতে জম্‌লে মহাজনদের মধ্যে বর্দ্ধিষ্ণু ও ইয়ারগোচের সৌখীন লোকের কাছেই ঐ টাকা জমা হয়, তিনি বারোইয়ারি পুজোর অধ্যক্ষ হন—অন্য চাঁদা আদায় করা, চাঁদার জন্য ঘোরা ও বারোইয়ারি সং ও রংতামাসার বন্দোবস্ত করাই তাঁর ভার হয়।

এবার ঢাকার বীরকৃষ্ণ দাঁই বারোইয়ারির অধ্যক্ষ হয়েছিলেন, সুতরাং দাঁ মহাশয়ের আমমোক্তার কানাইধন দত্তই বারোইয়ারির বার্ষিক সাদা ও আর আর কাজের ভার পেয়েছিলেন।

দত্ত বাবুর গাড়ি রুনু রুনু ছুনু ছুনু করে মুড়িঘাটা লেনের এক কায়স্থ বড় মানুষের বাড়ির দরজায় লাগ্‌লো। দত্ত বাবু তড়াক করে গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে দরওয়ানদের কাছে উপস্থিত হলেন। সহরের বড় মানুষের বাড়ির দরওয়ানরা খোদ হুজুর ভিন্ন নদের রাজা এলেও খবর নদারক! "হোরির বক্‌সিস্" "দুর্গোৎসবের পার্ব্বণী" "রাখি পূর্ণিমার প্রণামী" দিয়েও মন পাওয়া ভার! দত্ত বাবু অনেক ক্লেশের পর চার আনা কবুলে এক জন দরওয়ানকে বাবুকে এৎলা দিতে সম্মত কল্লেন। সহরের অনেক বড় মানুষের কাছে "কর্জ্জ দেওয়া টাকার সুদ" বা তাঁর "পৈতৃক জমিদারী" কিন্‌তে গেলেও বাবুর কাছে এৎলা হলে, হুজুরের হুকুম হলে লোক যেতে পায়; কেবল দুই এক জায়গায় অবারিত দ্বার! এতে বড় মানুষদেরো বড় দোষ নাই, "ব্রাহ্মণ পণ্ডিত" "উমেদার" "কন্যাদায়" "আইবুড়ো" ও "বিদেশী ব্রাহ্মণ" ভিক্ষুকদের জ্বালায় সহরে বড় মানুষদের স্থির হওয়া ভার। এঁদের মধ্যে কে মৌতাতের টানাটানির জ্বালায় বিব্রত, কে যথার্থ দায়গ্রস্ত, এপিডেপিট্ কল্লেও বিশ্বাস হয় না! দত্ত বাবু আধ ঘণ্টা দরজায় দাঁড়িয়ে রইলেন, এর মধ্যে দশ বারো জনকে পরিচয় দিতে হলো, তিনি কিসের জন্যে হুজুরে এসেচেন—ও দুই একটা বেয়াড়া রকমের দরওয়ানি ঠাট্টা খেয়ে গরম

হচ্ছিলেন, এমন সময় তাঁর চার আনা দাতুনে দরোয়ান টিকুতে টিকুতে এসে তাঁরে সঙ্গে করে নিয়ে হুজুরে পেশ কল্লে।

পাঠক! বড় মানুষের বাড়ির দরওয়ানের কথায় এইখানে আমাদের একটি গল্প মনে পড়ে গ্যালো, সেটি না বলেও থাকা যায় না।

বছর দশ বারো হলো, এই সহরের বাগবাজার অঞ্চলের এক জন ভদ্র লোক তাঁর জন্মতিথি উপলক্ষে গুটিকতক ফ্রেণ্ডকে মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ করেন। জন্মতিথিতে আমোদ করা হিন্দুদের ইংরেজদের কাপি করা প্রথা নয়, আমরা পুরুষপরম্পরা জন্মতিথিতে গুড় দুধ খেয়ে, তিল বুনে, মাছ ছেড়ে, (যার যেমন প্রথা) নতুন কাপড় পরে, প্রদীপ জ্বেলে, শাঁখ বাজিয়ে, আইবুড় ভাত খাবার মত—কুটুম্ব বন্ধুবান্ধবকে সঙ্গে নিয়ে ভোজন করে থাকি। তবে আজ কাল সহরের কেউ কেউ জন্মতিথিতে বেতরগোছের আমোদ করে থাকেন। কেউ যেটের কোলে ষাট বৎসরে পদার্পণ করে আপনার জন্মতিথির দিন গ্যাসের আলোর গেট, নাচ ও ইংরেজদের খানা দিয়ে চোহেলের একশেষ করেন; অভিপ্রায় আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, তিনি আর ষাট বছর এমনি করে আমোদ কত্তে থাকুন, চুলে ও গোঁপে কলপ দিয়ে জরির জামা ও হীরের কণ্ঠি পরে নাচ দেখ্‌তে বসুন,—প্রতিমে বিসর্জ্জন—স্নানযাত্রা ও রথে বাহার দিন। অনেকের জন্মতিথিতে বাগান টের পান যে, আজ বাবুর জন্মতিথি, নেমন্তন্নেদের গা সার্‌তে আপিসে এক হপ্তা ছুটি নিতে হয়। আমাদের বাগবাজারের বাবু সে রকমের কোন দিকেই যান নি, কেবল গুটিকতক ফ্রেণ্ডকে ভাল করে খাওয়াবেন, এই তাঁর মতলব ছিল। এদিকে ভোজের দিন নেমন্তন্নেরা এসে একে একে জুটলেন, খাবার দাবার সকলি প্রস্তুত হয়েছিল, কিন্তু সে দিন সকালে বাদলা হওয়ায় মাছ পাওয়া যায় নি। বাঙ্গালিদের মাছটা প্রধান খাদ্য, সুতরাং কর্ম্মকর্ত্তা মাছের জন্য বড়ই উদ্বিগ্ন হতে লাগ্‌লেন; নানা স্থানে মাছের সন্ধানে লোক পাঠিয়ে দিলেন—কিন্তু কোন রকমেই মাছ পাওয়া গেল না—শেষ এক জন জেলে একটা সের দশ বারো ওজনের রুইমাছ নিয়ে উপস্থিত হলো। মাছ দেখে কর্ম্মকর্ত্তার খুসির আর সীমা রইলো না। জেলে যে দাম বল্‌বে, তাই দিয়ে মাছটি নেওয়া যাবে মনে করে জেলেকে জিজ্ঞাসা কল্লেন, "বাপু, এটির দাম কি নেবে? ঠিক বল, তাই দেওয়া যাবে।" জেলে বল্লে, "মশাই! এর দাম বিশ ঘা জুতো!" কর্ম্মকর্ত্তা "বিশ ঘা জুতো!" শুনে অবাক্ হয়ে রইলেন, মনে কল্লেন, জেলে বাদলা পেয়ে মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে, না হয় ত পাগল, কিন্তু জেলে কোন ক্রমেই বিশ ঘা জুতো ভিন্ন মাছটি দেবে না, এই তার পণ

হলো। নিমন্ত্রণে বাড়ির কর্ত্তা ও চাকরবাকরেরা জেলের এ আশ্চর্য্য দাম শুনে তারে কেউ পাগল কেউ মাতাল বলে ঠাট্টা মস্‌করা কত্তে লাগ্‌লো, কিন্তু কোন রকমেই জেলের গোঁ ঘুচ্‌লো না। শেষে কর্ম্মকর্ত্তা কি করেন, মাছটি নিতেই হবে, আস্তে আস্তে জেলেকে বিশ ঘা জুতো মাত্তে রাজি হলেন, জেলেও অম্লান বদনে পিঠ পেতে দিলে। দশ ঘা জুতো জেলের পিটে পড়বামাত্র, জেলে "মশাই! একটু থামুন, আমার এক জন অংশীদার আছে, বাকি দশ ঘা সেই খাবে, সে আপনার দরওয়ান দরজায় বসে আছে, তারে ডেকে পাঠান, আমি যখন বাড়ীর ভিতর মাছ নিয়ে আস্‌ছিলাম, তখন মাছের অদ্দেক দাম না দিলে আমারে ঢুক্‌তে দেবে না বলেছেল, সুতরাং আমিও অদ্দেক বক্‌রা দিতে রাজি হয়েছিলাম।" কর্ম্মকর্ত্তা তখন বুঝ্‌তে পাল্লেন, জেলে কি জন্য মাছের দমে বিশ ঘা জুতো চেয়েছিল। দরওয়ানজীকে দরজায় বসে আর অধিকক্ষণ জেলের দামের বক্‌রার জন্য প্রতীক্ষে করে থাক্‌তে হলো না; কর্ম্মকর্ত্তা তখনি দরওয়ানজীকে জেলের বিশ ঘার অংশ দিলেন। পাঠক বড় মানুষেরা! এই উপন্যাসটি মনে রাখ্‌বেন।

হুজুর দেড় হাত উঁচু গদির উপরে তাকিয়ে ঠেস্ দিয়ে বসে আছেন, গা আদুড়! পাশে মুন্‌সি মশায় চস্‌মা চোকে দিয়ে পেস্কারের সঙ্গে পরামর্শ কচ্চেন—সাম্‌নে কতকগুলো খোলা খাতা ও এক ঝুড়ি চোতা কাগজ, আর এক দিকে চার পাঁচ জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাবুকে "ক্ষণজন্মা" "যোগভ্রষ্ট" বলে তুষ্ট কর্‌বার অবসর খুঁজচেন। গদির বিশ হাত অন্তরে দু জন বেকার "উমেদার" ও এক জন বৃদ্ধ "কন্যাদায়" কাঁদ কাঁদ মুখ করে ঠিক "বেকার" ও "কন্যাদায়" হালতের পরিচয় দিচ্চেন। মোসাহেবরা খালি গায়ে ঘুরঘুর কচ্চেন, কেউ হুজুরের কাণে কাণে দুচার কথা কচ্চেন—হুজুর ময়ূরহীন কার্ত্তিকের মত আড়ষ্ট হয়ে বসে রয়েছেন। দত্ত বাবু গিয়ে নমস্কার কল্লেন।

হুজুর বারোইয়ারি পূজোর বড় ভক্ত, পূজোর কদিন দিবারাত্রি বারোইয়ারি-তলাতেই কাটান, ভাগ্‌নে, মোসাহেব, জামাই ও ভগিনীপতিরা বারোইয়ারির জন্য দিনরাত শশব্যস্ত থাকেন।

দত্ত বাবু বারোইয়ারি বিষয়ক নানা কথা কয়ে হুজুরি সবিস্‌ক্রিপশন্ হাজার টাকা নিয়ে বিদেয় নিলেন, পেমেণ্টের সময় দাওয়ানজী শতকরা দু টাকার হিসাবে দস্তুরি কেটে ন্যান, দত্তজা ঘরপোড়া কাটের হিসাবে ও দাওয়ানজীকে খুসি রাখ্‌বার জন্য তাতে আর কথা কইলেন না। এদিকে বাবু বারোইয়ারি পূজোর ক রাত্তির কোন্ কোন্ রকম পোশাক পরবেন, তারই বিবেচনায় বিব্রত হলেন।

কানাই বাবু বারোইয়ারি বই নিয়ে না খেয়ে বেলা ছুটো অবধি নানা স্থানে ঘুরলেন, কোথাও কিছু পেলেন, কোথাও মত্ত টাকা সই মাত্র হলো (আদায় হবে না, তার ভয় নাই), কোথাও গলা ধাকা, তামাশা ও ঠোনাটা ঠানাটাও সইতে হলো।

বিশ বচ্ছর পূর্ব্বে কলকেতার বারোইয়ারি চাঁদা সাদারা প্রায় দ্বিতীয় অষ্টমের পেয়াদা ছিলেন—ব্রহ্মোত্তর জমির খাজনা সাদার মত লোকের উনোনে পা দিয়ে টাকা আদায় কত্তেন—অনেকে চোটের কথা কয়ে বড় মানুষেদের তুষ্ট করে টাকা আদায় কত্তেন।

একবার এক দল বারোইয়ারি একচক্ষু কাণা এক সোনারবেণের কাছে চাঁদা আদায় কত্তে যান। বেণে বাবু বড়ই কৃপণ ছিলেন, "বাবার পরিবারকে" (অর্থাৎ মাকে) ভাত দিতেও কষ্ট বোধ কত্তেন, তামাক খাবার পাতের শুকনো নলগুলি জমিয়ে রাখ্‌তেন, এক বৎসরের হলে ধোবাকে বিক্রি কত্তেন, তাতেই পরিবারের কাপড় কাচার দাম উস্যুল হতো। বারোইয়ারির অধ্যক্ষেরা বেণে বাবুর কাছে চাঁদার বই ধল্লে তিনি বড়ই রেগে উঠ্‌লেন ও কোন মতে এক পয়সাও বারোইয়ারিতে বেজায় খরচ কত্তে রাজি হলেন না, বারোইয়ারির অধ্যক্ষেরা অনেক ক্ষণ ঠাউরে ঠাউরে দেখ্‌লেন, কিন্তু বাবুর বেজায় খরচের কিছুই নিদর্শন পেলেন না —তামাক গুলি পাকিয়ে কোম্পানির কাগজের সঙ্গে বাক্সমধ্যে রাখা হয়—বালিসের ওয়াড়, ছেলেদের পোশাক, বেণে বাবু অবকাশমত স্বহস্তেই সেলাই করেন— চাকরদের কাছে (এক জন বুড়ো উড়ে মাত্র) তামাকের গুল, মুড়ো খেংরার দিনে ছবার নিকেশ নেওয়া হয়—ধুতি পুরণো হলে বদল দিয়ে বাসন কিনে থাকেন—বেণে বাবুর ত্রিশ লক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ ছিল, এ সওয়ায় তার সুদ ও চোটায় বিলক্ষণ দশ টাকা আস্‌তো, কিন্তু তার এক পয়সা খরচ কত্তেন না। (পৈতৃক পেশা) খাঁটি টাকায় মাকু চালিয়ে যা রোজগার কত্তেন, তাতেই সংসার নির্ব্বাহ হতো; কেবল বাজে খরচের মধ্যে একটা চক্ষু, কিন্তু চসমায় দুখানি পরকোলা বসান; তাই দেখে বারোইয়ারির অধ্যক্ষেরা ধরে বসলেন, "মশাই! আপনার বাজে খরচ ধরা পড়েছে, হয় চসমাখানির একখানি পরকোলা খুলে ফেলুন, নয় আমাদের কিছু দিন।" বেণে বাবু এ কথায় খুসি হলেন, শেষে অনেক কষ্টে ছুটি সিকি পর্য্যন্ত দিতে সম্মত হয়েছিলেন।

আর একবার এক দল বারোইয়ারি পূজোর অধ্যক্ষ সহরের সিংগি বাবুদের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত, সিংগি বাবু সে সময় আপিসে বেরুচ্ছিলেন, অধ্যক্ষরা চার

পাঁচ জনে তাঁকে ঘিরে ধরে "ধরেছি" "ধরেছি" বলে চেঁচাতে লাগ্‌লেন। রাস্তায় লোক জমে গ্যালো। সিংগি বাবু অবাক্—ব্যাপারখানা কি? তখন এক জন অধ্যক্ষ বল্লেন, "মহাশয়! আমাদের অমুক জায়গার বারোইয়ারি পুজোয় মা ভগবতী সিংগির উপর চড়ে কৈলাস থেকে আস্‌ছিলেন, পথে সিংগির পা ভেঙ্গে গ্যাছে; সুতরাং তিনি আর আস্‌তে পাচ্চেন না, সেইখানেই রয়েচেন; আমাদের স্বপ্ন দিয়েচেন যে, যদি আর কোন সিংগির যোগাড় কত্তে পার, তা হলেই আমি যেতে পারি। কিন্তু মহাশয়! আমরা আজ এক মাস নানা স্থানে ঘুরে বেড়াচ্চি, কোথাও আর সিংগির দেখা পেলাম না; আজ ভাগ্যক্রমে আপনার দেখা পেয়েচি, কোন মতে ছেড়ে দেবো না—চলুন! যাতে মার আসা হয়, তারই তদ্বির কর্‌বেন।" সিংগি বাবু অধ্যক্ষদের কথা শুনে সন্তুষ্ট হয়ে বারোইয়ারি চাঁদায় বিলক্ষণ দশ টাকা সাহায্য কল্লেন।

এ ভিন্ন বারোইয়ারি চাঁদা সাধার বিষয়ে নানা উদ্ভট কথা আচে, কিন্তু এখানে সে সকল উত্থাপন নিষ্প্রয়োজন। পূর্ব্বে চুঁচড়োর মত বারোইয়ারি পুজো আর কোথাও হতো না, "আচাভো" "বোম্বাচাক" প্রভৃতি সং প্রস্তুত হতো; সহরের ও নানা স্থানের বাবুর বোট, বজ্‌রা, পিনেস ও ভাউলে ভাড়া করে সং দেখ্‌তে যেতেন; লোকের এত জনতা হতো যে, কলাপাত এক টাকায় একখানি বিক্রি হয়েছিলো, চোরেরা আণ্ডীল হয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু গরিব দুঃখী গেরস্তোর হাঁড়ি চড়ে নি। গুপ্তিপাড়া, কাঁচড়াপাড়া, শান্তিপুর, উলো প্রভৃতি কলকেতার নিকটবর্ত্তী পল্লীগ্রামে ক বার বড় ধুম করে বারোইয়ারি পুজো হয়েছিলো। এতে টক্করাটক্করিও বিলক্ষণ চলেছিলো। একবার শান্তিপুরওয়ালারা পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ করে এক বারোইয়ারি পুজো করেন; সাত বৎসর ধরে তার উজ্জুগ হয়, প্রতিমেখানি ষাট হাত উঁচু হয়েছিল, শেষে বিসর্জ্জনের দিনে প্রত্যেক পুতুল কেটে কেটে বিসর্জ্জন কত্তে হয়। তাতেই গুপ্তিপাড়াওয়ালারা "মার" অপঘাত মৃত্যু উপলক্ষে গণেশের গলায় কাচা বেঁদে এক বারোইয়ারি পুজো করেন, তাতেও বিস্তর টাকা ব্যয় হয়।

এখন আর সে কাল নাই; বাঙ্গালি বড় মানুষদের মধ্যে অনেকে সভ্য হয়েচেন। গোলাপজল দিয়ে জলশৌচ, ঢাকাই কাপড়ের পাড় ছিঁড়ে পরা, মুক্তভস্মের চূর্ণ দিয়ে পান খাওয়া আর শোনা যায় না। কুকুরের বিয়েয় লাক টাকা খরচ, যাত্রায় নোট প্যালা, তেল মেখে চার ঘোড়ার গাড়ী চড়ে ভেঁপু বাজিয়ে স্নান কত্তে যাওয়া সহরে অতি কম হয়ে পড়েচে। আজ্ঞা হুজুর, উঁচুগতি, কার্ত্তিকের মত বাউরি চুল,

এক পাল বরাখুরে মোসাহেব, রক্ষিত বেশ্যা আর পাকান কাছা—জলস্তম্ভ আর ভূমিকম্পোর মত "কথনোর" পাল্লায় পড়েছে!

কায়স্থ ব্রাহ্মণ বড় মানুষ (পাড়াগেঁয়ে ভূতেরা ছাড়া) প্রায় মাইনে করা মোসাহেব রাখেন না; কেবল সহরে দু চার বেণে বড় মানুষই মোসাহেবদের ভাগ্যে সুপ্রসন্ন। বুক ফোলান, বাঁকা সিঁতি, পইতের গোচ্ছা গলায়, কুঁচের মত চক্ষু লাল, কাণে তুলোয় করা আতর, (লেখা পড়া সকল রকমই জানেন, কেবল বিস্মৃতিক্রমে বর্ণপরিচয়টি হয় নাই) আমরা খালি সোনারবেণে বড় মানুষ বাবুদের মজলিশে দেখ্‌তে পাই।

মোসাহেবী পেশা উঠে গেলেই, "বারোইয়ারি" "খ্যামটা" "চোহেল্" ও "ফর্‌রার" লাঘব হবে সন্দেহ নাই!

সন্ধ্যা হয় হয় হয়েচে—গয়লারা দুদের হাঁড়া কাঁদে করে দোকানে যাচ্চে। মেছুনীরে আপনাদের পাটা, বঁটি ও চুবড়ি ধুয়ে প্রদীপ সাজাচ্চে। গ্যাসের আলো জ্বালা মুটেরা মই কাঁদে করে দৌড়ুচ্চে—থানার সাম্‌নে পাহারাওলাদের প্যারেড (এঁরা লড়াই করবেন, কিন্তু মাতাল দেখে ভয় পান) হয়ে গিয়েচে। ব্যাঙ্কের ভেটো কেরাণীরে ছুটি পেয়েচেন। আজ এ সময় বীরকৃষ্ণ দাঁর গদিতে বড় ধুম—অধ্যক্ষেরা একত্র হয়ে কোন্ কোন্ রকম সং হবে, কুমোরকে তারই নমুনো দেখাবেন; কুমোর নমুনো মত সং তৈয়ের কর্‌বে; দাঁ মহাশয় ও ম্যানেজার কানাইধন দত্তজা নমুনোর মুখপাত!

ফৌজদ্বরী বালাখানা থেকে ভাড়া করে এনে কুড়িটি বেল লান্‌ঠন (রং বেরং—সাদা, গ্রিন, লাল) টাঙ্গান হয়েচে। উঠোনে প্রথমে খড়, তার উপর দরমা, তার উপর মাদ্‌রাজী খেরোর জাজিম হাস্‌চে। দাঁড়িপাল্লা, চ্যাটা, কুলো ও চাকুনীরে, গণি ব্যাগ ও ছেঁড়া চটের আশপাশ থেকে উঁকিঝুকি মাচ্চে—আজ তারা ঘরজামাই ও অন্নদাস ভাগ্‌নেদের দলে গণ্য!

বীরকৃষ্ণ বাবু .ধূপছায়া চেলীর জোড় ও কলার কপ ও প্লেটওয়ালা (ঝাড়ের গোলাপের মত) কামিজ ও ঢাকাই ট্যারচা কাজের চাদরে শোভা পাচ্চেন, রুমালটি কোমরে বাঁদা আছে—সোনার চাবির শিকলী কোঁচা কামিজের উপর ঘড়ির চেনের অফিসিয়েটিং হয়েচে!

পাঠক! নবাবী আমল শীতকালের সূর্য্যের মত অস্ত গ্যালো। মেঘান্তের রৌদ্রের মত ইংরাজদের প্রতাপ বেড়ে উঠ্‌লো। বড় বড় বাঁশঝাড় সমূলে উচ্ছন্ন হলো। কঞ্চিতে বংশলোচন জন্মাতে লাগলো। নবো মুন্‌সি, ছিরে বেণে, ও

পুঁটে তেলি রাজা হলো। সেপাই পাহারা, আসা সোটা ও রাজা খেতাব, ইণ্ডিয়া রবরের জুতো ও শান্তিপুরের ডুরে উড়ুনির মত, রাস্তায় পাঁদাড়ে ও ভাগাড়ে গড়াগড়ি যেতে লাগ্‌লো। কৃষ্ণচন্দ্র, রাজবল্লভ, মানসিংহ, নন্দকুমার, জগৎশেঠ প্রভৃতি বড় বড় ঘর উৎসন্ন যেতে লাগ্‌লো, তাই দেখে হিন্দুধর্ম্ম, কবির মান, বিদ্যার উৎসাহ, পরোপকার ও নাটকের অভিনয় দেশ থেকে ছুটে পালালো। হাফ আখ্‌ড়াই, ফুল আখ্‌ড়াই, পাঁচালি ও যাত্রার দলেরা জন্মগ্রহণ কল্লে। সহরের যুবকদল গোখুরী, ঝকমারী ও পক্ষীর দলে বিভক্ত হলেন। টাকা বংশগৌরব ছাপিয়ে উঠ্‌লেন। রামা মুদ্দফরাস, কেষ্টা বাগ্‌দী, পেঁচো মল্লিক ও ছুঁচো শীল কল্‌কেতার কায়েত বামুনের মুরুব্বী ও সহরের প্রধান হয়ে উঠ্‌লো। এই সময়ে হাফ আখ্‌ড়াই ও ফুল আখ্‌ড়াই সৃষ্টি হয় ও সেই অবধি সহরের বড় মানুষরা হাফ আখড়াইয়ে আমোদ কত্তে লাগ্‌লেন। শামবাজার, রামবাজার, চক ও সাঁকোর বড় বড় নিষ্কর্ম্মা বাবুরো এক এক হাফ আখ্‌ড়াই দলের মুরুব্বী হলেন। মোসাহেব, উমেদার, পাড়া ও দলস্থ গেরস্তগোছ হাড়হাবাতেরা সৌখীন দোহরের দলে মিশলেন। অনেকের হাফ আখ্‌ড়াইয়ের পুণ্যে চাকরি জুটে গ্যালো। অনেকে পুজুরী দাদাঠাকুরের অবস্থা হতে একেবারে আমীর হয়ে পড়্‌লেন—কিছু দিনের মধ্যে তক্‌মা, বাগান, জুড়ি ও বালাখানা বনে গ্যালো!

আমরা পূর্ব্বে পাঠকদের যে বারোইয়ারি পুজোর কথা বলে এসেচি, বীরকৃষ্ণ দাঁর উজ্জুগে প্রথম রাত্তির বারোইয়ারিতলায় হাফ আখড়াই হবে, তবে উজ্জুগ হচ্চে।

ধোপাপুকুর লেনের দুইয়ের নম্বর বাড়ীটিতে হাফ আখ্‌ড়াইয়ের দল বসেচে—বীরকৃষ্ণ বাবু বগি চড়ে প্রত্যহ আড্ডায় এসে থাকেন—দোয়াররা কুটী থেকে এসে হাত মুখ ধুয়ে জলযোগ করে রাত্তির দশটার পর একত্রে জমেয়াৎ হন—ঢাকাই কামার, চাষা ধোপা, পুঁটে তেলি ও ফলারে বামুনই অধিক। মুখুয্যেদের ছোট বাবু অধ্যক্ষ! ছোট বাবু ইয়ারের টেক্কা, বেশ্যার কাছে চিড়িয়ার গোলাম ও নেশায় শিবের বাবা! শরীর ডিগডিকে, পইতে গোচ্ছা করে গলায়, দাঁতে মিশি, প্রায় আধ হাত চেটালো কালা ও লালপেড়ে চক্রবেড়ের ধুতি পরে থাকেন। ডেড় ভরি আফিম, ডেড় শ ছিলিম গাঁজা ও এক জালা তাড়ি রোজ্‌কী মৌতাতের উটুনো বন্দোবস্ত। পালপার্ব্বণে ও শনিবারে বেশী মাত্রায় চড়ান!

অমাবস্যার রাত্তির—অন্ধকারে ঘুরঘুটি—গুড় গুড় করে মেঘ ডাকচে—থেকে থেকে বিদ্যুৎ নল্‌পাচ্ছে—গাছের পাতাটি নড়্‌চে না—মাটি থেকে যেন আগুনের তাপ বেরুচ্চে—পথিকেরা এক একবার আকাশ পানে চাচ্চেন, আর হন্‌ হন্‌ করে

চলেচেন। কুকুরগুলো খেউ খেউ কচ্চে—দোকানীরে ঝাঁপতাড়া বন্ধ করে ঘরে যাবার উজ্জুগ কচ্চে ;—গুড়ুম্ করে নটার তোপ পড়ে গ্যালো। খোপাপুকুর লেনের দুইয়ের নম্বরের বাড়ীতে আজ বড়ই ধুম। ঢাকার বীরকৃষ্ণ বাবু, চক বাজারের প্যালানাথ বাবু, দলপতি বাবুরো ও দুচার গাইয়ে বাজিয়ে ওস্তাদরাও আস্‌বেন। গাওনার সুর বড় চমৎকার হয়েচে—দোয়াররাও মিল ও তাল-দোরস্ত।

সময় কারুরই হাত ধরা নয়—নদীর স্রোতের মত—বেশ্যার যৌবনের মত ও জীবের পরমায়ুর মত কারুরই অপেক্ষা করে না। গির্জের ঘড়িতে ঢং ঢং ঢং করে দশটা বেজে গ্যালো, সোঁ সোঁ করে একটা বড় ঝড় উঠ্‌লো—রাস্তার ধুলো উড়ে যেন অন্ধকার আরো বাড়িয়ে দিলে—মেঘের কড়মড় কড়মড় ডাক ও বিদ্যুতের চকমকিতে ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলেরা মার কোলে কুণ্ডুলী পাকাতে আরম্ভ কল্লে—মুষলের ধারে ভারী এক পসলা বিষ্টি এলো।

এদিকে দুইয়ের নম্বরের বাড়ীতে অনেকে এসে জমতে লাগ্‌লেন। অনেকে সখের অনুরোধে ভিজে ঢ্যাপঢ্যাপে হয়ে এলেন। চারডেলে দিয়ালগিরিতে বাতি জ্বলচে—মজলিশ জক্ জক্ কচ্চে—পান, কলাপাতের এঁটো নল ও থেলো হুঁকোর কুরুক্ষেত্তর! মুখুয্যেদের ছোট বাবু লোকের খাতির কচ্চেন—"ওরে" "ওরে" করে তাঁর গলা চিরে গ্যাচে। তেলি, ঢাকাই কামার ও চাষা ধোপা দোয়ারেরা এক পেট ফির্নি, মেটো, ঘন্টো ও আটা নেব্‌ড়ান লুসে ফরসা ধুতি চাদরে ফিটু হয়ে বসে আছেন—অনেকের চক্ষু বুজে এসেচে—বাতির আলো জোনাকি পোকার মত দেখ্‌চেন ও এক একবার ঝিমকিনি ভাংলে মনে কচ্চেন যেন উড়্‌চি! ঘরটী লোকারণ্য—থাতায় থাতায় ঘিরে বসে আচেন—থেকে থেকে ফক্কুড়িটে টপ্পাটা চল্‌চে—অনেক সেয়ানা ফরমেসে জুতোজোড়াটি হয় পকেটে নয় পার নীচে রেখে চেপে বসেচেন—জুতো এমন জিনিষ যে, দোয়ার দলের পরস্পরে বিশ্বাস নাই! চকবাজারের প্যালানাথ বাবুর অপেক্ষাতেই গাওনা বন্দ রয়েচে, তিনি এলেই গাওনা আরম্ভ হবে। দু এক জন ধরতা দোয়ার প্যালানাথ বাবুর আস্‌বার অপেক্ষায় থাকতে বেজার হচ্চেন—দু এক জন "তাই ত" বলে দাদার বোলে বোল দিচ্চেন ; কিন্তু প্যালানাথ বাবু বারোইয়ারির এক জন প্রধান ম্যানেজার, সৌখীন ও খোসপোশাকীর হদ্দ ও ইয়ারের প্রাণ! সুতরাং কিছুক্ষণ তাঁর অপেক্ষা না কল্লে তাঁরে অপমান করা হয়—ঝড়ই হোক, বজ্রাঘাতই হোক, আর পৃথিবী কেন রসাতলে যাক না, তাঁর এসব বিষয়ে এমনি সখ যে, তিনি অবশ্যই আস্‌বেন!

ধরতা দোয়ার গোবিন্দ বাবু বিরক্ত হয়ে নাকী সুরে "মনাসে বঁদিয়া" ভিক্কুর

টপ্পা ধরেছেন—গাঁজার হুঁকো একবার এ থাকের পাশ মেরে ও থাকে গ্যালো। ঘরের এক কোণে হুঁকো থেকে আগুন পড়ে যাওয়ায় সে দিকের থাকেরা রল্লা করে উঠে দাঁড়িয়ে কোঁচা ও কাপড় ঝাড়চেন ও কেমন করে পড়লো প্রত্যেকে তারই পঞ্চাশ রকম ডিপোজিসন দিচ্চেন—এমন সময় একখান গাড়ী গড়্ গড়্ করে এসে দরজায় লাগ্‌লো। মুখুয্যেদের ছোট বাবু মজলিস থেকে তড়াক্ করে লাপিয়ে উঠে বারাণ্ডায় গিয়ে "প্যালানাথ বাবু! প্যালানাথ বাবু এলেন" বলে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন—দোয়ারদলে হুরুরে ও রৈ রৈ পড়ে গ্যালো—ঢোলে রং বেজে উঠ্‌লো। প্যালানাথ বাবু উপরে এলেন—শেকহ্যাণ্ড, গুড্ ইভনীং ও নমস্কারের ভিড় চুক্‌তে আদ ঘণ্টা লাগ্‌লো।

চকবাজারের বাবু প্যালানাথ একহারা বেঁটেখেঁটে মানুষ, গত বৎসর পঞ্চাশ পেরিয়েচেন; বাবু বড় হিন্দু—একাদশী, হরিবাসর ও রাধাষ্টমীতে উপোস ও উত্থান ও শয়নে নিজ্জলা করে থাকেন, বাবুর মেজাজ গরিব! সৌখীনের রাজা! ১২১৯ সালে সারবরন্ সাহেবের নিকটে তিন মাস মাত্র ইংরিজি লেখাপড়া শিখেছিলেন, সেই সম্বলেই এত দিন চল্‌চে—সর্ব্বদা পোশাক ও টুপি পরে থাকেন; (টুপিটি এমনি হেলিয়ে হেলিয়ে পরা হয়ে থাকে যে, বাবুর ডান কাণ আচে কি না হঠাৎ সন্দেহ উপস্থিত হয়) লক্ষ্নৌ ফ্যাশানে (বাইয়ের ভেড়ুয়ার মত) চুড়িদার পায়জামা, রামজামা, কোমরে দোপাটা ও বাঁকা টুপি তাঁর মনোমত পোসাক। প্যালানাথ বাবুর বাই ও খ্যাম্‌টা মহলে বড় মান! তাদের কোন দায় দফা পড়্‌লে বাবু আড় হয়ে পড়ে আফোতের তামাম করেন ও বাইয়ের অনুরোধে হিন্দুয়োনি মাথায় রেখে কাছা খুলে ফয়তা দেন ও বারোইয়ারের নামে তসবি পড়েন! মোসলমান মহলেও বাবুর বিলক্ষণ প্রতিপত্তি! অনেক লক্ষ্নৌয়ে পাতি ও ইরানী চাঁপদাড়ি বাবুর বুজরুকি ও কেরামতের অনিয়ত এনসাফ্ করে থাকেন! ইংরিজি কেতা বাবুর ভাল লাগে না; মনে করেন, ইংরিজি লেখাপড়া শেখা সুদ্ধু কাজ চালাবার জন্য। মোসলমান সহবাসে প্রায় দিবা রাত্তির থেকে ঐ কেতাই এঁর বড় পচন্দ! সর্ব্বদাই নবাবী আমলের জাঁকজমক, নবাবী আমিরী ও নবাবী মেজাজের কথা নিয়ে নাড়াচাড়া হয়।

এদিকে দোয়াররা নতুন সুরের গান ধল্লেন। ধোপাপুকুর রন্ রন্ কত্তে লাগ্‌লো—ঘুমন্ত ছেলেরা মার কোলে চম্‌কে উঠ্‌লো—কুকুরগুলো খেউ খেউ করে উঠলো—বোধ হতে লাগ্‌লো যেন হাড়ীরে গোটাকতক শুয়ার ঠেঙ্গিয়ে মারচে! গাওনার নতুন সুর শুনে সকলেই বড় খুসি হয়ে সাবাস! বাহবা!

ও শোভান্তরীয় বৃষ্টি কত্তে লাগ্‌লেন—দোয়াররা উৎসাহ পেয়ে দ্বিগুণ চেঁচাতে লাগ্‌লো, সমস্ত দিন পরিশ্রম করে খোপারা অঘোরে ঘুমুচ্ছিলো, গাওনার বেতরো আওয়াজে চম্‌কে উঠে খোঁটা ও দড়ি নিয়ে দৌড়ুলো; রাত্তির ছুটো পর্য্যন্ত গাওনা হয়ে শেষে সে রাত্তিরের মত বেদব্যাস বিশ্রাম পেলেন—দোয়ার, সৌখীন বাবু ও অধ্যক্ষরা অন্ধকারে অতি কষ্টে বাড়ি গিয়ে বিছানায় আড় হলেন!

এদিকে বারোইয়ারিতলায় সং গড়া শেষ হয়েচে। এক মাস মহাভারতের কথা হচ্ছিলো, কাল তাও শেষ হবে; কথক বেদীর উপর বসে বৃষোৎসর্গের ষাঁড়ের মত ও বলিদানের মহিষের মত মাথায় ফুলের মালা জড়িয়ে রসিকতার একশেষ কচ্চেন, মূল পুঁথির পানে চাওয়া মাত্র হচ্চে, বস্তুত যা বলচেন, সকলি কাশীরাম খুড়োর উচ্ছিষ্ট ও কোনটা বা স্বপাক। কথকতা পেশাটা ভাল—দিব্য জলখাবার, দিব্য হাতপাখার বাতাস, কেবল মধ্যে মধ্যে কোন কোন স্থলে আহার বিহারের আনুষঙ্গিক প্রহারটা সইতে হয়, সেইটেই মহান্ কষ্ট। পূর্ব্বে গদাধর শিরোমণি, রামধন তর্কবাগীশ, হলধর পঞ্চানন প্রভৃতি প্রধান প্রধান কথক ছিলেন; শ্রীধর অল্প বয়সে বিলক্ষণ খ্যাত হন। বর্ত্তমান দলে শাস্ত্রজ্ঞানের অপেক্ষা করেন না, গলাটা সাধা, চাণক্যশ্লোকের ছু আঁথর পাঠ, কীর্ত্তন অঙ্গের ছুটো পদাবলী মুখস্থ করেই মজুরা কত্তে বেরোন ও বেদীতে বসে ব্যাস বধ করেন। কথা শোনবার ও সং ছ্যাখ্‌বার জন্যে লোকের অসম্ভব ভিড় হয়েচে—কুমোর, ডাকওয়ালা ও অধ্যক্ষরা থেলো হুঁকোয় তামাক খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্চেন ও মিছেমিছি চেঁচিয়ে গলা ভাংচেন! বাজে লোকের মধ্যে ছু এক জন আপনার আপনার কর্ত্তৃত্ব ছ্যাখাবার জন্যে "তফাৎ তফাৎ" কচ্চে, অনেকে গোছালো গোছের মেয়েমানুষ দেখে সঙের তরজমা করে বোঝাচ্চেন! সংগুলি বর্দ্ধমানের রাজার বাংলা মহাভারতের মত, বুঝিয়ে না দিলে মর্ম্ম গ্রহণ করা ভার!

কোথাও ভীষ্ম শরশয্যায় পড়েচেন—অর্জ্জুন পাতালে বাণ মেরে ভোগবতীর জল তুলে খাওয়াচ্চেন। জ্ঞাতির পরাক্রম দেখে ছুর্য্যোধন ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রয়েচেন। সঙেদের মুখের ছাঁচ ও পোশাক সকলেরই একরকম, কেবল ভীষ্ম ছুদের মত সাদা, অর্জ্জুন ডেমাটিনের মত কালো ও ছুর্য্যোধন গ্রীন।

কোথাও নবরত্নের সভা—বিক্রমাদিত্য বত্রিশ পুতুলের সিংহাসনের উপর আফিসের দালালের মত পোশাক পরে বসে আছেন। কালিদাস, ঘটকর্পর, বরাহমিহির প্রভৃতি নবরত্নেরা চার দিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েচেন—সঙ্গদের সকলেরই

এক রকম ধুতি, চাদর ও টিকি; হঠাৎ দেখ্‌লে বোধ হয় যেন এক দল অগ্রদানী ক্রিয়াবাড়ি ঢোক্‌বার জন্য দরওয়ানের উপাসনা কচ্চে!

কোথাও শ্রীমন্ত দক্ষিণ মশানে চৌত্রিশ অক্ষরে ভগবতীর স্তব কচ্চেন, কোটালরা ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েচে—শ্রীমন্তের মাথায় শালের শামলা হাফ ইংরিজি গোছের চাপকান ও পায়জামা পরা; ঠিক যেন এক জন হাইকোর্টের প্লিডার প্লিড কচ্চেন!

এক জায়গায় রাজসূয় যজ্ঞ হচ্চে—দেশ দেশান্তরের রাজারা চার দিকে ঘিরে বসেচেন—মধ্যে ট্যানা পরা হোতা পোতা বামুনরা অগ্নিকুণ্ডের চার দিকে বসে হোম কচ্চেন, রাজাদের পোশাক ও চেহারা দেখ্‌লে হঠাৎ বোধ হয় যেন, এক দল দরওয়ান স্যাক্‌রার দোকানে পাহারা দিচ্চে!

কোনখানে রাম রাজা হয়েচেন—বিভীষণ, জাম্বুবান্, হনুমান্ ও সুগ্রীব প্রভৃতি বানরেরা সহুরে মুচ্ছুদ্দী বাবুদের মত পোশাক পরে চার দিকে দাঁড়িয়ে আছেন। লক্ষ্মণ ছাতা ধরেচেন—শত্রুঘ্ন ও ভরত চামর কচ্চেন—রামের বাঁ দিকে সীতে দেবী; সীতের ট্যাড়চা সাড়ী, ঝাঁপটা ও ফিরিঙ্গি খোঁপার বেহদ্দ বাহার বেরিয়েচে!

"বাইরে কোঁচার পত্তন ভিতরে ছুঁচোর কেত্তন" সং বড় চমৎকার!—বাবুর ট্যাস্‌ল দেওয়া টুপি, পাইনাপেলের চাপকান, পেটি ও সিল্কের রুমাল, গলায় চুলের গার্ডচেন অথচ থাকবার ঘর নাই, মাসীর বাড়ি অন্ন জুসেন, ঠাকুরবাড়ি শোন, আর সেনেদের বাড়ি বস্‌বার আড্ডা। পেট ভরে জল খাবার পয়সা নাই, অথচ দেশের রিফর্মেশনের জন্যে রাত্তিরে ঘুম হয় না। (মশারির অভাবও ঘুম না হবার একটি প্রধান কারণ)। পুলিস, বড় আদালত, টালার নিলেম, ছোট আদালতে দিনের ব্যালা ঘুরে বেড়ান, সন্ধ্যে ব্যালা ব্রহ্মসভায় মিটিং ও ক্লবে হাঁফ ছাড়েন—গোয়েন্দাগিরি, দালালি, খোসামুদি ও ঠিকে রাইটরি করে যা পান, ট্যাস্‌লওয়ালা টুপি ও পাইনাপেলের চাপকান রিপু কত্তে ও জুতো বুরুসেই সব ফুরিয়ে যায়! সুতরাং মিনি মাইনের স্কুলমাষ্টারি কখন কখন স্বীকার কত্তে হয়!

কোথাও "অসৈরণ সৈতে নারি শিকেয় বসে ঝুলে মরি" সং—অসৈরণ সইতে নারি মহাশয়, ইয়ং বাঙ্গালদের টেবিলে খাওয়া, পেন্টুলন ও (ভয়ানক গরমিতেও) বনাতের বিলাতী কট্ চাপকান পরা! (বিলক্ষণ দেখতে পান) অথচ নাকে চসমা! রাত্তিরে থানায় পড়ে ছুঁচো ধরে খান! দিনের ব্যালা রিফর্মেশনের স্পিচ্ করেন দেখে—শিকেয় ঝুল্‌চেন!

এ আওয়ার বারোইয়ারিতলায় "ভাল কত্তে পারবো না মন্দ করবো কি দিবি

তা দে” “বুক ফেটে দরোজা” “ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে” “ধ্যাদা পুতের নাম পদ্মলোচন” “মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়” “হাড় হাবাতে মিছরির ছুরি” প্রভৃতি নানাবিধ সং হয়েচে; সে সব আর এখানে উত্থাপন করার আবশ্যক নাই। কিন্তু প্রতিমের দু পাশে “বকা ধার্ম্মিক ও ক্ষুদ্র নবাবে”র সং বড় চমৎকার হয়েচে। বকা ধার্ম্মিকের শরীরটি মুচির কুকুরের মত নুদুর নাদুর—ভুঁড়িটি বিলাতী কুমড়োর মত—মাতায় কামান চৈতনফক্কা ঝুঁটি করে বাঁদা—গলায় মালা ও ছোট ঢাকের মত গুটিকতক সোনার মাদুলি—হাতে ইষ্টিকবচ—চুলে ও গোঁপে কলপ দেওয়া—কালাপেড়ে ধুতি, রামজামা ও জরির বাঁকা তাজ—গত বৎসর আশী পেরিয়েচেন—অঙ্গ ত্রিভঙ্গ! কিন্তু প্রাণ হামাগুড়ি দিচ্চে! গেরস্তগোচের ভদ্র-লোকের মেয়েছেলের পানে আড়চক্ষে চাচ্চেন—হরিনামের মালার ঝুলিটি ঘুরুচ্চেন। ঝুলির ভিতর থেকে গুটিকতক টাকা বেমালুম আওয়াজে লোভ দেখাচ্চে।

ক্ষুদ্র নবাব—ক্ষুদ্র নবাব দিব্যি দেখতে—দুদে আলতার মত রং—আলবর্ট ফ্যাশানে চুল ফেরানো—চীনের শুয়ারের মত—শরীরটি ঘাড়ে গদ্দানে—হাতে লাল রুমাল ও পিচের ইষ্টিক—সিমলের ফিনফিনে ধুতি মালকোচা করে পরা, হঠাৎ দেখলে বোধ হয় রাজারাজড়ার পৌত্তুর, কিন্তু পরিচয়ে বেরোবে “হিদে জোলার নাতি”!

বারোইয়ারি প্রতিমেখানি প্রায় বিশ হাত উঁচু—ঘোড়ায় চড়া হাইল্যাণ্ডের গোরা, বিবি, পরী ও নানাবিধ চিড়িয়া সোলার ফুল ও পদ্ম দিয়ে সাজানো—মধ্যে মা ভগবতী জগদ্ধাত্রীমূর্ত্তি—সিংগির গা রুপলী গিল্‌টি ও হাতী সবুজ মখমল দিয়ে মোড়া। ঠাকুরুণের বিবিয়ানা মুখ—রং ও গড়ন আসল ইহুদী ও আরমানী কেতা; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও ইন্দ্র দাঁড়িয়ে জোড়হাত করে স্তব কচ্চেন। প্রতিমের উপরে ছোট ছোট বিলাতী পরীরা ভেঁপু বাজাচ্চে—হাতে বাদশাই নিশেন ও মাঝে ঘোড়া সিংগিওয়ালা কুইনের ইউনিকরন্ ও ক্রেষ্ট!

আজ বারোইয়ারির প্রথম পুজো শনিবার—বীরকৃষ্ণ দাঁ, কানাই দত্ত, প্যালানাথ বাবু ও বীরকৃষ্ণ বাবুর ফ্রেণ্ড আহিরীটোলার রাধামাধব বাবুরো ব্যালা তিনটে পর্য্যন্ত বারোইয়ারিতলায় হাজরাও হয়েছিলেন—তিনটে বড় বড় অর্ণা মোষ, এক শ ভেড়া ও তিন শ পাঁটা বলিদান করা হয়েচে—মূল নৈবিদ্যির আগা তোলা মোণ্ডাটি ওজনে দেড় মণ। সহরের রাজা, সিংগি, ঘোষ, দে, মিত্র ও দত্ত প্রভৃতি বড় বড় দলাদ্দ কোঁটা, চেলীর জোড়, টিকি ও ভেলকধারী উর্দ্দি ও তকমাওয়ালা যত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিদেয় হয়েচে—“সুপারিস্” “অনাহুতে” “বেদলে” ও “ফলারেরা”

নিমন্তন্নার শকুনির মতো টেঁকে বসে আছেন—কাঙ্গালী, রেঁও, অগ্রদানী, ভাট ও ফকির বিস্তর জমেছিল—পাহারাওয়ালারাই তাঁদের বিদেয় দেন—অনেক গরীব গ্রেপ্তার হয়! শেষে গাঁট থেকে কিছু বার কল্লে থানার দারোগা ও জমাদারের সূক্ষ্ম বিবেচনায় সে বারের মত রেহাই পায়।

ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এলো—বারোইয়ারিতলা লোকারণ্য। সহরের অনেক বাবু গাড়ি চড়ে সং দেখ্‌তে এসেচেন—সং ফেলে অনেকে তাঁদের দেখ্‌চে। ক্রমে মজলিশে দু এক ঝাড় জ্বেলে দেওয়া হলো—সঙেদের মাথার উপর বেল ল্যান্‌ঠন বাহার দিতে লাগলো। অধ্যক্ষ বাবুরো একে একে জমেয়াৎ হতে লাগলেন, নল করা থেলো হুঁকো হাতে ও পান চিবুতে চিবুতে অনেকে চীৎকার ও "এটা কর" "ওটা কর" করে হুকুম দিচ্চেন। আজ ধোপাপাড়ার ও চকের দলের লড়াই হবে। দেড় মণ গাঁজা, দুই মণ চরস, বড় বড় সাত গামলা দুধ ও বারোখানি বেণের দোকান ঝেঁটিয়ে ছোট বড় মাঝারি এলাচ, কর্পূর, দারুচিনি সংগ্রহ করা হয়েচে—মিটে, কড়া, ভ্যালসা, অম্বুরি ও ইরানী তামাকের গোবর্দ্ধন হয়েচে! এ সওয়ায় বিস্তর অস্তঃশিলে সরঞ্জমও প্রস্তুত আছে। আবশ্যক হলে দেখা দেবে!

সহরে টি টি পড়ে গ্যাচে আজ রাত্তিরে অমুক জায়গায় বারোইয়ারি পুজোয় হাফ আখড়াই হবে। কি ইয়ার গোচের স্কুল বয়, কি বাহাত্তুরে ইনভেলিড, সকলেই হাফ আখড়াই শুনতে পাগল! বাজার গরম হয়ে উঠলো। ধোপারা বিলক্ষণ রোজগার কত্তে লাগলো! কোঁচান ধুতি, ধোপদস্ত কামিজ ও ডুরে শান্তিপুরে উড়ুনির এক রাত্তিরের ভাড়া আট আনা চড়ে উঠলো! চারপুরুষে পাঁচপুরুষে ক্রেপ্‌ ও নেটের চাদরেরা অকর্ম্মণ্য হয়ে নবাবী আমলে সিন্দুক আশ্রয় করে ছিলেন, আজ ভলন্টিয়র হয়ে মাথায় উঠলেন। কালো ফিতের ঘুনসি ও চাবির শিকলি হঠাৎ বাবুর মত স্বস্থান পরিত্যাগ করে, ঘড়ির চেনের অফিশিয়েটিং হলো—জুতোরা বেশ্যার মত নানা লোকের সেবা কত্তে লাগলো।

বারোইয়ারিতলা লোকারণ্য হয়ে উঠলো—এক দিকে কাঠগড়া ঘেরা মাটির সং—অন্য দিকে নানা রকম পোশাক পরা কাঠগড়ার ধারে ও মধ্যে জ্যান্ত সং। বড়-মানুষরা ট্যাস্‌লওয়ালা টুপি, চাপকান, পেটি ও ইষ্টিকে চাল চন্ত্রের অন্দুর হতেও বেয়াড়া দেখাচ্চেন। প্রধান অধ্যক্ষ বীরকৃষ্ণ বাবু লকাই লাট্টুর (লাটিম) মত ঘুরে বেড়াচ্চেন, দু কশ দিয়ে পাঁজির ছবির রক্তদন্তী রাক্ষসীর মত পানের পিক্ গড়িয়ে পড়চে—চাকর, হরকরা, সরকার ক্যারাণী ও ম্যানেজারদের নিশ্বেস ফ্যাল্‌বার অবকাশ নাই।

চং চং করে গির্জ্জের ঘড়িতে রাত্তির দুটো বেজে গ্যালো। ধোপাপাড়ার দল ভরপুর নেশায় ভোঁ হয়ে টল্‌তে টল্‌তে আসরে নাব্‌লেন। অনেকে আখড়া ঘরে (সাজঘরে) শুয়ে পড়্‌লেন। বাঙ্গালির স্বভাবই এই, পরের জিনিষ পাতে পড়্‌লে শীগ্‌গির হাত বন্ধ হয় না (পেট সেটি বোঝে না বড় দুঃখের বিষয়!) ভেড় ঘণ্টা ঢোল, বেহালা, ফ্লুট, মোচোং ও সেতারের রং ও সাজ বাজ্‌লো—গোঁড়ারা দু শ বাহবা ও বেশ দিলেন—শেষে একটি ঠাকুরুণবিষয় গেয়ে (আমরা গানটি বুঝ্‌তে অনেক চেষ্টা কল্লেম, কিন্তু কোনমতে কৃতকার্য্য হতে পাল্লেম না) উঠে গেলে চকের দল আসরে নাব্‌লেন।

চকের দলেরাও ঐ রকম করে গেয়ে শোভাস্তুরী! সাবাস! ও বাহবা! নিয়ে উঠে গ্যালেন—এক ঘণ্টার জন্য মজলিশ খালি রইলো; চায়নাকোট-ক্রেপের, লেটের ও ডুরে ফুলদার ট্যারচা চাদরেরা—পিঁপ্‌ড়ের ভাঙ্গা সারের মত ছড়িয়ে পড়্‌লেন। পানের দোকান শূন্য হয়ে গ্যালো। চুরোট তামাক ও চরসের ধুঁয়ায় এমনি অন্ধকার হয়ে উঠ্‌লো যে, সে বারে "প্রোক্লেমেশনের উপলক্ষে বাজিতে" বা কি ধোঁ হয়েছিল! বড় বড় রিভিউয়ের তোপেও ত ধোঁ জমে না! আদ ঘণ্টা প্রতিমেখানি দেখা যায় নি ও পরস্পর চিনে নিতেও কষ্ট বোধ হয়েছিলো।

ক্রমে হঠাৎ বাবুর টাকার মত, বসন্তের কুয়াশার মত ও শরতের মেঘের মত ধোঁ দেখ্‌তে দেখ্‌তে পরিষ্কার হয়ে গ্যালো! দর্শকেরা সুস্থির হয়ে দাঁড়ালেন, ধোপাপুকুরের দল আসর নিয়ে বিরহ ধল্লেন। আদ ঘণ্টা বিরহ গেয়ে আসর হতে দলবল সমেত আবার উঠে গ্যালেন। চকবাজারেরা নাব্‌লেন ও ধোপাপুকুরের দলের বিরহের উত্তোর দিলেন। গোঁড়ারা রিভিউয়ের সোল্‌জারদের মত দল বেঁধে দু থাক হলো। মধ্যস্থরা গানের চোতা হাতে করে বিবেচনা কত্তে আরম্ভ কল্লেন—এক দলে মিত্তির খুড়ো আর এক দলে দাদাঠাকুর বাঁদল্দার!

বিরহের পর চাপা কাঁচা খেঁউড়; তাতেই হার জিতের বন্দোবস্ত, বিচার ও শেষ (মধুরেণ সমাপয়েৎ) মারামারিও বাকি থাক্‌বে না।

তোপ পড়ে গিয়েচে, পূর্ব্বদিক্ ফরসা হয়েচে, ফুর্‌ফুরে হাওয়া উঠেচে—ধোপা-পুকুরের দলেরা আসর নিয়ে খেঁউড় ধল্লেন, গোঁড়াদের "সাবাস"! "বাহবা"! "শোভাস্তুরী"! "জিতা রও"! দিতে দিতে গলা চিরে গ্যালো; এরই তামাশা দেখ্‌তে যেন সূর্য্যদেব তাড়াতাড়ি উদয় হলেন! বাঙ্গালিরা আজো এমন কুৎসিত আমোদে মত্ত হন বলেই যেন—চাঁদ ভদ্রসমাজে মুখ দেখাতে লজ্জিত হলেন!

কুমুদিনী মাতা হেঁট কল্লেন! পাখীরা ছি! ছি! ছি! করে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো! পদ্মিনী পাঁকের মধ্যে থেকে হাস্‌তে লাগ্‌লেন! ধোপাপুকুরের দল আসর নিয়ে খেঁউড় গাইলেন, সুতরাং চকের দলকে তার উতোর দিতে হবে। ধোপাপুকুর-ওয়ালারা দেড় ঘণ্টা প্রাণপণে চেঁচিয়ে খেঁউড়টি গেয়ে থাম্‌লে চকের দলেরা আসরে নাব্‌লেন, সাজ বাজ্‌তে লাগলো, ওদিকে আকড়াঘরে খেঁউড়ের উতোর প্রস্তুত হচ্চে, আধ ঘণ্টার মধ্যে উতোরের চোতা মজলিশে দেখা দিলেন—চকের দলেরা তেজের সহিত উতোর গাইলেন! গোঁড়ারা গরম হয়ে "আমাদের জিত!" "আমাদের জিত!" করে চ্যাঁচাচেঁচি কত্তে লাগ্‌লেন—(হাতাহাতিও বাকি রইলো না) এদিকে মধ্যস্থরাও চকের দলের জিত সাব্যস্ত কল্লেন। হুও! হো! হো! হুররে ও হাততালিতে ধোপাপুকুরের দলেরা মাটির চেয়েও অধম হয়ে গ্যালেন—নেশার খোঁয়ারি—রাত জাগ্‌বার ক্লেশ ও হারের লজ্জায়—মুখুযোদের ছোট বাবু ও দু চার ধবৃতা দোয়ার একেবারে এলিয়ে পড়লেন।

চকের দলেরা ঢোল বেঁধে নিশেন তুলে গাইতে গাইতে ঘরে চল্লেন—কারু শুধু পা—মোজা পায়; জুতো কোথায় তার খোঁজ নাই। গোঁড়ারা আমোদ কত্তে কত্তে পেছু পেছু চল্লেন—ব্যালা দশটা বেজে গ্যালো, দর্শকেরা হাফ আখড়াইয়ের মজা ভরপুর লুটে বাড়িতে এসে সুত্‌ ঠাণ্ডাই জোলাপ ও ডাক্তারের যোগাড় দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। ভাড়া ও চেয়ে নেওয়া চায়নাকোট, ধুতি চাদর জামা ও জুতোরা কাজ সেরে আপনার আপনার মনিববাড়ি ফিরে গ্যালো।

আজ রবিবার। বারোইয়ারিতলায় পাঁচালি ও যাত্রা। রাত্রি দশটার পর অধ্যক্ষেরা এসে জম্‌লেন; এখনো অনেকের "চোঁয়া ঢেকুর" "মাতা ধরা" "গা মাটি মাটি" সারে নি। পাঁচালি আরম্ভ হয়েচে—প্রথম দল ভঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী, দ্বিতীয় দল মহীরাবণের পালা ধরেচেন, পাঁচালি ছোট কেতার হাফ আখড়াই, কেবল ছড়া কাটানো বেশীর ভাগ, সুতরাং রাত্তির একটার মধ্যে পাঁচালি শেষ হয়ে গ্যালো।

যাত্রা। যাত্রার অধিকারীর বয়স ৭৬ বৎসর, বাব্‌রি চুল, উল্কী ও কানে মাকড়ি। অধিকারী দূতী সেজে গুটিবারো বুড়ো বুড়ো ছেলে সখী সাজিয়ে আসরে নাব্‌লেন। প্রথমে কৃষ্ণ খোলের সঙ্গে নাচ্‌লেন, তার পর বাসদেব ও মণিগোঁসাই গান করে গ্যালেন। সকেই সখী ও দূতী প্রাণপণে ভোর পর্য্যন্ত "কাল জল খাবো না!" "কাল মেঘ দেখ্‌বো না!" (সামিয়ানা খাটাইয়ে দিমু) "কাল কাপড় পরবো না!" ইত্যাদি কথাবার্ত্তায় ও "নবীন বিদেশিনীর" গানে লোকের মনোরঞ্জন কল্লেন। থাল, গাড়ু, ঘড়া,

ছেঁড়া কাপড়, পুরাণো বনাত ও শালের গাদী হয়ে গ্যালো। টাকা, আদুলি, সিকি ও পয়সা পর্য্যন্ত প্যালা পেলেন। মধ্যে মধ্যে "বাবা দে আমার বিয়ে" ও "আমার নাম সুন্দুরে জেলে, ধরি মাছ বাউতি জালে" প্রভৃতি রকমওয়ারি সঙেরও অভাব ছিল না। ব্যালা আট্‌টার সময় যাত্রা ভাংলো, এক জন বাবু মাতাল পাত্র টেনে বিলক্ষণ প্যেঁকে যাত্রা শুনছিলেন, যাত্রা ভেঙ্গে যাওয়াতে গলায় কাপড় দিয়ে প্রতিমে প্রণাম কত্তে গ্যালেন (প্রতিমে হিন্দুশাস্ত্রসম্মত জগদ্ধাত্রী-মূর্ত্তি), কিন্তু প্রতিমার সিংগি হাতীকে কাম্‌ড়াচ্চে দেখে বাবু মহাত্মার বড়ই রাগ হলো ও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে করুণা স্বরে—

"তারিণী গো মা কেন হাতীর উপর এত আড়ি।
মানুষ মেলে টেড্‌টা পেতে তোমায় যেতে হতো হরিণবাড়ি।
সুরকি কুটে সারা হতে, তোমার মুকুট যেতো গড়াগড়ি।
পুলিসের বিচারে শেষে সঁপ্‌তো তোমায় গ্র্যান্‌যুড়ি।
সিঙ্গি মামা টের্‌টা পেতেন ছুটতে হতো উকীলবাড়ি॥"

গান গেয়ে, প্রণাম করে চলে গ্যালেন।

সহরের ইতর মাতালদের (মাতালের বড় ইতরবিশেষ নাই; মাতাল হলে কি রাজা বাহাদুর, কি প্যালার বাপ গোব্‌রা প্রায় এক মূর্ত্তিই ধরে থাকেন) ঘরে ধরে রাখ্‌বার লোক নাই বলেই আমরা নর্দ্দামায়, রাস্তায়, থানায়, গারদে ও মদের দোকানে মাতলামি কত্তে দেখ্‌তে পাই। সহরে বড়মানুষ মাতালও কম নাই, শুদ্ধ ঘরে ধরে পুরে রাখবার লোক আছে বলেই তাঁরা বেরিয়ে মাতলামি কত্তে পান না। এঁদের মধ্যে অনেকে এমন মাতলামি করে থাকেন যে, অন্তরীক্ষ থেকে দেখ্‌লে পেটের ভেতর হাত পা সেঁধিয়ে যায় ও বাঙ্গালি বড়মানুষদের উপর বিজাতীয় ঘৃণা উপস্থিত হয়। ছোটলোক মাতালের ভাগ্যে চারি আনা জরিমানা,—এক রাত্তির গারদে বাস—পাহারাওলাদের ঝোলায় শোয়ার হয়ে যাওয়া ও জমাদারের দুই এক কোঁৎকা মাত্র, কিন্তু বাঙ্গালি বড়মানুষ মাতালদের সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। পাকি হয়ে উড়্‌তে গিয়ে ছাত থেকে পড়ে মরা—বাবার প্রতিষ্ঠিত পুকুরে ডোবা, প্রতিমের নকল সিংগি ভেঙ্গে ফেলে আসল সিংগি হয়ে বসা, চাকীরে মার সঙ্গে বিসর্জ্জন দেওয়া, ক্যান্টনমেন্ট ফোর্ট, রেলওয়ে এষ্টেশন্‌ ও অক্‌সনে মদ খেয়ে মাতলামি করে চালান হওয়া। এ সওয়ায় করুণা, গান, বক্‌সিস ও বক্তৃতার বেহদ্দ ব্যাপার।

একবার সহরের শামবাজার অঞ্চলের এক রনিদী বড়মানুষের বাড়িতে

বিদ্যাসুন্দর যাত্রা হচ্ছিল, বাড়ির মেজো বাবু পাঁচো ইয়ার নিয়ে যাত্রা শুনতে বসেচেন; সামনে মালিনী ও বিদ্যে "মদন আগুন জলচে দ্বিগুণ কল্লে কি গুণ ঐ বিদেশী" গান করে মুটো মুটো প্যালা পাচ্চে—বছর ষোল বয়সের দুটো (উড্‌ব্রেড) ছোকরা সখী সেজে ঘুরে ঘুরে খ্যাম্‌টা নাচ্চে। মজলিশে রুপোর গ্লাসে ব্রাণ্ডি চলচে—বাড়ির টিকটিকি ও শালগ্রাম ঠাকুর পর্য্যন্ত নেশায় চুরচুরে ও ভোঁ। ক্রমে মিলনের মন্ত্রণা, বিদ্যার গর্ভ, রাণীর তিরস্কার, চোর ধরা ও মালিনীর যন্ত্রণার পালা এসে পড়লো; কোটাল মালিনীকে বেঁধে মাত্তে আরম্ভ কল্লে—মালিনী বাবুদের "দোহাই" দিয়ে কেঁদে বাড়ি সরগরম করে তুল্লে—বাবুর চমকা ভেঙ্গে গ্যালো; দেখ্‌লেন কোটাল মালিনীকে মাচ্চে, মালিনী বাবুর দোহাই দিচ্চে অথচ পার পাচ্চে না। এতে বাবু বড় রাগত হলেন "কোন্‌ বেটার সাধ্যি আমার কাছে থেকে মালিনীকে নিয়ে যায়" এই বলে সাম্‌নের রুপোর গেলাসটি কোটালের রগ ত্যেগে ছুড়ে মাল্লেন—গেলাসটি কোটালের রগে লাগ্‌বামাত্র কোটাল "বাপ"! বলে অমনি ঘুরে পড়্‌লো, চারি দিক্‌ থেকে লোকেরা হাঁ! হাঁ! করে এসে কোটালকে ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে গ্যালো—মুকে জলের ছিঁটে মারা হলো ও অন্য অন্য নানা তদ্বির হলো, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না—কোটালের পো এক ঘাতেই পঞ্চত্ব পেলেন।

আর একবার ঠন্‌ঠনের "র" ঘোষজা বাবুর বাড়িতে বিদ্যাসুন্দর যাত্রা হচ্ছিল, বাবু মদ খেয়ে প্যেঁকে মজলিশে আড় হয়ে শুয়ে নাক ডাকিয়ে যাত্রা শুনছিলেন। সমস্ত রাত বেহুঁসেই কেটে গ্যালো, শেষে ভোর ভোর সময়ে দক্ষিণ মশানে কোটালের হাঙ্গামাতে বাবুর নিদ্রা ভঙ্গ হলো—কিন্তু আসরে কেষ্টোকে না দেখে বাবু বিরক্ত হয়ে "কেষ্ট ল্যাও, কেষ্ট ল্যাও" বলে ক্ষেপে উঠলেন। অন্য অন্য লোকে অনেক বুঝালেন যে, "ধর্ম্ম অবতার! বিদ্যাসুন্দর যাত্রায় কেষ্ট নাই" কিন্তু বাবু কিছুতেই বুঝলেন না (কৃষ্ণ তাঁরে—নিতান্ত নির্দ্দয় হয়ে দেখা দিলেন না বিবেচনায়) শেষে ভেউ ভেউ করে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন।

আর একবার এক গোস্বামী এক মাতাল বাবুর কাছে বড় নাকাল হয়েছিলেন, সেটিও না বলে থাকা গেল না। পূর্ব্বে এই সহরে বেণেটোলার দ্বিপ্‌চাঁদ গোস্বামীর অনেকগুলি বড়মানুষ শিষ্য ছিল। বার্‌ সিমলের বোস্‌ বাবুরা প্রভুর প্রধান শিষ্য ছিলেন। এক দিন আমতার রামহরি বাবু বোস্‌জা বাবুরে এক পত্র লিখলেন যে, "ভেক নিতে তাঁর বড় ইচ্ছা, কিন্তু গুটিকতক প্রশ্ন আছে, সেগুলি যত দিন পূরণ না হচ্চে, তত দিন শাক্তই থাকবেন।" বোস্‌জা মহাশয় পরম বৈষ্ণব; রামহরি

বাবুর পত্র পেয়ে বড় খুসি হলেন ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপদেশ ও প্রশ্ন পূরণ করবার জন্যে প্রভু নদেরচাঁদ গোস্বামী মহাশয়কে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

রামহরি বাবুর সোনাগাজীতে বাসা। দু চার ইয়ার ও গাইয়ে বাজিয়ে কাছে থাকে; সন্ধ্যার পর বেড়াতে বেরোন—সকালে বাড়ি আসেন, মদও বিলক্ষণ চলে, দু চার নিমগোচের দাঙ্গার দরুন পুলিসেও দুই এক মোছলেকা হয়ে গিয়েচে। সন্ধ্যার পর সোনাগাজীর বড় জাঁক, প্রতি ঘরে ধুনোর ধোঁ, শাঁকের শব্দ ও গঙ্গাজলের ছড়ার দরুন হিন্দুধর্ম্ম যেন মূর্ত্তিমন্ত হয়ে সোনাগাজী পবিত্র করেন। নদেরচাঁদ গোস্বামী বোস্ বাবুর পত্র নিয়ে সন্ধ্যার পর সোনাগাজী ঢুক্‌লেন। গোস্বামীর শরীরটি প্রকাণ্ড, মাথা নেড়া, মধ্যে তরমুজের বোঁটার মত চৈতনফক্কা। সর্ব্বাঙ্গে হরিনামের ছাপা, নাকে তিলক ও অদৃষ্টে (কপালে) এক ধ্যাবড়া চন্দন, বোধ হয় যেন কাগে হেগে দিয়েচে! গোস্বামীর কল্‌কেতায় জন্ম, কিন্তু কখন সোনাগাজীতে ঢোকেন নাই (সহরের অনেক বেশ্যা সিম্‌লের মা গোঁসাইয়ের জুরিস্‌ডিক্সনের ভেতর)। গোস্বামী অনেক কষ্টে রামহরি বাবুর বাসায় উপস্থিত হলেন।

রামহরি বাবু কুটি থেকে এসে পাত্র টেনে গোলাপী রকম নেশায় তর্ হয়ে বসেছিলেন। এক মোসাহেব বাঁয়ার সঙ্গতে "অব্ হজরত জাতে লণ্ডন কো" গাচ্চেন, আর এক জন মাতায় চাদর দিয়ে বাইয়ানা নাচের উজ্জুগ কচ্চেন; এমন সময় বোস্ বাবুর পত্র নিয়ে গোস্বামী মশাই উপস্থিত হলেন। অমন আমোদের সময় একটা ব্রকদ গোঁসাইকে দেখলে কার না রাগ হয়? সকলেই মনে মনে বড় ব্যাজার হয়ে উঠ্‌লেন, বোস্‌জার অনুরোধেই কেবল গোস্বামী সে যাত্রা প্রহার হতে পরিত্রাণ পান।

রামহরি বাবু বোসজার পত্র পড়ে গোস্বামী মহাশয়কে আদর করে বসালেন। রামা বামুনের হুঁকোর জল ফিরিয়ে তামাক দিলে। (হুঁকোটি বাস্তবিক খাঁ সাহেবের)। মোসাহেবদের সঙ্গে চোক টেপাটেপি হয়ে গ্যালো। এক জন দৌড়ে কাছের দরজীর দোকান থেকে হয়ে এলেন। এদিকে গাওনা ও ইয়ারকি কিছু সময়ের জন্য পোষ্টপন্ হলো—শাস্ত্রীয় তর্ক হবার উজ্জুগ হতে লাগ্‌লো। গোস্বামী মহাশয় তামাক খেয়ে হুঁকো রেখে নানাপ্রকার শিষ্টাচারী কল্লেন; রামহরি বাবুও তাতে বিলক্ষণ ভদ্রতা করেছিলেন।

রামহরি বাবু গোস্বামীকে বল্লেন, "প্রভু! বৈষ্ণব তন্ত্রের কটি বিষয়ে আমার বড় সন্দেহ আছে, আপনাকে মীমাংসা করে দিতে হবে: প্রথম,

কেষ্টর সঙ্গে রাধিকার মামী-সম্পর্ক, তবে ক্যামন করে কেষ্ট রাধারে গ্রহণ কল্লেন ?”

দ্বিতীয়, “এক জন মানুষ (ভাল, দেবতাই হলো) যে ষোল শত স্ত্রীর মনোরথ পূর্ণ করেন, এ বা কি কথা ?”

তৃতীয়, “শুনেচি, কেষ্ট দোলের সময় মেড়া পুড়িয়ে খেয়েছিলেন, তবে আমাদের মটন চাপ্ খেতে দোষ কি ? আর বষ্টুমদের মদ খেতে বিধি আছে ; দেখুন, বলরাম দিনরাত মদ খেতেন, কৃষ্ণও বিলক্ষণ মাতাল ছিলেন।” প্রশ্ন শুনেই গোস্বামীর পিলে চম্‌কে গ্যালো, পালাবার পথ দেখ্‌তে লাগ্‌লেন ; এদিকে বাবুর দলে মুচ্‌কে হাসি, ইসারা ও রূপোর গেলাসে দাওয়াই চল্‌তে লাগ্‌লো। গোস্বামী মনের মত উত্তর দিতে পারলেন না বলে এক জন মোসাহেব বলে উঠ্‌লো, “হুজুর ! কালীই বড় ; দেখুন—কালীতে ও কেষ্টতে ক পুরুষের অন্তর, কালীর ছেলে কার্ত্তিক—তার বাহন ময়ূর—ময়ূরের যে ল্যাজ—তাই কেষ্টোর মাতার উপর, সুতরাং কালীই বড়।” এ কথায় হাসির তুফান উঠ্‌লো। গোস্বামী নিজ স্বভাবগুণে গোঁয়ারৃতিমোয় গরম হয়ে পিট্টানের পথ দেখ্‌বেন কি, এমন সময় এক জন মোসাহেব গোস্বামীর গায়ে টলে পড়ে তিলক ও টিপ জিব দিয়ে চেটে ফেল্লে, আর এক জন “কি কর ! কি কর !” বলে টিকিটি কেটে নিলেন। গোস্বামী ক্রমে শ্রাদ্ধ গড়ায় দেখে জুতো ও হরিনামের থলি ফেলে চোঁচা দৌড়ে রাস্তায় এসে হাঁপ ছাড়লেন ! রামহরি বাবু ও মোসাহেবদের খুসির সীমা রইলো না। অনেক বড়মানুষে এই রকম আমোদ বড় ভালবাসেন ও অনেক স্থানে প্রায়ই এইরূপ ঘটনা হয়।

কল্‌কেতা সহরে প্রতিদিন নতুন নতুন মাতলামি দেখা যায় ; সকলগুলি সৃষ্টিছাড়া ও অদ্ভুত ! চোরবাগানে দনুকর্ণ মিত্তির বাবুর বাপ, হ্যাট ড্রাইব মনকিসন্ কোম্পানির বাড়ির মুচ্ছুদী ছিলেন, এ সওয়ায় চোটা ও কোম্পানির কাগজেরও ব্যবসা কত্তেন। দনু বাবু কালেজে পড়েন, একজামিন্ পাস করেচেন, লেক্‌চার শোনেন ও মধ্যে মধ্যে ইংরাজি কাগজে আর্টিকেল লেখেন। সহরের বাঙ্গালি বড়মানুষের ছেলেদের মধ্যে প্রায় অনেকে বিবেচনায় গাধার বেহদ্দ ও বুদ্ধি এমনি সূক্ষ্ম যে, সেই বল্লেও বলা যায়, লেখাপড়া শিখ্‌তে আদবে ইচ্ছা নাই, প্রাণ কেবল ইয়ারকির দিকে দৌড়োয়, স্কুল যাওয়া কেবল বাপ মার ভয়ে শুবুদগেলাগোছ ! সুতরাং একজামিন্ পাস করবার পূর্ব্বে দনুকর্ণ বাবু চার ছেলের বাপ হয়েছিলেন ও প্রথম মেয়েটির বিবাহ পর্য্যন্ত হয়ে গিছ্‌লো। দনু

বাবুর দু চার স্কুলফ্রেণ্ড সর্ব্বদা আস্‌তেন যেতেন, কখন কখন লুকিয়ে চুরিয়ে—চরসটা, মাজমের বরপীখানা, সিদ্ধিটে আস্‌টাও চল্‌তো; ইচ্ছেখানা, এক আধ দিন শেরিটে, শ্যামপিনটারও আস্বাদ নেওয়া হয়, কিন্তু কর্ত্তা স্বকলমে রোজগার করে বড়মানুষ হয়েছেন, সুতরাং সকল দিকে চোক রাখেন ও ছেলেদের উপরেও সর্ব্বদা তাইস করে থাকেন, সেই দবদবাতেই ব্যাঘাত পড়েছিল!

সমরভেকেশনে কালেজ বন্দ হয়েচে—স্কুলমাষ্টারেরা লোকের বাগানে বাগানে মাচ ধরে ও বাজার করে বেড়াচ্চেন। পণ্ডিতরা দেশে গিয়ে লাঙ্গল ধরে চাষবাস আরম্ভ করেচেন (ইংরাজি স্কুলের পণ্ডিত প্রায় ঐ গোছেরি দেখা যায়)। দনু বাবু সন্ধ্যার পর দুই চার স্কুলফ্রেণ্ড নিয়ে পড়্‌বার ঘরে বসে আছেন; এমন সময় কালেজের প্যারী বাবু চাদরের ভিতর এক বোতল ব্রাণ্ডি ও একটা শেরি নিয়ে অতি সন্তর্পণে ঘরের ভিতর ঢুক্‌লেন। প্যারী বাবু ঘরে ঢোক্‌বামাত্রই চার দিকের দোর, জান্‌লা বন্দ হয়ে গ্যালো; প্রথমে বোতলটি অতি সাবধানে খুলে (বেরালে চুরি করে দুদ খাবার মত করে) অত্যন্ত সাবধানে চল্‌তে লাগ্‌লো—ক্রমে ব্রাণ্ডি অন্তর্দ্ধান হলেন। এদিকে বাবুদের মেজাজও গরম হয়ে উঠ্‌লো; দোর, জানলা খুলে দেওয়া হলো; চেঁচিয়ে হাসি ও গর্‌রা চল্‌তে লাগ্‌লো। শেষে শেরিও সমীপস্থ হলেন, সুতরাং ইংরাজি ইস্পিচ ও টেবিল চাপড়ানো চল্লো,—ভয় লজ্জা পেয়ে পালিয়ে গ্যালো। এদিকে দনু বাবুর বাপ চণ্ডীমণ্ডপে বসে মালা ফিরোচ্ছিলেন, ছেলেদের ঘরের দিকে হঠাৎ চীৎকার ও রৈ রৈ শুনে গিয়ে দেখলেন, বাবুরা মদ খেয়ে মত্ত হয়ে চীৎকার ও হৈ হৈ কচ্চেন, সুতরাং বড়ই ব্যাজার হয়ে উঠলেন ও দনু বাবুকে যাচ্ছেতাই বলে গালমন্দ দিতে লাগ্‌লেন। কর্ত্তার গালাগালে এক জন ফ্রেণ্ড বড়ই চটে উঠলেন ও দনু তার সঙ্গে তেড়ে গিয়ে কর্ত্তাকে একটা ঘুষি মাল্লেন। কর্ত্তার বয়স অধিক হয়েছিল, বিশেষত ঘুষোটি ইয়ংবেঙ্গালি (বাঁদুরের বাড়া), ঘুষি খেয়ে একেবারে ঘুরে পড়লেন। বাড়ির অন্য অন্য পরিবারেরা হাঁ! হাঁ! করে এসে পড়লো, গিন্নি বাড়ির ভেতর থেকে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বেরিয়ে এলেন ও বাবুকে যথোচিত তিরস্কার কত্তে লাগ্‌লেন। তিরস্কার, কান্না ও গোলযোগের অবকাশে ফ্রেণ্ডরা পুলিসের ভয়ে সকলেই চম্পট দিলেন। এদিকে বাবুর করুণা উপস্থিত হলো ও মার কাছে গিয়ে বল্লেন, "মা, বিদ্দেসাগর বেঁচে থাক্‌! তোমার ভয় কি! ও ওল্ড ফুল মরে যাক্‌ না কেন, ওকে আমরা চাই নি; এবারে মা এমন্‌ বাবা এনে দেবো যে, তুমি, বাবা ও আমি একত্রে

তিন জনে বসে হেল্‌থ [ড্রিঙ্ক] করবো, ও ওল্‌ড ফুল মরে যাক্, আমি কোয়াইট রিফর্মড বাবা চাই।"

রামকালী মুখোপাধ্যায় বাবু সুপ্রিমকোর্টের মিসুয়াস, থিফ্‌ রোগ্‌ এণ্ড পিক্‌পকেট উকীল সাহেবদের আপিসের খাতাঞ্জী। আপিসের ফেরতা রাধাবাজার হয়ে আসচেন ও তুধারি দোকানও ফাঁক যাচ্ছে না—পাগড়িটে এলিয়ে পড়েছে, ধুতি খুলে হতুলি কুতুলি পাকিয়ে গ্যাচে, পাও বিলক্ষণ টল্‌চে, ক্রমে যোড়াসাঁকোর হাঁড়িহাটায় এসে একেবারে এড়িয়ে পড়্‌লেন, পা যেন খোঁটা হয়ে গেড়ে গ্যালো; শেষে বিলক্ষণ হবু চবু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন! ঠাকুর বাবুদের বাড়ির এক জন চাকর সেই সময় মদ খেয়ে টল্‌তে টল্‌তে যাচ্ছিল। রাম বাবু তাকে দেখে "আরে ব্যাটা মাতাল" বলে টলে সরে দাঁড়ালেন। চাকর মাতাল থেমে জিজ্ঞাসা কল্লে, "তুই শালা কে রে আমায় মাতাল বল্লি!" রাম বাবু বল্লেন, "আমি রাম!" চাকর বল্লে, "আমি তবে রাবণ।" রাম বাবু—"তবে যুদ্ধং দেহি" বলে যেমন তারে মাত্তে যাবেন, অমনি নেশার ঝোঁকে ধুপুস করে পড়ে গেলেন। চাকর মাতাল তাঁর বুকের উপর চড়ে বস্‌লো। থানার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব সেই সময় রোঁদ ফিরে যাচ্ছিলেন। চাকর মাতাল কিছু ঠিক ছিল, পুলিসের সার্জ্জন দেখে তাঁরে ছেড়ে দিয়ে পালাবার উদ্‌যোগ কল্লে। রাম বাবুও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে দেখেছিলেন, এখন রাবণকে পালাতে দেখে ঘৃণা প্রকাশ করে বল্লেন, "ছি বাবা, এখন রামের হনুমান্‌কে দেখে ভয়ে পালালে! ছিঃ!"

রবিবারটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে গ্যালো, আজ সোমবার—শেষ পূজোর আমোদ, চোহেল ও ফর্‌রার শেষ, আজ বাই, খ্যাম্‌টা, কবি ও কেত্তন।

বাইনাচের মজলিশ চূড়োন্ত সাজানো হয়েচে, গোপাল মল্লিকের ছেলের ও রাজা বেজেন্দরের কুকুরের বের মজলিশ এর কাছে কোথায় লাগে? চক্‌বাজারের প্যালানাথ বাবু বাই মহলের ডাইরেক্টরী, সুতরাং বাই ও খ্যাম্‌টা নাচের সমুদায় ভার তাঁকেই দেওয়া হয়েছিল। সহরের নন্নী, ফুন্নী, মুন্নী, খন্নী ও সন্নী প্রভৃতি ডিগ্রী, মেডেল ও সার্টিফিকেটওয়ালা বড় বড় বাইয়েরা ও গোলাপ, শাম, বিন্তু, খুন্তু, মণি ও চুণী প্রভৃতি খ্যাম্‌টাওয়ালীরা নিজ নিজ তোবড়া তুব্‌ড়ি সঙ্গে করে আস্‌তে লাগ্‌লেন—প্যালানাথ বাবু সকলকে মা গোঁসাইয়ের মত সমাদরে রিসিভ্‌ কচ্চেন—তাঁদেরও গরবে মাটিতে পা পড়্‌চে না।

প্যালানাথ বাবুর হীরের ওয়াচ গার্ডে ঝোলান আধুলির মত মেকাবী হন্টিঙের কাঁটা নটা পেরিয়েচে। মজলিশে বাতির আলো শরদের জ্যোৎস্নাকেও ঠাট্টা কচ্চে,

সারঙ্গের কোঁয়া কোঁয়া ও তবলার মন্দিরের ঝমুঝুমু তালে "আরে সাঁইয়া মোরারে তেরি মেরো জানিরে" গানের সঙ্গে এক তারফা মজলিশ রেখেচে। ছোট ছোট "ট্যাস্‌ল" "ছামামা" ও "তাজিরা" "এ কোণ থেকে ও কোণ, এ চৌকি থেকে ও চৌকি" করে ব্যাড়াচ্চেন (অধ্যক্ষদের ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলে ও মেয়েরা) এমন সময় একখানা চেরেট গুড়্ গুড়্ করে বারোইয়ারিতলায় "গড্ সেভ্ দি কুইন" লেখা গেটের কাছে থাম্‌লো। প্যালানাথ বাবু দৌড়ে গ্যালেন—গাড়ি থেকে জরি ও কিংখাপ মোড়া জরির জুতোসুদ্ধ একটা দশমুনী তেলের কুপো ও এক কুটে মোসাহেব নাব্‌লেন, কুপোর গলায় শিকলের মত মোটা চেন ও আঙ্গুলে আঠারটা করে ছত্রিশটা আংটি।

প্যালানাথ বাবুর এক জন মোসাহেব "বড়বাজারের পচ্চু বাবু তুলোর ও পিস্‌গুড্ডের দালাল, বিস্তর টাকা! বেশ লোক" বলে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন। পচ্চু বাবু মজলিশে ঢুকে মজলিশের বড় প্রশংসা কল্লেন, প্যালানাথ বাবুকে ধন্যবাদ দিলেন, উভয়ে কোলাকুলি হলো, শেষে পচ্চু বাবু প্রতিমে ও মাতালো মাতালো সঙেদের (যথা কেষ্ট, বলরাম, হনুমান্ প্রভৃতি) ভক্তিভরে প্রণাম কল্লেন ও বাইজীকে সেলাম করে দুখানি আমেরিকান চৌকি জুড়ে বস্‌লেন। দুটি হাত, এক কুড়ি পানের দোনা, চাবির থোলো ও রুমালের জন্য আপাতত কিছু ক্ষণের জন্য আর দুখানি চৌকি ইজারা নেওয়া হলো, কুটে মোসাহেব পচ্চু বাবুর পেছন দিকে বস্‌লেন, সুতরাং তাঁরে আর কে দেখ্‌তে পায়? বড়মানুষের কাছে থাক্‌লে লোকে যে "পর্ব্বতের আড়ালে আছ" বলে থাকে, তার ভাগ্যে তাই ঠিক ঘটলো।

পচ্চু বাবুর চেহারা দেখে বাই আড়ে আড়ে চেয়ে হাস্‌চে, প্যালানাথ বাবু আতর, পান, গোলাব ও তোব্‌রা দিয়ে খাতির কচ্চেন; এমন সময় গেটের দিকে গোল উঠ্‌লো—প্যালানাথ বাবুর মোসাহেব হীরেলাল রাজা অঞ্জনারঞ্জন দেব বাহাদুরকে নিয়ে মজলিশে এলেন।

রাজা বাহাদুরের গিল্টিকরা পালাভরা আশা সকলের নজর পড়ে এমন জায়গায় দাঁড়ালো! অঞ্জনারঞ্জন দেব বাহাদুর গৌরবর্ণ, দোহারা—মাথায় খিড়কীদার পাগড়ি—জোড়া পরা—পায়ে জরির লপেটা জুতো, বদমাইসের বাদ্‌সা ও ন্যাকার সদ্দার! বাই, রাজা দেখে কাছ বাগে সরে এসে নাচতে লাগ্‌লো, "পূজোর সময় পরবস্তি হুই যেন" বলেই তবলচী ও সারেঙ্গীরা বড় রকমের সেলাম বাজালে, বাজে লোকেরা সং ও বাই ফেলে কোন অপরূপ জানোয়ারের মত রাজা বাহাদুরকে একদৃষ্টে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন।

ক্রমে রাত্তিরের সঙ্গে লোকের ভিড় বাড়্‌তে লাগ্‌লো, সহরের অনেক বড়মানুষ রকম রকম পোশাক পরে একত্র হলেন, নাচের মজলিশ রনুরনু কত্তে লাগ্‌লো; বীরকৃষ্ণ দাঁর আনন্দের সীমা নাই, নাচের মজলিশের কেতা ও শোভা দেখে আপনা আপনি কৃতার্থ হলেন, তাঁর বাপের শ্রাদ্ধতে বামুন খাইয়েও এমন সন্তুষ্ট হতে পারেন না।

ক্রমে আকাশের তারার মত মাথালো মাথালো বড়মানুষ মজলিশ থেকে খস্‌লেন, বুড়োরা সরে গ্যালেন, ইয়ারগোচের ফচ্‌কে বাবুরা ভাল হয়ে বস্‌লেন, বাইরা বিদেয় হলো—খ্যাম্‌টা আসরে নাবলেন।

খ্যাম্‌টা বড় চমৎকার নাচ। সহরের বড়মানুষ বাবুরো প্রায় ফি রবিবারে বাগানে দেখে থাকেন। অনেকে ছেলেপুলে, ভাগ্নে ও জামাই সঙ্গে নিয়ে একত্রে বসে খ্যামটার অনুপম রসাস্বাদনে রত হন। কোন কোন বাবুরা স্ত্রীলোকদের উলঙ্গ করে খ্যামটা নাচান—কোনখানে কিস্ না দিলে প্যালা পায় না—কোথাও বলবার যো নয়!

বারোইয়ারিতলায় খ্যাম্‌টা আরম্ভ হলো, যাত্রার যশোদার মত চেহারা দুজন খ্যাম্‌টাওয়ালী ঘুরে ঘুরে কোমর নেড়ে নাচ্‌তে লাগ্‌লো, খ্যাম্‌টাওয়ালারা পেছন থেকে "ফনির মাথার মণি চুরি কল্লি, বুঝি বিদেশে বিঘোরে পরাণ হারালি" গাচ্চে, খ্যাম্‌টাওয়ালারা ক্রমে নিমন্ত্রন্নেদের সকলের মুখের কাছে এগিয়ে এগিয়ে অগ্‌গরদানী ভিকিরীর মত প্যালা আদায় করে তবে ছাড়লেন! রাত্তির দুটোর মধ্যেই খ্যাম্‌টা বন্দ হলো—খ্যামটাওয়ালীরা অধ্যক্ষমহলে যাওয়া আসা কত্তে লাগলেন, বারোইয়ারিতলা পবিত্র হয়ে গ্যালো।

কবি। রাজা নবকৃষ্ণ কবির বড় পেট্রন ছিলেন। ইংলণ্ডের কুইন এলিজেবেথের আমলে যেমন বড় বড় কবি ও গ্রন্থকর্ত্তা জন্মান, তেমনি তাঁর আমলেও সেই রকম রাম বসু, হরু, নিলু, রামপ্রসাদ ঠাকুর ও জগা প্রভৃতি বড় বড় কবিওয়ালা জন্মায়। তিনিই কবি গাওনার মান বাড়ান, তাঁর অনুরোধে ও দ্যাখা-দেখি অনেক বড়মানুষ কবিতে মাতলেন। বাগবাজারের পক্ষীর দল এই সময় জন্ম গ্রহণ করে। শিবচন্দ্র ঠাকুর (পক্ষীর দলের সৃষ্টিকর্ত্তা) নবকৃষ্ণের একজন ইয়ার ছিলেন। শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাগবাজারের রিফর্ম্মেশনে রামমোহন রায়ের সমতুল্য লোক—তিনি বাগবাজারেদের উড়্‌তে শেখান। সুতরাং কিছু দিন বাগবাজারেরা সহরের টেক্কা হয়ে পড়েন। তাঁদের একখানি পব্‌লিক আটচালা ছিল; সেইখানে এসে পাখি হতেন, বুলি ঝাড়তেন ও উড়্‌তেন—এ সওয়ায়

বোসপাড়ার ভেতরেও দু চার গাঁজার আড্ডা ছিল। এখন আর পক্ষীর দল নাই, গুখুরি ও ঝকমারির দলও অন্তর্দ্ধান হয়ে গ্যাচে, পাখিরা বুড়ো হয়ে মরে গেছেন, দু একটা আদমরা বুড়োগোছের পক্ষী এখনও দেখা যায়, দলভাঙ্গা ও টাকার খাকৃতিতে মনমরা হয়ে পড়েচে, সুতরাং সন্ধ্যার পর কুমুর গুনে থাকেন। আড্ডাটি মিউনিসিপাল কমিশনরেরা উঠিয়ে দেছেন, অ্যাখন কেবল তার রুইন মাত্র পড়ে আছে। পূর্ব্বের বড়মানুষরা এখনকার বড়মানুষদের মত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, এড্রেস, মিটিং ও ছাপাখানা নিয়ে বিব্রত ছিলেন না; প্রায় সকলেরই একটি একটি রাঁড় ছিল, (এখনও অনেকের আছে) বেলা দুপুরের পর উঠতেন, আহ্নিকের আড়ম্বরটাও বড় ছিল—দু তিন ঘণ্টার কম আহ্নিক শেষ হত না, তেল মাখ্‌তেও ঝাড়া চার ঘণ্টা লাগতো—চাকরের তেল মাখানির শব্দে ভূমিকম্প হতো—বাবু উলঙ্গ হয়ে তেল মাখতে বস্‌তেন, সেই সময় বিষয়কর্ম্ম দেখা, কাগজ-পত্রে সই ও মোহর চলতো, আঁচাবার সঙ্গে সঙ্গেই সূর্য্যদেব অস্ত যেতেন। এঁদের মধ্যে জমিদাররা রাত্তিব দুটো পর্য্যন্ত কাছারি কত্তেন; কেউ অমনি গাওনা বাজ্‌না জুড়ে দিতেন; দলাদলির তর্ক কত্তেন ও মোসাহেবদের খোসামুদিতে ফুলে উঠ্‌তেন —গাইয়ে বাজিয়ে হলেই বাবুর বড় প্রিয় হতো, বাপান্ত কল্লেও বক্‌সিস পেতো, কিন্তু ভদ্দরলোক বাড়ি ঢুক্‌তে পেতো না; তার বেলা ল্যাঙ্গা তরওয়ালের পাহারা, আদব কায়দা! কোন কোন বাবু সমস্ত দিন ঘুমুতেন—সন্ধ্যার পর উঠে কাজকর্ম্ম কত্তেন—দিন রাত ছিল ও রাত দিন হতো! রামমোহন রায়, গুপিমোহন দেব, গুপিমোহন ঠাকুর, দ্বারিকানাথ ঠাকুর ও জয়কৃষ্ণ সিংহের আমোল অবধি এই সকল প্রথা ক্রমে ক্রমে অন্তর্দ্ধান হতে আরম্ভ হলো, (বাঙ্গালির প্রথম খবরের কাগজ) সমাচার চন্দ্রিকা প্রকাশ হতে আরম্ভ হলো। ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হলো। তার বিপক্ষে ধর্ম্মসভা বস্‌লো, রাজা রাজনারায়ণ কায়স্থের পইতে দিতে উদ্যোগ কল্লেন। সতীদাহ উঠে গ্যালো। হিন্দুকালেজ প্রতিষ্ঠিত হলো। হেয়ার সাহেব প্রকাশ হলেন—ক্রমে সৎকর্ম্মে বাঙ্গালিদের চোক ফুটে উঠ্‌লো।

এদিকে বারোইয়ারিতলায় জমিদারী কবি আরম্ভ হলো, ভালুকোর জগা ও নিমৃতের রামা ঢোলে "মহিম্নস্তব" "গঙ্গাবন্দনা" ও "ভেটুকিমাছের তিনখানা কাঁটা" "অগ্‌গরদ্বীপের গোপীনাথ" "যাবি তো যা যা ছুটে ছুটে যা" প্রভৃতি বোল্‌ বাজাতে লাগ্‌লো; কবিওয়ালারা বিষমের ঘরে (পঞ্চমের চার গুণ উঁচু) গান ধল্লেন—

চিতেন।

বড় বারে বারে এসো ঘরে মকদ্দমা করে কাঁক্।
এই বারে, গেরে, তোমার কল্লে সূর্পণখার নাক্॥

।

ক্যামন সুখ পেলে, কম্বলে শুলে, ব্রহ্মত্তর, দেবত্তর বড় নিতে জোর করে।
এখন জারী গ্যালো, ভুর ভাংলো তোমার, আত্তো জুলুম্ চলবে না!
পেনেলকোডের আইনগুণে মুখুজ্যের পোর ভাংলো জাঁক ॥
বেআইনির দফারফা বদমাইসি হলো খাক্ ॥

মোহাড়া।

কুইনরে খাসে, দেশে, প্রজার দুঃখ রবে না।
মহামহোপাধ্যায় মথুরানাথ মুসড়ে গিয়েচেন।
কংসধ্বংসকারী লেটোর, জেলায় এসেচেন।
এখন গুমি গেরেপ্তারি লাঠি দাঙ্গা ফোর্জ চলবে না ॥

জমিদারী কবি শুনে সহুরেরা খুসি হলেন, দু চার পাড়াগেঁয়ে রায় চৌধুরী, মুন্‌সি ও রায় বাবুরা মাতা হেঁট কল্লেন, হুজুরী আম-মোক্তাররা চোক্ রাঙ্গিয়ে উঠ্‌লো, কবিওয়ালারা ঢোলের তালে নাচ্‌তে লাগ্‌লো!

স্ক্যাভেঞ্জরের গাড়ি সার বেঁধে বেরিয়েচে। ম্যাথরেরা ময়লার গাড়ি ঠেলে জক্‌সেনের ঘাটে চলেচে। বাউলেরা ললিত রাগে খরতাল ও খঞ্জনীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সহস্র নাম ও

"ঝুলিতে মালা রেখে, জপ্‌লে আর হবে কি।
কেবল কাঠের মালার ঠক্‌ঠকী, সব ফাঁকি।"

লোকের দুয়ারে দুয়ারে গান করে বেড়াচ্চে। কলু ভায়া ঘানি জুড়ে দিয়েচেন। ধোপারা কাপড় নিয়ে চলেচে। বোঝাই করা গরুর গাড়ি কোঁ কোঁ শব্দে রাস্তা জুড়ে যাচ্চে—ক্রমে ফরসা হয়ে এলো! বারোইয়ারিতলায় কবি বন্দ হয়ে গ্যালো; ইয়ারগোছের অধ্যক্ষ ও দর্শকেরা বিদেয় হলেন, বুড়ো ও আধবুড়োরা কেত্তনের নামে এলিয়ে পড়্‌লেন; দেশের গোঁসাই, গোঁড়া, বৈরাগী ও বষ্টম একত্র হলো—সিম্‌লের শাম ও বাগবাজারের নিস্তারিণীর কেত্তন!

সিম্‌লের শাম উত্তম কিত্তুনী—বয়স অল্প—দেখ্‌তে মন্দ নয়—গলাখানি যেন কাঁসি খনখন্ কচ্চে। কেত্তন আরম্ভ হলো—কিত্তুনী "তাথইয়া তাথইয়া নাচত ফিরত গোপাল ননি চুরি করি খাঞীছে, আরে আরে ননি চুরি করি খাঞীছে তাথইয়া তাথইয়া" গান আরম্ভ কল্লে, সকলে মোহিত হয়ে পড়লেন! চার দিক্ থেকে হরিবোল ধ্বনি হতে লাগ্‌লো, খুলিরে হাঁটু গেড়ে বসে সজোরে খোল বাজাতে লাগ্‌লো! কিত্তুনী কখন হাঁটু গেড়ে, কখন দাঁড়িয়ে মধু বিষ্টি কত্তে লাগলেন—

হরিপ্রেমে এক জন গোঁসাইয়ের দশা লাগ্‌লো, গৌড়ারা তাঁকে কোলে করে নাচ্‌তে লাগলো। আর যেখানে তিনি পড়েছিলেন, জিব দিয়ে সেইখানের ধুলো চাট্‌তে লাগ্‌লো!

হিন্দুধর্ম্মের বাপের পুণ্যে ফাঁকি দে খাবার যত ফিকির আছে, গোঁসাইগিরি সকলের টেক্কা। আমরা জন্মাবচ্ছিন্নে কখন একটা রোগা দুর্ব্বল গোঁসাই দেখ্‌তে পাই নি! গোঁসাই বল্লেই একটা বিকটাকার ধূম্রলোচন হবে, ছেলেবেলা অবধি সকলেরই এই চিরপরিচিত সংস্কার। গোঁসাইদের যেরূপ বিয়ারিং পোষ্টে আয়েস ও আহার বিহার চলে, বড় বড় বাবুদের পয়সা খরচ করেও সেরূপ জুটে ওঠবার যো নাই! গোঁসাইরা স্বয়ং কেষ্ট ভগবান্ বলেই অনেক দুর্লভ বস্তু অক্লেশে ঘরে বসে পান ও কালিয়দমন পূতনাবধ গোবর্দ্ধনধারণ প্রভৃতি কটা বাজে কাজ ছাড়া বস্ত্রহরণ, মানভঞ্জন, ব্রজবিহার প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের গোছালো গোছালো লীলেগুলি করে থাকেন। পেট ভরে মাল্‌পো ও ক্ষীর লোসেন ও রকমারি শিষ্য দেখে চৈতন্যচরিতামৃতের মতে—

> "যিনি গুরু তিনি কৃষ্ণ না ভাবিও আন্।
> গুরু তুষ্টে কৃষ্ণ তুষ্ট জানিবা প্রমাণ॥
> প্রেমারাধ্যা রাধাসমা তুমি লো যুবতি।
> রাখ লো গুরুর মান যা হয় যুকতি॥"

—প্রভৃতি উপদেশ দিয়ে থাকেন। এ সওয়ায় গোঁসাইরা অণ্ডরটেকরের (মুদ্দফরাস্) কাজও করে থাকেন—পাঁচ সিকে পেলে মন্তরও দেন, মড়াও ফেলেন ও বেওয়ারিস বেওয়া মলে এঁরাই তার উত্তরাধিকারী হয়ে বসেন। একবার মেদিনীপুরে এক ব্রকোদ গোঁসাই বড় জব্দ হয়েছিলেন। এখানে সে উপকথাটিও বলা আবশ্যক—

পূর্ব্বে মেদিনীপুর অঞ্চলে বৈষ্টব তন্ত্রের গুরুপ্রসাদী প্রথা প্রচলিত ছিল—নতুন বিবাহ হলে গুরুসেবা না করে স্বামিসহবাস করবার অনুমতি ছিল না। বেতালপুরের রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী পাড়াগাঁ অঞ্চলে এক জন বিশিষ্ট লোক। সুবর্ণরেখা নদীর ধারে পাঁচ বিঘা আওলাৎ ঘেরা ভদ্রাসন বাড়ি, সকল ঘরগুলি পাকা, কেবল চণ্ডীমণ্ডপ ও দেউড়ির সামনের বৈঠকখানা উলু দিয়ে ছাওয়া। বাড়ির সামনে দুটি শিবের মন্দির, একটি শান বাঁধানো পুষ্করিণী, তাতে মাছও বিলক্ষণ ছিল। ক্রিয়েকর্ম্মে চক্রবর্ত্তীকে মাছের জন্যে ভাব্‌তে হতো না। এ সওয়ায় ২০০ বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমি, চাষের জন্যে পাঁচখানা লাঙ্গল, পাঁচ জন রাখাল চাকর, পাঁচ জোড়া বলদ

নিয়ত নিযুক্ত ছিল। চক্রবর্ত্তীর উঠোনে দুটি বড় বড় ধানের মরাই ছিল, গ্রামস্থ ভদ্রলোক মাত্রেই চক্রবর্ত্তীকে বিলক্ষণ মান্য কত্তেন ও তাঁর চণ্ডীমণ্ডপে এসে পাশা খেল্‌তেন। চক্রবর্ত্তীর ছেলেপুলে কিছুই ছিল না, কেবল এক কন্যা মাত্র, সহরের ব্রজভানু চাটুয্যের মেজো ছেলে হরহরি চাটুয্যের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়, বিয়ের সময় বর কনের বয়স ১০।১১ বছরের বেশী ছিল না, সুতরাং জামাই নিয়ে যাওয়া, কি মেয়ে আনা কিছু দিনের জন্যে বন্দ ছিল। কেবল পালপার্ব্বণে, পিটে সংক্রান্তি ও ষষ্ঠীবাটায় তত্ত্ব তাবাস্ চল্‌তো।

ক্রমে হরহরি বাবু কালেজ ছাড়লেন, এদিকে বয়সও কুড়ি একুশ হলো, সুতরাং চক্রবর্ত্তী জামাই নে যাবার জন্য স্বয়ং সহরে এসে ব্রজভানু বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ কল্লেন। ব্রজভানু বাবু চক্রবর্ত্তীকে কয় দিন বিলক্ষণ আদরে বাড়িতে রাখলেন, শেষে উত্তম দিন দেখে হরহরিরে সঙ্গে দিয়ে পাঠালেন। এক জন দরওয়ান, এক জন সরকার ও এক জন চাকর হরহরি বাবুর সঙ্গে গ্যালো।

জামাই বাবু তিন চার দিনে বেতালপুরে পৌছিলেন। গাঁয়ে সোর পড়ে গ্যালো চক্রবর্ত্তীর সহুরে জামাই এসেছে, গাঁয়ের মেয়েরা কাজকর্ম্ম ফেলে ছুটো-ছুটি জামাই দেখ্‌তে এলো। ছোঁড়ারা সহুরে লোক প্রায় দ্যাখে নি, সুতরাং পালে পালে এসে হরহরি বাবুরে ঘিরে বস্‌লো—চক্রবর্ত্তীর চণ্ডীমণ্ডপ লোকে রৈ রৈ কত্তে লাগ্‌লো; এক দিকে আশ-পাশ থেকে মেয়েরা উঁকি মাচ্চে; এক পাশে কতকগুলো গোড়িমওয়ালা ছেলে ন্যাংটা দাঁড়িয়ে রয়েচে; উঠানে বাজে লোক ধরে না। শেষে জামাই বাবুকে জলযোগ করাবার জন্য বাড়ির ভিতর নিয়ে যাওয়া হলো। পূর্ব্বে জলযোগের যোগাড় করা হয়েচে—পিঁড়ের নীচে চার দিকে চারটি সুপুরি দেওয়া হয়েছিল; জামাই বাবু যেমন পিঁড়েয় পা দিয়ে বস্‌তে যাবেন অমনি পিঁড়ে গড়িয়ে গ্যালো; জামাই বাবু ধুপ করে পড়ে গেলেন! শালী শেলোজ মহলে হাসির গর্‌রা পড়্‌লো। (জলযোগের সকল জিনিষগুলিই ঠাট্টাপোরা) মাটির কালো জাম, ময়দা ও চেলের গুঁড়ির সন্দেশ, কাটের আক ও বিচালির জলের চিনির পানা, জলের গেলাসে ঢাকুনি দেওয়া আরসুলো মাকোর্সা, পানের বাটায় ছুঁচো ও ইঁদুর পোরা। জামাই বাবু অতিকষ্টে ঠাট্টার যন্ত্রণা সহ্য করে বাইরে এলেন। সমবয়সী দু চার শালা সম্পর্কের জুটে গ্যালো; সহরের গল্প, পাড়াগাঁর তামাশা ও রঙ্গেই দিনটি কেটে গ্যালো।

রজনী উপস্থিত—সন্ধ্যে হয়ে গিয়েচে—রাখালরা বাঁশী বাজাতে বাজাতে গরুর পাল নিয়ে ঘরে ফিরে যাচ্চে। এক একটি পরমা সুন্দরী স্ত্রীলোক কলসী কাঁকে

করে নদীতে জল নিতে আসচে—লম্পট-শিরোমণি কুমুদরঞ্জন যেন তাদের দেখবার জন্যই বাঁশঝাড়ের ও তালগাছের পাশ থেকে উঁকি মাচ্চেন। ঝিঁঝিপোকা ও উইচিংড়িরা প্রাণপণে ডাক্‌চে। ভাম্, খটাস্ ও ভোঁদোড়রা শিবের ভাঙ্গা মন্দির ও পড়ো বাড়িতে ঘুরে বেড়াচ্চে। চামচিকে ও বাদুড়রা খাবার চেষ্টায় বেরিয়েচে—এমন সময় এক দল শিয়াল ডেকে উঠ্‌লো—এক প্রহর রাত্তির হয়ে গ্যালো। ছেলেরা জামাই বাবুরে বাড়ির ভেতর নিয়ে গ্যালো, পুনরায় নানা রকম ঠাট্টা ও আসল খেয়ে জামাই বাবু নির্দ্দিষ্ট ঘরে শুতে গ্যালেন।

বিবাহের পর পুনর্ব্বিবাহের সময়ও জামাই বাবু শ্বশুরালয়ে যান নাই; সুতরাং পাঁচ বৎসরের সময় বিবাহকালে যা স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল, তখন দুই জনেই বালক বালিকা ছিলেন; সুতরাং হরহরি বাবুর নিদ্রে হবার বিষয় কি! আজ স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হবে, স্ত্রী মান করে থাক্‌লে তিনি কলেজী এজুকেশন ও ব্রহ্ম-জ্ঞান মাথায় তুলে পায়ে ধরে মান ভাঙ্গবেন এবং এর পর যাতে স্ত্রী লেখা পড়া শিকে তাঁর চিরহৃদয়তোষিকা হন, তার বিশেষ তদ্বির কত্তে হবে। বাঙ্গালির স্ত্রীরা কি দ্বিতীয়া "মিস ষ্টো, মিস টমসন ও মিসেস বর্‌করলি ও লেডী লিটন, বুলুয়ার লিটন" হতে পারে না? বিলিতী স্ত্রী হতে বরং এরা অনেক অংশে বুদ্ধিমতী ও ধর্ম্মশীলা—তবে ক্যান বড়ি দিয়ে, পুতুল খেলে, ঝকড়া ও হিংসায় কাল কাটায়? সীতা, সাবিত্রী, সতী, সত্যভামা, শকুন্তলা, কৃষ্ণাও তো এই এক খনির মণি? তবে এঁরা যে কয়লা হয়ে চিরকাল ফর্‌নেসে বদ্ধ হয়ে পোড়েন ও পোড়ান, সে কেবল বাপ মা ও ভ্রাতারবর্গের চেষ্টা ও তদ্বিরের ত্রুটিমাত্র। বাঙ্গালি সমাজের এমনি এক চমৎকার রহস্য যে, প্রায় কোন বংশেই স্ত্রী পুরুষ উভয়ে কৃতবিদ্য দেখা যায় না! বিদ্দেসাগরের স্ত্রীর হয় ত বর্ণপরিচয় হয় নাই; গঙ্গাজলের ছড়া—সাকারদের মাদুলি ও বাল্‌সির চর্ম্মমেন্তো নিয়েই ব্যতিব্যস্ত! এ ভিন্ন জামাই বাবুর মনে নানা রকম খেয়াল উঠ্‌লো, ক্রমে সেই সব ভাবতে ভাবতে ও পথের ক্লেশে অঘোর হয়ে ঘুমিয়ে পড়্‌লেন। শেষে বেলা এক প্রহরের সময় মেয়েদের ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙ্গে গ্যালো—দেখেন যে ব্যালা হয়ে গিয়েচে—তিনি একলা বিছানায় শুয়ে আছেন!

এদিকে চক্রবর্ত্তীর বাড়ির গিন্নিরা পরস্পর বলাবলি কত্তে লাগ্‌লেন যে, "তাই তো গা! জামাই এসেচেন, মেয়েও যেটের কোলে বছর পোনেরো হলো, এখন প্রভুকে খবর দেওয়া আবশ্যক।" সুতরাং চক্রবর্ত্তী পাঁজি দেখে উত্তম দিন স্থির করে প্রভুর বাড়ি খবর দিলে—প্রভু, ভূমী, খন্তি ও খোল নিয়ে উপস্থিত হলেন। গুরুপ্রসাদীর আয়োজন হতে লাগলো।

হরহরি বাবু গুরুপ্রসাদীর কিছুমাত্র জানতেন না, গোঁসাই দলবল নিয়ে উপস্থিত, বাড়ির সকলে শশব্যস্ত, স্ত্রী নতুন কাপড় ও সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিত হয়ে রেড়াচ্চে। তিনি এসে অবধি যুবতী স্ত্রীর সহবাসে বঞ্চিত হয়ে রয়েচেন। সুতরাং এতে নিতান্ত সন্দিগ্ধ হয়ে এক জন ছেলেকে জিজ্ঞাসা কল্লেন, "ওহে আজ বাড়িতে কিসের ধুম ?" ছোকরা বল্লে, "জামাই বাবু, তা জান না, আজ আমাদের গুরুপ্রসাদী হবে।"

"আমাদের গুরুপ্রসাদী হবে" শুনে হরহরি বাবু একেবারে তেলে-বেগুনে জলে গেলেন ও কি প্রকারে গুরুপ্রসাদী হতে স্ত্রী পরিত্রাণ পান, তারি তদ্বিরে ব্যস্ত রইলেন।

কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান কত্তে সাধুরা কোন বাধাই মানেন না বলেই যেন দিনমণি কমলিনীর মনোব্যথায় উপেক্ষা করে অস্ত গ্যালেন। সন্ধ্যাবধূ শাঁক ঘণ্টা ও ঝিঁঝিপোকার মঙ্গল শব্দের সঙ্গে স্বামীর অপেক্ষা কত্তে লাগ্‌লেন। প্রিয়সখী প্রদোষ দূতীপদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিশানাথকে সম্বাদ দিতে গেলেন। নববধূর বাসরে আমোদ কর্‌বার জন্য তারাদল একে একে উদয় হলেন, কুমুদিনী স্বচ্ছ সরোবরে ফুটলেন—হৃদয়রঞ্জনকে পরকীয় রসাস্বাদনে গমনোদ্যত দেখেও তাঁর মনে কিছুমাত্র বিরাগ হয় নাই—কারণ, চন্দ্রের সহস্র কুমুদিনী আছে, কিন্তু কুমুদিনীর একমাত্র তিনিই অনন্যগতি। এদিকে নিশানাথ উদয় হলেন—শেয়ালরা যেন স্তব পাঠ কত্তে লাগ্‌লো—ফুলগাছেরা ফুলদল উপহার দিতে লাগ্‌লো, দেখে আহ্লাদে প্রকৃতি সতী হাসতে লাগ্‌লেন।

চক্রবর্ত্তীর বাড়ির ভিতর বড় ধুম! গোস্বামী বরের মত সজ্জা করে জামাই বাবুর শোবার ঘরে গিয়ে শুলেন। হরহরি বাবুর স্ত্রী নানালঙ্কার পরে ঘরে ঢুকুলেন, মেয়েরা ঘরের কপাট ঠেলে দিয়ে ফাঁক থেকে আড়ি পেতে উঁকি মাত্তে লাগ্‌লো!

হরহরি বাবু ছোঁড়ার কাছে শুনে একগাছি রুল নিয়ে গোস্বামীর ঘরে শোবার পূর্ব্বেই খাটের নীচে লুকিয়ে ছিলেন; এক্ষণে দেখ্‌লেন যে, স্ত্রী ঘরে ঢুকে গোস্বামীকে একটি প্রণাম করে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লে। প্রভু খাটে থেকে উঠে স্ত্রীর হাত ধরে অনেক বুঝিয়ে শেষে বিছানায় নিয়ে গেলেন; কন্যাটি কি করে। "বংশপরম্পরানুগত ধর্ম্মের অন্যথা কল্লে মহাপাপ" এটি চিত্তগত আছে, সুতরাং আর কোন আপত্তি কল্লে না—সুড় সুড় করে প্রভুর বিছানায় গিয়ে শুলো। প্রভু কন্যার গায়ে হাত দিয়ে বল্লেন, "বল, আমি রাধা তুমি শ্যাম"; কন্যাটিও অনুমতি মত "আমি রাধা তুমি শ্যাম" তিন বার বলেচে, এমন সময় হরহরি বাবু

আর থাকতে পাল্লেন না, খাটের নীচে থেকে বেরিয়ে এসে এই "কাঁদে বাড়ি বলরাম" বলে গোস্বামীকে রুলসই কত্তে লাগ্‌লেন; ঘরের বাইরে জাড়া বউ্‌রা খোল খন্তাল নিয়ে ছিল—প্রভু প্রসাদীকৃত্য সেরে ভিতর থেকে হরিবোল দিলে খোল খন্তাল বাজাবে; গোস্বামীর রুলসইয়ের চীৎকারে তারা হরিধ্বনি ভেবে জেদার খোল বাজাতে লাগ্‌লো, মেয়েরা উলু দিতে লাগ্‌লো, কাঁসর ঘণ্টা শাঁকের শব্দে হুলস্থূল পড়ে গ্যালো। হরহরি বাবু হঠাৎ দরজা খুলে ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ে, একেবারে থানার দারোগার কাছে গিয়ে সমস্ত কথা ভেঙে বল্লেন। দারোগা ভদ্দরলোক ছিলেন (অতি কম পাওয়া যায়), তাঁরে অভয় দিয়ে সে দিন যথাসমাদরে বাসায় রেখে তার পর দিন বরকন্দাজ মোতায়েন দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। এদিকে সকলের তাক লেগে গ্যালো "যা, ইনি কেমন করে ঘরে ছিলেন!" শেষে সকলে ঘরে গিয়ে ত্থাখে যে, গোস্বামীর দাঁতে কপাটি লেগে গ্যাচে, অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে পড়ে আচেন, বিছানায় রক্তের নদী বচ্চে! সেই অবধি গুরুপ্রসাদী উঠে গ্যালো, লোকেরও চৈতন্য হলো; প্রভুরাও ভয় পেলেন। বর্ত্তমানে যে যে গ্রামে গুরুপ্রসাদী চলিত আছে, প্রভুরা আর স্বয়ং যান না, অনুমতিতেই কাজ নির্ব্বাহ হয়।

আর এক বার এক সহরে গোঁসাই এক বেণের বাড়ি কেষ্টলীলা করে জব্দ হয়েছিলেন, সেটিও এই বেলা বলে নিই।

রামনাথ সেন ও শ্যামনাথ সেন দুই ভাই, সহরে চার পাঁচটা হৌসের মুচ্ছুদ্দী। দিনকতক বাবুদের বড় জলজলা হয়ে উঠেছিল—চোঘুড়ি, ভেঁপু, মোসাহেব ও রাঁড়ের ছড়াছড়ি! উমেদার, বেকার, রেকমেণ্ড চিঠিওয়ালা লোকে বৈঠকখানা থৈ থৈ কত্তো; বাবুরা নিয়ত বাগান, চোহেল ও আমোদেই মত্ত থাক্‌তেন, আত্মীয় কুটুম্ব ও বন্ধু বান্ধবেই বাবুদের কাজ কর্ম্ম দেখ্‌তেন। এক দিন রবিবার বাবুরো বাগানে গিয়েচেন, এই অবকাশে বাড়ির প্রভু,—খস্তি, খোল ও ভেঁপু নিয়ে উপস্থিত; বাড়ির ভেতরে খবর গ্যালো। প্রভুকে সমাদরে বাড়ির ভেতর নিয়ে যাওয়া হলো, সকল মেয়েরা একত্র হলেন, চৈতন্যচরিতামৃত ও ভাগবতের মতে বেছে গোছালো গোছালো লীলে আরম্ভ কল্লেন। ক্রমে লীলা শেষ করে গোস্বামী বাড়ি ফিরে যান—এমন সময় ছোট বাবু এসে পড়্‌লেন। ছোট বাবুর কিছু সাহেবী মেজাজ, প্রভুকে দেখেই তেলে বেগুনে জ্বলে গেলেন ও অনেক কষ্টে আন্তরিক ভাব গোপন করে জিজ্ঞাসা কল্লেন, "কেমন প্রভু! ভাগবতের মতে লীলে ত্থাখান হলো?" প্রভু ভয়ে আম্‌তা আম্‌তা গোচের 'আজ্ঞা হাঁ'

করে সেরে দিলেন। ছোট বাবুর কাছে এক জন মুখোড় গোছের কায়স্থ মোসাহেব ছিল, সে বল্লে, "হুজুর! গোঁসাই সকল রকম লীলে করে চল্লেন, কিন্তু গোবর্দ্ধনধারণটা হয় নি, অনুমতি করেন তো প্রভুকে গোবর্দ্ধনধারণটাও করে দেওয়া যায়, সেটা বাকি থাকে কেন?" ছোট বাবু এতে সম্মত হলেন, শেষে দরওয়ানদের হুকুম দেওয়া হলো—দরজার পাশে একখানা দশ বার মণ পাথর পড়ে ছিল, জন কতকে ধরে এনে গোস্বামীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে, পাথরের চাপানে গোস্বামীর কোমর ভেঙ্গে গ্যালো। সেই অবধি প্রভুরা ত্যামন ত্যামন স্থলে লীলা কত্তে আর স্বয়ং যান না—প্রয়োজন হলে রকমারি শিষ্যারা স্বয়ং প্রভুর বাড়ি পাল্কি চড়ে উপস্থিত হন।

এদিকে বারোইয়ারিতলায় কেত্তন বন্ধ হয়ে গ্যালো, কেত্তনের শেষে এক জন বাউল সুর করে এই গানটি গাইলে।

বাউলের সুর।

আজব সহর কল্‌কেতা।
রাঁড়ি বাড়ি জুড়ি গাড়ি মিছে কথার কি কেতা।
হেতা ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে বলিহারি ঐক্যতা;
যত বক বিড়ালে ব্রহ্মজ্ঞানী, বদ্‌মাইসির ফাঁদ পাতা।
পুঁটে তেলির আশা ছড়ি, শুঁড়ী সোনারবেণের কড়ি,
খ্যামটা খান্‌কির খাসা বাড়ি, ভদ্রভাগ্যে গোলপাতা।
হদ্দ হেরি হিন্দুয়ানি, ভিতর ভাঙ্গা ভড়ংখানি,
পথে হেগে চোখরাঙ্গানি, লুকোচুরির ফের গাঁতা।
গিল্টি কাজে পালিশ করা, রাঙ্গা টাকায় তামা ভরা,
হুতোম দাসে স্বরূপ ভাষে, তফাৎ থাকাই সার কথা।

গানটি শুনে সকলেই খুসি হলেন। বাউলে চার আনার পয়সা বক্‌সিস পেলে; অনেকে আদর করে গানটি শিখে ও লিখে নিলেন।

বারোইয়ারি পুজো শেষ হলো, প্রতিমেখানি আট দিন রাখা হলো, তার পর বিসর্জ্জন করবার আয়োজন হতে লাগ্‌লো। আমমোক্তার কানাইধন বাবু পুলিস হতে পাস করে আন্‌লেন। চার দল ইংরেজি বাজনা, সাজা তুরুক্‌-সোয়ার, নিশেন ধরা ফিরিঙ্গি, আশাসোঁটা, ঘড়ি ও পঞ্চাশটা ঢাক একত্র হলো। বাহাদুরী কাট তোলা ঢাকা একত্র করে গাড়ির মত করে তাতেই প্রতিমে তোলা হলো;

অধ্যক্ষেরা প্রতিমের সঙ্গে সঙ্গে চল্লেন, দু পাশে সঙেরা সার বেঁদে চল্লো। চিৎপুরের বড় রাস্তা লোকারণ্য হয়ে উঠ্‌লো, রাঁড়েরা ছাতের ও বারাণ্ডার উপর থেকে রূপো-বাঁধান হুঁকোয় তামাক খেতে খেতে তামাশা দেখ্‌তে লাগ্‌লো, রাস্তার লোকেরা হাঁ করে চল্‌তি ও দাঁড়ানো প্রতিমে দেখ্‌তে লাগলেন। হাটখোলা থেকে যোড়াসাঁকো ও মেছোবাজার পর্য্যন্ত ঘোরা হলো, শেষে গঙ্গাতীরে নিয়ে বিসর্জ্জন করা হলো। অনেক পরিশ্রমে যে বিশ পঁচিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করা হয়েছিল, আজ তারি শ্রাদ্ধ ফুরুলো। বীরকৃষ্ণ দাঁ ও আর আর অধ্যক্ষেরা অত্যন্ত বিষন্ন বদনে বাড়ি ফিরে গ্যালেন। বাবুদের ভিজে কাপড় থাক্‌লে অনেকেই বিবেচনা কত্তো যে বাবুরো মড়া পুড়িয়ে এলেন!

বারোইয়ারি পূজোর সম্বৎসরের মধ্যেই বীরকৃষ্ণ দাঁর বাজার দেনা চেগে উঠ্‌লো, গদি ও আড়ত উঠে গ্যালো, শেষে ইন্‌সালভেণ্ট নিয়ে ফরেশডাঙ্গায় গিয়ে বাস করেন; কিছু দিন বাদে হঠাৎ ঘর চাপা পড়ে মরে গেলেন। আমমোক্তার কানাইধন দত্তজা সুপ্রিমকোর্টে জাল সাক্ষী দেওয়া অপরাধে সর রবার্ট পিল সাহেবের বিচারে চোদ্দ বছরের জন্য ট্রান্‌সপোর্ট হলেন, তাঁর পরিবারেরা কিছু কাল অত্যন্ত দুঃখে কাল কাটিয়ে শেষে মুড়িমুড়কির দোকান করে দিনপাত কত্তে লাগ্‌লো। মুড়িঘাটা লেনের হুজুর কোন বিশেষ কারণে বারোইয়ারি পূজোর মধ্যেই কাশী গ্যালেন। প্যালানাথ বাবু এক দিন কতকগুলি বাই ও মেয়েমানুষ নিয়ে বোটে করে কোম্পানির বাগানে বেড়াতে যাচ্ছিলেন, পথে আচম্‌কা একটা বড় ঝড় উঠলো, মাজিরে অনেক চেষ্টা কল্লে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না, শেষে বোটখানি একেবারে একটা চড়ার উপর উল্‌টে পরে চুরমার হয়ে ডুবে গ্যালো। বাবু বড়মানুষের ছেলে, কখন সাঁতার দেন নাই, সুতরাং জলের টানে কোথায় যে গিয়ে পড়্‌লেন তার অদ্যাপি নির্ণয় হয় নাই। মুখুয্যেদের ছোট বাবু ক্রমে ভারি গাঁজাখোর হয়ে পড়্‌লেন, অনবরত গাঁজা টেনে তাঁর যক্ষ্মাকাশ জন্মালো, আরাম হবার জন্যে তারকেশ্বরের দাড়ি রাখ্‌লেন, বাল্‌সির চরণামৃত খেলেন, সাফরিদের মাদুলি ধারণ কল্লেন; কিন্তু কিছুতে কিছু হলো না, শেষে বিবাগী হয়ে কোথায় যে বেরিয়ে গ্যাছেন আজও তার ঠিকেনা হয় নাই। প্রধান দোয়ার গবারাম পাওনা ছেড়ে পৈতৃক পেশা গিল্‌টি অবলম্বন করে কিছু কাল সংসার চালাচ্ছিলেন, গত পূজোর সময় পক্ষাঘাত রোগে মরেচেন। পচ্চু বাবু, অঞ্জনারঞ্জন দেব বাহাদুর ও আর আর অধ্যক্ষ ও দোয়ারেরা এখনও বেঁচে আচেন; তাঁদের যা হবে, তা এর পরে বক্তব্য।

হুজুক

সাধারণে কথায় বলেন, "হুনরেচীন" ও "হুজুতে বাঙ্গাল"; কিন্তু হুতোম বলেন "হুজুকে কল্‌কেতা।" হেতা নিত্য নতুন নতুন হুজুক, সকলগুলিই সৃষ্টি-ছাড়া ও আজ্‌গুব! কোন কাজকর্ম্ম না থাক্‌লে "জ্যাঠাকে গঙ্গাযাত্রা" দিতে হয়, সুতরাং দিবারাত্র হুঁকো হাতে করে থেকে গল্প করে তাস ও বড়ে টিপে বাতকর্ম্ম কত্তে কত্তে নিষ্কর্ম্মা লোকেরা যে আজ্‌গুব হুজুক্ তুল্‌বে, তার বড় বিচিত্র নয়! পাঠক! যত দিন বাঙ্গালির বেটর অকুপেশন না হচ্চে, যত দিন সামাজিক নিয়ম ও বাঙ্গালির বর্ত্তমান গার্হস্থ্য প্রণালীর রিফর্ম্মেশন না হচ্চে, তত দিন এই মহান্ দোষের মূলোচ্ছেদের উপায় নাই। ধর্ম্মনীতিতে যাঁরা শিক্ষা পান নাই, তাঁরা মিথ্যার যথার্থ অর্থ জানেন না, সুতরাং অক্লেশে আটপৌরে ধুতির মত ব্যবহার কত্তে লজ্জিত বা সঙ্কুচিত হন না।

ছেলে ধরা

আমরা ভূমিষ্ঠ হয়েই শুন্‌লেম, সহরে ছেলে ধরার বড় প্রাদুর্ভাব। কাবুলি মেওয়াওলারা ঘুরে ঘুরে ছেলে ধরে কাবুলে নিয়ে যায়, সেথায় নানাবিধ মেওয়া ফলের বিস্তর বাগান আছে, ছেলেটাকে তারি একটা বাগানের ভেতর ছেড়ে ভায়, সে অনবরত পেট পুরে মেওয়া খেয়ে খেয়ে যখন একেবারে ফুলে ওঠে—রং ছুনে আল্‌তার মত হয়, এমন কি টুস্কি মাল্লে রক্ত বেরোয়, তখন এক কড়া ঘি চড়িয়ে ছেলেটাকে ঐ কড়ার উপর উপর পানে পা করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়; ক্রমে কড়ার ঘি টগবগিয়ে ফুটে উঠ্‌লে ছেলের মুখ দিয়ে রক্ত বেরুতে আরম্ভ হয় ও সেই রক্ত টোসা টোসা ঘিয়ের কড়ার উপর পড়ে; ক্রমে ছেলের সমুদায় রক্ত বেরিয়ে এলে নানাবিধ মেওয়া ও মিছরির ফোড়ন দিয়ে কড়াটি নাবান হয়। নবাব ও বড় বড় মোসলমানেরা তাই খান! আমরা এই ভয়ানক কথা শুনে অবধি একলা বাড়ির বাহিরে প্রাণান্তেও যেতেম না ও সেই অবধি নেড়েদের উপর বিজাতীয় ঘৃণা জন্মে গ্যালো।

প্রতাপচাঁদ

আমরা বড় হলেম, হাতে খড়ি হলো। একদিন গুরুমশায়ের ভয়ে চাকরদের কাছে লুকিয়ে রয়েচি, এমন সময় চাকররা পরস্পর বলাবলি কচ্চে যে, "বর্দ্ধমানের

রাজা প্রতাপচাঁদ একবার মরেছিলেন, কিন্তু আবার ফিরে এসেচেন, বর্দ্ধমানের রাজত্ব নেবার জন্য নালিশ করেচেন, সহরের তাবৎ বড়মানুষরা তাঁকে দেখতে যাচ্চেন—এবারে পরাণ বাবুর সর্ব্বনাশ ; পুষ্যিপুত্তুর নামঞ্জুর হবে!" নতুন জিনিষ হলেই ছেলেদের কৌতূহল বাড়িয়ে ছায়, শুনে অবধি আমরা অনেকেরই কাছে খুঁট্‌রে খুঁট্‌রে রাজা প্রতাপচাঁদের কথা জিজ্ঞাসা কত্তেম ; কেউ বল্‌তো, "তিনি এক দিন এক রাত জলে ডুবে থাক্‌তে পারেন" ; কেউ বল্‌তো, "তিনি গুলিতেও মরেন নি—রাণী বলেচেন, তিনিই রাজা প্রতাপচাঁদ—ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে লকে কান কেটে গিয়েছিল, সেই কাটাতেই তাঁর ভগ্নী চিনে ফেল্লেন!" কেউ বল্লে, "তিনি কোন মহাপাপ করেছিলেন, তাই যুধিষ্ঠিরদের মত অজ্ঞাতবাসে গিয়েছিলেন! বাস্তবিক তিনি মরেন নি, অম্বিকা কালনায় যখন তাঁরে দাহ কত্তে আনা হয়, তখন তিনি বাক্সের মধ্যে ছিলেন না, সুদ্ধু বাক্স পোড়ান হয়।" সহরে বড় হুজুক পড়ে গ্যালো, প্রতাপচাঁদের কথাই সর্ব্বত্র আন্দোলন হতে লাগ্‌লো।

কিছু দিন এই রকমে যায়—এক দিন হঠাৎ শোনা গ্যালো, সুপ্রিমকোর্টের সুক্ষ্ম বিচারে প্রতাপচাঁদ জাল হয়ে পড়েচেন। সহরের নানাবিধ লোক, কেউ সুবিধে কেউ কুবিধে—কেউ বল্লে, "তিনি আসল প্রতাপচাঁদ নন"—কেউ বল্লে, "ভাগ্যি দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন, তাই জাল প্রুব হলো! তা না হলে পরাণ বাবু টেঁবুটা পেতেন।" এদিকে প্রতাপচাঁদ জাল সাব্যস্ত হয়ে ববানগরে বাস কল্লেন। সেথায় বুজরুক হন—খানকী, ঘুস্‌কি ও গেরস্ত মেয়েদের ম্যালা লেগে গ্যালো, প্রতাপচাঁদ না পারেন হ্যান কর্ম্মই নাই। ক্রমে চল্‌তি বাজনার মত প্রতাপচাঁদের কথা আর শোনা যায় না ; প্রতাপচাঁদ পুরোণো হলো,—আমরাও পাঠশালে ভর্ত্তি হলেম।

মহাপুরুষ

পাঠক! পাঠশালা যমালয় হতেও ভয়ানক—পণ্ডিত ও মাষ্টার যেন বাঘ বিবেচনা হচ্চে! এক দিন আমরা স্কুলে একটার সময়ে ঘোড়া ঘোড়া খেল্‌চি, এমন সময় আমাদের জলতোলা বুড়ো মালী বল্লে যে, "ভূকৈলেসে রাজাদের বাড়ি এক জন মহাপুরুষ এসেচেন, মহাপুরুষ সত্যযুগের মানুষ, গায়ে বড় বড় অশথগাছ ও উইয়ের ঢিপি হয়ে গিয়েচে—চোক বুজে ধ্যান কচ্চেন, ধ্যান ভঙ্গ হয়ে চক্ষু খুল্‌লেই সমুদয় ভস্ম করে দেবেন!" শুনে আমাদের বড় ভয় হলো! ইস্কুলে ছুটি হলে আমরা বাড়িতে এসেও মহাপুরুষের বিষয় ভাবতে লাগ্‌লেম ; লাট্টু, ঘুড্ডী,

কুকেট ও পায়রা পড়ে রইলো—মহাপুরুষ ছাখ্‌বার ইচ্ছা ক্রমে বলবতী হয়ে উঠ্‌লো ; শেষে আমরা দৌড়ে ঠাকুরমার কাছে গেলুম।

আমাদের বুড়ো ঠাকুরমা রোজ রাত্তিরে শোবার সময় "বেঙ্গমা-বেঙ্গমী," "পায়রা রাজা," "রাজপুত্তুর, পাত্তরের পুত্তুর, সওদাগরের পুত্তুর ও কোটালের পুত্তুর—চার বন্ধু," "তালপত্তরের খাঁড়া জাগে, ও পক্ষিরাজ ঘোড়া জাগে" ও "সোনার কাটি রূপোর কাটি" প্রভৃতি কত রকম উপকথা কইতেন। কবিকঙ্কণ ও কাশীদাসের পয়ার মুখস্থ আওড়াতেন—আমরা শুন্‌তে শুন্‌তে ঘুমিয়ে পড়্‌তুম! —হায়! বাল্যকালের সে সুখসময় মরণকালেও স্মরণ থাক্‌বে—অপরিচিত সংসার হৃদয় কমলকুসুম হতেও কোমল বোধ হতো, সকলেই বিশ্বাস ছিল ; ভূত পেত্নী ও পরমেশ্বরের নামে শরীর লোমাঞ্চ হতো—হৃদয় অনুতাপ ও শোকের নামও জান্‌ত না—অমর বর পেলেও সেই সুকুমার অবস্থা অতিক্রম কত্তে ইচ্ছা হয় না।

আমরা শোবার সময় ঠাকুরমাকে সেই মালীর মহাপুরুষের কথা বল্লেম—ঠাকুরমা শুনে খানিক ক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইলেন ও শেষে এক জন চাকরকে পরদিন সকালে মহাপুরুষের পায়ের ধূলো আন্‌তে বলে দিয়ে মহাপুরুষের বিষয়ে আরো দু এক গল্প বল্লেন।

ঠাকুরমা বল্লেন,—বছর আশী হলো (ঠাকুরমার তখন নতুন বিয়ে হয়েচে) আমাদের বারাণসী ঘোষ কাশী যাবার সময় পথে জঙ্গলের ভেতর ঐ রকম এক মহাপুরুষ ছাখেন। সেই মহাপুরুষও ঐ রকম অচৈতন্য হয়ে ধ্যানে ছিলেন। মাজিরে ধরাধরি করে নৌকোয় তুলে আনে। বারাণসী তাঁকে বড় যত্ন করে নৌকোয় রাখলেন। তখন ছাপ্‌ঘাটীর মোহানায় জল থাক্‌তো না বলে কাশীর যাত্রীরে বাদাবনের ভেতর দিয়ে আস্‌তেন, সুতরাং বারাণসীকেও বাদা দিয়ে আসতে হলো। এক দিন বাদাবনের ভিতর দিয়ে গুণ টেনে নৌকো যাচ্চে, মাজি ও অন্য অন্য লোকেরা অন্যমনস্ক হয়ে রয়েচে, এমন সময় জলের ধারে ঠিক ঐ রকম আর এক জন মহাপুরুষ এসে দাঁড়ালেন। এদিকে এ মহাপুরুষ নৌকোর গলুইয়ের কাছে বসে ধ্যানে ছিলেন, ড্যাঙ্গার মহাপুরুষ এসে দাঁড়াবামাত্র চোখ চেয়ে দেখলেন, এরি মধ্যে ড্যাঙ্গার মহাপুরুষও হাস্‌তে হাস্‌তে নৌকোর উপর এসে নৌকোর মহাপুরুষের হাত ধরে নিয়ে জলের উপর দিয়ে হেঁটে চলে গ্যালেন, মাজি ও অন্য অন্য লোকেরা হাঁ করে রইলো! বারাণসী বাদাবন তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন, কিন্তু আর মহাপুরুষদের দেখ্‌তে পেলেন না, এঁরা সব সে কালের

মুনি ঋষি, কেউ দশ হাজার কেউ বিশ হাজার বৎসর তপিস্থে কচ্চেন, এঁরা মনে কল্লে সব কত্তে পারেন।

আর একবার ঝিলিপুরের দত্তরা সোঁদরবন আবাদ কত্তে কত্তে ত্রিশ হাত মাটির ভিতরে এক মহাপুরুষ দেখেছিল, তাঁর গায়ে বড় বড় অশ্বথগাছের শেকড় জমে গিয়েছিল, আর শরীর শুকিয়ে চ্যালাকাঠের মত হয়েছিল। দত্তরা অনেক পরিশ্রম করে তাঁরে ঝিলিপুরে আনে, মহাপুরুষও প্রায় এক মাস ঝিলিপুরে থাকেন, শেষে এক দিন রাত্তিরে তিনি যে কোথায় চলে গ্যালেন, কেউ তার ঠিকানা কত্তে পাল্লে না।—শুনতে শুনতে আমরা ঘুমিয়ে পড়লেম। ঠাকুরমাও শুতে গ্যালেন।

তার পর দিন সকালে রামা চাকর মহাপুরুষের পায়ের ধুলো এনে উপস্থিত কল্লে; ঠাকুরমা একটি বড় জয়ঢাকের মত মাদুলিতে সেই ধুলো পুরে আমাদের গলায় ঝুলিয়ে দিলেন, সুতরাং সেই দিন থেকে আমরা ভূত, পেত্নী, শাঁকচুন্নী ও ব্রহ্মদত্তিদের হাত থেকে কথঞ্চিৎ নিস্তার পেলেম!

ক্রমে আমরা পাঠশালা ছাড়লেম—কালেজে ভর্ত্তি হলেম—সহাধ্যায়ী ছ চার সমকক্ষ বড়মানুষের ছেলের সঙ্গে আলাপ হলো; এক দিন আমরা একটার সময় গোলদীঘির মাঠে ফড়িং ধরে খ্যালা করে ব্যাড়াচ্চি, এমন সময় আমাদের কেলাসের পণ্ডিত মহাশয় সেই দিকে বেড়াতে এলেন। পণ্ডিত মহাশয় প্রথমে এক বড়মানুষের বাড়ি রাঁধুনী বামুন ছিলেন, এডুকেশন কৌন্সেলের সূক্ষ্ম বিবেচনায় সেন বাবুর সুপারিসে ও প্রিন্সিপালের কৃপায় পণ্ডিত হয়ে পড়েন; পণ্ডিত মহাশয় পান খেতে বড় ভালবাসতেন, সুতরাং সকলেই তাঁকে যথাসাধ্য পান দিয়ে তুষ্টু কত্তে ত্রুটি কত্তো না। পণ্ডিত মহাশয় মাটে আস্‌বামাত্র ছেলেরা পান দিতে আরম্ভ কল্লে; আমরাও এক দোনা মিঠে খিলি উপহার দিলেম, পণ্ডিত মহাশয় মিঠে খিলি বড় পছন্দ কত্তেন, পান খেয়ে আমাদের নাম ধরে বল্লেন, "আরে হুতোম! আর শুনেচো? ভূকৈলেসে রাজাদের বাড়ি যে একটা মহাপুরুষ ধরে এনেছিল, ডাক্তার সাহেব তার ধ্যান ভঙ্গ করে দিয়েচেন—প্রথমে রাজারা তার গায়ে গুল্ পুড়িয়ে দেন, জলে ডুবিয়ে রাখেন, কিন্তু কিছুতেই ধ্যান ভঙ্গ হয় নাই। শেষে ডাক্তার সাহেব এক আরক নিয়ে তার নাকের গোড়ায় ধল্লে তার চেতনা হলো; এখন সেই মহাপুরুষ লোকের গা টিপে পয়সা নিচ্চে, রাজাদের পাকা টেনে বাতাস কচ্চে, যা পাচ্চে তাই খাচ্চে, তার মহাপুরুষত্ব-ভুর ভেঙে গ্যাচে!"

পণ্ডিত মহাশয়ের কথা শুনে আমরা তাক্ হয়ে পড়লেম, মহাপুরুষের উপর যে ভক্তিটুকু ছিল—মরিচবিহীন কর্পূরের মত—টুপরহীন ইথরের মত একেবারে উবে গ্যালো। ঠাকুরমার মাদুলিটি তার পর দিনেই খুলে ফেলা হলো, ভূত, শাঁকচুন্নী, পেত্নীদের ভয় আবার বেড়ে উঠ্লো।

————

লালা রাজাদের বাড়ী দাঙ্গা

আমরা স্কুলে আর এক কেলাস উঠ্লেম, রাঁধুনী বামুন পণ্ডিতের হাত এড়ানো গ্যালো। এক দিন আমরা পড়া বল্‌তে না পারায় জল খাবার ছুটির সময় গাধার টুপি মাথায় দিয়ে বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে কন্‌ফাইন্ হয়ে রয়েচি, মাষ্টার মশাই তামাক খাবার ঘরে জল খেতে গ্যাচেন (তাঁর ক্ষিদে বরদাস্ত হয় না, কিন্তু ছেলেদের হয়), এক বামুন বাবুদের বাড়ির ছোটবাবুর মুখে শ্যামা পাখির বোল—"বক বকম্ বক বকম্" করে পায়রার ডাক ডেকে ঘুরে বেড়াচ্চেন ও পনি টাট্টু সেজে কদম ত্যাখাচ্চেন ; এমন সময় কাশীপুর অঞ্চলের এক জন ছোকরা বল্লে যে, "কাল বৈকালে পাকৃপাড়ার লালা বাবুদের" (শ্রীবিষ্ণু। আজকাল রাজা) "লালারাজাদের বাড়ি এক দল গোরা মাতাল হয়ে এসে চার পাঁচ জন দরওয়ানকে বর্শায় বিঁদে গিয়েচে, রাজারা ভয়ে হাসন হোসেনের মত একটা পুরোণো পাতকোর ভেতর লুকিয়ে প্রাণরক্ষা করেচেন।" (বোধ হয় কেবল গির্‌গিটির অপ্রতুল ছিল) আর এক জন ছোকরা বলে উঠ্লো, "আরে তা নয়, আমরা দাদার কাছে শুনিচি, রাজাদের বাড়ির সামনের গাছে একটা কাগ মেরেছিল বলে রাজাদের জমাদার সাহেবদের মাত্তে আসে," আর একজন ছোকরা দাঁড়িয়ে উঠে আমাদের মুখের কাছে হাত নেড়ে বল্লে, "আরে না হে না, ও সব বাজে কথা! আমারও বাড়ি টালাতে, রাজাদের বাড়ির পেছনে যে সেই বড় পগারটা আছে জান? তারি পাশে যে পচা পুকুর, সেই আমাদের খিড়কি। রাজাদের এক জন আমলার ভাই ঠিক বানরের মত মুখ ; তাই দেখে এক জন সাহেব ভেংচেছিল, তাতে আমলাও ভেংচোয়, তাতেই সাহেবরা বন্দুক পিস্তল নিয়ে দল বল সমেত এসে গুলি করে।" অনেকে অনেক রকম কথা বল্‌চেন, এমন সময় মাষ্টার বাবু তামাক খাবার ঘর থেকে এলেন, ছোট বাবুর পনি টাট্টুর কদম্ ও "বক্ বকম্" বন্দ হয়ে গ্যালো, রাজারা বাঁচ্লেন—ঢং ঢং করে দুটো বাজ্‌লে কেলাস বসে গ্যালো, আমরাও জল খেতে ছুটি পেলেম। আমরা বাড়ি গিয়ে রাজাদের

ব্যাপার অনেকের কাছে আরো ভয়ানক রকম শুনলেম, বাঙ্গালা কাগজওয়ালারা "এক দল গোরা বাজনা বাজিয়ে যাচ্ছিল, দলের মধ্যে এক জনের জলতৃষ্ণা পাইল, রাজাদের বাড়ি যেমন জল খাইতে যাইবে, জমাদার গলা ধাক্কা মারিয়া বাহির করিয়া দেয়, তাহাতে সঙ্গের কর্ণেল গুলি করতে হুকুম ছান" প্রভৃতি নানা আজগুবী কথায় কাগজ পোরাতে লাগ্‌লেন। সহরের পূর্ব্বের বাঙ্গালা খবরের কাগজ বড় চমৎকার ছিল, "অমুক বাবুর মত দাতা কে!" "অমুক বাবুর মার শ্রাদ্ধে ক্রোর টাকা ব্যয়" (বাবু মুচ্ছুদ্দী মাত্র) "অমুক মাতাল জলে ডুবে মরে গ্যাচে," "অমুক বেশ্যার নৎ খোয়া গিয়েচে, সন্ধান করে দিতে পাল্লে সম্পাদক তার পুরস্কারস্বরূপ তারে নিজ সহকারী কর্‌বেন" প্রভৃতি আলত পালত কথাতেই পত্র পূরুতেন, কেউ গাল দিয়ে পয়সা আদায় কত্তেন, কেউ পয়সার প্রত্যাশায় প্রশংসা কত্তেন—আজকালও অনেক কাগজে চোরা গোপ্তান চলে!

শেষে সঠিক শোনা গ্যালো যে, এক জন দরওয়ানকে এক জন ফিরিঙ্গী শিকারী বাক্‌বিতণ্ডায় ঝকড়া করে গুলি করে।

কৃশ্চানি হুজুক

পাক্‌পাড়া রাজাদের হাঙ্গামা চুক্‌তে চুক্‌তে হুজুক উঠ্‌লো, "রণজিৎসিংহের পুত্র দলিপ য়িসুমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েচেন, তাঁর সঙ্গে সমুদায় শিখেরা কৃশ্চান হয়েচেন, ও জন কতক ভাট্‌পাড়ার ঠাকুরও কৃশ্চান হবেন।" ভাট্‌পাড়ার গুরুগুষ্টিরে প্রকৃত হিন্দু, তাঁরা কৃশ্চান হবেন শুনে অনেকে চম্‌কে উঠ্‌লেন, শেষে ভাট্‌পাড়ার বদলে পাতুরেঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র বাবু জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর বেরিয়ে পড়লেন! সমধর্ম্মা কৃষ্ণমোহন কন্যা উচ্ছু্‌গ্‌গু করে দিলেন, এয়োরও অভাব রইলো না! সহরে যখন যে পড়্‌তা পড়ে, শীগ্‌গির তার শেষ হয় না; সেই হিড়িকে এক জন ইস্কুল মাষ্টার কালীঘেটে হালদার, এক জন বেণে ও কায়স্থও কৃশ্চান দলে বাড়্‌লো—দু চার জন বড় বড় ঘরের মেয়েমানুষও অন্ধকার থেকে আলোয় এলেন! শেষে অনেকের চাল ফুঁড়ে আলো বেরুতে লাগ্‌লো, কেউ বিষয়ে বঞ্চিত হলেন, কেউ কেউ অনুতাপ ও দুরবস্থার সেবা কত্তে লাগ্‌লেন! কৃশ্চানি হুজুক রাস্তার চলতি লণ্ঠনের মত প্রথমে আশপাশ আলো করে শেষে অন্ধকার করে চলে গ্যালো। আমরাও ক্রমে বড় হয়ে উঠ্‌লেম—স্কুল আর ভাল লাগে না!

মিউটিনি

পাঠকগণ! একদিন আমরা মিছেমিছি ঘুরে বেড়াচ্চি, এমন সময় শুনলেম, পশ্চিমের সেপাইরে ক্ষেপে উঠেচে, নানা সাহেবকে চাঁই করে ইংরেজদের রাজত্ব নেবে, দিল্লীর ম্বেড়ে চীফ্ আবার "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" হবেন—ভারি বিপদ্! সহরে ক্রমে হুলস্থূল পড়ে গ্যালো, চুনোগলি ও কসাইটোলার মেটে ইদ্রুস, পিদ্রুস, গমিস্, ডিস্ প্রভৃতি ফিরিঙ্গীরে খাবার লোভে ভলিন্টিয়ার হলেন, মাথালো মাথালো বাড়িতে গোরা পাহারা বস্‌লো, নানা রকম অদ্ভুত হুজুক উঠ্‌তে লাগ্‌লো —আজ দিল্লী গ্যালো,—কাল কানপুর হারানো হলো, ক্রমে পাশা খ্যালার হারকেতের মত ইংরেজরা উত্তর-পশ্চিমের প্রায় সমুদায় অংশেই বেদখল হলেন—বিবি, ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলে ও মেয়েরা মারা গ্যালো, "শ্রীবৃদ্ধিকারী" সাহেবরা (হিঁদুর দেবতা পঞ্চানন্দের মত) বড় ছেলের কিছু কত্তে পাল্লেন না, ছোট ছেলের ঘাড় ভাঙ্গবার উজ্জুগ পেলেন—সেপাইদের রাগ বাঙ্গালির উপর ঝাড়্‌তে লাগ্‌লেন। লার্ড ক্যানিংকে বাঙ্গালিদের অস্ত্রশস্ত্র (বঁটি ও কাটারিমাত্র) কেড়ে নিতে অনুরোধ কল্লেন! বাঙ্গালিরা বড় বড় রাজকর্ম্ম না পায় তারও তদ্বির হতে লাগ্‌লো, ডাকঘরের কতকগুলি ম্বেড়ে প্যায়দাদের অন্ন গ্যালো, নীলকরেরা অনরেরী মেজেষ্টর হয়ে মিউটিনি উপলক্ষ করে (চোর চায় ভাঙ্গা ব্যাড়া) দাদন, গাদন ও শ্যামচাঁদ খ্যালাতে লাগ্‌লেন। শ্যামচাঁদ সামান্নি নন, তাঁর কাছে আইন এগুতে পারেন না—সেপাই তো কোন্ ছার! লক্ষ্ণৌয়ের বাদসাকে কেল্লায় পোরা হলো, গোরারা সময় পেয়ে দু চার বড় বড় ঘরে লুট্‌তরাজ আরম্ভ কল্লে, মার্শাল লা জারি হলো, যে ছাপাযন্ত্রের কল্যাণে হুতোম নির্ভয়ে এত কথা অক্লেশে কইতে পাচ্চেন, যে ছাপাযন্ত্র কি রাজা কি প্রজা কি সেপাই পাহারা—কি খোলার ঘর, সকলকে এক রকম ছাখে, ব্রিটিশ কুলের সেই চিরপরিচিত ছাপাযন্ত্রের স্বাধীনতা মিউটিনি উপলক্ষে কিছু কাল শিকলি পর্‌লেন ৮ বাঙ্গালিরে ক্রমে বেগতিক দেখে গোপাল মল্লিকের বাড়িতে সভা করে সাহেবদের বুঝিয়ে দিলেন যে, "যদিও এক শ বছর হয়ে গ্যালো, তবু তাঁরা আজও সেই হতভাগা ম্যাড়া বাঙ্গালিই আচেন—বহু দিন ব্রিটিশ সহবাসে, ব্রিটিশ শিক্ষায় ও ব্রিটিশ ব্যবহারেও আমেরিকানদের মত হতে পারেন নি। (পার্‌বেন কি না, তারও বড় সন্দেহ!) তাদের বড়মানুষদের মধ্যে অনেকে তুফানের ভয়ে গঙ্গায় নৌকো চড়েন না—রাত্তিরে প্রস্রাব কত্তে উঠ্‌তে হলে স্ত্রীর বা চাকর চাকরাণীর হাত ধরে ঘরের বাইরে যান, অন্তরের মধ্যে টেবিল ও পেন্‌নাইফ

ব্যবহার করে থাকেন, যাঁরা আপনার ছায়া দেখে ভয় পান—তাঁরা যে লড়াই কর্‌বেন এ কথা নিতান্ত অসম্ভব। বল্‌তে কি, কেবল আহার ও গুটিকতক বাছালো বাছালো আচারে তাঁরা ইংরেজদের স্কেচ্‌মাত্র করে নিয়েচেন। যদি গবর্ণমেণ্টের হুকুম হয়, তা হলে সেগুলিও চেয়ে পরা কাপড়ের মত এখনই ফিরিয়ে দ্যান—রায় মহাশয়ের মগ বাবুর্চিকে জবাব দেওয়া হয়—বিলিতী বাবুরা ফিরতি কপালে বসেন—ও ঘোষজা গাঁজা ধরেন, আর বাগাম্বর মিত্র বনাতের প্যান্টুলন ও বিলিতী বদমাইশি থেকে স্বতন্ত্র হন।”

ইংরেজরা মাগ, ছেলে ও স্বজাতির শোকে একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন, সুতরাং তাতেও ঠাণ্ডা হলেন না—লার্ড ক্যানিঙের রিকলের জন্যে পালিয়ামেণ্টে দরখাস্ত কল্লেন, সহরে হুজুকের একশেষ হয়ে গ্যালো। বিলেত থেকে জাহাজ জাহাজ গোরা আস্‌তে লাগ্‌লো—সেই সময় বাজারে এই গান উঠ্‌লো।

গান।

“বিলাত থেকে এলো গোরা,
মাথায় পর কুর্‌তি পরা,
পদভরে কাঁপে ধরা,
হাইল্যাণ্ডনিবাসী তারা।
টানটিয়া টোপির মান,
হবে এবে খর্ব্বমান,
সুখে দিল্লী দখল হবে,
নানা সাহেব পড়্‌বে ধরা॥”

বাঙ্গালিরা ঝোপ বুঝে কোপ ফেল্‌তে বড় পটু; খাঁটি হিন্দু (অনেকেই দিনের বেলায় খাঁটি হিন্দু) দলে রটিয়ে দিলে যে, “বিধবা-বিবাহের আইন পাস ও বিধবা-বিবাহ হওয়াতেই সেপাইরে ক্ষেপেচে। গবর্ণমেণ্ট বিধবাবিবাহের আইন তুলে দিয়েচেন—বিদ্যেসাগরের কর্ম্ম গিয়েচে—প্রথম বিধবাবিবাহ বর শিরীশের ফাঁসি হবে!”

কোথাও হুজুক উঠ্‌লো, “দলিপ সিংকে কৃশ্চান করাতে, নাগপুরের রাণীদের স্ত্রীধন কেড়ে নেওয়াতে ও লক্ষ্ণৌয়ের বাদসাই যাওয়াতেই মিউটিনি হলো!”

নানা মুনির নানা মত! কেউ বল্লেন, সাহেবরা হিন্দুর ধর্ম্মে হাত দ্যান, তাতেই এই মিউটিনি হয়েচে। তারকেশ্বরের মোহন্তের রক্ষিত র্‌াঁড়—কাশীর বিশ্বেশ্বরের

পাণ্ডার স্ত্রী ও কালীঘাটের বড় হালদারের বাড়ির গিন্নিরে স্বপ্নে দেখেচেন, ইংরেজদের রাজত্ব থাকবে না! দুই এক জন ভট্‌চায্যি ভবিষ্যৎ পুরাণ খুলে তারই নজির দ্যাখালেন!

ক্রমে সেপাইয়ের হুজুকের বাড়্‌তি কমে গ্যালো—আজ দিল্লী দখল হলো—নানা পালালেন—জং বাহাদুরের সাহায্যে লক্ষ্নৌ পাওয়া হলো! মিউটিনির প্রায় সমুদায় সেপাইরে ফাঁসিতে, তোপেতে ও তলওয়ারের মুখেতে শেষ হলেন—অবশিষ্টেরা ক্যানিঙের পলিসিতে ক্ষমা প্রার্থনা করে বেঁচে গ্যালেন!

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি পুরোনো বছরের মত বিদেয় হলেন—কুইন স্বরাজ্য খাস প্রক্লেম কল্লেন, বাজী, তোপ ও আলোর সঙ্গে মায়াবিনী আশা "কুইনের খাসে প্রজার আর দুঃখ রবে না" বাড়ি বাড়ি গেয়ে বেড়াতে লাগ্‌লেন, গর্ভবতীর যত দিন একটা না হয়ে যায়, তত দিন যেমন "ছেলে কি মেয়ে" লোকের মনে সংশয় থাকে, সংসার কুইনের প্রোক্লেমেশনে সেইরূপ অবস্থায় স্থাপিত হলো।

মিউটিনির হুজুক শেষ হলো—বাঙ্গালিরা ফাঁসি ছেঁড়া অপরাধীর মত সে যাত্রা প্রাণে প্রাণে মান বাঁচালেন, কারু নিরপরাধে প্রাণদণ্ড হলো, কেউ অপরাধী থেকেও জায়গীর পেলেন। অনেক বামুনে কপাল ফলে উঠ্‌লো, "যখন যার কপাল ধরে—" ইত্যাদি কথার সার্থকতা হলো। রোগ, শোক ও বিপদে যেমন লোকে পতিগত স্ত্রীর মূল্য জানতে পারে, সেইরূপ মিউটিনি উপলক্ষে গবর্ণমেণ্টও বাঙ্গালি শব্দের কথঞ্চিৎ পদার্থ জানতে অবসর পেলেন, "শ্রীবৃদ্ধিকারীরা" আশা ও মান ভঙ্গে অন্তরে বিষম জ্বালায় জ্বলতেছিলেন, এক্ষণে পোড়া চক্ষে বাঙ্গালিদের দেখতে লাগ্‌লেন—আমরাও স্কুল ছাড়লেম। আঃ! বাঁচলেম—গায়ে বাতাস লাগ্‌লো।

মরাফেরা

আমরা ছেলেবেলাতেই জ্যাটার শিরোমণি ছিলেম, স্কুল ছাড়াতে জ্যাটামি ভাতের ফ্যানের মতন উথ্‌লে উঠ্‌লো, (বোধ হয় পাঠকরা এই হুতোম প্যাঁচার নক্‌শাতেই আমাদের জ্যাটামির দৌড় বুঝ্‌তে পেরে থাক্‌বেন) আমরা প্রলয় জ্যাটা হয়ে উঠ্‌লেম—কেউ কেউ আদর করে "চালাকদাস" বলে ডাক্‌তে লাগ্‌লেন।

ছেলেবেলা থেকেই আমাদের বাঙ্গলা ভাষার উপর বিলক্ষণ ভক্তি ছিল, শেখবারও নিতান্ত অনিচ্ছা ছিল না। আমরা পূর্ব্বেই বলিছি যে, আমাদের বুড়ো

ঠাকুরমা আমাদের ঘুমবার পূর্ব্বে নানাপ্রকার রূপকথা কইতেন। কবিকঙ্কণ, কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের পয়ার মুখস্থ আওড়াতেন। আমরাও সেইগুলি মুখস্থ করে স্কুলে, বাড়িতে ও মার কাছে আওড়াতেম—মা শুনে বড় খুসি হতেন ও কখন কখন আমাদের উৎসাহ দেবার জন্যে ফি পয়ার কিছু একটি করে সন্দেশ প্রাইজ্‌ দিতেন; অধিক মিষ্টি খেলে তোৎলা হতে হয়, ছেলেবেলা আমাদের এ সংস্কারও ছিল, সুতরাং কিছু আমরা আপনারা খেতুম, কিছু কাগ ও পায়রাদের জন্যে ছাতে ছড়িয়ে দিতুম; আর আমাদের মুঙ্গুরী বলে দিব্বি একটি সাদা বেরাল ছিল (আহা! কাল সকালে সেটি মরে গ্যাচে—বাচ্চাও নাই) বাকী সে প্রসাদ পেতো। সংস্কৃত শেখাবার জন্যে আমাদের একজন পণ্ডিত ছিলেন, তিনি আমাদের লেখাপড়া শেখাবার জন্যে বড় পরিশ্রম কত্তেন। ক্রমে আমরা চার বছরে মুগ্ধবোধ পার হলেম, মাঘের দুই পাত ও রঘুর তিন পাত পড়েই আমাদের জ্যাটামোর সূত্র হলো; টিকি, কোঁটা ও রাঙ্গা বনাতওয়ালা টুলো ভট্টাচায্য দেখলেই তক্ক কত্তে যাই, ছোঁড়াগোছের ঐ রকম বেয়াড়া বেশ দেখতে পেলেই তক্কে হারিয়ে টিকি কেটে নিই, কাগজে প্রস্তাব লিখি—পয়ার লিখ্‌তে চেষ্টা করি ও অন্যের লেখা প্রস্তাব থেকে চুরি করে আপনার বলে অহঙ্কার করি-সংস্কৃত কালেজ থেকে দূরে থেকেও ক্রমে আমরাও ঠিক এক জন সংস্কৃত কালেজের ছোক্‌রা হয়ে পড়লেম; গৌরবলাভেচ্ছা হিন্দুকুশ ও হিমালয় পর্ব্বত থেকেও উঁচু হয়ে উঠ্‌লো—কখন বোধ হতে লাগলো কিছু দিনের মধ্যে আমরা দ্বিতীয় কালিদাস হবো (ওঃ শ্রীবিষ্ণু, কালিদাস বড় লম্পট ছিলেন), তা হওয়া হবে না, তবে কি ব্রিটেনের বিখ্যাত পণ্ডিত জন্‌সন? না! (তিনি বড় গরিবের ছেলে ছিলেন) সেটি বড় অসঙ্গত হয়, তবে রামমোহন রায়? হাঁ, এক দিন রামমোহন রায় হওয়া যায়—কিন্তু বিলেতে মত্তে পারবো না!

ক্রমে কি উপায়ে আমাদের পাঁচ জনে চিন্‌বে, সেই চেষ্টাই বলবতী হলো, তারই সার্থকতার জন্যই যেন আমরা বিদ্যোৎসাহী সাজ্‌লেম—গ্রন্থকার হয়ে পড়লেম—সম্পাদক হতে ইচ্ছা হলো—সভা কল্লেম—ব্রাহ্ম হলেম—তত্ত্ববোধিনী সভায় যাই—বিধবা বিয়ের দালালি করি ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি বিখ্যাত দলের লোকেদের উপাসনা করি—আন্তরিক ইচ্ছে যে, লোকে জানুক যে, আমরাও ঐ দলের এক জন ছোটখাট কেষ্ট বিষ্টুর মধ্যে!

হায়! অল্প বয়সে এক এক বার অবিবেচনার দাস হয়ে আমরা যে সকল পাগ্‌লামো করেছি, এখন সেইগুলি স্মরণ হলে কান্না ও হাসি পায়; আবার এখন

যে পাগলামি প্রকাশ কচ্চি, এর জন্য বৃদ্ধ বয়সে অনুতাপ তোলা রইলো! মৃত্যু-শয্যার পাশে যবে এইগুলির ভয়ানক ছবি ছাখা যাবে, ভয়ে ও লজ্জায় শরীর দাহ কত্তে থাক্‌বে, তখন সেই অনন্যআশ্রয় পরমেশ্বর ভিন্ন আর জুড়াবার স্থান পাওয়া যাবে না! বাপ মার কাছে মার খেয়ে ছেলেরা যেমন তাঁদেরই নাম করে "বাবা গো—মা গো" বলে কাঁদে, আমরাও তেমনি সেই ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন নিবন্ধন বিপদে পড়ে তাঁর নাম ধরেই, পাঠক! তোমায় ভেংচুতে ভেংচুতে ও কলা ছাখাতে ছাখাতে তরে যাব!

প্রলয় গর্ম্মিতে এক দিন আমরা মোটা চাদর গায়ে দিয়ে ফিলজফর সেজে ব্যাড়াচ্চি, এমন সময় নদে অঞ্চলের এক জন মুহুরি বল্লে যে, "আমাদের দেশে হুজুক উঠেচে, ১৫ই কার্ত্তিক রবিবার দিন দশ বছরের মধ্যের মড়া মানুষরা যমালয় থেকে ফিরে আস্‌বে—'জন্মের মধ্যে কর্ম্ম নিমুর চৈত্র মাসে রাসের' মত সহরের কোন কোন বেণে বাবুরা সিঙ্গিবাহিনী ঠাকরুণের পালায় যেমন ছোট আদালতের দু চার কয়েদী খালাস করে অহঙ্কার করেন, সেই রকম স্বর্গে কোন দেবতা আপনার ছেলের বিবাহ উপলক্ষে যমালয়ের কতকগুলি কয়েদী খালাস কর্ব্বেন, নদের রামশর্ম্ম আচায্যি গুণে বলেচেন।" আমরা এই অপরূপ হুজুক শুনে ভাক্ হয়ে রইলেম! এদিকে সহরেও ক্রমে গোল উঠ্‌লো—"১৫ই কার্ত্তিক মড়া ফির্‌বে।" বাঙ্গলা খবরের কাগজওয়ালারা কাগজ পূরাবার জিনিষ পেলেন—একটি গেরোর উপর আর একটি গেরো দিলে পূর্ব্বের গেরোটি যেমন আল্‌গা হয়ে যায়, বিধবা বিবাহ প্রচার করাতে সহরের ছোট ছোট বিধবাদের বিদ্যেসাগরের প্রতি যে ভক্তিটুকু জন্মেছিল, এই প্রলয় হুজুকে ঋতুগত থর্‌মমেটরের পারার মত একেবারে অনেক ডিগ্রী নেবে গিয়ে বিলক্ষণ ঢিলে হয়ে পড়্‌লো।

সহরের যেখানে যাই, সেইখানেই মড়া ফেরবার মিছে হুজুক। আশা, নির্ব্বোধ স্ত্রী ও পুরুষ দলের প্রিয়সহচরী হলেন। জোচ্চোর ও বদমাইশেরা সময় পেয়ে গোছালো গোছালো জায়গায় মড়া ফেরা সেজে যেতে লাগ্‌লো, অনেক গেরেস্তোর ধর্ম্ম নষ্ট হলো—অনেকের টাকা ও গয়না গ্যালো—বাজারে হত্তেল মাগ্‌গি হয়ে উঠ্‌লো! ক্রমে আষাঢ়ান্ত বেলার সন্ধ্যার মত, শোকাতুরের সময়ের মত ১৫ই কার্ত্তিক নবাবী চালে এসে পড়লেন। দুর্গোৎসবের সময় সন্ধিপুজোর ঠিক শুভক্ষণের জন্য পৌত্তলিকরা যেমন প্রতীক্ষা করে থাকেন—ডাক্তারের জন্য মুমূর্ষু রোগীর আত্মীয়রা যেমন প্রতীক্ষা করে থাকেন ও স্কুলবয় ও কুঠিওয়ালারা যেমন শেষবারদিন প্রতীক্ষা করেন—বিধবা ও পুত্রভ্রাতাহীন নির্ব্বোধ পরিবারেরা সেই রকম

১৫ই কার্ত্তিকের অপেক্ষা করে ছিলেন। ১৫ই কার্ত্তিক দিল্লীর লাড্ডু হয়ে পড়্লেন—যাঁরা পূর্ব্বে বিশ্বাস করেন নি, ১৫ই কার্ত্তিকের আড়ম্বর ও অনেকের অতুল বিশ্বাস দেখে তাঁরাও দলে মিশলেন। ছেলেব্যালা আমাদের একটি চিনের খরগোশ ছিল, আজ বছর আষ্টেক হলো সেটি মরেচে—আমরাও তার ফিরে আসবার জন্ত কচি কচি দূর্ব্বো ঘাস তুলে, বহু কালের ভাঙ্গা পিঁজরেটি ঝেড়ে ঝুড়ে তুলো পেড়ে বিছানা টিছানা করে তার অপেক্ষায় রইলেম।

১৫ই কার্ত্তিক মড়া ফিরবে কথা ছিল, আজ ১৫ই কার্ত্তিক। অনেকে মড়ার অপেক্ষায় নিমতলা ও কাশী মিত্রের ঘাটে বসে রইলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে গ্যালো, রাত্তির দশটা বাজে, মড়া ফির্লো না; অনেকে মড়ার অপেক্ষায় থেকে মড়ার মত হয়ে রাত্তিরে ফিরে এলেন; মড়া ফেরার হুজুক থেমে গ্যালো!

———

আমাদের জ্ঞাতি ও নিন্দুকেরা

আমরা ক্রমে বিলক্ষণ বড় হয়ে উঠ্লেম; দু চার জন আমাদের অবস্থার হিংসে কত্তে লাগ্লেন; জ্ঞাতিবর্গের বুকে ঢেঁকি পড়্তে লাগ্লো—আমাদের বিপদে মুচ্কে হাসেন ও আমোদ করেন; তাঁদের এক চোখ কাণা হয়ে গেলে যদি আমাদের দু চক্ষু কাণা হয়, তাতে এক চক্ষু দিতে বিলক্ষণ প্রস্তুত—সতীনের বাটিতে গু গুলে খেতে পার্লে তার বাটিটি নষ্ট হয়—স্বয়ং না হয় গু গুলেই খেলেন! জ্ঞাতি বাবু ও বিবিদেরও সেই রকম ব্যবহার বেরুতে লাগ্লো! লোকের আঁট-কুড়ো হয়ে বনে একা থাকা ভাল, তবু আমাদের মতন জ্ঞাতির সঙ্গে এক ঘর ছেলে-পুলে নিয়েও বাস করা কিছু নয়! আমাদের জ্ঞাতিরা দুর্য্যোধনের বাবা—তাদের মেয়েরা কৈকেয়ী ও শূর্পণখা হতেও সরেস! ক্রমে এক দল শত্রু জন্মালেন, এক দল ফ্রেণ্ডও পাওয়া গ্যালো। যাঁরা শত্রুর দলে মিশলেন, তাঁরা কেবল আমাদের দোষ ধরে নিন্দে কত্তে আরম্ভ কল্লেন। ফ্রেণ্ডরা সাধ্যমত ভিফেণ্ড কত্তে লাগ্লেন, শত্রুরা খাওয়া দাওয়া ও শোয়ার সঙ্গে আমাদের নিন্দে করা সংকল্প করেছিলেন, সুতরাং কিছুতেই থাম্লেন না; আমরাও অনেক সন্ধান করে দেখ্লুম যে, যদি তাঁদের কোন কালে অপরাধ করে থাকি, তা হলে অবশ্যই আমাদের উপর চটতে পারেন; কিন্তু কিছুই খুঁজে পেলুম না, বরং সন্ধানে বেরুলো যে, নিন্দুক দলের অনেকের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ পর্য্যন্তও নাই—লোকের সাধ্যমত

উপকার করা যেমন কতকগুলির চিরন্তন ব্রত, সেইরূপ বিনা দোষে নিন্দা করাও সহরের কতকগুলি লোকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও ব্রতের মধ্যে গণ্য—আমরা প্রার্থনা করি, নিন্দুকেরা কিছু কাল বেঁচে থাকুন, তা হলেই অনেকে তাঁদের চিনে নেবেন ও বক্তারা যেমন বকে বকে শেষে ক্লান্ত হয়ে আপনিই থামেন, তেমনি এঁরা আপনা আপনি থাম্‌বেন ; তবে অনেকের এই পেশা বলেই যা হোক্—পেশাদারের কথা নাই !

নানাসাহেব

মড়া ফেরা হুজুক থাম্‌লে, কিছুদিন নানাসাহেব দশ বারো বার মরে গ্যালেন, ধরা পড়লেন ও আবার রক্তবীজের মত বাঁচ্‌লেন। সাতপেয়ে গরু—দরিয়াই ঘোড়া—লক্ষ্ণৌয়ের বাদ্‌সা—শিবকেষ্টো বাঁড়ুয্যে—ওয়েল্‌স্ সাহেব—নীল বান্দরে লঙ্কাকাণ্ডে লঙের মেয়াদ—কুমীর, হাঙ্গর ও নেক্‌ড়ে বাগের উৎপাতের মত ইংলিশম্যান ও হরকরা নামক দুখানি নীল কাগজের উৎপাত—ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক রামমোহন রায়ের স্ত্রীর শ্রাদ্ধে দলাদলির ঘোঁট ও শেষে হঠাৎ অবতারের হুজুক বেড়ে উঠলো।

সাতপেয়ে গরু

সাতপেয়ে গরু বাজারে ঘরভাড়া কল্লেন, দর্শনী দু পয়সা রেট হলো ; গরু দ্যাখবার জন্য অনেক গরু একত্র হলেন। বাকি গরুদের ঘণ্টা বাজিয়ে ডাকা হতে লাগ্‌লো ; কিছু দিনের মধ্যে সাতপেয়ে গরু বিলক্ষণ দশ টাকা রোজগার করে দেশে গ্যালেন।

দরিয়াই ঘোড়া

দরিয়াই ঘোড়াও ঐ রকমে রোজগার কত্তে লাগলেন ; বেশির মধ্যে বিক্রি হবার জন্য দু চার মাতালো মাতোলো থামওলা সেপাই পাহারা ও গোরা কোচম্যান্

(যেখানে অন্দর মহলেও ঘোড়ার সর্ব্বদা সমাগম) ওয়ালা বাড়িতে গমনাগমন কল্লেন। কে নেবে? লাক টাকা দর! আমাদের সহরের কোন কোন বড়-মানুষের যে ত্রিশ চল্লিশ লাক টাকা দর, পিঁজরেয় পূরে চিড়িয়াখানায় রাখবারও বিলক্ষণ উপযুক্ত; কিন্তু কৈ! নেবার লোক নাই! এখন কি আর সৌখীন আছে? বাংলা দেশে চিড়িয়াখানার মধ্যে বর্দ্ধমানের তুল্য চিড়িয়াখানা আর কোথাও নাই—সেথায় তত্ব, রত্ন, লঙ্কার, উল্লুক, ভাল্লুক প্রভৃতি নানা রকম আজগুবী কেতার জানোয়ার আছে, এমন কি এক আদ্‌টির জোড়া নাই!

———

লক্ষ্ণৌয়ের বাদ্‌সা

দরিয়াই ঘোড়া কিছু দিন সহরে থেকে শেষে খেতে না পেয়ে দরিয়ায় পালিয়ে গ্যালেন। লক্ষ্ণৌয়ের বাদসা দরিয়াই ঘোড়ার জায়গায় বস্‌লেন—সহরে হুজুক উঠলো, "লক্ষ্ণৌয়ের বাদসা মুচিখোলায় এসে বাস করেচেন, বিলেত যাবেন; বাদ্‌সার বাইয়ানা পোশাক, পায়ে আলতা," কেউ বল্লে, "রোগা ছিপ্‌ছিপে, দিব্বি দেখতে, ঠিক যেন একটি অপ্সরা।" কেউ বল্লে, "আরে না, বাদ্‌সাটা একটা কুপোর মত মোটা, ঘাড়ে গদ্দানে, গুণের মধ্যে বেশ গাইতে পারে।" কেউ বল্লে, "আঃ—ও সব বাজে কথা, যে দিন বাদ্‌সা পার হন, সে দিন সেই ইষ্টিনারে আমিও পার হয়েছিলেম; বাদ্‌সা শ্যামবর্ণ, একহারা, নাকে চস্‌মা, ঠিক আমাদের মৌলবী সাহেবের মত।" লক্ষ্ণৌয়ের বাদ্‌সা কয়েদ থেকে খালাস হয়ে মুচিখোলায় আসায় দিন কত সহর বড় গুল্‌জার হয়ে উঠলো। চোর বদমাইশরাও বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় করে নিলে; দোকানদারদেরও অনেক ভাঙ্গা পুরোণো জিনিষ বেধড়ক দামে বিক্রি হয়ে গ্যালো; দুই এক খ্যাম্‌টাওয়ালী বেগম হয়ে গ্যালেন। বাদ্‌সা মুচিখোলার অর্দ্ধেকটা জুড়ে বস্‌লেন। সাপুড়েরা যেমন প্রথমে বড় বড় কেউটে সাপ ধরে হাঁড়ির ভেতর পূরে রাখে, ক্রমে তেজ মড়া হয়ে গ্যালে খেলাতে বার করে, গবর্ণমেণ্টও সেই রকম প্রথমে বাদ্‌সাকে কিছু দিন কেল্লায় পূরে রাখলেন, শেষে বিষ-দাঁত ভেঙ্গে তেজের হ্রাস করে খেল্‌তে ছেড়ে দিলেন। বাদ্‌সা ডম্বরুর তালে খেল্‌তে লাগলেন; সহরের রুদ্দর, ভদ্দর, সেখ, খাঁ, দাঁ প্রভৃতি ধড়িবাজ পাইকেররা মাল সেজে কাঁদুনি গাইতে লাগলো—বানর ও ছাগলও জুটে গ্যালো।

লক্ষ্ণৌয়ের বাদ্সা জমি নিলেন, তুই এক বড়মানুষ ক্যাপলা জাল ফেল্লেন—অনেক প্রত্যাশা ছিল, কিন্তু শেষে জালখানা পর্য্যন্ত উঠ্‌লো না—কেউ বল্লে, "কেঁদো মাছ!" কেউ বল্লে, "রাণা"! নয় "খোঁটা"!

———

শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

হুজুক রঙ্গে শিবকেষ্টো বাঁড়ুয্যে দ্যাখা দিলেন। বাবু দিন কত বড় বাড় বেড়েছিলেন;—আজ একে চাবুক মারেন, আজ ওকে পাঠান ঠেকিয়ে জুতো মারেন, আজ মেড়ুয়াবাদী খোট্টা ঠকান, কাল টুপিওয়ালা সায়েব ঠকান—শেষে আপনি ঠক্‌লেন। জালে জড়িয়ে পড়ে বাঙ্গালির কুলে কালি দিয়ে চৌদ্দ বৎসরের জন্য জিঞ্জির গ্যালেন। কোন কোন সায়েবে পয়সার জন্য না করেন হ্যান কর্ম্মই নাই, সিটি শিবকেষ্টো বাবুর কল্যাণে বেরিয়ে পড়্লো—এক জন "এম্, ডি, এফ, আর, সি, এস" প্রভৃতি বত্রিশ অক্ষরের খেতাবওয়ালা ডাক্তার ঐ দলে ছিলেন।

———

ছুঁচোর ছেলে বুঁচো

আমাদের সহরে বড়মানুষদের মধ্যে অনেকের অর্গুণ নাই, বর্গুণ আছে। "ভাল কত্তে পারব না মন্দ কর্‌ব, কি দিবি তা দে!" যে ভাষা-কথা আছে, এঁরা তারই সার্থকতা করেচেন—বাবুরা পরের ঝক্ড়া টাকা দিয়ে কিনে "গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল" হতে চান—অনেকে আড়ি তুলতেও এই পেশা আশ্রয় করেচেন! যদি এমন পেশাদার না থাক্তো, তা হলে শিবকেষ্টোর কে কি কত্তে পাত্তো? তিনি কেবল ভাজকে ও ভাইপোকে ঠকিয়ে বিষয়টি আপনি নিতে চেষ্টা করেছিলেন বৈ তো নয়! আমাদের কল্‌কেতা সহরের অনেক বড়মানুষ যে ভাইয়ের স্ত্রীকে ডাক্তার দিয়ে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেও গায়ে ফুঁ দিয়ে গাড়ি ঘোড়া চড়ে ব্যাড়াচ্চেন, কৈ আইন তাঁর কাছে কল্কে পায় না কেন? শিবকেষ্টো যেমন জাল করেছিলেন, বোধ হয় সহরের অনেক বড়মানুষের ঘরে ও রকম কত পার পেয়ে গ্যাচে ও নিত্যি কত্ত হচ্চে—সহরের একটি কাশ্মীরী মুখ্‌খু বড়মানুষ আক্ষেপ করে বলেছিলেন যে, "সহরে আমার মত অনেক ব্যাটাই আছে, কেবল আমিই ধরা পড়েচি!" শিবকেষ্টোর বিষয়েও ঠিক তাই।

———

জষ্টিস্ ওয়েল্স্

শিবকেষ্টোর মকদ্দমার মুখে জষ্টিস্ ওয়েল্স্ নতুন ইণ্ডেণ্ট হন। তাঁর সংস্কার ছিল, বাঙ্গালিদের মধ্যে প্রায় সকলেই মিথ্যাবাদী ও জালবাজ, সুতরাং মকদ্দমা করবার সময় যখন চার পা তুলে বক্তৃতা কত্তেন, তখন প্রায়ই বল্‌তেন, "বাঙ্গালিরা মিথ্যেবাদী ও বব্বলের জাত্।" এতে বাঙ্গালিরা অবশ্যই বল্‌তে পারেন, "শতকরা দশ জন মিথ্যেবাদী বা বব্বলে হলে যে আশী নব্বুই জনও মিথ্যেবাদী হবেন এমন কোন কথা নাই"—চার দিকে অসন্তোষের গুজুগাজু পড়ে গ্যালো, বড় দলের মোড়লরা হাতে কাগজ পেলেন, "তেঁই ঘোঁটের" মত মাতালো মাতালো জায়গায় ঘোঁট পড়ে গ্যালো, শেষে অনেক কষ্টে একটি সভা করে সার চার্লস কার্ষ্ঠ মহাশয়ের নিকট দরখাস্ত করাই এক প্রকার স্থির হলো। কিন্তু সভা কোথায় হয়! বাঙ্গালিদের তো এক পদও "সাধারণের" স্থল নাই! টাউন হাল্ সায়েবদের, নিমতলার ছাদ-খোলা হল গবর্মেণ্টের, কাশী মিত্তিরের ঘাটে হল নাই; প্রসন্নকুমার ঠাকুর বাবুর ঘাটের চাঁদনিতে হতে পারে, কিন্তু ঠাকুর বাবুর পাঁচ জন সায়েব সুবোর সঙ্গে আলাপ আছে, সুতরাং তাও পাওয়া কঠিন। শেষে রাজা রাধাকান্তের নবরত্নের নাটমন্দিরই প্রশস্ত সিদ্ধান্ত হলো। কাগজে বিজ্ঞাপন বেরুলো—অমুক দিন রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরের নবরত্নের নাটমন্দিরে ওয়েল্স্ জজের মুখরোগের চিকিৎসা করবার জন্যে সভা করা হবে! ঔষধ সাগরে রয়েচে!

সহরের অনেক বড়মানুষ—তাঁরা যে বাঙ্গালির ছেলে, ইটি স্বীকার কত্তে লজ্জিত হন; বাবু চুণোগলির আনড পিক্রুসের পৌত্তুর বল্লে তাঁরা বড় খুসি হন; সুতরাং যাতে বাঙ্গালির শ্রীবৃদ্ধি হয়, মান বাড়ে, সে সকল কাজ থেকে দূরে থাকেন। তদ্বিপরীত, নিয়তই স্বজাতির অমঙ্গল চেষ্টা করে থাকেন। রাজা রাধাকান্তের নাটমন্দিরে ওয়েল্সের বিপক্ষে বাঙ্গালিরা সভা করবেন শুনে তাঁরা বড়ই দুঃখিত হলেন—খানা খাবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সময় মনে পড়ে গ্যালো, যাতে ঐ রকম সভা না হয়, কায়মনে তারই চেষ্টা কত্তে লাগ্‌লেন। রাজা বাহাদুরের কাছে সুপারিস পড়লো; রাজা বাহাদুর সত্যব্রত, একবার কথা দিয়েচেন, সুতরাং উঁচু-দলের সুপারিস হলেও সহসা রাজী হলেন না। সুপারিসওয়ালারা জোয়ারের গুয়ের মত সাগরের প্রবল তরঙ্গে ভেসে চল্লো। নিরূপিত দিনে সভা হলো, সহরের লোক রৈ রৈ করে ভেঙ্গে পড়লো, নবরত্নের ভিতরের বিগ্রহ ও নাটমন্দিরের সামনের জোড়হস্ত করা পাথরের গরুড়েরও আহ্লাদের সীমা রইলো না। বাঙ্গালিদের যে

কথঞ্চিৎ সাহস জন্মেচে, এই সভাতে তার কিছু প্রমাণ পাওয়া গ্যালো। সুপারিস-ওয়ালা বাবুরা ও সহরের সোনারবেণে বড়মানুষরা কেবল এই সভায় আসেন নাই—সুপারিসওয়ালাদের থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে গ্যালো। বেণেবাবুরা কোন কাজেই মেশেন না, সুতরাং তাঁদের কথাই নাই! ওয়েল্‌স্‌-হুজুকের অনেক অংশে শেষ হলো, দশ লক্ষ লোকে সই করে এক দরখাস্ত কাষ্ঠ সাহেবের কাছে প্রদান কল্লেন, সেই অবধি ওয়েল্‌স্‌ও ব্রেক হলেন।

টেক্‌চাঁদের পিসী

টেক্‌চাঁদ ঠাকুরের টেপী পিসী ওয়েল্‌সের মুখরোগের তরে মিটিং করা হয়েচে শুনে বল্লেন, "ও মা, আজকাল সবই ইংরিজি কেতা! আমরা হলে মুলোমুড়ি, নারকেলমুড়ি ও ঠন্‌ঠনের নিম্‌কাতে দোরস্ত কত্তেম্!" নারকেলমুড়ি বড় উত্তম ওষুধ, হলোয়ের বাবা! আমাদের সহরের অনেক বড়মানুষ ও দুই এক জেলার ধিরাজ মহারাজা বাহাদুর নিয়তই রোগ ভোগ করে থাকেন; দারজিলিং, সিমলে, সপাটু, ভাগলপুর ও রাণীগঞ্জে গিয়েও শোদরাতে পারেন না; আমরা তাঁদের অনুরোধ করি, নারকেলমুড়ি ও ঠন্‌ঠনের নিম্‌কীটাও ট্রাই করুন! ইমিজিয়েট রিলিফ্‌!!!

পাদ্রি লং ও নীলদর্পণ

নীলকরী হ্যাঙ্গাম উঠলো, শোনা গ্যালো কৃষ্ণনগর, পাবনা, রাজসাই প্রভৃতি নীলজেলার রেয়োতরা ক্ষেপেচে। কে তাদের খ্যাপালে? কি উলুইচণ্ডী? না! শ্যামচাঁদ? তবে—"ম্যাজিষ্ট্রেট ইডেনের ইস্তাহারে" "ইণ্ডিগো কমিশনে" "হুরিশে" "লঙে" "ছোট আদালতে" "কন্‌ট্রাক্টবিলে" অবশেষে গ্রাণ্টের রিজাইনমেণ্টে রোগ সাবৃত্তে পারে? না! কেবল শ্যামচাঁদীরা সল্লে!!!

নীলকর সায়েবরা দ্বিতীয় রিভোলিউশন হবে বিবেচনা করে (ঠাকুরঘরে কে? না আমি কলা খাই নি) গবর্মেণ্টে তোপ ও গোরা সাহায্য চেয়ে পাঠালেন! রেজিমেণ্টকে রেজিমেণ্ট গোরা, গন্, বোট ও এস্পেশিয়েল কমিশনর চল্লো—

মফস্বলে জেলে আর নিরপরাধীর জায়গা ধরে না, কাগজে হুলথুল পড়ে গ্যালো ও আণ্টর ব্রেড অবতার হয়ে পড়লেন।

প্রজার দুরবস্থা শুন্‌তে ইণ্ডিগো কমিশন বস্‌লো, ভারতবর্ষীয় খুড়ীর চম্‌কা ভেঙ্গে গ্যালো। (খুড়ী একটু আফিম খান) বাঙ্গালির হয়ে ভারতবর্ষীয় খুড়ীর এক জন খুড়ো কমিশনর হলেন। কমিশনে কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়লো; সেই সাপের বিষে নীলদর্পণ জন্মালো; তার দরুন নীলকর-দল হন্নে হয়ে উঠলেন,—ছাইগাদা, কচুবন, ফ্যানগোঁজলা ছেড়ে দিয়ে ঠাকুরঘরে, গীর্জ্জেয়, প্যালেসে ও প্রেসে তাগ কল্লেন! শেষে ঐ দলের একটা বড় হঙ্গেরিয়ান হাউণ্ড পাদ্‌রি লং সায়েবকে কাম্‌ড়ে দিলে!

প্যায়দারা পর্য্যন্ত ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট হয়ে মফস্বলে চল্লেন, তুমুল কাণ্ড বেধে উঠলো! বাদাবুনে বাগ (প্ল্যান্‌টার্‌স্‌ এসোসিয়েশন) বেগতিক দেখে নাম বদলে (ল্যাণ্ডহোলডর্‌স এসোসিয়েশন) তুলসীবনে ঢুকলেন, হরিশ মলেন, লঙের মেয়াদ হলো, ওয়েল্‌স ধমক খেলেন, গ্রাণ্ট রিজাইন দিলেন, তবু হুজুক মিটলো না! প্রকৃত বাঁহুরে হাঙ্গামে বাজারে নানা রকম গান উঠলো; চাসার ছেলেরা লাঙ্গল ধরে মুলো ও মুড়ি খেতে খেতে ক্ষেতে ক্ষেতে

গান

সুর "হাঃ শালার গরু," তাল "টিট্‌কিরি ও ল্যাজমলা।"

উঠ্‌লো সে সুখ, ঘটলো অসুখ মনে, এত দিনে।
মহারাণীর পুণ্যে মোরা. ছিলাম সুখে এই স্থানে॥
উঠ্‌লো খামার ভিটে ধান, গ্যাল মানী লোকের মান,
হ্যান সোনার বাংলা খান, পোড়ালে নীল হনুমানে॥

গাইতে লাগলো। নীলকরেরা এর উত্তরে ক্যাটল ট্রেস্‌পস্‌ বিল পাস করে, কেউ কোন কোন ছোট আদালতের উকীল জজেদের স্যামপীন খাইয়ে ও ঘরধ্যাসা করে, কেউ বা খাজনা বাড়িয়ে, খেঁউড়ে জিতে কথঞ্চিৎ গায়ের জ্বালা নিবারণ কল্লেন।

নীলবাঁদুরে লঙ্কাকাণ্ডের পালা শেষ হয়ে গ্যালো, মোড়লেরা জিরেন পেলেন, ভারতবর্ষীয় খুড়ী এক মৌতাত চড়িয়ে আরাম কত্তে লাগ্‌লেন! কোন কোন আশাসোঁটাওয়ালা খেতাবী খুড়ো, অনরেরী চৌকিদারী, তথা ছেলে পুলের আসেসরী ও ডেপুটি মেজেষ্টরীর জন্য সাদা দেবতার উদ্দেশে কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হলেন। তথাস্তু!!!

শ্যামচাঁদের অসহ্য টব্‌চরে ভূত পালায়, প্রজারা কেঁপে উঠবে কোন্ কথা! মিউটিনি ও ব্ল্যাক অ্যাক্‌টের সভাতে তো "শ্রীবৃদ্ধিকারীরা" চটেই ছিলেন, নীলবান্দরে হাঙ্গামে সেইটি বদ্ধমূল হয়ে পড়লো। বড় ঘরে সতীন হলে, বড় বৌ ও ছোট বৌকে তুষ্ট কত্তে কর্ত্তা ও গিন্নির যামন হাড় ভাজা ভাজা হয়ে যায়, "শ্রীবৃদ্ধিকারী" সুইপিং ক্লাস ও নেটিভ কমিউনিটিকে তুষ্ট কত্তে গিয়ে ইণ্ডিয়া ও বেঙ্গল গবর্মেণ্টও সেই রকম অবস্থায় পড়লেন।

রমাপ্রসাদ রায়

হুতোমের পাঠকগণ! আমরা আপনাদের পূর্ব্বেই বলে এসেচি যে "সময় কারও হাত ধরা নয়; সময় জলের ন্যায়, বেশ্যার যৌবনের ন্যায়, জীবের পরমায়ুর ন্যায়; কারুই অপেক্ষা করে না।" দেখতে দেখতে আমরা বড় হচ্চি, দেখতে দেখতে বছর ফিরে যাচ্চে; কিন্তু আমাদের প্রায় মনে পড়ে না যে "কোন্ দিন যে মত্তে হবে তার স্থিরতা নাই।" বরং যত বয়স হচ্চে, ততই জীবিতাশা বলবতী হচ্চে, শরীর তোয়াজে রাখচি, আরসি ধরে শোণ নুটির মত পাকা গোঁপে কলপ দিচ্চি, সিমলের কালাপেড়ের বেহদ্দ বাহারে বঞ্চিত হতে প্রাণ কেঁদে উঠচে। শরীর ত্রিভঙ্গ হয়ে গিয়েচে, চস্‌মা ভিন্ন দেখতে পাই নে, কিন্তু আশা ও তৃষ্ণা তেমনি রয়েচে, বরং ক্রমে বাড়চে বই কম্‌চে না। এমন কি অমর বর পেয়ে—প্রকৃতির সঙ্গে চিরজীবী হলেও মনের সাধ মেটে কি না সন্দেহ! প্রচণ্ড রৌদ্রক্লান্ত পথিক অভীষ্ট প্রদেশে শীঘ্র পৌঁছিবার জন্য একমনে হন্ হন্ করে চলেছেন, এমন সময় হঠাৎ যদি একটা গেঁড়িভাঙ্গা কেউটে রাস্তায় শুয়ে আছে দেখতে পান, তা হলে তিনি যামন চম্‌কে ওঠেন, এই সংসারে আমরাও কখন কখন মহাবিপদে ঐ রকম অবস্থায় পড়ে থাকি; তখন এই দগ্ধ হৃদয়ের চৈতন্য হয়! উল্লিখিত পথিকের হাতে সে সময় একগাছা মোটা লাঠি থাক্‌লে তিনি যেমন সাপটাকে মেরে পুনরায় চলতে আরম্ভ করেন, আমরাও মহাবিপদে প্রিয় বন্ধুদের পরামর্শ ও সাহায্যে তরে যেতে পারি; কিন্তু যে হতভাগ্যের এ জগতে বন্ধু বলে আহ্বান করবার এক জনও নাই, বিপৎপাতে তার কি দুর্দ্দশাই না হয়! তখন তার এ জগতে ঈশ্বরই একমাত্র অনন্যগতি হয়ে পড়েন। ধর্ম্মের এমনি বিশুদ্ধ জ্যোতি—এমনি গম্ভীর ভাব, যে তার প্রভাপ্রভাবে, ভয়ে ভণ্ডামো, নাস্তিকতা ও বজ্জাতি

সরে পালায়—চারি দিকে স্বর্গীয় বিশুদ্ধ প্রেমের স্রোত বইতে থাকে—তখন বিপদ্‌সাগর জননীর স্নেহময় কোল হতেও কোমল বোধ হয়। হায়! সেই ধন্য, যে নিজ বিপদ্ সময়ে এই বিমল আনন্দ উপভোগ করবার অবসর পেয়ে আপনা আপনি ধন্য ও চরিতার্থ হয়েচে। কারণ প্রবল আঘাতে একবার পাষাণের মর্ম্ম ভেদ কত্তে পাল্লে চিরকালেও মিলিয়ে যায় না।

ক্রমে আমরাও বড় হয়ে উঠলেম—ছলনা কুআসায় আবৃত, আশার পরিসর শূন্য, সংসারসাগরের ভয়ানক শব্দ শোনা যেতে লাগ্‌লো। এক দিন আমরা কতকগুলি সমবয়সী একত্র হয়ে একটা সামান্য বিষয় নিয়ে তর্ক বিতর্ক কচ্চি, এমন সময় আমাদের দলের এক জন বলে উঠলেন, "আরে আর শুনেচ? রমাপ্রসাদ বাবুর মার সপিণ্ডীকরণের বড় ধুম! এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ; সহরের সমস্ত দলে, উদিকে কাশী কর্ণাট পর্য্যন্ত পত্র দেওয়া হবে।" ক্রমে আমরা অনেকের মুখেই শ্রাদ্ধের নানা রকম হুজুক শুন্‌তে লাগলেম। রমাপ্রসাদ বাবুর বাপ ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক, তিনি স্বয়ং ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টি, মার সপিণ্ডীকরণে পৌত্তলিকতার দাস হয়ে শ্রাদ্ধ করবেন শুনে কার না কৌতূহল বাড়ে! সুতরাং আমরা শ্রাদ্ধের আনুপূর্ব্বিক নক্‌শা নিতে লাগলেম।

ক্রমে সপিণ্ডনের দিন সংক্ষেপ হয়ে আসতে লাগলো। ক্রিয়ে-বাড়িতে ন্যাকরা বসে গ্যালো—ফলারে বামুনরা অ্যাপ্রিনূটিস নিতে লাগলেন—সংস্কৃত কালেজের ফলারের প্রোফেসর রকমারি ফলারের লেক্‌চর দিতে আরম্ভ কল্লেন—বৈদিক ছাত্রেরা ভলম্‌নস্ নোট লিখে ফেল্লে। এদিকে চতুষ্পাঠীওয়ালা ভট্টাচার্য্যরা চলিত ও অর্দ্ধ পত্র পেতে লাগলেন; অনাহূত চতুষ্পাঠীহীন ভট্টাচার্য্যরা সুপারিস্ ও নগদ অর্দ্ধ বিদায়ের জন্য রমাপ্রসাদ বাবুর বাড়ি নিমতলা ও কাশী মিত্তিরের ঘাট হতেও বাড়িয়ে তুল্লেন—সেথায় বা কটা শকুনি আছে! এঁদের মধ্যে অনেকের চতুষ্পাঠীতে সংবৎসর ষাঁড়ে হাগে, সরস্বতী পূজার সময় ব্রাহ্মণী ও কোলের মেয়েটি বঙ্গদেশীয় ছাত্র সাজেন, শোলার পদ্ম ও রাংতার সাজওয়ালা ক্ষুদে ক্ষুদে মেটে সরস্বতীর অধিষ্ঠান হয়; জানিত ভদ্দর লোকদের নেলিয়ে দিয়ে কিছু পেটে।

ভট্‌চায্যি মশাইদের ছেলেব্যালা যে কদিন আসল সরস্বতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, তার পর এজন্মে আর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে না, কেবল সংবৎসর অন্তর এক দিন মেটে সরস্বতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, সেও কেবল যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যের জন্য!

পাঠকগণ! এই যে উর্দ্দি ও তকমাওয়ালা বিদ্যালঙ্কার, ন্যায়ালঙ্কার, বিদ্যাভূষণ ও বিদ্যাবাচস্পতিদের দেখচেন, এঁরা বড় ক্যালা যান না, এঁরা পয়সা পেলে না করেন

স্থান কর্ম্মই নাই! সংস্কৃত ভাষা এই মহাপুরুষদের হাতে পড়েই ভেবে ভেবে মিলিয়ে যাচ্চেন! পয়সা দিলে বানরওয়ালা নিজ বানরকে নাচায়, পোষাক পরায়, ছাগলের উপর দাঁড় করায়; কিন্তু এঁরা পয়সা পেলে নিজে বানর পর্য্যন্ত সেজে নাচেন! যত ভয়ানক দুষ্কর্ম্ম এই দলের ভেতর থেকে বেরোবে, দায়মালী জেল তন্ন তন্ন কল্লেও তত পাবেন না।

আগামী কল্য সপিণ্ডন। আজকাল সহরের দলপতিদলে অনেকেই কুলপানা চক্করের দলে পড়েচেন, নামটা ঢাকের মত কিন্তু ভেতরটা ফাঁক!—"রমাপ্রসাদ বাবু সদরের প্রধান উকীল, সাহেব সুবোদের বাবুর প্রতি যেরূপ অনুগ্রহ, তাতে আরও কত কি হয়ে পড়বেন, সুতরাং রমাপ্রসাদ বাবু দলস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের পত্র দিলে ফিরিয়ে দেওয়াটাও ভাল হয় না, কিন্তু রমাপ্রসাদ বাবুও * * * *" প্রভৃতি নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক চলতে লাগলো। দুই এক টাটকা দলপতিরা (জোর কলমে, মান অপমানের ভয় নাই) রমাপ্রসাদ বাবুর তোয়াক্কা না রেখে আপন আপন দলে প্রোক্লেমেশন্ দিলেন, প্রোক্লেমেশন্ দলস্থ ভট্টাচার্য্যদলে বিতরণ হতে লাগলো, অনেকে দু নৌকোয় পা দিয়ে বিষম বিপদে পড়লেন—শানকীর ইয়ারেরা "বারে বারে মুর্‌গী তুমি" দলে ছিলেন, চিরকার মুখ পুঁচে চলেচে, এইবার মহাবিপদে পড়তে হলো, সুতরাং মিত্তির খুড়ো লিভ্ নিয়ে হাওয়া খেতে যান। চাটুয্যে শয্যাগত হয়ে পড়েন। দলপতির প্রোক্লেমেশন জুরির সমন ও সফিনে হতেও ভয়ানক হয়ে পড়লো, সে এই—

"শ্রীশ্রীহরিং

শরণং।

অশেষ শাস্ত্ররত্নাকর পারবর পরম পূজনীয়

শ্রীল

ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ—

ধর্ম্ম—

সেবক শ্রী• চন্দর দাস ঘোষ

সাষ্টাঙ্গে শত সহস্র প্রণিপাত পুরঃসর নিবেদনং কার্য্যনঞ্চাগে শ্রীশ্রীভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের আশীর্ব্বাদে এ সেবকের প্রাণগতিক কুশল পরে যে হেতুক ৺রামমোহন রায়ের পুত্র বাবু রমাপ্রসাদ রায় স্বীয় মাতা ঠাকুরাণীর একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে মহাসমারোহ করিতেছেন ওই দলের বিখ্যাত কুলীন ও আমার ভগ্নীবুপতি বা

যিনিকৃষ্ট মিত্রজা মজকুর সম্যক্ প্রতীয়মান হইয়া জানিয়াছেন যে উক্ত রায় বাবু সহরের সমস্ত দলেই পত্র দিবেন সুতরাং এ দলেও পত্র পাঠাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা কিন্তু আমাদের শ্রীশ্রী৺ সভার দলের অনুগত দলের সহিত রায় মজকুরের আহার ব্যাভার চলিত নাই সুতরাং তিনি পত্র পাঠাইলেও আপনারা তথায় সভাস্থ হইবেন না।

শ্রী* চন্দর দাস ঘোষ।

সম্মতঃ সাং—হুড়ীঘাটা।

শ্রীহবীশ্বর শর্ম্মাঃ ন্যায়লঙ্কারোপাধীকঃ

বাব্যঃ সভাপণ্ডীতঃ"

প্রোক্লেমেশন্ পেয়ে ভট্‌চায্যি ও ফলারেরা ডুব্ মাল্লেন; কেউ কেউ ফল্গু নদীর মত অন্তঃশীলে বইতে লাগলেন, ডুবে জল খেলে শিবের বাবার সাধ্যি নাই যে টের পান; তবুও অনেক জায়গায় চৌকি, থানা ও পাহারা বসে গ্যালো, কিছুতেই কিছু কত্তে পাল্লেন না, টাকার খোস্‌বো প্যাঁজ রুসুনের গন্ধ ঢেকে তুল্লে—শ্রাদ্ধসভা পবিত্র হয়ে উঠ্‌লো, বাগবাজারের মদনমোহন ও শ্রীপাট খড়দর শ্যামসুন্দর পর্য্যন্ত ব্রজের রজে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। শ্রাদ্ধের দিন সকালব্যালা রমাপ্রসাদ বাবুর বাড়ি লোকারণ্য হয়ে গ্যালো, গাড়িবারাণ্ডা থেকে বাবুর্চ্চীখানা পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঠেল ধর্‌লো, এমন কি শ্রীক্ষেত্রে রথযাত্রায় জগন্নাথের চাঁদমুখ দেখতেও এত লোকারণ্য হয় না!

সপিণ্ডনের দিন সকালে রমাপ্রসাদ বাবু বারাণসী গরদের জোড় পরে ভক্তি ও শ্রদ্ধার আধার হয়ে পড়লেন। ব্যালার সঙ্গে সভার জনতা বাড়তে লাগলো, এক দিকে রাজভাটেরা সুর করে বল্লালের গুণগরিমা ও আদিশূরের গুণ কীর্ত্তন কত্তে লাগলো, এক দিকে ভট্টাচার্য্যদের তর্ক লেগে গ্যালো, ছ দশ জন ভেতরমুখো কুলীন দলপতিরা ভয় ও লজ্জায় সোয়ার হয়ে সভাস্থ হতে লাগলেন, দল দল কেত্তন আরম্ভ হলো, খোলের চাটিতে ও হরিবোলের শব্দে ডাইনিং রূমের কাচের গ্লাস ও ডিশেরা যেন ভয়ে কাঁপতে লাগলো—বৈমাত্র ভাই ধুম করে মার শ্রাদ্ধ কচ্চেন দেখে জ্ঞাতিত্ব নিবন্ধন হিংসাতেই ব্রাহ্মধর্ম্ম কাঁদতে লাগলেন, দেখে অ্যাম্‌বিশন হাসতে লাগলেন।

ক্রমে মালাচন্দন ও দানসামগ্রী উচ্ছুগ্‌গু হলে সভা ভঙ্গ হলো। কেত্তন বিদায় হলেন, ব্রাহ্মণভোজন আরম্ভ হলো। কল্‌কেতার ব্রাহ্মণভোজন দেখতে বেশ,—হুজুররা আঁতুড়ের কুদে মেয়েটিকেও বাড়িতে রেখে ফলার কত্তে আসেন না—যার যে কটি ছেলেপুলে আছে, ফলারের দিন সেগুলি সব বেরোবে—এক এক

জন ফলারমুখো বামুনকে ক্রিয়েবাড়িতে ঢুকতে দেখলে হঠাৎ বোধ হয় য্যান গুরুমশাই পাঠশাল তুলে চলেচেন! কিন্তু বেরোবার সময় বোধ হয় এক একটা সজ্জার ধোপা—লুচিমোণ্ডার মোটটি একটা গাধায় বইতে পারে না! ব্রাহ্মণরা সিকি, দুয়ানি ও আদুলি দক্ষিণে পেয়ে বিদেয় হলেন; দুই মাথান এঁটো কলাপাত, ভাঙ্গা খুরি ও আঁবের আঁটির নীলগিরি হয়ে গ্যালো! মাছিরা ভ্যান ভ্যান করে উড়্‌তে লাগলো—কাক ও কুকুররা টাঁক্‌তে লাগলো,—সামিয়ানায় হাওয়া বন্ধ হয়ে গ্যাচে! সুতরাং জল সপ্‌সপানি ও লুচি মণ্ডা দই ও আঁবের চপটে এক রকম ভ্যাপ্‌সো গন্ধে বাড়ি মাতিয়ে তুল্লে—সে গন্ধ ক্রিয়েবাড়ির ফেরত লোক ভিন্ন অন্যে হঠাৎ আঁচ্‌তে পার্ব্বেন না।

এদিকে বৈকালে রাস্তায় "কাঙ্গালী" জম্‌তে লাগ্‌লো, যত সন্ধ্যা হতে লাগলো ততই অন্ধকারের সঙ্গে কাঙ্গালী বাড়তে লাগলো—ভারী, দোকানদার, উড়ে বেহারা, রেও ও গুলিখোরেরা কাঙ্গালীর দলে মিশতে লাগলেন; জনতার ও! ও! রো! রো! শব্দে পাড়া প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো; রাত্তির সাতটার সময় কাঙ্গালীদের বিদেয় করবার জন্য প্রতিবাসী ও বড় বড় উঠানওয়ালা লোকেদের বাড়ি পোরা হলো; শ্রাদ্ধের অধ্যক্ষরা থলো থলো সিকি, আদুলি, দুয়ানি ও পয়সা নিয়ে দরজায় দাঁড়ালেন; চল্‌তি মশাল, লণ্ঠন ও "আও!" "আও!" রাস্তায় রাস্তায় কাঙ্গালী ডেকে ব্যাড়াতে লাগলো; রাত্তির তিনটে পর্য্যন্ত কাঙ্গালী বিদেয় হলো। প্রায় ত্রিশ হাজার কাঙ্গালী জমেছিল, এর ভিতর অনেকগুলি গর্ভবতী কাঙ্গালিনীও ছিল, তারা বিদেয়ের সময় প্রসব হয়ে পড়াতে নম্বরে বিস্তর বাড়ে!

বাঙ্গালী বিদেয়ের দিন দলস্থ নবশাখ, কায়স্থ ও বৈদ্যদের জলপান। ফলারে কেউই ফ্যালা যায় না; বামুন ও রেওদের মধ্যে য্যামন তুখোড় ফলারে আছে, কায়েত নবশাখ ও বদ্দিদের মধ্যেও ততোধিক। বরং কতক বিষয়ে এঁদের কাছে সার্টিফিকেটওয়ালা ফলারেরা কক্কে পায় না!

সহরের কারু বাড়ি কোন ক্রিয়েকর্ম্ম উপস্থিত হলে বাড়ির ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলেরা চাপকান, পায়জামা, টুপি ও পেটি পরে, হাতে লাল রুমাল ঝুলিয়ে—ঠিক যাত্রার নকীব সেজে দলস্থ ও আত্মীয় কুটুম্বদের নেমন্তন্নো কত্তে বেরোন। এর মধ্যে বড়মানুষ বা শাঁসে জলে হলে সঙ্গে পেশাদার নেমন্তন্নে বামুন থাকে। অনেকের বাড়ির সরকার বা দাদাঠাকুরগোছের পূজুরী বামুনেও চলে। নেমন্তন্নে বামুন বা সরকার রামগোছের এক ফর্দ্দ হাতে করে কাণে উডেন্ প্যান্সিল গুঁজে পান চিবুতে চিবুতে নেমন্তন্নো সেরে যান—ছেলেটি কেবল টু কাপির সইয়ের মতন সঙ্গে থাকে।

আজকাল ইংরেজি কেতার প্রাদুর্ভাবে অনেকে সাপটা ফলার বা ভোজে যেতে লাইক্ করেন না। কেউ ছেলেপুলে পাঠিয়ে সারেন, কেউ স্বয়ং বাগানে যাবার সময় ক্রিয়েবাড়ি হয়ে বেড়িয়ে যান—কিছু আহার কত্তে অনুরোধ কল্লে ভয়ানক রোগের ভাণ করে কাটিয়ে ছান, অথচ বাড়িতে এক জোড়া কুম্ভকর্ণের আহার ভল পেয়ে যায় - হাতিশালের হাতী ও ঘোড়াশালের ঘোড়া খেয়েও পেট ভরে না!

পাঠক! আমরা প্রকৃত ফলারদাস। লোহার সঙ্গে চুম্বুক পাথরের যে সম্পর্ক, আমাদের সহিত লুচিরও সেইরূপ—তোমার বাড়িতে ফলারটা আসটা জম্লে অনুগ্রহ করে আমাদের ভুলো না—আমরা মুন্কে রঘুর ভাই! ফলারের নাম শুনে আমরা নরক ও জেলে পর্য্যন্ত যাই! সে বার মৌলুবী হালুম হোসেন খাঁ বাহাদুরের ছেলের সুন্নতে ফলার করে এসেচি। হিন্দুধর্ম্মছাড়া কাণ্ড বিধবা বিয়েতেও পাত পাতা গিয়েচে। আর কল্কেতার ব্রাহ্মসমাজের জন্মতিথি উপলক্ষে ১১ই মাঘ পোপ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দি ফাষ্টের বাড়িতে যে বছর বছর একটা অন্নক্ষেত্তর হয়, তাতেও প্রসাদ পেয়েচি! ভাল কথা! ঐ ব্রাহ্মভোজের দিন ঠাকুরবাবুর মাঠের মত চণ্ডীমণ্ডপে ব্রাহ্ম ধরে না, কিন্তু প্রতি বুধবারে উপাসনার সময় সমাজে কেবল জন দশ বারোকে চক্ষু বুজে ঘাড় নাড়তে ও সুর করে সংস্কৃত ভাজিয়া পড়তে দেখতে পাই, বাকিরা কোথায়? তাঁরা বোধ হয়, পোষাকী ব্রাহ্ম! না আমাদের মত যজ্ঞির বিড়াল?

এ সওয়ায় আমাদের ফলারের বিস্তর ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট আছে; যদি ইউনিভার্সিটিতে বি, এ, ও বি, এলের মত ফলারের ডিগ্রী স্থির হয়, তা হলে আমরা তার প্রথম ক্যান্ডিডেট্!

রমাপ্রসাদ বাবুর মার সপিণ্ডনের জলপানে আড়ম্বর বিলক্ষণ হয়েছিল—উপচারও উত্তম রকম আহরণ হয়। সহরের জলপান দেখতে বড় মন্দ নয়, এক তো মধ্যাহ্নভোজন বা জলপান রাত্তির দুই প্রহর পর্য্যন্ত ঠেল মারে, তাতে নানা রকম জানওয়ারের একত্র সমাগম। যাঁরা আহার কত্তে বসেন, সেগুলির পা প্রথম ঘোড়ার মত নালবাঁদান বোধ হবে, ক্রমে সমীচীনরূপে দেখলে বুঝতে পার্ব্বেন যে কর্ম্মকর্ত্তা ও ফলারের সঙ্গীদের প্রতি এমনি বিশ্বাস যে জুতো জোড়াটি খুলে বসতে ভরসা হয় না!

শেষে কায়স্থের ভোজ মহাড়ম্বরে সম্পন্ন হলো। কুলীনরা পর্য্যায় মত রুই মাছের মুড়ো ও মুণ্ডী পেলেন—এক একটা আদবুড়ো আফিমখোর কুলীনের মাছের মুড়ো চিবোনো দেখে ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলেরা ভয় পেতে লাগলো। এক এক জনের

পান্ত গো-ভাগাড়কে হারিয়ে দিলে! এই প্রকারে প্রায় পোনের দিন সমারোহের পর রমাপ্রসাদের মার সপিণ্ডনের ধুম চুক্‌লো—হুজুকদারেরা জিরুতে লাগলেন।

যে সকল মহাপুরুষ দলপতিরা সভাস্থ হন নাই, তাঁরা আপনার আপনার দলে ঘোঁট পাড়িয়ে দিলেন—অনেক ভট্‌চাযি্য বিদেয় নিয়ে ফলার মেরে এসেও শেষে শ্রীশ্রী৺ ধর্ম্মসভার উমেদারের প্রপৌত্তুরদের দলের দলপতির কাছে গঙ্গাজল ছুঁয়ে শালগেরামের সামনে দিব্বি কত্তে লাগলেন যে তিনি অ্যাদ্দিন সহরে আচেন কিন্তু রমাপ্রসাদ রায় যে কে, তাও তিনি জানেন না, তিনি সুদ্ধ বাবুই জানেন! আর তাঁর ঠাকুর (স্বর্গীয় তর্কবাচস্পতি খুড়ো) মরবার সময় বলে গিয়েচেন যে "ধর্ম্ম অবতার! আপনার মত লোক আর এ জগতে নাই!" এ সওয়ায় অনেক শূন্য উপাধিধারী হুজুরেরা ধরা পড়্‌লেন, গোবর খেলেন, শ্রীবিষ্ণু স্মরণ কল্লেন ও ভুরু কামালেন।

কল্‌কেতায় প্রথম বিধবা বিবাহের দিন বালী উতোরপাড়া অম্বিকে ও রাজপুর অঞ্চলের বিস্তর ভট্‌চাযি্যরা সভাস্থ হন—ফলার ও বিদেয় মারেন, তার পর ক্রমে গাঢাকা হতে আরম্ভ হন, অনেকে গোবর খান, অনেকে সভাস্থ হয়েও বলেন, আমি সে দিন শয্যাগত ছিলাম!

যত দিন এই মহাপুরুষদের প্রাদুর্ভাব থাকবে, তত দিন বাঙ্গালির ভদ্রস্থতা নাই; গোঁসাইরা হাড়ী, মুচি ও মুদ্দফরাস নিয়ে বেঁচে আছেন, এই মহাপুরুষরা গোটা কত হতভাগা গোমূর্খ কায়স্থ ব্রাহ্মণ দলপতির জোরে আজও টিকে আছেন; এঁরা এক এক জন হারামজাদ্‌কি ও বজ্জাতির প্রতিমূর্ত্তি, এদিকে এমনি সজ্জাগজ্জা করে ব্যাড়ান যে হঠাৎ কার সাধ্য অন্তরে প্রবেশ করে,—হঠাৎ দেখলে বোধ হয় অতি নিরীহ ভদ্রলোক; বাস্তবিক, সে কেবল ভড়ং ও ভণ্ডামো।

রসরাজ ও যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল

রমাপ্রসাদ রায়ের মার সপিণ্ডনে সভাস্থ হওয়ায় কোন কোনখানে তুমুল কাণ্ড বেধে উঠ্‌লো—বাবা ছেলের সঙ্গে পৃথক্ হলেন। মামী ভাগ্‌নেকে ছাঁটলেন—ভাগ্‌নে মামীর চির-অন্নপালিত হয়েও চিরজন্মের কৃতজ্ঞতায় ছাই দিয়ে বিলক্ষণ বিপক্ষ হয়ে পড়্‌লেন। আমরা যখন ইস্কুলে পড়তুম, তখন সহরের এক বড়মানুষ সোনারবেণেদের বাড়ির শম্ভুবাবু বলে একজন আমাদের ক্লাসফ্রেণ্ড ছিলেন। এক দিন তিনি কথায়

কথায় বল্লেন যে "কাল ভাত্রে আমি ভাই আমার স্ত্রীকে বড় ঠাট্টা কচ্চেচি, সে আমায় বল্লে তুমি হনুমান্, আমি অমনি ফস্ কচ্চে বল্লুম তোর শ্বশুর হনুমান্।" ভাগ্‌নে বাবুও সেই রকম ঠাট্টা আরম্ভ করলেন। "রসরাজ" কাগজ পুনরায় বেরুলো; খেঁউড় ও পচালের স্রোত বইতে লাগলো। এরি দেখাদেখি এক জন সংস্কৃত কালেজের কৃতবিদ্য ছোকরা ব্রাহ্মধর্ম্ম ও কালেজ এডুকেশন মাথায় তুলে "য্যামন কর্ম্ম তেমনি ফল" নামে "রসরাজের" জুড়ি এক পচাল-পোরা কাগজ বার কল্লেন—রসরাজও তেমনি, ফলে লড়াই বেধে গ্যালো। দুই দলে কৃতাস্ত্র ও সেনা সংগ্রহ করে সমরসাগরে অবতীর্ণ হলেন,—ইস্কুল বয়েরা ভূরি ভূরি নির্ব্বুদ্ধি দলবল সংগ্রহ করে কুরুপাণ্ডবযুদ্ধ ঘটনার ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন দলে মিলিত হলেন—দুর্ব্বুদ্ধিপরায়ণ ক্যারাণী, কুটেল ও বাজে লোকেরা সেই কদর্য্য রস পান করবার জন্য কাক, কবন্ধ ও শৃগাল শকুনির মত রণস্থল জুড়ে রইলো। রসরাজ ও তেমনি ফলের ভয়ানক সংগ্রাম চলতে লাগলো—"পীর গোরাচাঁদের ম্যালা" "পরীর জন্মবিবরণ" "ঘোড়া-ভূত" ও "ব্রহ্মদৈত্যের কথোপকথন" প্রভৃতি প্রস্তাবপরিপূর্ণ রসরাজ প্রতিদিন পাঁচ শ। হাজার! দু হাজার! কাপি নগদ বিক্রি হতে লাগলো! কিন্তু "ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম" মাসে একখানাও ধারে বিক্রি হয় কি না সন্দেহ, "তিলোত্তমা" ও "সীতার বনবাসের" খদ্দের নাই! কিছু দিন এই প্রকার লড়াই চল্‌চে, এমন সময় গবর্মেণ্ট বাদী হয়ে কদর্য্য প্রস্তাব লিখন অপরাধে রসরাজসম্পাদকের নামে পুলিসে নালিশ কল্লেন; "যেমন কর্ম্ম"ও পাছে তেম্‌নি ফল পান এই ভয়ে গা ঢাকা দিলেন; "রসরাজের" দোয়ার ও খুলীরে, মূল গায়েনকে মজলিসে রেখে "চাচা আপনা বাঁচা" কথাটি স্মরণ করে মের্দ্দোম ও মন্দিরে ফেলে চম্পট দিলে। ভাগ্‌নে বাবু (ওরফে মিত্তির খুড়ো) সফিনের ভয়ে অন্দর মহলের পাইখানা আশ্রয় কল্লেন—গিরিবর ক্ষেত্রমোহন বিদ্যারত্ন চামর ও নূপুর নিয়ে তিন মাসের জন্য হরিণবাড়ি ঢুকলেন। "পীর গোরাচাঁদের" বাকি গীত সেইখানে গাওয়া হলো। পাতরভাঙ্গা হাতুড়ির শব্দ, বেতের পটাং পটাং ও বেড়ির ঝুম্‌ঝুমানি মন্দিরে ও মৃদঙ্গের কাজ কল্লে—কয়েদীরা বাজে লোক সেজে "পীরের গীত" শুনে মোহিত হয়ে বাহবা ও প্যালা দিলে; "খেলেম দই রমাকান্ত বিকারের ব্যালা গোবর্দ্ধন"—যে তামাকথা আছে, ভাগ্‌নে বাবু (ওরফে মিত্তির খুড়ো) ও রসরাজসম্পাদকে সেইটির সার্থকতা হলো। আমরাও ক্রমে বুড়ো হয়ে পড়লেম, চসমা ভিন্ন দেখ্‌তে পাই নে।

বুজরুকি

পাঠক! আমাদের হরিভদ্দর খুড়ো কায়স্থ মুখ্‌খী কুলীন, দেড় শ ছিলিম গাঁজা প্রত্যহ জলযোগ হয়ে থাকে, থাক্‌বার নির্দ্দিষ্ট বাড়ি ঘর নাই, সহরে খান্‌কী মহলে অনেকের সঙ্গে আলাপ থাকায় শোবার ও খাবার ভাবনা নাই, বরং আদর করে কেউ "বেয়াই" কেউ "জামাই" বলে ডাকতো। আমাদের খুড়ো ফলার মাত্রেই পাদ্‌ধুলো ছান ও লুচিটে সন্দেশটা বেঁধে আনতেও কসুর করেন না; এমন কি তাগে পেলে চলনসই জুতোজোড়াটাও ছেড়ে আসেন না। বলতে কি আমাদের হরিভদ্দর খুড়ো একরকম সবলোট্‌ গোছের ভদ্দর লোক! খুড়ো উপস্থিত হয়েই এ কথা সে কথার পর বল্লেন যে, আর শুনেছ আমাদের সিমলে পাড়ায় এক মহাপুরুষ সন্ন্যাসী এসেচেন—তিনি সিদ্ধ,—তিনি সোনা তৈরি কত্তে পারেন—লোকের মনের কথা গুণে বলেন—পারাভস্ম খাইয়ে সে দিন গঙ্গাতীরে একটা পচা মড়াকে বাঁচিয়েচেন, ভারি বুজরুক! কিন্তু আমরা ক বার কটি সন্ন্যাসীর বুজরুকি ধরেচি, গুটিকত ভূতচালার ভূত উড়িয়ে দিয়েছি, আর আমাদের হাতে একটি জোচ্চোরের জোচ্চুরি বেরিয়ে পড়ে।

যখন হিন্দুধর্ম্ম প্রবল ছিল, লোকে দ্রব্যগুণ, কিমিয়া ও ভূতত্ত্ব জান্‌তো না, তখনই এই সকলের মান্য ছিল। আজকাল ইংরাজি লেখাপড়ার কল্যাণে সে গুড়ে বালি পড়েচে, কিন্তু কল্‌কেতা সহরে না দেখা যায়, এমন জিনিষই নাই; না আসেন, এমন দেবতাই নাই; সুতরাং কখন কখন "সোনা করা" "ছেলে করা" "নিরাহার" "ভূত নাবানো" "চণ্ডুসিদ্ধ" প্রভৃতিরা পেটের দায়ে এসে পড়েন, অনেক জায়গায় বুজরুক দ্যাখান, শেষ কোথাও না কোথাও ধরা পড়ে বিলক্ষণ শিক্ষা পেয়ে যান।

হোসেন খাঁ

বছর চার পাঁচ হলো, এই সহরে হোসেন খাঁ নামে এক মোছলমান বহু কালের পর ঐ রঙ্গে ভয়ানক আড়ম্বরে ছাথা ছান—তিনি হজ্‌রত জিনিয়াই সিদ্ধ! (পাঠকরা আরব্য উপন্যাসের আলাদিন ও আশ্চর্য্য প্রদীপের কথা স্মরণ করুন)— "যা মনে করেন, সেই জিনিষই জিনি দ্বারা আনাতে পারেন, বাক্সের ভেতর থেকে

ঘড়ি, আংটি, টাকা উড়িয়ে ছান, নদীজলে চাবির থলো ফেলে দিয়ে জিনিষ দ্বারা তুলে আনান” প্রভৃতি নানা প্রকার অদ্ভুত কর্ম্ম কত্তে পারেন।

ক্রমে সহরে সকলেই হোসেন খাঁর কথার আন্দোলন কত্তে লাগ্‌লেন—ইংরেজি কেতার বড় দলে হোসেন খাঁর খবর হলো। হোসেন খাঁ আজ রাজা বাহাদুরের বাগানে বাক্সের ভেতর থেকে টাকা উড়িয়ে দিলেন, উইলসনের হোটেল থেকে খাবার উড়িয়ে আন্‌লেন, বোতল বোতল শ্যামপিন্‌, দোমা দোমা গোলাবি খিলি ও দালিম, কিস্‌মিস্‌ প্রভৃতি হরেকরকম খাবার জিনিষ উপস্থিত কল্লেন। কাল—রায় বাহাদুরের বাড়িতে কমলালেবু, বেলফুলের মালা, বরফ ও আচার আন্‌লেন—যাঁরা পরমেশ্বর মান্‌তেন না, তাঁরাও হোসেন খাঁকে মান্‌তে লাগ্‌লেন। ভাষায় বলে “পাথরে পূজিলে পাঁচে পীর হয়ে পড়ে” ক্রমে হোসেন খাঁ বড় বড় কাশ্মীরী উল্লুক ঠকাতে লাগলেন। অনেক জায়গায় খোরাকি বরাদ্দ হলো। বুজরুকি দ্যাখবার জন্য দেশ দেশান্তর থেকে লোক আস্‌তে লাগ্‌লো—হোসেন খাঁর প্রিমিয়ম বেড়ে গ্যালো।

জুচ্চুরি চিরকাল চলে না। “দশ দিন চোরের, এক দিন সেধের,” ক্রমে দুই এক জায়গায় হোসেন খাঁ ধরা পড়তে লাগলেন—কোথাও ঠোনাটা ঠানাটা, কোথাও কাণমলা, শেষ প্রহার পর্য্যন্ত বাকি রইলো না। যাঁরা তাঁরে পূর্ব্বে দেবতা-নির্ব্বিশেষে আদর করেছিলেন, তাঁরাও দু এক ঘা দিতে বাকি রাখলেন না; কিছু দিনের মধ্যেই জিনি-সিদ্ধ হোসেন খাঁ পৌত্তলিকের শ্রাদ্ধের দাগা ষাঁড়ের অবস্থায় পড়লেন; যাঁরা আদর করে নিয়ে যান, তাঁরাই দাগী করে বার করে ছান, শেষে সরকারী অতিতশালা আশ্রয় কল্লেন—হোসেন খাঁ জেলে গ্যালেন! জিনি পাতাল আশ্রয় কল্লেন।

ভূত নাবানো

আর এক বার যে আমরা ভূত নাবানো দেখেছিলেম, সেও বড় চমৎকার! আমাদের পাড়ার এক স্যাকরাদের বাড়িতে এক জনের বড় ভয়ানক রোগ হয়; স্যাকরারা বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন, সুতরাং রোগের চিকিৎসা কত্তে ত্রুটি কল্লে না, ইংরেজি ডাক্তর বদ্দি ও হাকিমের মেলা করে ফেল্লে; প্রায় তিন বৎসর ধরে চিকিৎসে হলো, কিন্তু রোগের কেউ কিছুই কত্তে পাল্লে না, রোগ ক্রমশ বৃদ্ধি হচ্চে দেখে

বাড়ির মেয়ে মহলে—তুলসী দেওয়া—কালীঘাটে সস্তেন—কালভৈরবের স্তব পাঠ—তুক্তাক্—সাফরিদ্—নারাণ—বালওড়—বাল্সী—শোপুর—ফুলপুর ও হালুমপুর প্রভৃতি বিখ্যাত বিখ্যাত জায়গার চন্নামেন্তো ও মাদুলি ধারণ হলো—তারকেশ্বরে হত্যে দিতে লোক গ্যালো—বাড়ির বড় গিন্নি কালীঘাটে বুক চিরে মাথায় ও হাতে ধুনো পোড়াতে গেলেন—শেষে এক জন ভূতচালা আনা হয়।

ভূত চালার ভূতের ডাক্তারি পর্য্যন্ত করা আছে। আজকাল দু এক বাঙ্গালি ডাক্তার মধ্যে মধ্যে পেশেণ্টের বাড়ি ভূত সেজে ছাখা ছান—চাদরের বদলে দড়ি ও পেরেক সহিত মশারি গায়ে কখন বা উলঙ্গ হয়েও আসেন, কেবল মন্ত্রের বদলে চার পাঁচ জন রোজায় ধরাধরি করে আন্‌তে হয়। এঁরা কল্‌কেতা মেডিকেল কালেজের এজুকেটেড ভূত।

ভূতচালা চণ্ডীমণ্ডপে বাসা পেলেন, ভূত আস্‌বার প্রোগ্রাম স্থির হলো—আজ সন্ধ্যার পরেই ভূত নাব্বেন, পাড়ার দু চার বাড়িতে খবর দেওয়া হলো—ভূত মনের কথা ও রুগীর ঔষধ বলে দেবে। ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে গ্যালো, কুটিওয়ালারা ঘরে ফিল্লেন—বারফট্‌কারা বেরুলেন, বিগ্রহরা উত্তরাঢ়ি কায়েতদের মত (দর্শন মাত্র) শেতল খেলেন, গীর্জ্জের ঘড়ি্তে টুং টাং ঢং করে নটা বেজে গ্যালো, গুম্ করে তোপ পড়্‌লো। ছেলেরা "ব্যোম্ কালী কল্‌কেতাওয়ালী" বলে হাততালি দে উঠ্‌লো—ভূতনাবানো আসরে নাবলেন।

আমাদের প্রতিবাসী ভূত নাবানোর কথা প্রমাণ ও বাড়ির গিন্নিদের মুখে শুনে ভূতের আহার জন্য আয়োজন কত্তে ত্রুটি করে নাই ; বড়বাজারের সমস্ত উত্তমোত্তম মেঠাই, ক্ষীরের নানা রকম পেয় ও লেহ্যরা পদার্পণ করেন—বোধ হয়, আমাদের মত প্রকৃত ফলায়্যের দশ জনে তাঁদের শেষ কত্তে পারে না, রোজা ও তাঁর দুই চেলায় কি কর্ব্বেন! রোজা ঘরে ঢুকে একটি পিঁড়েয় বসে ঘরের ভিতরে সকলের পরিচয় নিতে লাগ্‌লেন—অনেকের আপাদমস্তক ঠাউরে দেখে নিলেন—দুই এক জন কলেজবয় ও মোটা মোটা লাঠিওয়ালা নিমন্ত্রিতদের প্রতি তাঁর যে বড় ঘৃণা জন্মেছিল, তা তাঁর সে সময়ের চাউনিতেই জানা গ্যালো।

রোজার সঙ্গে দুটি চ্যালা মাত্র, কিন্তু ঘরে প্রায় জন চাল্লিশ ভূত দেখবার উমেদার উপস্থিত, সুতরাং ভূত প্রথমে আস্‌তে অস্বীকার করেছিলেন, তদুপলক্ষে রোজাও "কাল ও কৃশ্চানীয়" উপলক্ষে একটু বক্তৃতা কত্তে ভোলেন নাই—শেষে দর্শকদের প্রগাঢ় ভক্তি ও ঘরের আলো নিবিয়ে অন্ধকার করবার সম্মতিতে রোজা ভূত আন্‌তে রাজি হলেন—চ্যালারা খাবার দাবার সাজানো থালা ঘেঁষে বস্‌লেন, দরজায়

হুড়কো পড়লো—আলো নিবুয়ে দেওয়া হলো ; রোজা কোশাকুশি ও আসন নিয়ে শুদ্ধাচারে ভূত ডাক্‌তে বসলেন, আমরা ভূতের ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে বারোইয়ারির গুদমজাত সংগুলির মত অন্ধকারে বসে রইলেম।

পাঠক ! আপনার স্মরণ থাক্‌তে পারে, আমরা পূর্ব্বেই বলেছি যে, আমাদের ঠাকুরমা ভূত ও পেত্নীর ভয় নিবারণের জন্য একটি ছোট জয়ঢাকের মত মাদুলিতে ভূকৈলেশের মহাপুরুষের পায়ের ধুলো পুরে আমাদের গলায় ঝুলিয়ে ছান—তা সওয়ায় আমাদের গলায় গুটি বারো রকমারি পদক ও মাদুলি ছিল, দুটি বাগের নখ ছিল, আর কুমীরের দাঁত, মাছের আঁশ ও গণ্ডারের চাম্‌ড়াও কোমরের গোটে সাবধানে রাখা হয়। আর হাতে একখানা বাজুর মত কবচ ও তারকেশ্বরের উদ্দেশ্যে সোনার তাগা বাঁধা ছিল। খুব ছেলেবেলা আমাদের এক বার বড় ব্যায়রাম হয়, তাতেই আমাদের পায়ে একটি চোরের সিঁদের বেড়ি পরিয়ে দেওয়া হয় ও মাথায় পঞ্চানন্দের একটি জট্ থাকে, জটটি তেল ও ধুলোতে জড়িয়ে গিয়ে রামছাগলের গলার ঝুমঝুড়ীর মত ঝুলতো, কিন্তু আমরা ইস্কুলের অবস্থাতেই অল্প বয়সে অ্যাম্‌বিশনের দাস হয়ে ব্রাহ্মসমাজে গিয়ে একখানা ছাবানো হেডিংওয়ালা কাগজে নাম সই করি ; তাতেই শুন্‌লেম যে, আমাদের ব্রাহ্ম হওয়া হলো, সুতরাং তারই কিছু পূর্ব্বে ইস্কুলের পণ্ডিতের মুখে মহাপুরুষের দুর্দ্দশা শুনে সেগুলি খুলে ফেলেছিলেম, আজ সেইগুলির আবার স্মরণ হলো, মনে কল্লেম যদি ভূত নাবানো সত্যই হয়, তা হলে সেইগুলি পোরে আস্‌তে পাল্লে ভূতে কিছু কত্তে পার্ব্বে না—এই বিবেচনা করে সেইগুলির তত্ত্ব কল্লেম, কিন্তু পাওয়া গ্যালো না—সেগুলি আমাদের পৌত্তুরের ভাতের সময় একটা চাকর চুরি করে ; চুরিটি ধরবার জন্য চেষ্টারও ত্রুটি হয় নি—গিন্নি শনিবারে একটা সুপুরি, পয়সা ও সওয়া কুনকে চেলের মুদো বাঁদেন, ক্ষেঁপীর মা বলে আমাদের বহু কালের এক বুড়ি দাসী ছিল, সে সেই মুদোটি নে জানের বাড়ি যায়—জান গুণে বলে দেয় যে "চোর বাড়ির লোক, বড় কালও নয় বড় সুন্দরও নয়—শ্যামবর্ণ, মানুষটি একহারা, মাজারি গোঁপ, মাথায় টাক্ থাক্‌তেও পারে, না থাকতেও পারে।" জানের গোণাতে আমাদের ও চাকরটিকেই বোঝায়, সুতরাং চাকরকেই চোর স্থির করে ছাড়িয়ে দেওয়া যায়, সুতরাং সে মাদুলিগুলি পাওয়া গ্যালো না, বরং ভূতের ভয় বেড়ে উঠ্‌লো।

ব্রাহ্ম হলেও যে ভূতে ধরবে না, এটিরও নিশ্চয় নাই—সে দিন কল্‌কেতার ব্রাহ্মসমাজের এক জন ডাইরেকটরের স্ত্রীকে ডাইনে পায়—নানা দেশ দেশান্তর

থেকে রোজা আনিয়ে কত ঝাড়ান ঝোড়ান, সরষে পড়া, জল পড়া ও লঙ্কা পোড়া দিতে, তবে ভাল হয়—অনেক ব্রাহ্মর বাড়িতে ভূতচতুর্দ্দশীর প্রদীপ দিতে দেখা যায় !

এদিকে রোজা খানিক ক্ষণ ডাকৃতে ডাকৃতে ভূতের আসবার পূর্ব্বলক্ষণ হতে লাগ্‌লো ; গোহাড়, ঢিল, ইট ও ছুতো হাঁড়ি বাড়ির চতুর্দ্দিকে পড়তে লাগ্‌লো, ঘরের ভেতর গুপ্‌ গুপ্‌ করে য্যান কে নাচ্চে বোধ হতে লাগ্‌লো, খানিক ক্ষণ এই রকম ভূমিকার পর মড়াস্‌ করে একটা শব্দ হলো, ভূতের বসবার জন্য ঘরের ভিতর যে পিঁড়েখানা রাখা হয়েছিল, শব্দে বোধ হলো সেইখানি চুচির হয়ে ভেঙ্গে গ্যালো—রোজা সভয়ে বলে উঠলেন—শ্রীযুত এসেচেন !

আমরা ছেলেব্যালা আমাদের বুড়ো ঠাকুরমার কাছে শুনেছিলাম যে, ভূতে ও পেত্নীতে খোনা কথা কয়, সেটি আমাদের সংস্কারবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল ; আজ তার পরীক্ষা হলো—ভূত পিঁড়ে ফাটিয়েই খোনা কথা কইতে লাগ্‌লেন, প্রথমে এসেই কলেজবয়েদের দলের দুই এক জনের নাম ধরে ডাকৃলেন, তাদের নাস্তিক ও কৃশ্চান বলে গাল দিলেন, শেষে ভূতত্বনিবন্ধন ঘাড় ভাঙ্গবার ভয় পর্য্যন্ত ছাখাতে ক্রটি করেন নাই ; ভূতের খোনা কথা ও অপরিচিতের নাম বলাতেই বাড়ির কর্ত্তা বড় ভয় পেলেন, জোড়হাত করে (অন্ধকারে জোড়হাত দেখা অসম্ভব, কিন্তু ভূত অন্ধকারে দিব্বি দেখতে পান, সুতরাং কর্ম্মকর্ত্তা অন্ধকারেও জোড়হস্তে কথা কয়েছিলেন এ আমাদের কেবল ভাবে বোধ হলো) ক্ষমা চাইলেন, কিন্তু ভূত সর মর্ডাণ্ট ওয়েল্‌সের মত যা ধরেন, তার সমূলচ্ছেদ না করে ছাড়েন না, সুতরাং আমাদের ঘাড় ভাঙ্গবার প্রতিজ্ঞা অন্যথা হলো না, শেষে রোজা ও বুড়ো বুড়ো দর্শক ও বাড়িওয়ালার অনেক সাধ্য সাধনার পর ভূত মহোদয় ষষ্ঠীবাঁটায় আগত নূতন জামাইয়ের মত যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ কত্তে সম্মত হলেন, আমরাও পালাবার পথ আঁচতে লাগ্‌লেম্‌ !

লুচির চট্‌কানো ও চিবোনোর চপর চপর ও সাপ্টা ফলারের হাপুর হুপুর শব্দ থামৃতে প্রায় আদ ঘণ্টা লাগ্‌লো, শেষে ভূত জলযোগ করে গাঁজা ও তামাক খাচ্চেন, এমন সময় পাশ থেকে ওলাউঠো রুগীর বমির ভূমিকার মত উকির শব্দ শোনা যেতে লাগলো, ক্রমে উকির চোটে ভূতের বাক্‌রোধ হয়ে পড়্‌লো —বমি ! হুড় হুড় করে বমি ! গৃহস্থ মনে কল্লেন, ভূত মহাশয় বুঝি বমি কচ্চেন, সুতরাং তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিয়ে আনালেন, শেষে দেখি কি চ্যালা ও রোজা খোদই বমি কচ্চেন, ভূত সরে গ্যাচেন—আমরা পূর্ব্বে শুনি নে যে

গোয়েন্দার অগোচরে এক জন মেডিকেল কালেজের ছোকরা ভূতের জন্য সংগৃহীত উপচারে টারটামেটিক্ মিশিয়ে দিয়েছিলেন, রোজা ও চ্যালারা তাই প্রসাদ পাওয়াতেই তাঁদের এই দুর্দ্দশা ; সুতরাং ভূত নাবানোর উপর আমাদের যে ভক্তি ছিল, সেটুকু উপে গ্যালো ! সুতরাং শেষে আমরা এই স্থির কল্লেম যে, ইংরাজি ভূতেদের কাছে দিশী ভূত খবরে আসে না !

এ সওয়ায় আমরা আরও দু চার জায়গায় ভূত নাবানো দেখেচি, পাঠকরাও বিস্তর দেখেচেন, সুতরাং সে সকল এখানে উত্থাপন করা অনাবশ্যক, "ভূত নাবানো" ও "হোসেন খাঁ" কেবল জুচ্চুরি ও হুজুকের আনুষঙ্গিক বলেই আমরা উল্লেখ করি।

নাককাটা বঙ্ক

হরিভদ্দর খুড়োর কথা মত—এ সকল প্রলয় জুয়াচুরি জেনেও আমরা এক দিন সন্ধ্যার পর সিম্‌লে পাড়ার বঙ্কবেহারি বাবুর বাড়িতে গেলুম, বেহারি বাবু উকীলের বাড়ীর হেড্ ক্যারাণী—আপনার বুদ্ধি ও কৌশলবলেই বাড়ি ঘর দোর ও বিষয় আশয় বানিয়ে নিয়েচেন, বারো মাস ঘায়ে ঘোয়ে ফেরেন—যে রকমে হোক কিছু আদায় করাই উদ্দেশ্য !

বঙ্কবেহারি বাবু ছেলেবেলায় মাতামহের অন্নেই প্রতিপালিত হতেন, সুতরাং তাঁর লেখাপড়া ও শারীরিক তদ্বিরে বিলক্ষণ গাফিলি হয়। এক দিন মামার বাড়ি খেলা কত্তে কত্তে তিনি পাতকোর ভেতর পড়ে যান—তাতে নাকটি কেটে যায়, সুতরাং সেই অবধি সমবয়সীরা আদর করে "নাককাটা বঙ্কবেহারি" বলেই তাঁরে ডাক্‌তো, শেষে উকীলবাড়িতেও তিনি ঐ নামে বিখ্যাত হয়ে পড়েন। বঙ্কবেহারি বাবুরা তিন ভাই, তিনি মধ্যম ; তাঁর দাদা সেলরদের দালালি কত্তেন, ছোট ভাইয়ের পাইকেরের দোকান ছিল। তিন ভাইয়েই কাঁচা পয়সা রোজগার করেন, জীবিকাগুলিও রকমারি বটে, সুতরাং নানাপ্রকার বদ্‌মায়েশ পাল্লায় থাক্‌বে বড় বিচিত্র নয়—অল্প দিনের মধ্যেই বঙ্কবেহারি বাবুরা সিম্‌লের একজন বিখ্যাত লোক হয়ে উঠ্‌ছিলেন, হঠাৎ কিছু সঙ্গতি হলে লোকের মেজাজ যেরূপ গরম হয়ে ওঠে, তা পাঠকরা বুঝতেই পারেন (বিশেষত আপনাদের মধ্যেও কোন্ না দুই এক জন বঙ্কবেহারি বাবুর অবস্থার লোক না হবেন) ক্রমে বঙ্কবেহারি বাবু ভদ্রলোকের পক্ষে প্রকৃত জোলাপ হয়ে পড়্‌লেন।

হাইকোর্টের অ্যাটর্নীর বাড়ির প্যায়দা ও মালী পর্য্যন্ত আইনবাজ হয়ে থাকে, সুতরাং বঙ্কবেহারি বাবু যে তুখোড় আইনবাজ হবেন তা পূর্ব্বেই জানা গিয়েছিল— আইন আদালতের পরামর্শ, জাল জালিয়াতির তালিম, ইকুটির খোঁচ ও কমন্ লার প্যাঁচে—বঙ্কবেহারি বাবু দ্বিতীয় শুভঙ্কর ছিলেন। ভদ্দর লোকমাত্রকেই তাঁর নামে ভয় পেতে হতো, তিনি আকাশে ফাঁদ পেতে চাঁদ ধরে দিতে পারেন, হয়কে নয় করেন, নয়কে হয় করেন, এমন কি টেকচাঁদ ঠাকুরের ঠক্‌চাচাও তাঁর কাছে পরামর্শ নিতেন!

আমরা সন্ধ্যার পরে বঙ্কবেহারি বাবুর বাড়িতে পৌঁছিলাম। আমাদের বুড়ো রাম ঘোড়াটির মধ্যে মধ্যে বাতশ্লেষ্মার জ্বর হয়, সুতরাং আমরা গাড়ি চড়ে যেতে পারি নাই; রাস্তা হতে এক জন ঝাঁকা মুটে ডেকে তার ঝাঁকায় বসেই যাই; তাতে গাড়ির চেয়ে কিছু বিলম্ব হতে পারে। কিন্তু ঝাঁকা মুটে অপেক্ষা পহারাওয়ালাদের ঝোলায় যাওয়ায় আরাম আছে—দুঃখের বিষয় এই যে, সেটি সব সময় ঘটে না! পাঠকরা অনুগ্রহ করে যদি ঐ ঝোলায় এক বার সোয়ার হন্, তা হলে জন্মে আর গাড়ি পাল্‌কি চড়তে ইচ্ছা হবে না; যাঁরা চড়েচেন, তাঁরাই এর আরাম জানেন—যেন ইস্প্রীংওয়ালা কৌচ!

আমরা বঙ্কবেহারি বাবুর বাড়িতে আরও অনেকগুলি ভদ্রলোককে দেখ্‌তে পেলেম, তাঁরাও "সোনা করার" বুজরুকি দেখ্‌তে সভাস্থ হয়েছিলেন। ক্রমে সকলের পরস্পর আলাপ ও কথাবার্ত্তা থামলে সন্ন্যাসী যে ঘরে ছিলেন, আমাদেরও সেই ঘরে যাবার অনুমতি হলো। সে ঘরটি বঙ্ক বাবুর বৈঠকখানার লাগাও ছিল, সুতরাং আমরা সুদ্ধ পায়েই ঢুক্‌লেম্; ঘরটি চার কোণা সমান, মধ্যে সন্ন্যাসী বাগ্‌ছাল বিছিয়ে বসেচেন, সামনে একটি ত্রিশূল পোঁতা হয়েচে, পিতলের বাঘের উপর চড়া মহাদেব ও এক বাণলিঙ্গ শিব সাম্‌নে শোভা পাচ্চেন, পাশে গাঁজার হুঁকো—সিদ্ধির ঝুলি ও আগুনের মাল্‌সা—সন্ন্যাসীর পেছনে দুজন চ্যালা বসে গাঁজা খাচ্চে, তার কিছু অন্তরে একটা হাপর, জাঁতা, হাতুড়ি ও হামামদিস্তে পড়ে রয়েচে—তারাই সোনা তৈরির বাহ্যিক আড়ম্বর।

আমাদের মধ্যে অনেকে সন্ন্যাসীকে দেখে ভক্তি ও শ্রদ্ধার আধার হয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কল্লেন, অনেকে নিমগোছের ঘাড় নোয়ালেন, কেউ কেউ আমাদের মত গুরুমশায়ের পাঠশালের ছেলেদের ন্যায় গণ্ডার এণ্ডায় সায় দিয়ে গোলে হরিবোলে সাল্লেন—শেষে সন্ন্যাসী ঘাড় নেড়ে সকলকেই বস্‌তে বল্লেন।

যে মহাপুরুষদের কৌশলে হিন্দুধর্ম্মের জয় হয়, তাঁরাই ধন্য! এই কন্দকাটা!

এই ব্রহ্মদত্তি! এই রক্তদন্তী কালী—এই শেতলা! ছেলেদের কথা দূরে থাকুক, বুড়ো মিন্‌সেদেরও ভয় পাইয়ে ছায়! সন্ন্যাসী যে রকম সজ্জাগজ্জা করে বসে-ছিলেন, তাতে মানুন বা নাই মানুন, হিন্দুসন্তান মাত্রকেই শেওরাতে হয়েছিল। হায়! কালের কি মহিমা—সে দিন যার পিতামহ যে পাথরকে ঈশ্বরজ্ঞানে প্রণাম করেচে—মুক্তির অনন্যগতি জেনে ভক্তি করেচে, আজ তার পৌত্তুর সেই পাথরের ওপর পা তুলতে শঙ্কিত হচ্চে না; রে বিশ্বাস! তোর অসাধ্য কর্ম্ম নাই! যার দাস হয়ে এক বার একজনকে প্রাণ সমর্পণ করা যায়, আবার তারই কথায় তারে চিরশত্রু বিবেচনা হয়, এর বাড়া আর আশ্চর্য্য কি! কোন্ ধর্ম্ম সত্য? কিসে ঈশ্বর পাওয়া যায়? তা কে বলতে পারে! সুতরাং পূর্ব্বে যারা ঘোরনাদী বজ্রে, জলে, মাটি ও পাথরে ঈশ্বর বলে পূজে গ্যাচে, তারা যে নরকে যাবে; আর আমরা কি বুধবারে ঘণ্টাক্ষাণেকের জন্য চক্ষু বুজে ঘাড় নেড়ে কান্না ও গাওনা শুনে যে স্বর্গে যাব—তারই বা প্রমাণ কি? সহস্র সহস্র বৎসরে শত শত তত্ত্ববিৎ ও প্রকৃতিজ্ঞ জ্ঞানীরা যাঁরে পাবার উপায় অবধারণে অসমর্থ হলো, আমরা যে সামান্য হীনবুদ্ধি হয়ে তাঁর অনুগৃহীত বলে অহঙ্কার ও অভিমান করি, সে কতটা নির্ব্বুদ্ধির কর্ম্ম?—ব্রহ্মজ্ঞানী যেমন পৌত্তলিক, কৃশ্চান ও মোসলমানদের অপদার্থ ও অসার বলে জানেন, তাঁরাও ব্রাহ্মদের পাগল ও ভণ্ড বলে স্থির করেন। আজকাল যেখানে যে ধর্ম্মে রাজমুকুট নত হয়, সেখানে সেই ধর্ম্মই প্রবল। কালের অব্যর্থ নিয়মে প্রতি দিন সংসারের যেমন পরিবর্ত্তন হচ্চে, ধর্ম্ম সমাজ, রীতি ও নিয়মও অ্যাড়াচ্চে না। যে রামমোহন রায় বেদকে মান্য করে তার সূত্রে ব্রাহ্মধর্ম্মের শরীর নির্ম্মাণ করেচেন, আজ এক শ বছরও হয় নাই, এরই মধ্যে তাঁর শিষ্যরা সেটি অস্বীকার করেন—ক্রমে কৃশ্চানীর ভড়ং ব্রাহ্মধর্ম্মের অলঙ্কার করে তুলেচেন—আরও কি হয়! এই সকল দেখে শুনেই বুঝি কতকগুলি ভদ্রলোক ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। যদি পরমেশ্বরের কিছুমাত্র বিষয়-জ্ঞান থাকতো, তা হলে সাদ করে "ঘোড়ার ডিম" ও "আকাশকুসুমের" দলে গণ্য হতেন না! সুতরাং এক দিন আমরা তাঁরে এক জন কাণ্ডজ্ঞানহীন পাড়াগেঁয়ে জমিদার বলে ডাকলেও ডাকতে পারি!

সন্ন্যাসী আমাদের বসতে বলে অন্য কথা তোলবার উপক্রম কচ্চেন, এমন সময় বহুবেহারি বাবু এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কল্লেন—সে দিন বহুবেহারি বাবু মাতায় একটি জরির কাবুলী তাজ, গায়ে লাল গাজের একটি পিরাহান, "বেঁচে থাকুক বিদ্যেসাগর চিরজীবী হয়ে" পেড়ে শান্তিপুরে ধুতি ও ডুরে উড়ুনি মাত্র ব্যবহার

করেছিলেন, আর হাতে একটি লাল রঙ্গের রুমাল ছিল, তাতে রিং সমেত গুটিকত চাবি ঝুলচে।

বঙ্কবেহারি বাবুর ভূমিকা, মিষ্ট আলাপ, নমস্কার ও শেক হ্যাণ্ড চুকলে পর তাঁর দাদা সন্ন্যাসীকে হিন্দিতে বুজিয়ে বল্লেন যে, এই সকল ভদ্দর লোকেরা আপনার বুজরুকি ও ক্যারামত দেখ্‌তে এসেচেন; প্রার্থনা—অবকাশমত দুই একটা জাহির করেন—তাতে সন্ন্যাসীও কিছু কষ্টের পর রাজি হলেন। ক্রমে বুজরুকির উপক্রমণিকা আরম্ভ হলো, বঙ্কবেহারি বাবু প্রোগ্র্যাম স্থির কল্লেন, কিছুক্ষণ দেখ্‌তে দেখ্‌তে প্রথমে ঘটের উপর হতে একটি জবাফুল তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠ্‌লো—ঘটের উপর থেকে জবাফুল বর্ষাকালের কড়কটো ব্যাঙের মত থপাস্ করে লাফিয়ে উঠ্‌লো, সন্ন্যাসী তার দু হাত তফাৎ বসে রয়েচেন—এ দেখ্‌লে হঠাৎ বিস্মিত হতেই হয়, সুতরাং ঘরসুদ্ধ লোক খানিক ক্ষণ অবাক্ হয়ে রইলেন—সন্ন্যাসীর গম্ভীরতা ও দর্পভরা মুকখানি ততই অহঙ্কারে ফুলে উঠ্‌তে লাগ্‌লো! এমন সময় এক জন চ্যালা এক বোতল মদ এনে উপস্থিত কল্লে—মদ দুদ হয়ে যাবে; পাছে ডবল বোতল বা অন্য কোন জিনিষ বলে যদি দর্শকেদের সন্দেহ হয়, তার জন্য সন্ন্যাসী একটি নতুন সরায় সেই বোতলের সমুদায় মদটুকু ঢেলে ফেল্লেন, ঘর মদের গন্ধে ভর হয়ে গ্যালো—সকলেরই স্থির বিশ্বাস হলো এ মদ বটে!

সন্ন্যাসী নতুন সরায় মদ ঢেলেই একটি হুহুঙ্কার ছাড়লেন, ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলেরা আঁৎকে উঠ্‌লো, বুড়োদের বুক গুর্ গুর্ কত্তে লাগলো; ক্রমে এক জন চ্যালা নিকটে এসে জিজ্ঞাসা কল্লে, "গুরু! এ কটোরেমে ক্যা হ্যায়?" সন্ন্যাসী, "দুধ হো ব্যেটা!" বলে তাতে এক কুশি জল ফেলবামাত্র সরার মদ দুদের মত সাদা হয়ে গ্যালো। আমরাও দেখে শুনে গাধা বনে গেলুম—এইরকম নানাপ্রকার বুজরুকি ও কার্দ্দানির প্রকাশ হতে হতে রাত্তির এগারোটা বেজে গ্যালো, সুতরাং সকলের সম্মতিতে বঙ্ক বাবুর প্রস্তাবে সে রাত্রের মত বেদব্যাসের বিশ্রাম হলো; আমরা রাম রকমের একটি প্রণাম দিয়ে, একটি উল্লুক বয়ে বাড়িতে এলেম—একে ক্ষুধাও বিলক্ষণ হয়েছিল, তাতে আমাদের বাহন ঝাঁকামুটেটি যে রাতকাণা তা পূর্ব্বে বলে নাই, সুতরাং তার হাত ধরে গুটি গুটি করে উজোন আদ ক্রোশ পথ ঠেলে তাকে কাঠের দোকানে পৌঁচে রেখে তবে বাড়ি যাই, দুঃখের বিষয় আবার সে রাত্রে বেরালে আমাদের খাবারগুলি সব খেয়ে গিয়েছিল, দোকানগুলিও বন্ধ হয়ে গ্যাচে, সুতরাং ক্ষুধায় ও পথের কষ্টে আমরা হতভম্বা হয়ে সে রাত্তির অতিবাহিত করি।

আমরা পূর্ব্বেই বলে এসেচি "দশ দিন চোরের এক দিন স্তেদের" ক্রমে অনেকেই বঙ্ক বাবুর বাড়ির সন্ন্যাসীর কথা আন্দোলন কত্তে লাগলেন, শেষে এক দিন আমরা সন্ন্যাসীর জুচ্চুরি ধত্তে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়ে বঙ্ক বাবুর বাড়িতে গেলেম; পূর্ব্বদিনের মত জবাফুল তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো, এমন সময় এক জন মেডিকেল কালেজের বাঙ্গালা ক্লাসের বাঙ্গাল ছাত্র লাফিয়ে গিয়ে সন্ন্যাসীর হাত ধরে ফেল্লেন, শেষে হুড়োমুড়িতে বেরুলো জবাফুলটি বালুঞ্চি দিয়ে তাঁর নখের সঙ্গে লাগান ছিল!

সংসারের গতিই এই, এক বার অনর্থের একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র বেরুলে ক্রমে বহুলী হয়ে পড়ে, বালুঞ্চি বাঁধা জবাফুল ধরা পড়তেই সকলেই একত্র হয়ে সন্ন্যাসীর তোবড়া তুবড়ির খানাতল্লাসি কত্তে লাগলেন; এক জন ঘুরতে ঘুরতে ঘরের কোণ থেকে একটা মড়া পাঁটা বার কল্লেন। সন্ন্যাসী এক দিন ছাগল কেটে প্রাণদান ছান; সেই কাটা ছাগলটি সরাতে না পেরে ঘরের কোণেই (ফ্লোরওয়ালা মেঝে নয়) পুঁতে রেখেছিলেন, তাড়াতাড়িতে বেমালুম করে মাটি চাপাতে পারেন নাই, পাঁটার একটি শিং বেরিয়ে ছিল—সুতরাং এক জনের পায়ে ঠ্যাকাতেই সুসন্ধানে বেরুলো! সন্ন্যাসী আমাদের সাক্ষাতে যে মদকে দুদ করেছিলেন, সে দিন তারও জাঁক ভেঙ্গে গ্যালো, সেই মজলিশের এক জন সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বল্লেন যে আমেরিকান রম (মার্কিন আনীস) নামক মদে জল দেশা মাত্র সাদা দুদের মত হয় যায়। এই রকম ধরপাকড়ের পর বঙ্কবেহারি বাবু ও সন্ন্যাসীকে অপ্রস্তুত করে আমরা রৈ রৈ করে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গেলেম; হরিভদ্দর খুড়ো সন্ন্যাসীর পেতলের শিবটি কেড়ে নিলেন, সেটি বিক্রি করে নেপালে চরস কেনেন ও তাঁরও সেই দিন থেকে এই রকম বুজরুক সন্ন্যাসীদের ওপর অশ্রদ্ধা হয়।

পূর্ব্বে এই সকল অদৃষ্টচর ব্যাপারের যে রকম প্রাদুর্ভাব ছিল এখন তার অংশে আদ গুণও নাই, আমরা সহরে কদিন কটা উর্দ্ধবাহু কটা অবধূত দেখতে পাই? ক্রমে হিন্দুধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে এ সকল জুয়াচ্চুরিরও লাঘব হয়ে আসচে, ক্রেতা ও লাভ ভিন্ন কোন ব্যবসাই স্থায়ী হয় না, সুতরাং উৎসাহদাতা বিরহেই এই সকল ধর্ম্মানুষঙ্গিক প্রবঞ্চনা উঠে যাবে, কিন্তু কলকেতা সহরের এমনি প্রসবক্ষমতা যে এখনও এমন এক একটি মহাপুরুষের জন্ম দিচ্চেন যে, তাঁরা যাতে এই সকল বদমায়িসি চিরদিন থাকে, যাতে হিন্দুধর্ম্মের ভড়ং ও ভণ্ডামোর প্রাদুর্ভাব বাড়ে, সহস্র সৎকার্য্য পায়ের নীচে ফ্যালে তার জন্যই শশব্যস্ত। এক জনরা তিন ভাই ছিল, কিন্তু তিনটিই পাগল, এক দিন বড় ভাই তার মাকে বলে যে, "মা! তোমার

গর্ভটি দ্বিতীয় পাগলাগারদ।" সেই রকম একদিন আমরাও কল্‌কেতা সহরকে "রত্নগর্ভা" বলেও ডাকতে পারি—কল্‌কেতার কি বড়মানুষ কি মধ্যাবস্থ এক এক জন এক একটি রত্ন!! এই দৃষ্টান্তে আমরা বাবু পদ্মলোচনকে মজলিসে হাজির কল্লেম।

বাবু পদ্মলোচন দত্ত

ওরফে

হঠাৎ অবতার

বাবু পদ্মলোচন ওরফে হঠাৎ অবতার ১১:২ সালে তাঁর মাতামহ নাউপাড়া-মুষুলীর মিত্তিরদের বাড়ি জন্ম গ্রহণ করেন। নাউপাড়ামুষুলী গ্রামখানি মন্দ নয়, অনেক কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের বাস আছে; গাঁয়ের জমিদার মজফ্‌ফর খাঁ, মোছলমান হয়েও গরু জবাই প্রভৃতি দুষ্কর্ম্মে বিরত ছিলেন, মোল্লা ও ব্রাহ্মণ উভয়কেই সমান দেখতেন—মানীর মান রাখতেন ও লোকের খাতির ও সেলামান্বীর গুণা কত্তেন না, ফারসীতে তিনি বড় লায়েক ছিলেন, বাঙ্গলা ও উর্দ্দুতেও তাঁর দখল ছিল; মজফ্‌ফর খাঁ গাঁয়ের জমিদার ছিলেন বটে, কিন্তু ধোপা নাপিত বন্ধ করা, হুঁকা মারা, ঢ্যালা ফ্যালা ও বিয়ে ভাটির হুকুম হাকাম ও নিষ্পত্তি করার ভার মিত্তির বাবুদের ওপরই দেওয়া হয়। পূর্ব্বে মিত্তির বাবুদের বড় জলজলাট ছিল, মধ্যে পরিবারের অনেকে মরে যাওয়ায় ভাগা ভাগা ও বহু গুষ্টি নিবন্ধন কিঞ্চিৎ দৈন্যদশায় পড়তে হয়েছিল কিন্তু নিঃস্বত্ব হয়েও গ্রামস্থ লোকেদের কাছে মানের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় নি।

পদ্মলোচনের জন্মদিনটি সামান্য লোকের জন্মদিনের মত অমনি যায় নি, সে দিন —হঠাৎ মেঘাড়ম্বর করে সমস্ত দিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হয়—একটি সাপ আঁতুড়ঘরের দরজায় সমস্ত রাত্তির বসে ফোঁস ফোঁস করে, আর বাড়ির একটি পোষা টিয়েপাখি হঠাৎ মরে গিয়ে দাঁড়ে ঝুলে থাকে, পদ্মলোচনের পিতামহী এ সকল লক্ষণ শুভ নিমিত্ত বিবেচনা করে বড়ই খুসি হয়ে আপনার পরবার একখানি লালপেড়ে সাড়ি দাইকে বকসিস ছান, অভ্যাগত ঢুলী ও বাজন্দরেরাও একটি সিকি আর এক হাঁড়ি নারকেলনাড়ু পেয়েছিল। ক্রমে মহা আনন্দে আটকৌড়ে সারা হলো, গাঁয়ের ছেলেরা "আটকৌড়ে বাট্‌কৌড়ে ছেলে আছে ভাল; ছেলের বাবার দাড়িতে বসে

হাগ” বলে কুলো বাজিয়ে ফুটকড়াই, বাতাসা ও এক এক চক্‌চকে পয়সা নিয়ে আনন্দে বিদেয় হলো। গোভাগাড় থেকে একটা মরা গরুর মাথা কুড়িয়ে এনে আঁতুড়ঘরের দরজায় রেখে “দোরষষ্ঠী” বলে হলুদ ও দূর্ব্বো দিয়ে পূজো করা হলো। ক্রমে ১৫ দিন ২০ দিন এক মাস সম্পূর্ণ হলে গাঁয়ের পঞ্চানন্দতলায় ষষ্ঠীর পূজো দিয়ে আঁতুড় ওঠানো হয়।

ক্রমে পদ্মলোচন তিথিগত চাঁদের মতন বাড়তে লাগলেন। গুলিডাণ্ডা, কপাটি কপাটি, চোর চোর, তেলী হাত পিছ্‌লে গেলি প্রভৃতি খ্যালায় পদ্মলোচন প্রসিদ্ধ হয়ে পড়লেন। পাঁচ বছরে হাতে খড়ি হলো, গুরুমশায়ের ভয়ে পদ্মলোচন পুকুরপাড়ে, নলবনে ও বাঁশবাগানে লুকিয়ে থাকেন, পেট কামড়ানি ও গা বমি বমি প্রভৃতি অন্তঃশিলে রোগেরও অভাব রইলো না; ক্রমে কিছু দিন এই রকমে যায়, এক দিন পদ্মলোচনের বাপ মলেন, তাঁর মা আগুন খেয়ে গ্যালেন, ক্রমে মাতামহ, মামা ও মামাতো ভেয়েরাও একে একে অকালে ও সময়ে সল্লেন, সুতরাং মাতামহ মিত্তিরদের ভিটে পুরুষশূন্য প্রায় হলো; জমিজমাগুলি জয়কৃষ্ণের মত জমিদারে কতক গিলে ফেল্লে, কতক খাজনা না দেওয়ায় বিকিয়ে গ্যালো, সুতরাং পদ্মলোচনকে অতি অল্প বয়সে পেটের জন্যে অদৃষ্ট ও হাতযশের ওপর নির্ভর কত্তে হলো। পদ্মলোচন কল্‌কেতায় এসে এক বাঁসাড়েদের বাসায় পেটভাতে ফাই ফরমাস্‌, কাপড় কোঁচানো ও লুচি ভাজা প্রভৃতি কর্ম্মে ভর্ত্তি হলেন,—অবকাশ মত হাতটাও পাকান হবে—বিশেষতঃ কুঠেলরা লেখাপড়া শেখাবেন প্রতিশ্রুত হলেন।

পদ্মলোচন কিছু কাল ঐ নিয়মে বাঁসাড়েদের মনোরঞ্জন কত্তে লাগলেন; ক্রমে দু এক বাবুর অনুগ্রহ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় মাথালো মাথালো জায়গায় উমেদারি আরম্ভ কল্লেন। সহরের যে বড়মানুষের বৈঠকখানায় যাবেন প্রায় সর্ব্বত্রই লোকারণ্য দেখ্‌তে পাবেন, যদি ভিতরকার খবর ন্যান তা হলে পাওনাদার, মহাজন, উঠ্‌নোওয়ালা, দোকানদার, উমেদার, আইবুড়ো ও বেকার কুলীনের ছেলেই বিস্তর দেখ্‌তে পাবেন—পদ্মলোচনও সেই ভিড়ের মধ্যে একটি বাড়লেন; ক্রমে অষ্ট প্রহর ঘণ্টার গরুড়ের মত উমেদারিতে অনবরত এক বৎসর হাঁটাহাঁটি ও হাজ্‌রের পর দু চারখানা সই সুপারিস্‌ও হস্তগত হলো; শেষে এক সদয়হৃদয় মুচ্ছুদ্দী আপনার হউসে একটি ওজোন সরকারী কর্ম্ম দিলেন।

পদ্মলোচন কষ্টভোগের একশেষ করেছিলেন, ভদ্রলোকের ছেলে হয়েও কাপড় কোঁচান, লুচি ভাজা, বাজার করা, জল তোলা প্রভৃতি অপকৃষ্ট কাজ স্বীকার কত্তে হয়েছিল; ক্রমশঃ লুচি ভাজতে ভাজতে ক্রমে লুচিভাজায় তিনি এমনি তৈরি হয়ে

উঠলেন যে তাঁর মত লুচি অনেক ঘটক ও মেঠাইওয়ালা বামুনেও ভাজতে পারো না। বাঁসাড়েরা খুসি হয়ে তাঁরে "মেকর" খেতাব ছায়, সুতরাং সেই দিন থেকে তিনি মেকর পদ্মলোচন দত্ত নামে বিখ্যাত হলেন।

ভাষাকথায় বলে "যখন যার কপাল ধরে মুত্তে বসে———" যখন পড়্তা পড়তে আরম্ভ হয়, তখন ছাইমুটো ধল্লে সোনামুটো হয়ে যায়। ক্রমে পদ্মলোচন দত্তের শুভাদৃষ্ট ফল্তে আরম্ভ হলো—মুচ্ছুদ্দী অনুগ্রহ করে সিপসরকারী কর্ম্ম দিলেন। সায়েবরাও দত্তজার চালাকি ও কাজের হুঁসিয়ারিতে সন্তুষ্ট হতে লাগলেন—পদ্মলোচন ততই সায়েবদের সন্তুষ্ট করবার অবসর খুঁজতে লাগলেন—একমনে সেবা কল্লে ভয়ঙ্কর সাপও সদয় হয়, পুরাণে পাওয়া যায় যে তপস্যা করে অনেকে হিন্দুদের ভূতের মত ভয়ানক দেবতাগুলোকেও প্রসন্ন করেচে। ক্রমে সায়েবরাও পদ্মলোচনের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর ভাল করবার চেষ্টায় রইলেন; এক দিন হউসের সদরমেট কর্ম্মে জবাব দিলে—সায়েবরা মুচ্ছুদ্দীকে অনুরোধ করে পদ্মলোচনকে সেই কর্ম্মে ভর্ত্তি কল্লেন।

পদ্মলোচন সিপসরকার হয়েও বাঁসাড়েদের আশ্রয় পরিত্যাগ করেন নি, কিন্তু সদরমেট হয়ে সেখানে থাকা আর ভাল ছাখায় না বলেই অন্যত্র একটু জায়গা ভাড়া করে নিয়ে একটি খোলার ঘর প্রস্তুত করে রইলেন। কিন্তু এ অবস্থায় তাঁরে অধিক দিন থাক্তে হলো না। তাঁর অদৃষ্ট শীঘ্রই লুচির ফোস্কার মত ফুলে উঠলো—বের জল পেলে কনেরা য্যামন ফেঁপে ওটে, তিনিও তেমনি ফাঁপতে লাগলেন। ক্রমে মুচ্ছুদ্দীর সঙ্গে সায়েবদের বড় একটা বনিবনাও না হওয়ায় মুচ্ছুদ্দী কর্ম্ম ছেড়ে দিলেন, সুতরাং সাহেবদের অনুগ্রহধর পদ্মলোচন বিনা টাকায় মুচ্ছুদ্দী হলেন।

টাকায় সকলই করে! পদ্মলোচন মুচ্ছুদ্দী হবামাত্র অবস্থার পরিবর্ত্তন বুজতে পাল্লেন, তার পরদিন সকালে সেই খোলার ঘর বালাখানাকে ভ্যাংচাতে লাগলো—উমেদার, দালাল, প্যায়দা, গদিওয়ালা ও পাইকেরে ভরে গ্যালো, কেউ পদ্মলোচন বাবুকে নমস্কার করে হাঁটু গেড়ে জোড়হাত করে কথা কয়, কেউ "আপনাব সোনার দোত কলম হোক" "লক্ষপতি হোন" "সম্বৎসরের মধ্যে পুত্তুর সন্তান হোক" "অনুগতের হজুর ভিন্ন গতি নাই" প্রভৃতি কথায় পদ্মলোচনকে তুঁহুলে পাঁউরুটি হতেও ফোলাতে লাগলেন—ক্রমে ছুরবস্থা ছুকুরে লোচ্চার মত মুখে কাপড় দিয়ে লুকুলেন—অভিমান ও অহঙ্কারে ভূষিত হয়ে সৌভাগ্যযুবতী বারাঙ্গনা সেজে তাঁরে আলিঙ্গন কল্লেন; হুজুকদারেরা আজকাল "পদ্মলোচনকে পায় কে" বলে ঢ্যাড়্রা

পিটে দিলেন, প্রতিধ্বনি—রেও বামুন, অগ্রদানী ও গাইয়ে বাজিয়ে সেজে এই কথাটি সর্ব্বত্র ঘোষণা করে ব্যাড়াতে লাগলেন—সহরে ঢিঢি হয়ে গ্যালো—পদ্মলোচন এক জন মস্ত লোক!

কল্‌কেতা সহরে কতকগুলি বেকার "জয়কেতু" আছেন, যখন যার নতুন বোলবালাও হয় তখন তাঁরা সেইখানে মেশেন, তাঁকেই জাতের শ্রেষ্ঠ দেখেন ও অনন্যমনে তাঁরই উপাসনা করেন; আবার যদি তাঁর চেয়ে কেউ উঁচু হয়ে পড়েন তবে তাঁরে পরিত্যাগ করে উঁচুর দলে জমেন; আমরা ছেলেব্যালা বুড়ো ঠাকুরমার কাছে "ছাঁদন দড়ি ও গোদা বাড়ির" গল্প শুনেছিলাম, এই মহাপুরুষরা ঠিক সেই ছাঁদন দড়ি গোদা বাড়ি। গল্পে আছে "রাজপুত্তুর জিজ্ঞাসা কল্লেন, ছাঁদন দড়ি গোদা বাড়ি! এখন তুমি কার?"—"না আমি যখন যার তখন তার!" তেমনি হুতোম প্যাঁচা বলেন সহুরে জয়কেতুরাও "যখন যার তখন তার" !!!

জয়কেতুরা ভদ্রলোকের ছেলে, অনেকে লেখাপড়াও জানেন, তবে কেউ কেউ মূর্ত্তিমতী মা! এঁদের অধিকাংশই পৌত্তলিক, কুলীন বামুন, কায়স্থ কুলীন বেকার পেনস্থনে ও ব্রোকদই বিস্তর। বহু কালের পর পদ্মলোচন বাবু কল্‌কেতা সহরে বাবু বলে বিখ্যাত হন, প্রায় বিশ বৎসর হলো সহরের "হঠাৎ বাবুর" উপসংহার হয়ে যায় তন্নিবন্ধন "জয়কেতু" "মোসাহেব" "ওস্তাদজী" "ভড়্‌জা" "ঘোষজা" "বোসজা" প্রভৃতি বরাখুরেরা জোয়ারের বিষ্ঠার মত ভেসে ভেসে ব্যাড়াচ্ছিলেন, সুতরাং এখন পদ্মলোচনের "তর্পণের কোষায়" জুড়াবার জায়গা পেলেন!

জয়কেতুরা ক্রমে পদ্মলোচনকে ফাঁপিয়ে তুল্লেন, পড়্‌তাও ভাল চল্লো—পদ্মলোচন অ্যাম্বিশনের দাস হলেন, হিতাহিত বিবেচনা দেনদার বাবুদের মত গাঢাকা হলেন। পদ্মলোচন প্রকৃত হিন্দুর মুকোস পরে সংসার রঙ্গভূমিতে নাবলেন—ব্রাহ্মণের পাদ্‌ধুলো খান—পা চাটেন—দলাদলির ও হিন্দুধর্ম্মের ঘোঁট করেন—ঠাকরুণ বিষয় ও সখীসম্বাদ গাওনার পক্ষে প্রকৃত ব্লটিংপেপার; পদ্মলোচনের জোরদণ্ডপ্রতাপ। বৈঠকখানায় ব্রাহ্মণ ও অধ্যাপক ধরে না, মিউটিনির সময় গবর্মেণ্ট যেমন দোচোকোব্রত ভলনটিয়ার জুটিয়েছিলেন, পদ্মলোচন বাবু হয়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সংগ্রহ কত্তে বাকি রাখলেন না, এসিয়াটিক সোসাইটির মিউজিয়মের মত বিবিধ আশ্চর্য্য জীব একত্র কল্লেন—বেশীর ভাগ জ্যান্ত !!!

বাঙ্গালি বদমায়েস ও দুর্ব্বুদ্ধির হাতে টাকা না থাকলে সংসারের কিছু মাত্র ক্ষতি কত্তে পারে না, বদমায়িসী ও টাকা একত্র হলে হাতা পর্য্যন্ত মারা পড়ে, সেটি বড় সোজা কথা নয়, শিবকেষ্টো বাঁড়ুজ্যে পর্য্যন্ত যাতে মারা যান! পদ্মলোচনও

পাঁচ জন কুলোকের পরামর্শে বদমায়িসী আরম্ভ কল্লেন—পৃথিবীর লোকের নিন্দা করা, খোঁটা দেওয়া ও টিট্‌কারি করা তাঁর কাজ হলো, ক্রমে তাতেই তিনি এমনি চোড়ে উঠলেন যে, শেষে আপনাকে আপনি অবতার বলে বিবেচনা কত্তে লাগলেন; পারিষদেরা অবতার বলে তাঁরে স্তব কত্তে লাগলো, বাজে লোকে "হঠাৎ অবতার" খেতাব দিলে—দর্শক ভদ্দর লোকেরা এই সকল দেখে শুনে অবাক্ হয়ে ক্ল্যাপ্ দিতে লাগলেন!

পদ্মলোচন যথার্থই মনে মনে ঠাউরেছিলেন যে, তিনি সামান্য মনুষ্য নন, হয় হরি নয় পীর কিম্বা ইহুদীদের ভাবী মেসায়া—তারই সফল ও সার্থকতার জন্য পদ্মলোচন বুজরুকি পর্য্যন্ত দেখাতে ত্রুটি করেন নাই।

বিলাতী জুজেস্ ক্রাইষ্ট—এক টুক্‌রো রুটিতে এক শ লোক খাইয়েছিলেন—কাণা ও খোঁড়া ফুঁয়ে ভাল কত্তেন। হিন্দুমতের কেষ্টও পূতনা বধ, শকট ভঞ্জন প্রভৃতি অলৌকিক কার্য্য করেছিলেন। পদ্মলোচন আপনারে অবতার বলে মানাবার জন্য সহরে হুজুক তুলে দিলেন যে, "তিনি এক দিন বারো জনের খাবার জিনিষে এক শ লোক খাইয়ে দিলেন"; কাণা খোঁড়ারা সর্ব্বদাই হাতা বেড়ির ধ্বজবজ্রাঙ্কুশযুক্ত পদ্মহস্ত পাবার প্রতীক্ষায় দরজায় দাঁড়িয়ে থাকেন, বুড়ি বুড়ি মাগীরা ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলে নিয়ে "হাতবুলানো" পাইয়ে আনে—প্রভৃতি নানাবিধ বুজরুকি প্রকাশ কত্তে লাগলেন। এই সকল শুনে চতুষ্পাঠীওয়ালা মহাপুরুষরা মড়কের শকুনির মত নাচতে লাগলেন—টাকার এমনি প্রতাপ যে, চন্দ্রকে দেখে রত্নাকর সাগরও কেঁপে ওঠেন অন্যের কি কথা। ময়রার দোকানে যত রকমারি মাছি, বসন্তি বোল্‌তা আর ভোঁভুঁয়ে ভোমরা দেখা যায়, বইয়ের দোকানে তার কটা থাকে—সেথায় পদার্থহীন উই পোকারা—আন্‌সাড়ে আরসুলোর দল, আর দু একটা গোঁড়িমওয়ালা ফচ্‌কে নেংটি ইঁদুর মাত্র!

হঠাৎ টাকা হলে মেজাজ যে রকম গরম হয়, এক দম গাঁজাতেও তত হয় না; "হঠাৎ অবতার" হয়েও পদ্মলোচনের আশা নিবৃত্তি হয় নাই—বাদসাই পেলেই যে সে আশা নিবৃত্তি হবে তারও সম্ভাবনা কি! কিছু দিনের মধ্যে পদ্মলোচন কলিকাতা সহরের এক জন প্রধান হিন্দু হয়ে পড়েন—তিনি হাই তুল্লে হাজার তুড়ি পড়ে—তিনি হাঁচ্‌লে জীব! জীব! জীব! শব্দে ঘর কেঁপে ওঠে! ওরে! ওরে! হুজুর ও "যো হুকুমের" হল্লা পড়ে গ্যালো, ক্রমে সহরের বড় দলে খপর হলো যে কলকেতার ন্যাচ্‌র্যাল হিষ্ট্রীর দলে একটি নম্বরে বাড়লো!

[illegible] পদ্মলোচন নানা উপায়ে বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় কত্তে লাগলেন,

অবস্থার উপযুক্ত একটি নতুন বাড়ি কিনলেন, সহরের বড়মানুষ হলে যে সকল জিনিষপত্র ও উপাদানের আবশ্যক, সভাস্থ আত্মীয় ও মোসাহেবেরা ক্রমশঃ সেই সকল জিনিষ সংগ্রহ করে ভাণ্ডার ও উদর পুরে ফেল্লেন, বাবু স্বয়ং পছন্দ করে (আপন চক্ষে সুবর্ণ বর্ণে) একটি রাঁড়ও রাখলেন।

বেশ্যাবাজিটি আজকাল এ সহরে বাহাদুরির কাজ ও বড়মানুষের এলবাত পোশাকের মধ্যে গণ্য, অনেক বড়মানুষ বহু কাল হলো মরে গ্যাচেন কিন্তু তাঁদের রাঁড়ের বাড়িগুলি আজও মনিমেণ্টের মত তাঁদের স্মরণার্থ রয়েচে—সেই তেতলা কি দোতলা বাড়িটি ভিন্ন তাঁদের জীবনে আর এমন কিছু কাজ হয় নি, যা দেখে সাধারণে তাঁরে স্মরণ করে। কল্‌কেতার অনেক প্রকৃত হিন্দু দলপতি ও রাজা রাজ্‌ড়ারা রাত্তিরে নিজ বিবাহিত স্ত্রীর মুখ দ্যাখেন না, বাড়ির প্রধান আম্‌লা দাওয়ান মুচ্ছুদ্দীরা যেমন হজুরদের হয়ে বিষয় কর্ম্ম দেখেন—স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণের ভারও তাঁদের উপর আইনমত অর্শায়, সুতরাং তাঁরা ছাড়বেন কেন।—এই ভয়ে কোন কোন বুদ্ধিমান্ স্ত্রীকে বাড়ির ভিতরের ঘরে পুরে চাবি বন্ধ করে বাইরের বৈঠকখানায় সারা রাত্রি রাঁড় নিয়ে আমোদ করেন, তোপ পড়ে গ্যালে ফর্‌সা হবার পূর্ব্বে গাড়ি বা পালকি করে বিবি সাহেব বিদায় হন—বাবু বাড়ির ভিতরে গিয়ে শয়ন করেন—স্ত্রীও চাবি হতে পরিত্রাণ পান। ছোক্‌রাগোছের কোন কোন বাবুরা বাপ মার ভয়ে আপনার শোবার ঘরে এক জন চাকর বা বেয়ারাকে শুতে বলে আপনি বেরিয়ে যান, চাকর দরজায় খিল দিয়ে ঘরের মেঝেয় শুয়ে থাকে, স্ত্রী তুলসীপাতা ব্যবহার করে খাটে শুয়ে থাকেন, মধ্য রাত্তির কেটে গ্যালে বাবু আমোদ লুটে ফেরেন ও বাড়িতে এলে চুপি চুপি শোবার ঘরের দরজায় ঘা মারেন, চাকর উঠে দরজা খুলে দিয়ে বাইরে যায়, বাবু শয়ন করেন—বাড়ির কেউই টের পায় না যে বাবু রাত্তিরে ঘরে থাকেন না। পাঠকগণ! যারা ছেলেব্যালা থেকে "ধর্ম্ম যে কার নাম তা শোনে নি, হিতাহিত বিবেচনার সঙ্গে যাদের সুদূর সম্পর্ক, কতকগুলি হতভাগা মোসাহেবই যাদের হাল" তারা যে এই রকম পশুবৎ কদাচারে রত থাক্‌বে, এ বড় আশ্চর্য্য নয়! কল্‌কেতা সহর এই মহাপুরুষদের জন্য বেশ্যাসহর হয়ে পড়েচে, এমন পাড়া নাই যেথায় অন্তত দশ ঘর বেশ্যা নাই; হেথায় প্রতি বৎসর বেশ্যার সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্চে বই কম্‌চে না। এমন কি এক জন বড়মানুষের বাড়ির পাশে একটি গৃহস্থের সুন্দরী বউ কি মেয়ে নিয়ে বাস করবার যো নাই; তা হলে দশ দিনেই সেই সুন্দরী টাকা ও সুখের লোভে কুলে জলাঞ্জলি দেবে—যত দিন সুন্দরী বাবুর মনস্কামনা পূর্ণ না কর্ব্বে তত দিন দেখ্‌তে পাবেন

বাবু অষ্টপ্রহর বাড়ির ছাদের উপর কি বারাণ্ডাতেই আছেন, কখন হাসচেন, কখন টাকার তোড়া নিয়ে ইসারা করে দ্যাখাচ্চেন, এ ভিন্ন মোসাহেবদেরও নিস্তার নাই, তাঁরা যত দিন তাঁরে বাবুর কাছে না আনতে পার্ব্বেন, তত দিন মহাদায়গ্রস্ত হয়ে থাকৃতে হবে, হয় ত সে কালের নবাবদের মত "জান বাচ্চা এক গাড়" হবার হুকুম হয়েচে! ক্রমে কলে কৌশলে সেই সাধ্বী স্ত্রী বা কুমারীর ধর্ম্ম নষ্ট করে শেষে তাড়িয়ে দেওয়া হবে—তখন বাজারে কসব করাই তার অনন্যগতি হয়ে পড়ে! শুধু এই নয়; সহরের বড়মানুষরা অনেকে এমনি লম্পট যে, স্ত্রী ও রক্ষিত মেয়েমানুষ ভোগেও সন্তুষ্ট নন, তাতেও সেই নরাধম রাক্ষসদের কামক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না—শেষে ভগ্নি ভাগ্নি—বউ ও বাড়ির যুবতী মাত্রেই তাঁর ভোগে লাগে—এতে কত সতী আত্মহত্যা করে বিষ খেয়ে এই মহাপাপীদের হাত এড়িয়েচে। আমরা বেশ জানি, অনেক বড়মানুষের বাড়ি মাসে একটি করে ভ্রূণহত্যা হয় ও রক্তকম্বলের শিকড়, চিতের ডাল ও করবীর ছালের নূন তেলের মত উঠ্‌নো বরাদ্দ আছে! যেখানে হিন্দুধর্ম্মের অধিক ভড়ং, যেখানে দলাদলির অধিক ঘোঁট, ও ভদ্রলোকের অধিক কুৎসা, প্রায় সেখানেই ভেতরবাগে উদোম এলো কিন্তু বাইরে পাদে গেরো!

হায়! যাদের জন্মগ্রহণে বঙ্গভূমির দুরবস্থা দূর হবার প্রত্যাশা করা যায়, যারা প্রভূত ধনের অধিপতি হয়ে স্বজাতি সমাজ ও বঙ্গভূমির মঙ্গলের জন্য কায়মনে যত্ন নেবে, না সেই মহাপুরুষরাই সমস্ত ভয়ানক দোষ ও মহাপাপের আকর হয়ে বসে রইলেন, এর বাড়া আর আক্ষেপের বিষয় কি আছে! আজ এক শ বৎসর অতীত হলো, ইংরেজরা এদেশে এসেচেন, কিন্তু আমাদের অবস্থার কি পরিবর্ত্তন হয়েচে? সেই নবাবী আমলের বড়মানষী কেতা, সেই পাকানো কাছা, সেই কোঁচান চাদর, লপেটা জুতো ও বাবরি চুল আজও দ্যাখা যাচ্চে, বরং গৃহস্থ মধ্যস্থ লোকের মধ্যে পরিবর্ত্তন দ্যাখা যায়, কিন্তু আমাদের হুজুরেরা য্যামন ত্যামনিই রয়েচেন! আমাদের ভরসা ছিল কেউ হঠাৎ বড়মানুষ হলে রিফাইণ্ড গোছের বড়মানষীর নজির হবে কিন্তু পদ্মলোচনের দৃষ্টান্তে আমাদের সে আশা সমূলে নির্ম্মূল হয়ে গ্যালো—পদ্মলোচন আবার কফিন চোরের ব্যাটা ম্যাক্‌মারা হয়ে পড়লেন; কফিন চোর, মরা লোকের কাপড় চোপড় চুরি কত্তো মাত্র কিন্তু তার উত্তরাধিকারী মরা লোকের কাপড় চোপড় চুরি করে শেষে—রাঁড় রেখে অবধি পদ্মলোচন স্ত্রীর সহবাস পরিত্যাগ কল্লেন, স্ত্রী চরে খেতে লাগ্‌লেন, পূর্ব্ব সহবাস বা

তাঁর হাতযশে পদ্মলোচনের গুটি চার ছেলে হয়েছিল; ক্রমে জ্যেষ্ঠটি বড় হয়ে উঠ্‌লো সুতরাং তাঁর বিবাহে বিলক্ষণ ধুমধাম হবার পরামর্শ হতে লাগ্‌লো!

ক্রমে বড় বাবুর বিয়ের উজ্জুগ হতে লাগলো, ঘটক ও ঘট্‌কীরা বাড়ি বাড়ি মেয়ে দেখে বেড়াতে লাগ্‌লেন—"কুলীনের মেয়ে, দেখতে পরমা সুন্দরী হবে, দশ টাকা যোত্তোর থাক্‌বে" এমনটি শীগ্‌গির যুটে ওটা সোজা কথা নয়; শেষে অনেক বাছা গোছা ও ছাঁকা শোনার পর সহরের আগ্‌ড়োম ভেঁাম সিঙ্গির লেনের আত্মারাম মিত্তিরের পৌত্তুরীরই ফুল ফুট্‌লো। আত্মারাম বাবু খাস হিঁদু, কাপ্তেনির কর্ম্মে বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় করেছিলেন, আত্মারাম বাবুর সংসারও রাবণের সংসার বল্লে হয়—সাত সাতটি রোজগেরে ব্যাটা, পরীর মত পাঁচ মেয়ে আর গড়ে গুটি চাল্লিশ পৌত্তুর পৌত্তুরী, এ সওয়ায় ভাগ্নে জামাই কুটুম্বু সাক্ষাৎ বাড়িতে গিজিগিজ করে—সুতরাং সর্ব্বগুণাক্রান্ত আত্মারাম পদ্মলোচনের বেয়াই হবার উপযুক্ত স্থির হলেন; শুভ লগ্নে মহা আড়ম্বর করে লগ্নপত্রে বিবাহের স্থির হলো, দলস্থ সমুদায় ব্রাহ্মণরা মর্য্যাদা মত পত্রের বিদেয় পেলেন, রাজভাট ও ঘটকেরা ধন্যবাদ দিতে দিতে চল্লো; বিয়ের ভারী ধুম! সহরে হুজুক উঠ্‌লো পদ্মলোচন বাবুর ছেলের বিয়েয় পাঁচ লক্ষ টাকা বরাদ্দ—গোপাল মল্লিক ছেলের বিয়েতে খরচ করেছিলেন বটে, কিন্তু এত নয়!

দিন আস্‌চে; দেখতে দেখতেই এসে পড়ে, ক্রমে বিবাহের দিন ঘুনিয়ে এলো—ক্রিয়েবাড়িতে নহবত বসে গ্যালো। অধ্যক্ষ ভট্টাচার্য্য ও দলস্থদের ঘোঁট বাদান সুরু হলো—ত্রিশ হাজার জোড়া শাল, সোনার লোহা, ও ঢাকাই সাড়িওয়ালা দু লক্ষ সামাজিক ব্রাহ্মণপণ্ডিত দলে বিতরণ হলো! বড়মানুষদের বাড়িতেও শাল ও সোনাওয়ালা লোহা, ঢাকাই কাপড়, গ্যাঁদ্‌ড়া কদ্দক্‌, গোলাব ও আতর, ও এক এক জোড়া শাল সওগাত পাঠান হলো; কেউ কেউ আদর করে গ্রহণ কল্লেন, কেউ কেউ বলে পাঠালেন যে আমরা ঢুলী বা বাজন্দরে নই যে শাল নেবো। কিন্তু পদ্মলোচন হঠাৎ অবতার হয়ে শ্রীরামচন্দ্রের মত আত্মবিস্মৃত হয়েছিলেন সুতরাং সে কথা গ্রাহ্য কল্লেন না! পারিষদ, মোসাহেব ও বিবাহের অধ্যক্ষেরা বলে উঠ্‌লেন—ব্যাটার অদৃষ্টে নাই!

এদিকে বিয়ের বাইনাচ আরম্ভ হলো, কোথাও রূপোর বালা, লাল কাপড়ের তকমা ও উর্দ্দীপরা চাকরেরা ঘুরে ব্যাড়াচ্চে, কোথাও অধ্যক্ষরা গড়ের বাজনা আন্‌বার পরামর্শ কচ্চেন—কোথাও বরের সজ্জা তৈরির জন্য দর্জ্জীরা একমনে কাজ কচ্চে—চার দিকেই হৈ হৈ ও রৈ রৈ শব্দ—বাবুর দেওয়া শালে সহরের

রাস্তার অর্দ্ধেক লোকই লালে লাল হয়ে গ্যালো, ঢুলী ও বাজন্দরেরা তো অনেকের বিয়েতেই পুরনো শাল পেয়ে থাকে কিন্তু পদ্মলোচনের ছেলের বিয়েয় ভদ্দর লোকেও শাল পেয়ে লাল হয়ে গ্যালেন !

১২ই পৌষ শনিবার বিবাহের লগ্ন স্থির হয়েছিল, আজ ১২ই পৌষ; আজ বিবাহ। আমরা পূর্ব্বেই বলেচি যে সহরে ঢি ঢি হয়ে গিয়েছিল যে "পদ্মলোচনের ছেলের বিয়েয় পাঁচ লক্ষ টাকা বরাদ্দ" সুতরাং বিবাহের দিন বৈকাল হতে রাস্তায় ভয়ানক লোকারণ্য হতে লাগ্‌লো, পাহারাওয়ালারা অতি কষ্টে গাড়ি ঘোড়া চলবার পথ করে দিতে লাগ্‌লো। ক্রমে সন্ধ্যার সময় বর বেরুলো—প্রথমে কাগজের ও অব্বরের হাত ঝাড়, পাঞ্জা ও সিঁড়ি ঝাড়, রাস্তার দু পাশে চল্লো, ঐ রেশালার আগে আগে দুটি চল্‌তি নবৎ ছিল, তার পেছনে গেট—দালান ও কাগজের পাহাড়—পাহাড়ের ওপর হর পার্ব্বতী, নন্দী, ষাঁড়, ভৃঙ্গী, সাপ ও নানা রকম গাছ—তার পেছনে ঘোড়াপঙ্খী, হাতীপঙ্খী, উটপঙ্খী ও ময়ূরপঙ্খী; পঙ্খীগুলির ওপরে বারো জন করে দাঁড়ি, মেয়ে ও পুরুষ সওদাগর সাজা, ও দুটি করে ঢোল। তার আশে পাশে তক্তানামার ওপর "মগের নাচ" "ফিরিঙ্গীর নাচ" প্রভৃতি নানা প্রকার সাজা সং। তার পশ্চাৎ এক শ ঢোল, চল্লিশটি জগঝম্প ও গুটি ষাইটেক্ ঢাক, মায় রোশনচৌকি—শানাই, ভোড়ং ও ভেঁপু—তার কিছু অন্তরে এক দল নিমখাসা রকমের চুনোগলির ইংরিজি বাজনা। মধ্যে বাবুর মোসাহেব, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, পারিষদ, আত্মীয় ও কুটুম্বরা। সকলেরই একরকম শাল, মাথায় রুমাল জড়ান, হাতে এক একগাছি ইষ্টিক; হঠাৎ বোধ হলো যেন এক কোম্পানি ডিজার্মড্ সেপাই। এই দলের দুই ধারে লাল বনাতের খাসগেলাপ, ও রূপোর ডাণ্ডিতে রেশমের নিশেন ধরা তকমাপরা মুটে ও ক্ষুদে ক্ষুদে ছোঁড়ারা, মধ্যে খোদ বরকর্ত্তা, গুরু, পুরোহিত, বাছালো বাছালো ভুঁড়ে ভুঁড়ে ভট্‌চায্যি ও আত্মীয় অন্তরঙ্গরা; এর পেছনে রাঙ্গামুখো ইংরিজি বাজনা, সাজা সায়েব তুরুকসওয়ার, বরের ইয়ারবক্স, খাস দরওয়ানরা, হেড খান্‌সামা ও রূপোর সুখাসনে বর; সুখাসনখানির চার দিকে মায় বাতি বেললণ্ঠন টাঙ্গান, সামনে রূপোর দশ-ডেলে বসা ঝাড়, দুই পাশে চামরধরা দুটো ছোঁড়া; শেষে বরের তোরঙ্গ, প্যাটরা, বাড়ির পরামাণিক, সোনার দানা গলায় বুড়ি বুড়ি গুটি কত দাসী ও বাজে লোক, তার পেছনে বরযাত্রীর গাড়ির সার—প্রায় সকলগুলির উপরে এক এক চাকর, ডবল

বাতি দেওয়া হাতলণ্ঠন ধরে বসে যাচ্চে।

ব্যাণ্ড, ঢাক, ঢোল ও নাগরার শব্দে, লোকের রল্লা ও অধ্যক্ষদের মিছিলের

চীৎকারে কলকেতা কাঁপতে লাগ্‌লো, অপর পাড়ার লোকেরা তাড়াতাড়ি ছাতে উঠে মনে কল্লে ওদিকে ভয়ানক আগুন লেগে থাক্‌বে, রাস্তার দুধারি বাড়ির জানালা ও বারাণ্ডা লোকে পুরে গ্যালো, বেশ্যারা "আহা দিব্বি ছেলেটি যেন চাঁদ!" বলে প্রশংসা কত্তে লাগ্‌লো, হুতোম প্যাঁচা অন্তরীক্ষ থেকে নক্‌শা নিতে লাগ্‌লেন—ক্রমে বর কনেবাড়ি পৌঁছিল। কন্যাকর্ত্তারা আদর ও সম্ভাষণ করে বরষাত্তোরদের অভ্যর্থনা কল্লেন—পাড়ার মৌতাতী বুড়ো ও বওয়াটে ছোঁড়ারা গ্রামভাটির জন্য বরকর্ত্তাকে ঘিরে দাঁড়ালো—বর সভায় গিয়ে বস্‌লেন, ভাটেরা ছড়া পড়তে লাগ্‌লো, মেয়েরা বারাণ্ডা থেকে উঁকি মাত্তে লাগ্‌লো—ঘটকরা মিত্তির বাবু ও দত্ত বাবুর কুলজী আউড়ে দিলে; মিত্তির বাবু কুলীন সুতরাং বল্লালী রেজেষ্টরীতে তাঁর বংশাবলি রেজেষ্টরী হয়ে আছে, কেবল দত্ত বাবুর বংশাবলিটি বানিয়ে নিতে হয়!

ক্রমে বরযাত্র ও কন্যাযাত্রেরা সাপ্টা জলপান করে বিদেয় হলেন, বর স্ত্রী আচারের জন্য বাড়ির ভিতর গেলেন। চাঁদনাতলায় চারটি কলাগাছের মধ্যে আলপনা দিয়ে একটি পিঁড়ে রাখা হয়েছিল, বর চোরের মত হয়ে সেইখানে দাঁড়ালেন, মেয়েরা দাড়া গুয়া পান, বরণডালা, মঙ্গলের ভাঁড়ওয়ালা কুলো ও পিদ্দিম দিয়ে বরণ কল্লেন, শাঁক বাজানো ও উলু উলুর চোটে বাড়ি সরগরম হয়ে উঠ্‌লো, ক্রমে মায় শাশুড়ী এয়োরা সাত বার বরকে প্রদক্ষিণ কল্লেন—শাশুড়ী বরের হাতে মাকু দিয়ে বল্লেন "হাতে দিলেম মাকু এক বার ভ্যা কর ত বাপু"! বর কলেজ বয়, আড়-চকে এয়োদের পানে তাকাচ্ছিলেন ও মনে মনে লজ্জা ভাগ কচ্ছিলেন; সুতরাং "মনে মনে কল্লেম" বল্লেন—অমনি শালাজরা কাণ মলে দিলে, শালীরা গালে ঠোনা মাল্লে; শেষে গুড় চাল, তুকৃতাক্ ও ওষুদ বিষুদ ফুরুলে, উচ্ছুগ্‌গু করবার জন্য কনেকে দালানে নিয়ে যাওয়া হলো, শাস্ত্রমত মন্ত্র পড়ে কনে উচ্ছুগ্‌গু হলেন, পুরুত ও ভট্টাচার্য্যরা সন্দেশের সরা নিয়ে সল্লেন, বরকে বাসরে নে যাওয়া হলো। বাসরটিতে আমোদের চূড়ান্ত হয়। আমরা তো অ্যাতো বুড়ো হয়েচি, তবু এখনও বাসরের আমোদটি মনে পড়লে মুখ দে লাল পড়ে ও আবার বিয়ে কত্তে ইচ্ছে হয়!

ক্রমে বাসরের আমোদের সঙ্গেই কুমুদনাথ অস্ত গেলেন, কমলিনীর হৃদয়রঞ্জন প্রকৃত তেজীয়ান্ হয়েও যেন তাঁর মানভঞ্জনের জন্যই কোমল ভাব ধারণ করে উদয় হলেন, কমলিনী কামাতুর নাথের তাদৃশ দুর্দ্দশা দেখেই যেন সরোবরের মধ্যে হাসতে লাগ্‌লেন, পাখিরা "ছি ছি কামোন্মত্তদের কিছু হাত্র বাহ্যজ্ঞান থাকে না" বলে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো, বায়ু মুচকে মুচ্‌কে হাসতে লাগলেন—দেখে ক্রোধে সূর্য্যদেব নিজ

মূর্ত্তি ধারণ কল্লেন ; তাই দেখে পাখিরা ভয়ে দূরদুরান্তরে পালিয়ে গ্যালো—বিয়ে-বাড়ি বাসি বিয়ের উজ্জুগ হতে লাগ্‌লো। হলুদ ও তেল মাখিয়ে বরকে কলাতলায় কনের সঙ্গে নাওয়ান হলো, বরণডালায় বরণ ও কতক কতক তুক্‌তাকের পর, বর কনের গাটছড়া কিছু ক্ষণের পর খুলে দেওয়া হয়।

এদিকে ক্রমে বরযাত্র ও বরের আত্মীয় কুটুম্বরা জুট্‌তে লাগ্‌লেন, বৈকালে পুনরায় সেই রকম মহাসমারোহে বর কনেকে বাড়ি নে যাওয়া হলো, বরের মা বর কনেকে বরণ করে ঘরে তুল্লেন, এক কড়া দুদ দরজার কাছে আগুনের ওপর বসান ছিল, কনেকে সেই দুদের কড়াটি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলো, "মা! কি দেখ্‌চো? বল যে আমার সংসার উত্‌লে পড়্‌চে দেখচি" কনেও মনে মনে তাই বল্লেন। এ সওয়ায় পাঁচ গিন্নিতে নানা রকম তুক্‌তাক্‌ কল্লে পর বর কনে জিরুতে পেলেন, বিয়েবাড়ির কথঞ্চিৎ গোল চুক্‌লো—ঢুলীরা ধেনো মদ খেয়ে আমোদ কত্তে লাগ্‌লো, অধ্যক্ষরা প্রলয় হিন্দু সুতরাং একটা একটা আগাতোলা দুর্গোমণ্ডা ও অ্যাক ঘটি গঙ্গাজল খেয়ে বিছানায় আড় হলেন, বর কনে আলাদা আলাদা শুলেন—আজ একত্রে শুতে নাই, বে বাড়ির বড়গিন্নির মতে আজকের রাত—কালরাত্তির।

শীতকালের রাত্তির শিগ্‌গির যায় না। এক ঘুম, দু ঘুম, আবার প্রস্রাব করে শুলেও বিলক্ষণ এক ঘুম হয়; ক্রমে গুড়ুম্‌ করে তোপ পড়ে গ্যালো—প্রাতঃস্নানে মেয়েগুলো বক্‌তে বক্‌তে রাস্তা মাথায় করে যাচ্চে,—বুড়ো বুড়ো ভট্‌চায্যিরা স্নান করে "মহিম্নঃ পারন্তে" মহিম্নস্তব আওড়াতে আওড়াতে চলেচেন। এদিকে পদ্মলোচন রাঁড়ের বাড়ি হতে বাড়ি এলেন, আজ তাঁর নানা কাজ! পদ্মলোচন প্রত্যহ সাত আটটার সময় বেশ্যালয় থেকে উঠে আসেন, কিন্তু আজ কিছু সকালে আসতে হয়েছিল—সহরের অনেক প্রকৃত হিন্দু বুড়ো দলপতির এক একটি রাঁড় আছে এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলেচি, এদের মধ্যে কেউ কেউ রাত্তির দশটার পর শ্রীমন্দিরে যান, একেবারে সকালবেলা প্রাতঃস্নান করে টিপ তেলক ও ছাপা কেটে, গীতগোবিন্দ ও তসর পরে, হরিনাম কত্তে কত্তে বাড়ি ফেরেন—হঠাৎ লোকে মনে কত্তে পারে শ্রীযুত গঙ্গাস্নান করে এলেন, কেউ কেউ বাড়িতেই প্রিয়তমাকে আনান, সমস্ত রাত্তির অতিবাহিত হলে ভোরের সময় বিদেয় দিয়ে স্নান করে পুজো কত্তে বসেন—যেন রাত্তিরের তিনি নন—পদ্মলোচনও সেই চাল ধরেছিলেন।

ক্রমে আত্মীয় কুটুম্বেরাও এসে জমলেন—মোসাহেবরা "হুজুর! কল্‌কেতায় অ্যামন বিয়ে হয় নি হবে না" বলে বাবুর ল্যাজ ফোলাতে লাগ্‌লেন। ক্রমে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে ফুলশয্যার তত্ত্ব এলো, পদ্মলোচন মহাসমাদরে কনের বাড়ির চাকর

চাকরাণীদের অভ্যর্থনা কল্লেন, প্রত্যেককে একটি করে টাকা ও একখানি করে কাপড় বিদেয় দিলেন। দলস্থ ও আত্মীয়রা কিছু কিছু করে অংশ পেলেন, ঢাকী ঢুলী ও রেশালার লোকেরা বক্‌সিস পেয়ে বিদেয় হলো; মহাসমারোহে পাঁচ লক্ষ টাকার বিবাহ শেষ হয়ে গ্যালো; কোন কোন বাড়ির গিন্নিরা সামিগ্রী পেয়ে হাঁড়ি পুরে পুরে শিকেয় টাঙ্গিয়ে রাখলেন, অধিক অংশ পচে গ্যাল, কতক বেরালে ও ইঁদুরে খেয়ে গ্যাল, তবু পেট ভরে খাওয়া কি কারেও বুক বেঁধে দিতে পাল্লেন না—বড়মানুষদের বাড়ির গিন্নিরা প্রায়ই এই রকম হয়ে থাকেন, ঘরে জিনিষ পচে গেলেও লোককে হাতে তুলে দিতে মায়া হয়। শেষে পচে গেলে মহারাণীর খানায় ফেলে দেওয়া হবে সেও ভাল। কোন কোন বাবুরও এ স্বভাবটি আছে—সহরের এক বড়মানুষের বাড়িতে পূজার সময় নবমীর দিন গুটি যাইটেক্ পাঁঠা বলিদান হয়ে থাকে; পুর্ব্বপরম্পরায় সেগুলি সেই দিনেই দলস্থ ও আত্মীয়দের বাড়ি বিতরিত হয়ে আস্‌চে, কিন্তু আজকাল সেই পাঁঠাগুলি নবমীর দিন বলিদান হলেই গুদোমজাত হয়; পুজোর গোল চুকে গেলে পুর্ণিমার পর সেইগুলি বাড়ি বাড়ি বিতরণ হয়ে থাকে; সুতরাং ছয় সাত দিনের মরা পচা পাঁঠা ক্যামন উপাদেয়, তা পাঠক! আপনিই বিবেচনা করুন। শেষে গ্রহীতাদের সেই পাঁঠা বিদেয় কত্তে ঘর হতে পয়সা বার কত্তে হয়। আমরা যে পুর্ব্বে আপনাদের কাচে সহরের সর্দ্দার মূর্খের গল্প করেচি, ইনিই তিনি!

এদিকে ক্রমে বিবাহের গোল চুকে গ্যালো, পদ্মলোচন বিষয় কর্ম্ম কত্তে লাগলেন। তিনি নিত্য নৈমিত্তিক দোল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ ফাঁক দিতেন না; ঘেঁটুপূজোতেও চিনির নৈবিদ্দি ও সকের যাত্রা বরাদ্দ ছিল ও আপনার বাড়িতে যে রকম ধুম করে পূজো আচ্ছা কত্তেন, রক্ষিত মেয়ে-মানুষ ও অনুগত দশ বারো জন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণদেরো তেমনি ধুমে পূজো করাতেন। নিজের ছেলের বিবাহের সময় তিনি আগে চল্লিশ জন আইবুড়ো বংশজের বিবাহ দিয়ে ন্যান। ইংরিজি লেখাপড়ার প্রাদুর্ভাবে, রামমোহন রায়ের জন্মগ্রহণে ও সত্যের জ্যোতিতে হিন্দুধর্ম্মের যে কিছু দুরবস্থা দাঁড়িয়েছিল, তিনি কায়মনে পুনরায় তার অপনয়নে কৃতসংকল্প হলেন। কিন্তু তিনি, কি তাঁর ছেলেরা দেশের ভালোর জন্য এক দিনও উদ্যত হন নি—শুভ কর্ম্মে দান দেওয়া দূরে থাকুক, সে বৎসরের উত্তর পশ্চিমের ভয়ানক দুর্ভিক্ষেও কিছু মাত্র সাহায্য করেন নি, বরং দেশের ভালো করবার জন্য কেউ কোন প্রস্তাব নিয়ে তাঁদের কাছে উপস্থিত হলে তারে কৃশ্চান

ও নাস্তিক বলে তাড়িয়ে দিতেন—এক শ বেলেল্লা বামুন ও দুই শ মোসাহেব তাঁর অন্নে প্রতিপালিত হতো—তাতেই পদ্মলোচনের বংশ মহান্ পবিত্র বলে সহরে বিখ্যাত হয়। লেখাপড়া শেখা বা তার উৎসাহ দেওয়া পদ্ধতি পদ্মলোচনের বংশে ছিল না, সুদ্ধ নামটা সই কত্তে পাল্লেই বিষয় রক্ষা হবে, এই তাঁদের বংশ-পরম্পরার স্থির সংস্কার ছিল। সরস্বতী ও সাহিত্য ভদ্রলোকদের সঙ্গে ঐ বংশের সম্পর্ক রাখতেন না! উনবিংশতি শতাব্দীতে হিন্দুধর্ম্মের জন্য সহরে কোন বড়মানুষ তাঁর মত পরিশ্রম স্বীকার করেন নাই। যে রকম কাল পড়েছে, তাতে আর কেউ যে তাদৃক্ যত্নবান্ হন, তারো সম্ভাবনা নাই। তিনি য্যামন হিন্দুধর্ম্মের বাহ্যিক গোঁড়া ছিলেন, অন্যান্য সৎকর্ম্মেও তাঁর তেমনি বিদ্বেষ ছিল; বিধবা-বিবাহের নাম শুনলে তিনি কাণে হাত দিতেন—ইংরাজি পড়লে পাছে খানা খেয়ে কৃশ্চান হয়ে যায়, এই ভয়ে তিনি ছেলেগুলিকে ইংরিজি পড়ান নি—অথচ বিদ্যে-সাগরের উপর ভয়ানক বিদ্বেষ নিবন্ধন সংস্কৃত পড়ানও হয়ে ওঠে নাই—বিশেষত শূদ্রের সংস্কৃততে অধিকার নাই এটিও তাঁর জানা ছিল, সুতরাং পদ্মলোচনের ছেলেগুলিও "বাপ্ কা বেটা সেপাইকা ঘোড়া"র দলেই পড়ে।

কিছু দিন এই রকম অদৃষ্টচর লীলা প্রকাশ করে আশী বৎসর বয়সে পদ্মলোচন দেহ পরিত্যাগ কল্লেন—মৃত্যুর দশ দিন পূর্ব্বে এক দিন হঠাৎ অবতারের সর্ব্বাঙ্গ বেদনা করে। সেই বেদনাই ক্রমে বলবতী হয়ে তাঁরে শয্যাগত কল্লে—তিনি প্রকৃত হিন্দু, সুতরাং ডাক্তারি চিকিৎসায় ভারী দ্বেষ কত্তেন, বিশেষতঃ তাঁর ছেলেব্যালা পর্য্যন্ত সংস্কার ছিল ডাক্তারি ওষুধ মাত্রেই মদ মেশান, সুতরাং বিখ্যাত বিখ্যাত কবিরাজ মশাইদের দ্বারা নানা প্রকার চিকিৎসা করান হয় কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না, শেষে আত্মীয়রা কবিরাজ মশাইদের সঙ্গে পরামর্শ করে শ্রীশ্রী৺ভাগীরথীতটস্থ কল্লেন; সেখানে তিন রাত্তির বাস করে মহাসমারোহে প্রায়শ্চিত্তের পর সজ্ঞানে রাম ও হরিনাম জপ কত্তে কত্তে প্রাণত্যাগ করেন।

পাঠকগণ! আপনারা অনুগ্রহ করে আমাদের সঙ্গে বহু দূর এসেছেন। যে পদ্মলোচন আপনাদের সম্মুখে জন্মালেন আবার মলেন, তাঁর সুদ্ধ নিজের চরিত্র আপনারা অবগত হলেন এমন নয়, সহরের বড়মানুষদের মধ্যে অনেকেই পদ্মলোচনের জুড়িদার, কেউ কেউ দাদা হতেও সরেস! যে দেশের বড়লোকের চরিত্র এই রকম ভয়ানক, এই রকম বিষময়, সে দেশের উন্নতির প্রার্থনা করা নিরর্থক! যাঁদের হতে উন্নতি হবে, তাঁরা আজও পশু হতেও অপকৃষ্ট ব্যবহারের

সর্ব্বদাই পরিচয় দিয়ে থাকেন, তাঁরা ইচ্ছা করে আপনা আপনি বিষময় পথের পথিক হন; তাঁরা যে সকল দুষ্কর্ম্ম করেন, তার যথারূপ শাস্তি নরকেও দুষ্প্রাপ্য।

জন্মভূমি-হিতচিকীর্ষু'রা আগে এই সকল মহাপুরুষদের চরিত্র সংশোধন করবার যত্ন পান, তখন দেশের অবস্থায় দৃষ্টি করবেন, নতুবা বঙ্গদেশের যা কিছু উন্নতি প্রার্থনায় যত্ন নেবেন, সকলই নিরর্থক হবে!

আলালের ঘরের দুলাল লেখক বাবু টেকচাঁদ ঠাকুর বলেন—"সহরের মাতাল বহুরূপী" কিন্তু আমরা বলি, সহরের বড়মানুষরা নানারূপী—এক এক বাবু এক

"ঠনঠনের হঠাৎ অবতার"

এক তরো, আমরা চড়কের নক্শায় সেগুলির প্রায়ই গড়ে বর্ণন করেচি, এখন ক্রমশ তারি সবিস্তার বর্ণন করা যাবে—তারি প্রথম উঁচু দল খাস হিন্দু; এই হঠাৎ অবতারের নক্শাতেই আপনারা সেই উঁচুকেতার খাস হিন্দু দলের চরিত্র

জানতে পার্বেন—এই মহাপুরুষেরাই রিফর্মেশনের প্রবল প্রতিবাদী, বঙ্গসুখ-সৌভাগ্যের প্রলয় কণ্টক ও সমাজের কীট !

হঠাৎ অবতারের প্রস্তাবে পাঠকদের নিকট আমরাও কথঞ্চিৎ আত্মপরিচয় দিয়ে নিয়েছি ; আমরা ক্রমে আরো যত ঘনিষ্ঠ হবো, ততই রং ও নক্সার মাজে মাজে সং সেজে আস্‌বো—আপনারা যত পারেন হাততালি দেবেন ও হাসবেন !

মাহেশের স্নানযাত্রা

গুরুদাস গুঁই সেরুড কোম্পানির বাড়ির মেট মিস্তিরি। তিরিশ টাকা মাইনে, এ সওয়ায় দশ টাকা উপরি রোজগারও আছে—গুরুদাসের চাঁপাতলা অঞ্চলে একটি খোলার বাড়ি ছিল ; পরিবারের মধ্যে এক বুড়ো মা, বালিকা স্ত্রী ও বিধবা পিসি মাত্র।

গুরুদাস বড় সাখরচে লোক, যা দশ টাকা রোজগার করেন, সকলই খরচ হয়ে যায় ; এমন কি কখন কখন মাস কাবারের পূর্ব্বে গয়নাখানা ও জিনিসটে পত্তরটাও বাঁদা পড়ে ; বিশেষত শ্রাবণ মাসে ইলিস মাছ ওঠবার পূর্ব্বে ঢ্যালা ফ্যালা পার্ব্বণে গুরুদাসের ছু মাসের মাইনেই খরচ হয়—ভাদ্দর মাসের আরন্দটি বড় ধুমে গ্যাচে, আর পিটেপার্ব্বণেও দশ টাকা খরচ হয়েছিল—ক্রমে স্নানযাত্রা এসে পড়লো। স্নানযাত্রাটি পরবের টেক্কা, তাতে আমোদের চূড়ান্ত হয়ে থাকে ; সুতরাং স্নানযাত্রা উপলক্ষে গুরুদাস বড়ই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। নাবা খাওয়ারও অবকাশ রইল না ; ক্রমে আরো পাঁচ ইয়ার জুটে গ্যালো। স্নানযাত্রায় কি রকম আমোদ হবে, তারি তদ্বির ও পরামর্শ হতে লাগ্‌লো ; কেবল ছুঃখের বিষয়—চাঁপাতলার হলধর বাগ, মতিলাল বিশ্বেস ও হারাধন দাস, গুরুদাসের বুজুম্ ফ্রেণ্ড ছিলেন, কিন্তু কিছু দিন হলো হলধর একটা চুরি মাম্‌লায় গেরেপ্তার হয়ে ছু বছরের জন্য জেলে গ্যাচেন, মতি বিশ্বেস মদ খেয়ে পাত্‌কোর ভেতর পড়ে গিয়েছিল, তাতেই তাঁর ছুটি পা ভেঙ্গে গিয়েচে, আর হারাধন গোটা কতক টাকা বাজার দেনার জন্য ফরেশডাঙ্গায় সরে গ্যাচেন ; সুতরাং এবারে তাঁদের বিরহে স্নানযাত্রাটা ফাঁক্ ফাঁক্ লাগ্‌চে, কিন্তু তা হলে কি হয়—সম্বৎসরের আমোদটি বন্দ করা কোন ক্রমেই হতে পারে না বলেই নিতান্ত গর্দিতে থেকেও গুরুদাসকে স্নানযাত্রায় যাবার আয়োজন কত্তে হয় !

এদিকে পাঁচ ইয়ারের পরামর্শে সকল রকম জিনিষের আয়োন হতে লাগ্‌লো—গোপাল দৌড়ে গিয়ে একখানি বজরা ভাড়া করে এলেন। নবীন আতুঁরী,

আনিস, রম ও গাঁজার ভার নিলেন। ব্রজ ফুলুরি ও বেগুনভাজার বায়না দিয়ে এলেন—গোলাবি খিলির দোনা, মোম বাতি ও মিটে কড়া তামাক ও আর আর জিনিষপত্র গুরুদাস স্বয়ং সংগ্রহ করে রাখলেন। কাল রাত্তিরের জোয়ারে নৌকোয় ওঠা হবে স্থির হলো।

পূর্ব্বে স্নানযাত্রার বড় ধুম ছিল—বড় বড় বাবুরা পিনেস, কলের জাহাজ, বোট ও বজরা ভাড়া করে মাহেশে যেতেন, গঙ্গায় বাচখ্যালা হতো, স্নানযাত্রার পর রাত্তির ধরে খ্যাম্‌টা ও বাইয়ের হাট লেগে যেতো! কিন্তু এখন আর সে আমোদ নাই—সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই—কেবল ছুঁতর, কাঁসারি, কামার ও গন্ধবেণে মশাইরাই যা রেখেচেন, মধ্যে মধ্যে দু চার ঢাকা অঞ্চলের জমিদারও স্নানযাত্রার মান রেখে থাকেন, কোন কোন ছোক্‌রা গোছের নতুন বাবুরাও স্নানযাত্রায় আমোদ করেন বটে।

ক্রমে সে দিনটি দেখতে দেখতে গ্যালো। ভোর না হতে হতেই গুরুদাসের ইয়াররা সেজে গুজে তৈরি হয়ে তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হলেন। গোপাল এক জোড়া লাল রঙ্গের এষ্টকীং (মোজা) পায়ে দিয়েছিলেন, পেতলের বড় বড় বোদাম দেওয়া সবুজ রঙ্গের একটি ফতুই ও গুল্‌দার ঢাকাই উড়ুনি তাঁর গায়ে ছিল, আর একটি বিলিতী পেতলের শিল আংটিও আঙ্গুলে পরেছিলেন—কেবল তাড়াতাড়িতে জুতো জোড়াটি কিনতে পারেন নাই বলেই শুদ্ধু পায়ে আসা হয়। নবীনের ফুলদার ঢাকাই চাদরখানি বহুকাল ধোপার বাড়ি যায় নি, তাতেই যা একটু ময়লা ময়লা বোধ হচ্ছিল, নতুবা তাঁর চার আঙ্গুল চ্যাটালো কালাপেড়ে ধোপদস্ত ধুতিখানি সেই দিন মাত্র পাটভাঙ্গা হয়েছিল—মেরজাইটিও বিলক্ষণ ধোবো ছিল। ব্রজর সম্প্রতি ইয়ার্ডে কর্ম্ম হয়েচে, বয়সও অল্প, সুতরাং আজো ভালো কাপড় চোপড় করে উঠ্‌তে পারেন নি, কেবল গত বৎসর পূজোর সময় তাঁর আই ন সিকে দিয়ে যে ধুতি চাদর কিনে দ্যায়, তাই পরে এসেছিলেন, সেগুলি আজো কোরা থাকায় তাঁরে দেখতে বড় মন্দ দেখায় নি। আরো তাঁর ধুতি চাদরের সেট নতুন বল্লেই হয়—বল্‌তে কি, তিনি তো বেশী দিন পরেন নি, কেবল পূজোর সময় সপ্তমী পূজোর এক দিন পরে গোকুল দাঁয়ের প্রতিমে দেখতে গিয়েছিলেন—ভাসান দেখতে যাবার সময় একবার পরেন, আর হাটখোলার যে সেই ভারী বারোইয়ারি পূজো হয়, তাতেই একবার পরে গোপালে উড়ের যাত্রা শুনতে গেছ্‌লেন—তা ছাড়া অমনি সিকের উপর হাঁড়ির মধ্যে তোলাই ছিল।

ইয়ারেরা আসবামাত্র গুরুদাস বিছেনা থেকে উঠে দাওয়ায় বসলেন। নবীন,

গোপাল ও ব্রজও খুঁটি ঠ্যাসান দিয়ে উপু হয়ে বসলেন। গুরুদাসের মা চকমকি, শোলা, টিকে ও তামাকের মেটে বাক্সটি বার করে দিলেন। নবীন চকমকি ঠুকে টিকে ধরিয়ে তামাক সাজলেন। ব্রজ পাত্‌কোতলা থেকে হুঁকোটি ফিরিয়ে এনে দিলেন; সকলেরই এক একবার তামাক খাওয়া হলো। গুরুদাস তামাক খেয়ে হাত মুক ধুতে গ্যালেন; এমন সময়ে ঝম্ ঝম্ করে এক পসলা ভারী বৃষ্টি এলো, উঠনের ব্যাংগুলো থপ্ থপ্ করে নাপাতে নাপাতে দাওয়ায় উঠতে লাগ্‌লো; নবীন, গোপাল ও ব্রজ তারি তামাসা দেখতে লাগ্‌লেন। নবীন একটি সখের গাওনা জুড়ে দিলেন।

"সখের বেদেনী বলে কে ডাক্‌লে আমারে!"

বর্ষাকালের বৃষ্টি মানুষের অবস্থার মত অস্থির। সর্ব্বদাই হচ্চে যাচ্চে তার ঠিকানা নাই—ক্রমে বৃষ্টি থেমে গ্যালো। গুরুদাসও হাত মুখ ধুয়ে এসেই মাকে খাবার দিতে বল্লেন; ঘরে এমন তৈরি খাবার কিছুই ছিল না, কেবল পান্তা ভাত আর তেঁতুল দিয়ে মাছ ছিল, তাঁর মা তাই চারখানি মেটে খোরায় বেড়ে দিলেন, গুরুদাস ও তাঁর ইয়ারেরা তাই বহুমান করে খেলেন।

পূর্ব্বে স্থির হয়েছিল, রাত্তিরের জোয়ারেই যাওয়া হবে, কিন্তু স্নানযাত্রাটি যে রকম আমোদের পরব, তাতে রাত্তিরের জোয়ারে গেলে স্নানযাত্রার দিন ব্যালা দুপুরের পর মাহেশ পৌছুতে হয়, সুতরাং দিনের জোয়ারে যাওয়াই স্থির হলো।

এদিকে গির্জ্জের ঘড়িতে টুং টাং, টুং টাং করে দশটা বেজে গ্যালো। নবীন, ব্রজ, গোপাল ও গুরুদাস খেয়ে দেয়ে, পানতামাক খেয়ে, তোবড়া-তুবড়ি নিয়ে, দুর্গা বলে যাত্রা করে বেরুলেন। তাঁর মা একখানি পাখা ও দুটি ধামি কিনে আনতে বল্লেন, তাঁর স্ত্রী পূর্ব্বের রাত্তিরে একটি চিত্তির করা হাঁড়ি ঘুন্‌সি ও গুরিয়া পুতুল আন্‌তে বলেছিল, আর তাঁর বিধবা পিসির জন্য একটি খাজা কোয়াওলা ভাল কাঁঠাল, কানাইবাঁশী কলা ও কুলী বেগুন আন্‌তে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন।

গুরুদাসের পোসাকটিও নিতান্ত মন্দ হয় নি, তিনি একখানি সরেস গুল্‌দার উড়ুনি গায়ে দিয়েছিলেন, উড়ুনিখানি চল্লিশ টাকার কম নয়—কেবল কাটের কুচো বাঁদবার দরুন চার পাঁচ জায়গায় একটু একটু খোঁচে গেছলো—তাঁর গায়ে একটি লাল বিলিতী ঢাকা প্যাটনের পিরান ছিল, তার ওপর বুলু রঙ্গের একটি হাপ চায়নাকোট—তিনি "বেঁচে থাকুক বিদ্দেসাগর চিরজীবী হয়ে" পেড়ে এক শান্তিপুরে ফরমেসে ধুতি পরেছিলেন, জুতো জোড়াটিতেও রূপোর বক্‌লস্ দেওয়া ছিল।

ক্রমে গুরুদাস ও ইয়ারেরা প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটে পৌছিলেন। সেথায়

কেদার, জগ, হরি ও নারাণ তাঁদের জন্য অপেক্ষা করে ছিল ; তখন সকলে একত্র হয়ে বজরায় উঠ্‌লেন। মাজিরা শুঁটকী মাছ, লঙ্কা ও কড়ায়ের ডাল দিয়ে ভাত খেতে বসেছিল। জোয়ারও আসে নাই ; সুতরাং কিছু ক্ষণ নৌকো খুলে দেওয়া বন্দ রইলো।

কিন্তু পাঁচো ইয়ার নৌকোয় উঠেই আয়েস জুড়ে দিলেন। গোপাল সন্তর্পণে জবাবির চৌপলের শোলার ছিপিটি খুলে ফেল্লেন। ব্রজ এক ছিলিম গাঁজা তৈরি কত্তে বস্‌লেন—আতুরী ও জবাবিরা চলতে সুরু হলো। ফুলুরি ও বেগুনভাজীরা সে কালের সতী স্ত্রীর মত আতুরীদের সহগমন কত্তে লাগলেন—মেজাজ গরম হয়ে উঠ্‌লো—এদিকে নারাণ ও কেদার বাঁয়ার সঙ্গতে—

"হেঁসে খেলে নেও রে যাদু মনের সুখে।
কে কবে, যাবে শিঙ্গে ফুঁকে।
তখন কোথা রবে বাড়ি, কোথা রবে জুড়ি,
তোমার কোথা রবে ঘড়ি, কে ছ্যায় ট্যাঁকে।
তখন মুড়ো জ্বেলে দেবে ও চাঁদমুখে॥"

গান জুড়ে দিলেন—ব্রজ খাজায় দম্ মেয়ে আড়ষ্ট হয়ে জোনাকি পোকা দেখতে লাগলেন, গোপাল ও গুরুদাসের ফুর্ত্তি ছ্যাখে কে!

এদিকে সহরেও স্নানযাত্রার যাত্রীদের ভারী ধুম পড়ে গ্যাচে। বুড়ি বুড়ি মাগী, কলাবউয়ের মত আধ হাত ঘোম্‌টা দেওয়া ক্ষুদে ক্ষুদে কনে বউ ও বুকের কাপড় খোলা হাঁ করা ছুঁড়ীরা রাস্তা জুড়ে স্নানযাত্রা দেখতে চলেচে ; এমন কি রাস্তায় গাড়ি পালকি চলা ভার, আজ সহরে কেরাঞ্চী গাড়ির ঘোড়ায় কত ভার টানতে পারে, তার বিবেচনা হবে না, গাড়ির ভেতর ও পেছনে কত তাংড়াতে পারে, তারই তক্‌রার হচ্চে—এক একখানি গাড়ির ভেতর দশ জন, ছাতে দু জন, পেছনে একজন ও কোচবাক্সে দু জন—একুনে পোনের জন, এ সওয়ায় তিনটি করে আঁতুড়ে ছেলে ফাও! গেরস্তর মেয়েরাও বড় ভাই, শ্বশুর, ভাতার, ভাদ্দরবউ ও শাশুড়ীতে একত্র হয়ে গ্যাচেন। জগন্নাথের কল্যাণে মাহেশ আজ দ্বিতীয় বৃন্দাবন—অনেকেই কেষ্ট সাজবেন!

গঙ্গারও আজ চূড়ান্ত বাহার ; বোট, বজরা, পিনেস ও কলের জাহাজ গিজ্‌গিজ্ কচ্চে, সকলগুলি থেকেই মাতলামো রং, হাসি ও ইয়ারকির গর্‌রা উঠ্‌চে, কোনটিতে খ্যাম্‌টা নাচ হচ্চে, গুটি ত্রিশ মোসাহেব মদে ও নেশায় ভোঁ হয়ে রং কচ্চেন ; মধ্যে ঢাকাই জালার মত, পেল্লাদে পুতুলের মত ও তেলের কুপোর

মত শরীর, দাঁতে মিসি, হাতে ইষ্টিকবচ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, তাতে ছোট ছোট ঢোলের মত গুটি দশ মাদুলি ও কোমরে গোট, ফিন্‌ফিনে ধুতি পরা ও পৈতের গোচ্চা গলায়—মৈমনসিং ও ঢাকা অঞ্চলের জমিদার সরকারী দাদা ও পাতান কাকাদের সঙ্গে খোকা সেজে ন্যাকামি কচ্চেন ; বয়েস ষাট পেরিয়েচে, অথচ 'রাম'কে 'আম' ও 'দাদা' ও 'কাকা'কে 'দাঁদা' 'কাঁকা' বলেন—এঁরাই কেউ কেউ রঙ্গপুর অঞ্চলে 'বিদ্যোৎসাহী' কব্‌লান, কিন্তু চক্র করে তান্ত্রিক মতে মদ খান ও ব্যালা চারটে অবধি পূজো করেন। অনেকে জন্মাবচ্ছিন্নে সূর্য্যোদয় দেখেচেন কি না সন্দেহ !

কোন পিনেসে এক দল সহুরে নব্য বাবুর দল চলেচেন, ইংরাজি ইস্পিচে লিড্‌নি মন্ত্রের শ্রাদ্ধ হচ্চে, গাওনার সুরে জলও জমে যাচ্চে।

কোন পান্‌সিখানিতে এক জন তিলকাঞ্চনে নবশাখ বাবু মোসাহেব ও মেয়েমানুষের অভাবে পিস্তুতো ভাই, ভাগ্নে ও ছোট ভাইটিকে নিয়ে চলেচেন—বাঁয়া নাই, গোলাবী খিলি নাই, এমন কি, একটা থেলো হুঁকোরও অপ্রতুল—তবু এমনি খোস্‌মেজাজ, এমনি সক যে, পানসির পাটাতনের তক্তা বাজিয়ে গুন গুন করে গাইতে গাইতে চলেচেন, যেমন করে হোক কায়ক্লেশে শুদ্ধ হওয়াটা চাই।

এদিকে আমাদের নায়ক গুরুদাস বাবুর বজরায় মাজিদের খাওয়া দাওয়া হয়েচে ; দুপুরের নমাজ পড়েই বজরা খুলে দেবে, এমন সময় গোপাল গুরুদাসকে লক্ষ্য করে বল্লেন, "দ্যাখ্ ভাই গুরুদাস ! আমাদের আমোদের চূড়ান্ত হয়েচে, কিন্তু একটার জন্যে বড় ফাঁক ফাঁক দ্যাখাচ্চে ; সবই হয়েচে, কেবল মেয়েমানুষ না হলে তো স্নানযাত্রায় আমোদ হয় না ! যা বল, যা কও"—অমনি কেদার "ঠিক বলেছ বাপ !" বলে কথার খি ধরে নিলেন ; অমনি নারাণ বলে উঠলেন, "বাবা, যে নৌকোখানায় তাকাই, সকলি মাল ভরা, কেবল আমরা ব্যাটারাই নিরিমিষ্‌যি ! আমরা যেন বাবার পিণ্ডি দিতে গয়া কাশী যাচ্চি।"

গুরুদাসের মেজাজ আলি হয়ে গ্যাচে, সুতরাং "বাবা ঠিক বলেচ ! আমিও তাই ভাব্‌ছিলেম ; ভাই ! যত টাকা লাগে, তোমরা তাই কব্‌লে একটা মেয়েমানুষ নে এসো, আমি বাবা তাতে পেচ্‌পাও নই, গুরুদাসের সাদা প্রাণ !" এই কথা বল্‌তে না বল্‌তেই নারাণ, গোপাল, হরি ও ব্রজ নেচে উঠ্‌লেন ও মাজিদের নৌকো খুল্‌তে মানা করে দিয়ে মেয়েমানুষের সন্ধানে বেরুলেন।

এদিকে গুরুদাস, কেদার ও আর আর ইয়ারেরা চীৎকার করে—

"যাবি যাবি যমুনা পারে ও রঙ্গিণী।
কত দেখ্‌বি মজা রিষ্‌ড়ের ঘাটে শামা বামা দোকানী।
কিনে দেবো মাতা ঘষা, বারুইপুরে ঘুনসি খাসা,
উভয়ের পুরাবি আশা, ও সোনামণি ॥"

গান ধরেচেন, এমন সময় মেকিণ্টশ বরন্ কোম্পানির ইয়ার্ডের ছুতরেরা এক বোট ভাড়া করে রাঁড় নিয়ে আমোদ কত্তে কত্তে যাচ্ছিল ; তারা গুরুদাসকে চিনতে পেরে তাদের নৌকো থেকে—

"চুপে থাক্ থাক্ থাক্ রে ব্যাটা কানায়ে ভাগ্নে।
গরু চরাস্ লাঙ্গল ধরিস্, এতে তোর য়্যাতো মনে ॥"

গাইতে গাইতে হুর্‌রে ও হরিবোল দিয়ে সাঁই সাঁই করে বেরিয়ে গ্যালো ; গুরুদাসেরাও হুউও ও হাততালি দিতে লাগলেন ; কিন্তু তাঁর নৌকায় মেয়েমানুষ না থাকাতে সেটি কেমন ফাঁক্ ফাঁক্ বোধ হতে লাগলো ! এদিকে বোটওয়ালারাও চেপে হুউও ও হাততালি দিয়ে তাঁরে যথার্থই অপ্রস্তুত করে দে গ্যালো।

গুরুদাস নেশাতেও বিলক্ষণ পেকে উঠেছিলেন, সুতরাং ওরা ঠাট্টা করে আগে বেরিয়ে গ্যালো, ইটি তিনি বরদাস্ত কত্তে পাল্লেন না। শেষে বিরক্ত হয়ে ইয়ারদের অপেক্ষা না করে টল্‌তে টল্‌তে আপনিই মেয়েমানুষের সন্ধানে বেরুলেন, কেদার ও আর আর ইয়ারেরা

"আয় আয় মকর গঙ্গাজল।
কাল গোলাপের বিয়ে হবে সৈতে যাবো জল।
গোলাপ ফুলের হাতটি ধরে, চলে যাবো সোহাগ করে,
ঘোমটার ভিতর খ্যাম্‌টা নেচে ঝম্‌ঝমাবে মল ॥"

গান ধরে গুরুদাসের অপেক্ষায় রইলেন।

ঘণ্টাখানেক হলো গুরুদাস নৌকা হতে গ্যাচেন, এমন সময় ব্রজ ও গোপাল ফিরে এলেন। তাঁরা সহরটি তন্ন তন্ন করে খুঁজে এসেচেন, কিন্তু কোথাও এক জন মেয়েমানুষ পেলেন না ; তাঁদের জানত ও সহরের ছুটো গোছের বাড়ীতে বাকী করেন নাই। কেদার এই খবর শুনে একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন, (জয়কেষ্টো মুখুয্যের জেলে যাওয়াতে তাঁর প্রজাদেরও এত দুঃখ হয় নাই, রাবণের হাতে রামের কাটা মুণ্ড দেখে অশোকবনে সীতে কত বা দুঃখিত হয়েছিলেন ?) ও অত্যন্ত দুঃখে এই গান ধরে গুরুদাসের অপেক্ষায় রইলেন।

হৃৎপিঞ্জরের পাখী উড়ে এলো কার।
ত্বরা করে ধর্ গো সখি দিয়ে পীরিতের আধার॥
কোন্ কামিনীর পোষা পাখী, কাহারে দিয়েছে ফাঁকি,
উড়ে এলো দাঁড় ছেড়ে শিক্‌লিকাটা ধরা ভার॥

এমন সময় গুরুদাসও এসে পড়লেন—গুরুদাস মনে করেছিলেন যে, যদি তিনিই কোন মেয়েমানুষের সন্ধান নাই পেলেন—তাঁর ইয়ারেরা একটা না একটাকে অবশ্যই জুটিয়ে থাক্‌বে। এদিকে তাঁর ইয়ারেরা মনে করেছিলেন, যদিও তাঁরাই কোন মেয়েমানুষের সন্ধান কত্তে পাল্লেন না, গুরুদাস বাবু আর ছেড়ে আস্‌বেন না। এদিকে গুরুদাস নৌকোয় এসেই মেয়েমানুষ না, দেখ্‌তে পেয়ে মহাদুঃখিত হয়ে পড়লেন। কিন্তু নেশার এমনি অনির্ব্বচনীয় ক্ষমতা যে, তাতেও তিনি উৎসাহহীন হলেন না; গুরুদাস পুনরায় ইয়ারদের স্তোক দিয়ে মেয়েমানুষের সন্ধানে বেরুলেন। কিন্তু তিনি কোথায় গেলে পূর্ণমনোরথ হবেন, তা নিজেও জানতেন না, বোধ হয় তিনি যার অধীন ও আজ্ঞানুবর্ত্তী হয়ে যাচ্ছিলেন, কেবল তিনি মাত্র সে কথা বলতে পাত্তেন। গুরুদাসকে পুনরায় যেতে দেখে তাঁর ইয়ারেরাও তাঁর পেছুনে পেছুনে চল্লেন। কেবল নারাণ, ব্রজ ও কেদার নৌকায় বসে অত্যন্ত দুঃখেই—

"নিশি যায় হায় হায় কি করি উপায়।
শ্যাম বিহনে সখি বুঝি প্রাণ যায়॥
হ্যার হ্যার শশধর অস্তাচলগত সখি,
প্রফুল্লিত কমলিনী, কুমুদ মলিনমুখী,
আর কি আসিবে কান্ত তুষিতে আমায়॥"

গাইতে লাগলেন—মাজিরা "জুয়ার বই যায়" বলে বারম্বার ত্যক্ত কত্তে লাগলো। জলও ক্রমশ উড়োনচণ্ডীর টাকার মত জায়গা খালি হয়ে হটে যেতে লাগলো—ইয়ারদলের অসুখের পরিসীমা রইলো না!

গুরুদাস পুনরায় সহরটি প্রদক্ষিণ কল্লেন—সিঁদুরেপটী, শোভাবাজারের ও বাগবাজারের সিদ্ধেশ্বরীতলাটাও দেখে গ্যালেন, কিন্তু কোনখানেই সংগ্রহ কত্তে পাল্লেন না—শেষে আপনার বাড়িতে ফিরে গ্যালেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলেচি যে, গুরুদাসের এক বিধবা পিসি ছিল। গুরুদাস বাড়ি গিয়ে তাঁর সেই পিসিরে বল্লেন যে, "পিসি! আমাদের একটি কথা রাখ্‌তে হবে।" তাঁর পিসি বল্লেন, "বাপু গুরুদাস! কি কথা রাখ্‌তে হবে? তুমি একটা কথা বল্লে আমরা কি রাখ্‌বো না! আগে বল দেখি কি কথা?" গুরুদাস বল্লেন,

"পিসি, যদি তুমি আমাদের সঙ্গে স্নানযাত্রা দেখ্‌তে যাও, তা হলে বড় ভাল হয়। দেখ পিসি, সকলেই একটি দুটি মেয়েমানুষ নিয়ে স্নানযাত্রায় যাচ্ছে, কিন্তু পিসি আমাদের একটিও মেয়েমানুষ জুটে ওঠে নাই—দেখ পিসি শুদ্ধুই বা কেমন করে যাওয়া হয়, আমার নিজের জন্য যেন না হলো, কিন্তু পাঁচো ইয়ারের সুদ্ধ নিরিমিষ্‌ষি রকমে যেতে মন সচ্চে না—তা পিসি আমোদ কত্তে কত্তে যাবো, তুমি কেবল বসে যাবে, কার সাধ্যি তোমারে কেউ কিছু বলে।" পিসি এই প্রস্তাব শুনে প্রথমে গাঁই গুঁই কত্তে লাগলেন, কিন্তু মনে মনে যাবার ইচ্ছাটাও ছিল, সুতরাং শেষে গুরুদাস ও ইয়ারদের নিতান্ত অনুরোধ এড়াতে না পেরে ভাইপোর সঙ্গে স্নানযাত্রায় গ্যালেন।

ক্রমে পিসিকে সঙ্গে নিয়ে গুরুদাস ঘাটে এসে পৌঁছিলেন; নৌকার ইয়াররা গুরুদাসকে মেয়েমানুষ নিয়ে আস্‌তে দেখে হুর্‌রে ও হরিবোল ধ্বনি দিয়ে বাঁয়ায় দামামার ধ্বনি কত্তে লাগলো, শেষে সকলে নৌকায় উঠেই নৌকো খুলে দিলেন। দাঁড়িরা কসে ঝপাঝপ্‌ ঝপাঝপ্‌ করে দাঁড় বাইতে লাগলো, মাজি হাল বাগিয়ে ধরে সজোরে দেদার ঝিঁকে মাত্তে লাগলো। গুরুদাস ও সমস্ত ইয়ারে

"ভাসিয়ে প্রেমতরী হরি যাচ্চে যমুনায়
গোপীর কুলে থাকা হলো দায়।
আরে ও! কদম্‌তলায় বসি বাঁকা বাঁশরী বাজায়,
আর মুচ্‌কে হেঁসে নয়নঠারে কুলের বউ ভুলায়॥
হুড়র্‌ হো! হো! হো!"

গাইতে লাগলেন, দেখতে দেখতে নৌকোখানি তীরের মত বেরিয়ে গ্যালো।

বড় বড় যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই আজ দুপুরের জোয়ারে নৌকো ছেড়েচেন। এদিকে জোয়ারও মরে এলো, ভাঁটার সারানী পড়লো—নোঙ্গর করা ও খোঁটায় বাঁধা নৌকোগুলির পাছা ফিরে গ্যালো—জেলেরা ডিঙ্গি চড়ে বেঁউতি জাল তুলতে আরম্ভ কল্লে, সুতরাং যিনি যে অবধি গ্যাচেন, তাঁরে সেইখানেই নোঙ্গর কত্তে হলো—তিলকাঞ্চনে বাবুদের পানসি, ডিঙ্গি, ভাউলে, বজরা ও বোট বাজার পোড়্‌ জায়গায় ভিড়োনো হলো—গয়নার যাত্রীরা কিনেরার পাশে পাশে লগি মেরে চল্লেন। পেনেটি কামারহাটি কিম্বা খড়দয়ে জলপান করে খেয়া দিয়ে মাহেশ পৌঁছুবেন!

ক্রমে দিনমণি অস্ত গ্যালেন, অভিসারিণী সন্ধ্যা অন্ধকারের অনুসরণে বেরুলেন, প্রিয়সখী প্রকৃতি প্রিয় কার্য্যের অবসর বুঝে ফুলদাম উপহার দিয়ে বাসরের নিমন্ত্রণ গ্রহণ কল্লেন, বায়ু মৃদু মৃদু বীজন করে পথক্লেশ দূর কত্তে লাগলেন, বক ও

বালহাঁসেরা শ্রেণী বেঁধে চল্লো, চক্রবাকমিথুনের কাল সময় প্রদোষ, সংসারের সুখ বর্দ্ধনের জন্য উপস্থিত হলো ; হায় ! সংসারের এমনি বিচিত্র গতি যে কোন কোন বিষয় একের অপার দুঃখাবহ হলেও শতেকের সুখাস্পদ হয়ে থাকে।

পাড়াগাঁ অঞ্চলের কোন কোন গাঁয়ের বওয়াটে ছোঁড়ারা যেমন মেয়েদের সাঁজ সকালে ঘাটে যাবার পূর্ব্বে পথের ধারের পুরনো শিবের মন্দির, ভাঙ্গা কোটা, পুকুরপাড় ও ঝোপে ঝাপে লুকিয়ে থাকে—তেমনি অন্ধকারও এতক্ষণ চাবি দেওয়া ঘরে, পাত্‌কোর ভেতরে ও জলের জালায় লুকিয়ে ছিলেন—এখন শাঁক ঘণ্টার শব্দে সন্ধ্যার সাড়া পেয়ে বেরুলেন—তাঁর ভয়ানক মূর্ত্তি দেখে রমণীস্বভাবসুলভ শালীনতায় পদ্ম ভয়ে ঘাড় হেঁট করে চক্ষু বুজে রইলেন, কিন্তু ফচ্‌কে ছুঁড়ীদের আঁটা ভার—কুমুদিনীর মুখে আর হাসি ধরে না। নোঙ্গর করা ও কিনারার নৌকোগুলিতে গঙ্গাও কথনাতীত শোভা পেতে লাগলেন, বোধ হতে লাগ্‌লো যেন গঙ্গা গলদেশে দীপমালা ধারণ করে নাচতে লেগেচেন। বায়ুচালিত ঢেউগুলি তবলা বাঁয়ার কাজ কচ্চে—কোনখানে বালির খালের নীচে একখানি পিনাস নোঙ্গর করে বসেচেন—রকমারি বেধড়ক চলচে, গঙ্গার চমৎকার শোভায় মৃদু মৃদু হাওয়াতে ও ঢেউয়ের ঈষৎ দোলায়, কারু কারু শ্মশানবৈরাগ্য উপস্থিত হয়েচে, কেউ বা ভাবে মজে পূরবী রাগিণীতে—

"যে যাবার সে যাক্ সখি আমি তো যাবো না জলে।
যাইতে যমুনাজলে, সে কালা কদম্বতলে,
আঁখি ঠেরে আমায় বলে, মালা দে রাই আমার গলে !"

গান ধরেচেন, কোনখানে এইমাত্র একখানি বোট নোঙ্গর কল্লে—বাবু ছাতে উঠলেন, অমনি আর আর সঙ্গীরাও পেছনে পেছনে চল্লো ; এক জন মোসাহেব মাজিদের জিজ্ঞাসা কল্লেন, "চাচা ! এ জায়গাটার নাম কি ?" অমনি বোটের মাজি হুজুরে সেলাম ঠুকে "আইগেঁ কাশীপুর কর্ত্তা ! এই রতন বাবুর গাট" বলে বকসিসের উপক্রমণিকা করে রাখলে। বাবুর দল ঘাট শুনে হাঁ করে দেখতে লাগলেন ; ঘাটে অনেক বউ ঝি গা ধুচ্ছিলো, বাবুদলের চাউনি হাসি ও রসিকতায় ভয় ও লজ্জায় জড়সড় হলো, দু একটা পোষ মান্‌বারও পরিচয় ছাখাতে ত্রুটি কল্লে না—মোসাহেব দলে মাহেন্দ্র যোগ উপস্থিত ; বাবুর প্রধান ইয়ার রাগ ভেঁজে—

অনুগত আশ্রিত তোমার।
রেখো রে মিনতি আমার ॥

অস্থ ঋণ হলে, বাঁচিতাম পলালে,
এ ঋণে না মলে, পরিশোধ নাই।
অতএব তার, ভার তোমার,
দেখো রে করো নাকো অবিচার ॥

গান জুড়ে দিলেন—সন্ধ্যা আহ্নিকওয়ালা বুড়ো বুড়ো মিনষেরা, ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলে, নিষ্কর্ম্মা মাগীরা ঘাটের ওপর খাতা বেঁধে দাঁড়িয়ে গ্যালো; বাবুরাও উৎসাহ পেয়ে সকলে মিলে গাইতে লাগলেন—মড়া খেকো কুকুরগুলো খেউ খেউ করে উঠ্‌লো, চরন্তী শোয়ারগুলো ময়লা ফেলে ভয়ে ভোঁৎ ভোঁৎ করে খোঁয়াড়ে পালিয়ে গ্যালো।

কোন বাবুর বজরা বরানগরে পাটের কলের সামনেই নোঙ্গর করা হয়েচে, গাঁয়ের বওয়াটে ছেলেরা বাবুদের রঙ্গ ও সঙ্গের মেয়েমানুষ দেখে ছোট ছোট নুড়ি পাথর, কাদা ও মাটির চাপ ছুড়ে আমোদ কত্তে লাগলো, সুতরাং সে ধারের খড়্‌খড়েগুলো বন্ধ করতে হলো—আরো বা কি হয়!

কোন বাবুর ভাউলেখানি রাসমণির নবরত্নের সামনে নোঙ্গর করেচে, ভেতরের মেয়েমানুষরা উঁকি মেরে নবরত্নটি দেখে নিচ্চে।

আমাদের নায়ক বাবু গুরুদাস বাগবাজারের পোলের আশেপাশেই আছেন; তাঁদের বাঁয়ার এখনো আওয়াজ শুনা যাচ্চে, আতুরী ও আনীসদের বেশীর ভাগ আনাগোনা হচ্চে—আনীস ও রমেদের মধ্যে যাঁরা গেছলেন, তাঁরাই ছুনো হয়ে বেরিয়ে আসচেন—ফুলুরি ও গোলাপী খিলিরা দেবতাদের মত বর দিয়ে অন্তর্ধান হয়েচেন, কারু কারু তপস্যার ফললাভও সুরু হয়েচে—স্নেহময়ী পিসি আঁচল দিয়ে বাতাস কচ্চেন, নৌকোখানি অন্ধকার।

এমন সময় ঝম্ ঝম্ করে হঠাৎ এক পসলা বৃষ্টি এলো, একটা গোলমেলে হাওয়া উঠলো, নৌকোর পাছাগুলি দুল্‌তে লাগলো—মাজিরা পাল ও চট মাথায় দিয়ে বৃষ্টি নিবারণ কত্তে লাগলো, রাত্তির প্রায় দুপুর!

সুখের রাত্তির দেখতে দেখতেই যায়—ক্রমে সুখ-তারার সিঁতি পরে হাঁসতে হাঁসতে উষা উদয় হলেন, চাঁদ তারাদল নিয়ে আমোদ কচ্ছিলেন, হঠাৎ উষারে দেখে লজ্জায় ম্লান হয়ে কাঁপতে লাগলেন, কুমুদিনী ঘোমটা টেনে দিলেন, পূর্ব্ব দিক্ ফর্‌সা হয়ে এলো, "জোয়ার আইচে" বলে মাজিরা নৌকো খুলে দিলে—ক্রমে সকল নৌকোয় সার বেঁধে মাহেশ ও বল্লভপুরে চল্লো। সকলখানিই এখনো রং পোরা, কোন কোনখানিতে গলাভাঙ্গা সুরে—

"এখনও রজনী আছে বল কোথা যাবে রে প্রাণ।
কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর হোক্ নিশি অবসান ॥
যদি নিশি পোহাইত, কোকিলে ঝঙ্কার দিত,
কুমুদী মুদিত হতো, শশী যেতো নিজ স্থান ॥"

শোনা যাচ্চে। কোনখানি কফিনের মত নিঃশব্দ—কোনখানিতে কান্নার শব্দ—কোথাও নেশার গোঁ গোঁ ধ্বনি।

যাত্রীদের নৌকো চল্লো, জোয়ারও পেকে এলো, মালারা জাল ফেলতে আরম্ভ কল্লে—কিনারায় সহরের বড়মানুষের ছেলেদের টুকপি ধোপার গাধা দেখা দিলে। ভট্‌চায্যিরা প্রাতঃস্নান কত্তে লাগলেন, মাগী ও মিন্‌সেরা লজ্জা মাথায় করে কাপড় তুলে হাগ্‌তে বসেচে, তরকারির বাজরা সমেত হেটোরা বদ্দিবাটী ও শ্রীরামপুরে চল্লো, আড়খেয়ার পাটুনীরে সিকি ও আধ পয়সায় পার কত্তে লাগলো, বদর ও দফর গাজীর ফকিরেরা ডিঙ্গেয় চড়ে ভিক্ষে আরম্ভ কল্লে, সূর্য্যদেব উদয় হলেন দেখে কমলিনী আহ্লাদে ফুটলেন, কিন্তু ইলিশ মাছ ধড়ফড়িয়ে মরে গ্যালেন, হায়! পরশ্রীকাতরদের—এই দশাই ঘটে থাকে।

যে সকল বাবুদের খড়দ, পেনেটি, আগড়পাড়া, কামারহাটী প্রভৃতি গঙ্গাতীর অঞ্চলে বাগান আছে, আজ তাঁদেরো ভারী ধুম, অনেক জায়গায় কাল শনিবার ফলে গ্যাচে, কোথাও আজ শনিবার, কারু কদিনই জমাট বন্দোবস্ত—আয়েস ও চোহেলের হদ্দ! বাগানওয়ালা বাবুদের মধ্যে কারু কারু বাচ্‌ খ্যালাবার জন্য পানসি তৈরি, হাজার টাকার বাচ্‌ হবে, এক মাস ধরে নৌকোর গতি বাড়িবার জন্য তলায় চর্‌বি ঘষা হচ্চে ও মাজিদের লাল উর্দি ও আগু পেছুর বাদশাই নিশেন সংগ্রহ হয়েচে—গ্রামস্থ ইয়ারদল, খড়দর বাবুরা ও আর আর ভদ্রলোক মধ্যস্থ! বোধ হয় বাদী মহিন্দর নফর—চীনেবাজারের ক্যাবিনেট মেকর—ভারি সৌখিন—সকের সাগর বল্লেই হয়!

এদিকে কোন কোন যাত্রী মাহেশ পৌছুলেন, কেউ কেউ নৌকোতেই রইলেন, দুই এক জন ওপরে উঠলেন—মাঠে লোকারণ্য, বেদিমণ্ডপ হতে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত লোকের ঠেল মেরেচে; এর ভেতরেই নানা প্রকার দোকান বসে গ্যাচে, ভিকিরীরা কাপড় পেতে বসে ভিক্ষে কচ্চে, গায়েনরা গাচ্চে, আনন্দলহরী, একতারা, খঞ্জনী ও বাঁয়া নিয়ে বষ্টুমরা বিলক্ষণ পয়সা কুড়ুচ্চে। লোকের হর্‌রা, মাঠের ধুলো ও রোদের তাত একত্র হয়ে একটি চমৎকার মেওয়া প্রস্তুত হয়েচে; অনেকে তাই দিল্লীর লাড্ডুর স্বাদে সাধ করে সেবা কচ্চেন!

ক্রমে ব্যালা দুই প্রহর বেজে গ্যালো। সূর্য্যের উত্তাপে মাথা পুড়ে যাচ্চে; গামছা, রুমাল, চাদর ও ছাতি ভিজিয়েও পার পাচ্চে না। জগবন্ধু চাঁদমুখ নিয়ে বেদির ওপর বসেচেন, চাঁদমুখ দেখে কুমুদিনীর ফোটা চুলোয় যাক্, প্রলয় তুফানে জেলেডিঙ্গির তফ্‌রা খাওয়ার মত সমাগত কুমুদিনীদের দুর্দ্দশা ত্যাখে কে!

ক্রমে ব্যালা প্রায় একটা বেজে গ্যালো। জগন্নাথের আর স্নান হয় না—দশ আনীর জমীদার "মহাশয়" বাবুরা না এলে জগন্নাথের স্নান হবে না। কিন্তু পচা আদা ঝালে ভরা—তাঁদের আর আসা হয় না, ক্রমে যাত্রীরা নিতান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়লো, আশ পাশের গাছতলা, আমবাগান ও দাওয়া দরজা লোকে ভরে গ্যালো, অনেকের সর্দ্দিগর্ম্মি উপস্থিত, কেউ কেউ শিঙ্গে ফুক্‌লেন, অনেকেই ধুতরো ফুল দেখতে লাগলো। ডাব ও তরমুজে রণক্ষেত্র হয়ে গ্যালো, লোকের রল্লা দ্বিগুণ বেড়ে উঠ্‌লো, সকলেই অস্থির। এমন সময় শোনা গ্যালো, বাবুরা এসেচেন। অমনি জগন্নাথের মাথায় কলসী করে জল ঢালা হলো, যাত্রীরাও চরিতার্থ হলেন! চিড়ে, দই, মুড়ি, মুড়কি, চাটিম কলা দেদার উঠ্‌তে লাগলো; খোস্ পোসাকী বাবুরা খাওয়া দাওয়া কল্লেন। অনেকের আমোদেই পেট ভরে গ্যাচে, সুতরাং খাওয়া দাওয়া আবশ্যক হলো না। কিছু ক্ষণ বিশ্রামের পর তিনটে, শেষে চারটে বেজে গ্যালো। বাচখ্যালা আরম্ভ হলো—কার নৌকা আগে গিয়ে নিশেন নেয়, এরি তামাসা ত্যাখবার জন্য সকল নৌকোই খুলে দেওয়া হলো, অবশ্যই এক দল জিতলেন; সকলে জুটে হারের হাততালি ও জিতের বাহবা দিলেন, স্নানযাত্রার আমোদ ফুরুলো। সকলে বাড়িমুখো হলেন, যত বাড়ি কাছে হতে লাগলো ততই গর্ম্মিবোধ হতে লাগলো। শেষে কাশীপুরের চিনির কল, বালির ব্রিজ, কেউ পার হয়ে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটে উঠলেন, কেউ বাগবাজার ও আইরিটোলার ঘাটে নাবলেন। সকলেরই বিষণ্ণ বদন—ম্লান মুখ; অনেককেই ধরে তুলতে হলো; শেষ চার পাঁচ দিনের পর আমোদের নাগাড় মরে—ফিরতি গোলের দরুন আমরা গুরুদাস বাবুর নৌকোখানা বেছে নিতে পাল্লেম না।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।

"হুতোম প্যাঁচা আশ্‌মানে বসে
নক্‌শা উড়োচ্চেন।"

হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা

দ্বিতীয় ভাগ

রথ

হে সজ্জন! স্বভাবের সুনির্ম্মল পটে,
রহস্য রসের রঙ্গে,
চিত্রিনু চরিত্র—দেবী সরস্বতী বরে।
কৃপাচক্ষে হের একবার ; শেষে বিবেচনা মতে
যার যা অধিক আছে 'তিরস্কার' কিম্বা 'পুরস্কার'
দিও তাহা মোরে—বহু মানে লব শির পাতি।

স্নানযাত্রার আমোদ ফুরুলো, গুরুদাস গুঁই গুল্‌দার উড়ুনি পরিহার করে পুনরায় চিরপরিচিত র‍্যাঁদা ও ঘিস্‌কাপ ধর্ল্লেন। ক্রমে রথ এসে পড়্‌লো। ফ্যাতো র‍্যাতো পরব প্রলয় বুড়ুটে ; এতে ইয়ারকির লেশমাত্র নাই, সুতরাং সহরে রথ পার্ব্বণে বড় একটা ঘটা নাই ; কিন্তু কলিকাতায় কিছুই ফাঁক যাবার নয় ; রথের দিন চিৎপুর রোড লোকারণ্য হয়ে উঠ্‌লো, ছোট ছোট ছেলেরা বার্নিসকরা জুতো ও সেপাইপেড়ে ঢাকাই ধুতি পরে, কোমরে রুমাল বেঁধে, চুল ফিরিয়ে, চাকর চাকরাণীদের হাত ধরে, পয়নালার ওপর পোদ্দারের দোকানে ও বাজারের বারাণ্ডায় রথ দেখতে দাঁড়িয়েচে। আদ্‌বয়সী মাগীরা থাঁতায় খাতায় কোরা ও কলপ দেওয়া কাপড় পরে রাস্তা জুড়ে চলেচে ; মাটির জগন্নাথ, কাঁঠাল, তালপাতের ভেঁপু, পাখা ও সোলার পাখি বেধড়ক বিক্রি হচ্চে ; ছেলেদের দেখাদেখি বুড়ো বুড়ো মিন্‌সেরাও তালপাতের ভেঁপু নিয়ে বাজাচ্চেন ; রাস্তায় ভোঁ পোঁ ভোঁ পোঁ শব্দের তুফান উঠেচে—ক্রমে ঘণ্টা, হরিবোল, খোল, খত্তাল ও লোকের গোলের সঙ্গে একখানা রথ এলো—রথের প্রথমে পেটা ঘড়ি, নিশান, খুন্তি, ভোড়োং ও নেড়ীর কবি ; তার পর বৈরাগীদের দু তিন দল নিমখাসা কেত্তন, তার পেছনে সকের সংকীর্ত্তন গাওনা ; দোয়ার দলের সঙ্গে বড় বড় আট্‌চালার মত গোলপাতার ছাতা

ও পাখা চলেচে, আশে পাশে কর্ম্মকর্ত্তারা পরিশ্রান্ত ও গলদ্‌ঘর্ম্ম—কেউ নিশান ও রেশালার মিলে ব্যতিব্যস্ত, কেউ পাখার বন্দোবস্তে বিব্রত, সখের সংকীর্ত্তনওয়ালারা গোছসই বারাণ্ডার নীচে, চৌমাথার ও চকের সাম্‌নে থেমে থেমে গান করে যাচ্চেন, পেছনে চোতাদারেরা চেঁচিয়ে হাত নেড়ে গান বলে দিচ্চেন, দোয়ারেরা কি গাচ্চেন, তা তাঁরা ভিন্ন আর কেউ বুঝতে পাচ্চেন না। দর্শকদের ভিড়ের ভিতর একটা মাতাল ছিল, সে রথ দর্শন করে ভক্তিভরে মাত্‌লাম স্বরে

কে মা রথ এলি ?
সর্ব্বাঙ্গে পেরেক মারা চাকা ঘুরঘুরালি।
মা তোর সাম্‌নে দুটো ক্যেটো ঘোড়া,
চূড়োর উপর মুকপোড়া,
চাঁদ চামুরে ঘণ্টা নাড়া,
মধ্যে বনমালী।
মা তোর চৌদিকে দেবতা আঁকা,
লোকের টানে চল্‌চে চাকা,
আগে পাছে ছাতা পাখা,
বেহদ্দ ছেনালি।

গানটি গেয়ে, "মা রথ! প্রণাম হই মা!" বলে প্রণাম কল্লে। এদিকে রথ হেলতে দুলতে বেরিয়ে গ্যালো ; ক্রমে এই রকমে দু চারখানা রথ দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে পড়লো—গ্যাস্ জ্বালা মুটেরা মই কাঁদে করে ছাখা দিলে, পুলিসের পাসের সময় ফুরিয়ে এলো, দর্শকেরাও যে যার ঘরমুখো হলেন।

মাহেশে স্নানযাত্রায় যে প্রকার ধুম হয়, রথে তত হয় না বটে ; তবু ফ্যালা যায় না।

এদিকে সোজা ও উল্‌টো রথ ফুরাল, শ্রাবণ মাসে ঢ্যালা ফ্যালা পার্ব্বণ, ভাদ্র মাসের অরন্ধন ও জন্মাষ্টমীর পর অনেক জায়গায় প্রিতিমের কাঠামোয় ঘা পড়লো, ক্রমে কুমোররা নায়েকবাড়ি একমেটে, দোমেটে ও তেমেটে করে বেড়াতে লাগলো। কোলা ব্যাঙেরা ক্রোড়্ কোঁ ক্রোড়্ কোঁ ক্রোড়্ কোঁ শব্দে আগমনী গাইতে লাগ্‌লো ; বর্ষা আঁবের আঁটি, কাঁটালের ভুতুড়ি ও তালের এঁশো খেয়ে বিদেয় হলেন—দেখতে দেখতে পূজো এলো।

দুর্গোৎসব

দুর্গোৎসব বাঙ্গালা দেশের পরব, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে এর নাম গন্ধও নাই; বোধ হয়, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমল হতেই বাঙ্গালায় দুর্গোৎসবের প্রাদুর্ভাব বাড়ে। পূর্ব্বে রাজারাজড়া ও বনেদী বড় মানুষদের বাড়িতেই কেবল দুর্গোৎসব হতো, কিন্তু আজকাল পুঁটে তেলীকেও প্রিতিমা আনতে ছাখা যায়; পূর্ব্বকার দুর্গোৎসব ও এখনকার দুর্গোৎসবে অনেক ভিন্ন।

ক্রমে দুর্গোৎসবের দিন সংক্ষেপ হয়ে পড়লো; কৃষ্ণনগরের কারিকরেরা কুমারটুলী ও সিদ্ধেশ্বরীতলা জুড়ে বসে গ্যালো, জায়গায় জায়গায় রংকরা পাটের চুল, তবলকীর মালা, টিন ও পেতলের অস্থরের ঢাল তলওয়ার, নানা রঙ্গের ছোবান প্রিতিমের কাপড় ঝুলতে লাগলো; দর্জ্জীরা ছেলেদের টুপি, চাপকান ও পেটী নিয়ে দরোজায় দরোজায় বেড়াচ্চে; "মধু চাই!" "শাঁখা নেবে গো!" বলে ফিরিওয়ালারা ডেকে ডেকে ঘুচ্চে। ঢাকাই ও শান্তিপুরে কাপুড়ে মহাজন, আতরওয়ালা ও যাত্রার দালালেরা আহার নিদ্রে পরিত্যাগ করেছে। কোনখানে কাঁসারীর দোকানে রাশীকৃত মধুপর্কের বাটি, চুমকি ঘটি ও পেতলের থালা ওজন হচ্চে। ধূপ ধুনো, বেণে মসলা ও মাথাঘষার একত্ত্রা দোকান বসে গ্যাচে। কাপড়ের মহাজনেরা দোকানে ডবল পর্দ্দা ফেলেচে; দোকান ঘর অন্ধকারপ্রায়, তারি ভেতরে বসে যথার্থ পাই লাভে বউনি হচ্চে। সিঁদুরচুপড়ি, মোমবাতি, পিঁড়ে ও কুশাসনেরা অবসর বুঝে দোকানের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তার ধারে অ্যাকুডক্টের উপর বার দিয়ে বসেচে। বাঙ্গাল ও পাড়াগেঁয়ে চাকুরেরা আরসি, ঘুন্সি, গিল্টির গহনা ও বিলিতী মুক্তো একচেটেয় কিন্‌চেন; রবরের জুতো, কমফরটর, ষ্টিক ও ন্যাজওয়ালা পাগড়ি অগুন্তি উঠচে; ঐ সঙ্গে বেলোয়ারি চুড়ি, আঙ্গিয়া, বিলিতী সোনার শীলআংটি ও চুলের গার্ডচেনেরও অসঙ্গত খদ্দের। এত দিন জুতোর দোকান ধুলো ও মাকড়সার জালে পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু পুজোর মোরশুমে বিয়ের কনের মত কেঁপে উঠ্‌চে; দোকানের কপাটে কাই দিয়ে নানা রকম রঙ্গীন কাগজ মারা হয়েচে, ভেতরে চেয়ার পাড়া, তার নীচে এক টুকরো ছেঁড়া কারপেট। সহরের সকল দোকানেরই শীতকালের কাগের মত চেহারা ফিরেচে। যত দিন ঘুনিয়ে আসচে, ততই বাজারের কেনা ব্যাচা বাড়চে, ততই কলকেত্তা গরম হয়ে উঠ্‌চে। পল্লীগ্রামের টুলো অধ্যাপকেরা বৃত্তি ও বার্ষিক সাদক্তে বেরিয়েচেন, রাস্তায় রকম রকম তরবেতর চেহারার ভিড় লেগে গ্যাচে।

কোনখানে খুন, কোনখানে দাঙ্গা, কোথায় সিঁদচুরি, কোনখানে ভট্ট মহাশয়ের কাছ থেকে ছ ভরি রূপো গাঁটকাটায় কেটে নিয়েচে; কোথাও মাগীর নাকে থেকে নথটা ছিঁড়ে নিয়েচে; পাহারাওয়ালারা শশব্যস্ত, পুলিস বদমাইস পোরা, চোরেরা পুজোর মোরশুমে দেদার কারবার ফালাও কচ্চে, "লাগে তাক্ না লাগে তুক্কো" "কিনি তো হাতী, লুটি ত ভাণ্ডার" তাদের জপমন্ত্র হয়েচে; অনেকে পার্ব্বণের পূর্ব্বে শ্রীঘরে ও বাস্কুলে বসতি কচ্চে; কারো পুজোয় পাথরে পাঁচ কিল; কারো সর্ব্বনাশ! ক্রমে চতুর্থী এসে পড়লো।

এবার অমুক বাবুর নতুন বাড়িতে পুজার ভারি ধুম। প্রতিপদাদি কল্পের পর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিদায় আরম্ভ হয়েচে, আজও চোকে নাই—ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে বাড়ি গিস্‌গিস্ কচ্চে। বাবু দেড় ফিট উচ্চ গদির উপর তসরকাপড় পরে বার দিয়ে বসেচেন, দক্ষিণে দেওয়ান টাকা ও সিকি আধুলির তোড়া নিয়ে খাতা খুলে বসেচেন, বামে হবীশ্বর ন্যায়লঙ্কার সভাপণ্ডিত, অনবরত নস্য নিচ্চেন ও নাসানিঃসৃত রঙ্গীন কফজল জাজিমে পুচ্চেন। এদিকে জহুরী জড়ওয়া গহনার পুঁটুলি ও ঢাকাই মহাজন ঢাকাই শাড়ীর গাঁট নিয়ে বসেচে, মুন্সি মশাই, জামাই ও ভাগ্নে বাবুরা ফর্দ্দ কচ্চেন, সাম্‌নে কতকগুলি প্রিতিমেফ্যালা দুর্গাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ, বাইয়ের দালাল, যাত্রার অধিকারী ও গাইয়ে ভিক্ষুক "যে আজ্ঞা" "ধর্ম্ম অবতার" প্রভৃতি প্রিয়বাক্যের উপহার দিচ্চেন। বাবু মধ্যে মধ্যে কারেও এক আধটা আগমনী গাইবার ফরমাস কচ্চেন। কেও খোসগল্প ও অন্য বড়মানুষের নিন্দাবাদ করে বাবুর মনোরঞ্জনের উপক্রমণিকা কচ্চেন,—আসল মতলব দ্বৈপায়ন হ্রদে রয়েচে, উপযুক্ত সময়ে তীরস্থ হবে। আতরওয়ালা, তামাকওয়ালা, দানাওয়ালা ও অন্যান্য পাওনাদার মহাজনরা বাইরে বারাণ্ডায় ঘুচ্চে—পুজো যায় তথাচ তাদের হিসেব নিকেশ হচ্চে না। সভাপণ্ডিত মহাশয় সরপটে পিরিলীর বাড়ির বিদেয় নেওয়া ও বিধবাদলের এবং বিপক্ষপক্ষের ব্রাহ্মণদের নাম কাটচেন; অনেকে তাঁর পা ছুঁয়ে দিব্বি গালচেন যে, তাঁরা পিরিলীর বাড়ি চেনেন না; বিধবা বিয়ের সভায় যাওয়া চুলোয় যাক, গত বৎসর শয্যাগত ছিলেন বল্লেই হয়। কিন্তু বানের মুখে জেলেডিঙ্গীর মত তাঁদের কথা তল্ হয়ে যাচ্চে, নামকাটাদের পরিবর্ত্তে সভাপণ্ডিত আপনার জামাই, ভাগ্নে, নাতজামাই, দৌত্তুর ও খুড়তুতো ভেয়েদের নাম হাঁসিল কচ্চেন; এদিকে নামকাটারা বাবু ও সভাপণ্ডিতকে বাপান্ত করে পৈতে ছিঁড়ে গালে চড়িয়ে শাঁপ দিয়ে উঠে যাচ্চেন। অনেক উমেদারের অনিয়ত হাজ্‌রের পর বাবু কাকেও "আজ যাও" "কাল এসো" "হবে না" "এবার এই হলো" প্রভৃতি

অনুজ্ঞায় আপ্যায়িত কচ্চেন—হজুরীসরকারের হেকৃমৎ ভাখে কে। সকলেই শশব্যস্ত, পূজার ভারি ধুম !

ক্রমে চতুর্থীর অবসান হলো, পঞ্চমী প্রভাত হলেন—ময়রারা দুর্গোমোণ্ডা ও আগাতোলা সন্দেশের ওজন দিতে আরম্ভ কল্লে। পাঁঠার রেজিমেণ্টকে রেজিমেণ্ট বাজারে প্যারেড্ কত্তে লাগ্লো, গন্ধবেণেরা মসলা ও মাথাঘষা বেঁধে বেঁধে ক্লান্ত হয়ে পড়লো। আজ সহরের বড় বাস্তায় চলা ভার; মুটেরা প্রিমিয়মে মোট বইচে, দোকানে খদ্দের বসবার স্থান নাই। পঞ্চমী এইরূপে কেটে গ্যালো। আজ ষষ্ঠী; বাজারের শেষ কেনাবেচা, মহাজনের শেষ তাগাদা, আশার শেষ ভরসা। আজ আমাদের বাবুর বাড়িরও অপূর্ব্ব শোভা; সব চাকর বাকর নতুন তক্‌মা, উর্দি ও কাপড় পরে ঘুরে বেড়াচ্চে, দরজার দুই দিকে পূর্ণকুম্ভ ও আম্রসার দেওয়া হয়েচে, ঢুলীরা মধ্যে মধ্যে রোশনচৌকি ও শানাইয়ের সঙ্গে বাজাচ্চে, জামাই ও ভাগ্নে বাবুরা নতুন জুতো ও নতুন কাপড় পরে ফররা দিচ্ছেন, বাড়ির কোন বৈঠকখানায় আগমনী গাওয়া হচ্চে, কোথাও নতুন তাসজোড়া পরকান হচ্চে, সমবয়সী ও ভিক্ষুকের ম্যালা লেগেচে, আতরের উমেদারেরা বাবুদের কাছে শিশি হাতে করে সাত দিন ঘুচ্চে, কিন্তু বাবুদের এমনি অনবকাশ যে দু কোঁটা আতর দানের অবসর হচ্চে না।

এদিকে সহরের বাজারের মোড়ে ও চৌরাস্তায় ঢুলী ও বাজন্দারের ভিড়ে সেঁদোনো ভার। রাজপথ লোকারণ্য; মালীরা পথের ধারে পদ্ম, চাঁদমালা, বিল্লি-পত্তর ও কুচো ফুলের দোকান সাজিয়ে বসেচে; দইয়ের ভার, মণ্ডার খুলী ও লুচি কচুরীর ওড়ায় রাস্তা জুড়ে গেছে; রেও ভাট ও আমাদের মত ফলারেরা মিমো করে নিচ্চে—কোথায় যায় ?

ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় সহরে প্রিতিমার অধিবাস হয়ে গ্যালো, কিছুক্ষণ ঢোল ঢাকের শব্দ থাম্‌লো, পূজোবাড়িতে ক্রমে "আন্ রে" "কর রে" "এটা কি হলো" কত্তে কত্তে ষষ্ঠীর শর্ব্বরী অবসন্না হলো, সুখতারা মৃদু পবন আশ্রয় করে উদয় হলেন, পাখিরা প্রভাত প্রত্যক্ষ করে ক্রমে ক্রমে বাসা পরিত্যাগ কত্তে আরম্ভ কল্লে; সেই সঙ্গে সহরের চারি দিকে বাজনা বাদ্দি বেজে উঠ্লো, নবপত্রিকার স্নানের জন্য কর্ম্মকর্ত্তারা শশব্যস্ত হলেন—ভাবুকের ভাবনায় বোধ হতে লাগ্লো, যেন সপ্তমী কোরমাখান নতুন কাপড় পরিধান করে হাসতে হাসতে উপস্থিত হলেন।

এদিকে সহরের সকল কলাবউয়েরা বাজনা বাদ্দি করে স্নান করতে বেরুলেন, বাড়ির ছেলেরা কাঁসর ও ঘড়ি বাজাতে বাজাতে সঙ্গে সঙ্গে চল্লো—এদিকে বাবুর

কলাবউয়েরও স্নানের সরঞ্জাম বেরুলো, আগে আগে কাড়ানাগরা, ঢোল ও সানাইদারেরা বাজাতে বাজাতে চল্লো, তার পেছনে নতুন কাপড় পরে আশাসোঁটা হাতে বাড়ির দরওয়ানেরা, তার পশ্চাৎ কলাবউ কোলে পুরোহিত, পুঁথি হাতে তন্ত্রধারক, বাড়ির আচার্য্যি বামুন, গুরু ও সভাপণ্ডিত, তার পশ্চাৎ বাবু, বাবুর মস্তকে লাল সাটিনের রূপোর রামছাতা ধরেচে। আশে পাশে ভাগ্নে, ভাইপো ও জামাইয়েরা, পশ্চাৎ আমলা ফয়লা ও ঘরজামাইয়ে ভগিনীপতিরা, মোসাহেব ও বাজে দল, তার শেষে নৈবিদ্দ, লাণ্ঠন ও পুষ্পপাত্র, শাঁখ ঘণ্টা ও কুশাসন প্রভৃতি পূজার সরঞ্জাম মাথায় মালীরা। এই প্রকার সরঞ্জামে বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর বাবুর ঘাটে কলাবউ নাওয়াতে চল্লেন, ক্রমে ঘাটে পৌছুলে কলাবউয়ের পুজো ও স্নানের অবকাশে হজুরও গঙ্গার পবিত্র জলে স্নান করে নিয়ে স্তব পাঠ কত্তে কত্তে অনুরূপ বাজনা বাদ্দির সঙ্গে বাড়িমুখো হলেন।

পাঠকবর্গ! এ সহরে আজকাল তুচার এজুকেটেড ইয়ংবেঙ্গালও পৌত্তলিকতার দাস হয়ে পূজোআচ্ছা করে থাকেন—ব্রাহ্মণ ভোজনের বদলে কতকগুলি দিল্‌দোস্ত মদে ভাতে প্রসাদ পান, আলাপী ফিমেল ফ্রেণ্ডেরাও নিমন্ত্রিত হয়ে থাকেন, পূজোরো কিছু রিফাইণ্ড কেতা। কারণ অপর হিন্দুদের বাড়ি নিমন্ত্রিত প্রদত্ত প্রণামী টাকা পুরোহিত ব্রাহ্মণেরই প্রাপ্য, কিন্তু এঁদের বাড়ি প্রণামীর টাকা বাবুর অ্যাকৌউণ্টে ব্যাঙ্কে জমা হয়; প্রতিমের সাম্‌নে বিলিতী চর্ব্বির বাতি জ্বলে ও পূজোর দালানে জুতো নিয়ে ওঠবার অ্যালাওয়েন্স থাকে। বিলেত থেকে অর্ডর দিয়ে সাজ আনিয়ে প্রতিমে সাজান হয়—মা তুর্গা মুকুটের পরিবর্ত্তে বনেট্‌ পরেন, স্যাণ্ডউইচের শেতল খান, আর কলাবউ গঙ্গাজলের পরিবর্ত্তে কাৎলীকরা গরম জলে স্নান করে থাকেন, শেষে সেই প্রসাদী গরম জলে কর্ম্মকর্ত্তার প্রাতরাশের টী ও কফি প্রস্তুত হয়!

ক্রমে তাবৎ কলাবউয়েরা স্নান করে ঘরে ঢুকলেন। এদিকে পূজাও আরম্ভ হলো, চণ্ডীমণ্ডপে বারকোসের উপর আগাতোলা মোণ্ডাওয়ালা নৈবিদ্দি সাজান হলো, সঙ্গতি বুঝে চেলীর শাড়ি, চিনির থাল, ঘড়া, চুমকি ঘটি ও সোনার লোহা; নয় ত কোথাও সন্দেশের পরিবর্ত্তে গুড় ও মধুপর্কের বাটির বদলে খুরি ব্যবস্থা। ক্রমে পুজো শেষ হলো; ভক্তরা এতক্ষণ অনাহারে থেকে পূজোর শেষে প্রতিমারে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন, বাড়ির গিন্নীরা চণ্ডী শুনে জল খেতে গ্যালেন; কারো বা নবরাত্তির। আমাদের বাবুর বাড়ির পুজোও শেষ হলো প্রায়, বলিদানের উদ্‌যোগ হচ্চে; বাবু মায় ষ্টাফ্‌ আতুড় গায়ে উঠানে দাঁড়িয়েচেন, কামার

কোমর বেঁধে প্রতিমের কাছ থেকে পুজো ও প্রতিষ্ঠা করা খাঁড়া নিয়ে কাণে আশীর্ব্বাদী ফুল গুঁজে হাড়কাঠের কাছে উপস্থিত হলো, পাশ থেকে এক জন মোসাহেব "খুটি ছাড়! খুটি ছাড়!" বলে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন, গঙ্গাজলের ছড়া দিয়ে পাঠাকে হাড়কাটে পুরে দিয়ে খিল এঁটে দেওয়া হলো, এক জন পাঠার মুড়ি ও আর এক জন ধড়টা টেনে ধল্লে—অমনি কামার "জয় মা! মা গো!" বলে কোপ তুল্লে, বাবুরাও সেই সঙ্গে "জয় মা! মা গো!" বলে প্রতিমের দিকে ফিরে চেঁচাতে লাগলেন—ছপ্ করে কোপ পড়ে গ্যালো—গীজা গীজা গীজা গীজা, নাক্ টুপ্ টুপ্ টুপ্, গীজা গীজা গীজা গীজা, নাক্ টুপ্ টুপ্ টুপ্ শব্দে ঢোল, কাড়ানাগরা ও ট্যাম্‌টেমি বেজে উঠ্‌লো; কামার সরাতে সমাংস করে দিলে পাঠার মুড়ির মুখ চেপে ধরে দালানে পাঠানো হলো. এদিকে এক জন মোসাহেব সন্তর্পণে খর্পরের সরা আচ্ছাদন করে প্রতিমের সম্মুখে উপস্থিত কল্লে, বাবুরা বাজনার তরঙ্গের মধ্যে হাততালি দিতে দিতে ধীরে ধীরে চণ্ডীমণ্ডপে উঠলেন—প্রতিমার সাম্‌নে দানের সামগ্রী ও প্রদীপ জ্বেলে দেওয়া হলে আরতি আরম্ভ হলো, বাবু স্বহস্তে ধবল গঙ্গাজল চামর বীজন কত্তে লাগলেন, ধূপ ধুনোর ধোঁয়ে বাড়ি অন্ধকার হয়ে গ্যালো, এইরূপে আধ ঘণ্টা আরতির পর শাঁখ বেজে উঠলো, সবাবু সকলে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে বৈঠকখানায় গ্যালেন। এদিকে দালানে বামুনেরা নৈবিদ্দি নিয়ে কাড়াকাড়ি কত্তে লাগ্‌লো। দেখতে দেখতে সপ্তমীও ফুরালো। ক্রমে নৈবিদ্দি বিলি, কাঙ্গালী বিদায় ও জলপান বিলানোতেই সে দিনের অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত হয়ে গ্যালো. বৈকালে চণ্ডীর গানওয়ালারা খানিক ক্ষণ আসর জাগিয়ে বিদায় হলো—জগা স্যাক্‌রা চণ্ডীর গানের প্রকৃত ওস্তাদ ছিল, সে মরে যাওয়াতেই আর চণ্ডীর গানের প্রকৃত গায়ক নাই; বিশেষত এক্ষণে শ্রোতাও অতিদুর্লভ হয়েচে।

ক্রমে ছটা বাজলো, দালানের গ্যাসের ঝাড় জ্বেলে দিয়ে প্রতিমার আরতি আরম্ভ করে দেওয়া হলো এবং মা দুর্গার শেতলের জলপান ও অন্যান্য সরঞ্জামও সেই সময় দালানে সাজিয়ে দেওয়া হলো—মা দুর্গা যত খান বা না খান, লোকে দেখে প্রশংসা কল্লেই বাবুর দশ টাকা খরচের সার্থকতা হবে। এদিকে সন্ধ্যার সঙ্গে দর্শকের ভিড় বাড়তে লাগলো; বাঙ্গাল দোকানদার, ঘুস্কী ও খানকীরা ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলে ও আদ্‌বইসী ছোঁড়া সঙ্গে থাতায় থাতায় প্রতিমে দেখতে আসতে লাগ্‌লো। এদিকে নিমন্ত্রিতেরা সেজেগুজে এসে টনাৎ করে একটা টাকা ফেলে দিয়ে প্রণাম কল্লে, অমনি পুরুত এক ছড়া ফুলের মালা নেমন্তন্নের গলায় দিয়ে

টাকাটা কুড়িয়ে ট্যাঁকে গুঁজলেন, নেমন্তন্নেও হন্ হন্ করে চলে গেলেন। কলকেতা সহরের এই একটি বড় আজগুবি কেতা, অনেক স্থলে নিমন্ত্রিতে ও কর্ম্মকর্ত্তায় চোরে কামারের মত সাক্ষাৎও হয় না, কোথাও পুরোহিত বলে ছান "বাবুরা ওপরে, ঐ সিঁড়ি মশাই যান না।" কিন্তু নিমন্ত্রিত যেন চিরপ্রচলিত রীতি অনুসারেই "আজ্ঞে না, আরো পাঁচ জায়গায় যেতে হবে, থাক্" বলে টাকাটি দিয়েই অমনি গাড়িতে ওঠেন ; কোথাও যদি কর্ম্মকর্ত্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, তবে গিরগিটের মত উভয়ে একবার ঘাড় নাড়ানাড়ি মাত্র হয়ে থাকে—সন্দেশ মেঠাই চুলোয় যাক্, পান তামাক মাথায় থাক্, প্রায় সর্ব্বত্রই সাদর সম্ভাষণেরও বিলক্ষণ অপ্রতুল—দুই এক জায়গায় কর্ম্মকর্ত্তা জরির মছলন্দ পেতে, সাম্‌নে আতরদান, গোলাপপাস সাজিয়ে পয়সার দোকানের পোদ্দারের মত বসে থাকেন। কোন বাড়ির বৈঠকখানায় চোহেলের রৈ রৈ ও হৈচৈয়ের তুফানে নেমন্তন্নের সেঁধুতে ভরসা হয় না—পাছে কর্ম্মকর্ত্তা তেড়ে কামড়ান। কোথায় দরজা বন্ধ, বৈঠকখানা অন্ধকার, হয় ত বাবু ঘুমুচ্চেন, নয় বেরিয়ে গ্যাচেন, দালানে জনমানব নাই, নেমন্তন্নে কার সমুখে যে প্রণামী টাকাটি ফেল্‌বেন ও কি কর্‌বেন, তা ভেবে স্থির কত্তে পারেন না, কর্ম্মকর্ত্তার ব্যাভার দেখে প্রতিমে পর্য্যন্ত অপ্রস্তুত হন। অথচ এ রকম নিমন্ত্রণ না কল্লেই নয়। এই দরুন অনেক ভদ্রলোক আজকাল আর "সামাজিক" নেমন্তন্নে স্বয়ং যান না, ভাগ্নে বা ছেলেপুলের দ্বারাতেই ক্রিয়েবাড়ির পুরুতের প্রাপ্য কিম্বা বাবুদের ওৎকরা টাকাটি পাঠিয়ে ছান কিন্তু আমাদের ছেলেপুলে না থাকায় ও স্বয়ং গমনে অসমর্থ হওয়ায় স্থির করেছি, এবার অবধি প্রণামীর টাকায় পোষ্টেজ্ ষ্ট্যাম্প কিনে ডাকে পাঠিয়ে দেবো, তেমন তেমন আত্মীয়স্থলে (সেফ অ্যারাইভ্যালের জন্য) রেজষ্টরী করে পাঠান যাবে ; যে প্রকারে হোক্ টাকাটি পৌঁছনো নে বিষয়। অধ্যাপক ভায়ারা এ বিষয়ে অনেক সুবিধে করে দিয়েচেন, পুজো ফুরিয়ে গেলে তাঁরা প্রণামীর টাকাটি আদায় কত্তে স্বয়ং ক্লেশ নিয়ে থাকেন, নেমন্তন্নের পূর্ব্ব হতে পুজোর শেষে তাঁদের আত্মীয়তা আরও বৃদ্ধি হয়, অনেকের প্রণামী চাইতে আসাই পুজোর প্রুফ!

মনে করুন, আমাদের বাবু বনেদী বড়মানুষ ; চাইল স্বতন্তর, আরতির পর বানারসী জোড় পরে সভাসদ্ সঙ্গে নিয়ে দালানে বার দিলেন, অম্‌নি তক্‌মা পরা বাঁকা দরওয়ানেরা তলওয়ার খুলে পাহারা দিতে লাগ্‌লো ; হরকরা, হুঁকোবর্‌দার, বিবির বাড়ির বেয়ারা ও মোসাহেবরা জোড়হস্ত হয়ে দাঁড়ালো কখন কি ফরমাস হয়। বাবুর সাম্‌নে একটা সোনার আলবোলা, ডাইনে একটা পান্নাবসান ফুরসি,

বাঁয়ে একটা হীরে বসান টোপ্‌দার গুড়গুড়ি ও পেছনে একটা মুক্তোবসান পেঁচুয়া পড়লো ; বাবু আঁস্তাকুড়ের কুকুরের মত ইচ্ছা অনুসারে আশে পাশে মুখ দিচ্চেন ও আড়ে আড়ে সাম্‌নে বাজে লোকের ভিড়ের দিকে দেখচেন—লোকে কোন্‌টার কারিগরির প্রশংসা কচ্চে ; যে রকমে হোক, লোককে দেখান চাই যে, বাবুর রূপো সোনার জিনিষ অঢেল, এমন কি, বসাবার স্থান থাকলে আরো দুটো ফুরসি বা গুড়গুড়ি ছাখান যেতো। ক্রমে অনেক অনাহূত ও নিমন্ত্রিত জড় হতে লাগ্‌লেন, বাজে লোকে চণ্ডীমণ্ডপ পুরে গেল, জুতো চোরে সেই লাঙ্গাতরওয়ালের পাহারার ভেতর থেকেও দু ঝুড়ি জুতো সরিয়ে ফেল্লে। কচ্ছপ জলে থেকেই ডাঙ্গাস্থ ডিমের প্রতি যেমন মন রাখে, সেইরূপ অনেকে দালানে বসে বাবুর সঙ্গে কথাবার্ত্তার মধ্যে আপনার জুতোরও ওপর নজর রেখেছিলেন ; কিন্তু ওঠবার সময় ছাখেন যে, জুতোরাম কচ্ছপের ডিমের মত ফুটে সরেচেন, ভাঙ্গা ডিমের খোলার মত হয় ত এক পাটি ছেঁড়া চটি পড়ে আছে।

এদিকে দেখতে দেখতে গুড়ুম্‌ করে নটার তোপ পড়ে গ্যালো ; ছেলেরা "ব্যোম কালী কল্‌কেত্তাওয়ালী" বলে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো। বাবুর বাড়ি নাচ, সুতরাং বাবু আর অধিক ক্ষণ দালানে বসতে পাল্লেন না, বৈঠকখানায় কাপড় ছাড়তে গেলেন, এদিকে উঠানের সমস্ত গ্যাস জ্বেলে দিয়ে মজলিশের উদ্‌যোগ হতে লাগ্‌লো, ভাগ্নেরা ট্যাসল দেওয়া টুপি ও পেটি পরে ফপরদালালি কত্তে লাগ্‌লেন। এদিকে দুই এক জন নাচের মজলিশি নেমন্তন্নে আসতে লাগ্‌লেন। মজলিশে তয়ফা নাবিয়ে দেওয়া হলো। বাবু জরি ও কালাবৎ এবং নানাবিধ জড়ওয়া গহনায় ভূষিত হয়ে ঠিক একটি "ঈজিপশন্‌ মমী" সেজে মজলিশে বার দিলেন—বাই সারঙ্গের সঙ্গে গান করে সভাস্থ সমস্তকে মোহিত কত্তে লাগ্‌লেন।

নেমন্তন্নেরা নাচ দেখতে থাকুন, বাবু ফররা দিন ও লাল চোখে রাজা উজীর মারুন—পাঠকবর্গ একবার সহরটার শোভা দেখুন—প্রায় সকল বাড়িতেই নানা প্রকার রং তামাশা আরম্ভ হয়েচে। লোকেরা খাতায় খাতায় বাড়ি বাড়ি পুজো দেখে বেড়াচ্চে। রাস্তায় বেজায় ভিড়! মাড়ওয়ারী খোট্টার পাল, মাগীর খাতা ও ইয়ারের দলে রাস্তা পুরে গ্যাচে। নেমন্তন্নের হাতলাণ্ঠনওয়ালা বড় বড় গাড়ির সইসেরা প্রলয় শব্দে পইস্‌ পইস্‌ কচ্চে, অথচ গাড়ি চালাবার বড় বেগতিক! কোথায় সখের কবি হচ্চে, ঢোলের চাঁটি ও গাওনার চীৎকারে নিদ্রাদেবী সে পাড়া থেকে ছুটে পালিয়েচেন, গানের তানে ঘুমন্ত ছেলেরা মার কোলে ক্ষণে ক্ষণে চম্‌কে উঠ্‌চে। কোথাও পাঁচালি আরম্ভ হয়েচে, বওয়াটে পিল্‌ ইয়ার ছোকরারা ভরপুর

নেশায় ভোঁ হয়ে ছড়া কাট্‌চেন ও আপনা আপনি বাহবা দিচ্চেন; রাত্তির শেষে শ্রাদ্ধ গড়াবে, অবশেষে পুলিসে দক্ষিণা দেবে। কোথায় যাত্রা হচ্চে, মণিগোঁসাই সং এসেচে, ছেলেরা মণিগোঁসায়ের রসিকতায় আহ্লাদে আটখানা হচ্চে, আশে পাশে চিকের ভেতর মেয়েরা উঁকি মাচ্চে, মজলিশে রামমশাল জ্বল্‌চে, বাজে দর্শকদের বাতকর্ম্ম ও মশালের দুর্গন্ধে পূজোবাড়িতে তিষ্ঠন ভার, ধূপ ধুনোর গন্ধও হার মেনেচে। কোনখানে পূজোবাড়ির বাবুরাই খোদ মজলিশ রেখেচেন—বৈঠকখানায় পাঁচো ইয়ার জুটে নেউল নাচানো, ব্যাং নাপানো, খ্যামটা ও বিদ্যাসুন্দর আরম্ভ করেচেন; এক এক বারের হাসির গর্‌রায় শিয়াল ডাকে ও মদন আগুনের তানে—দালানে ভগবতী ভয়ে কাঁপচেন, সিঙ্গি চোরাকে কামড়ান পরিত্যাগ করে ন্যাজ গুটিয়ে পলাবার পথ দেখ্‌চে, লক্ষ্মী সরস্বতী শশব্যস্ত! এদিকে সহরের সকল রাস্তাতেই লোকের ভিড়, সকল বাড়িই আলোময়।

এই প্রকারে সপ্তমী, অষ্টমী ও সন্ধিপূজো কেটে গ্যালো। আজ নবমী; আজ পূজোর শেষ দিন; এত দিন লোকের মনে যে আহ্লাদটি জোয়ারের জলের মত বাড়তেছিল, আজ সেইটির একেবারে সারভাটা।

আজ কোথাও জোড়া মোষ, কোথাও নবব্‌ইটা পাঁঠা, সুপারি, আক, কুমড়ো, মাগুরমাছ ও মরীচ বলিদান হয়েচে; কর্ম্মকর্ত্তা পাত্র টেনে পাঁচো ইয়ারে জুটে নবমী গাচ্চেন ও কাদামাটি কচ্চেন, ঢুলীর ঢোলে সঙ্গত হচ্চে, উঠানে লোকারণ্য; উপর থেকে বাড়ির মেয়েরা উঁকি মেরে নবমী দেখচেন। কোথাও হোমের ধূমে বাড়ি অন্ধকার হয়ে গ্যাচে, কার সাধ্য প্রবেশ করে—কাঙ্গালী, রেওভাট ও ভিক্ষুকের পূজোবাড়ি ঢোকা দূরে থাকুক, দরজা হতে মশাগুলো পর্য্যন্ত ফিরে যাচ্চে। ক্রমে দেখতে দেখতে দিনমণি অস্ত গ্যালেন, পূজোর আমোদ প্রায় সম্বৎসরের মত ফুরালো! ভোরাও ওক্তে ভয়রোঁ রাগিণীতে অনেক বাড়িতে বিজয়া গাওনা হলো। ভক্তের চক্ষে ভগবতীর প্রতিমা পরদিন প্রাতে মলিন মলিন বোধ হতে লাগ্‌লো, শেষে বিসর্জ্জনের সমারোহ সুরু হলো,—আজ নিরঞ্জন।

ক্রমে দেখতে দেখতে দশটা বেজে গ্যালো; দইকড়মা ভোগ দিয়ে প্রতিমার নিরঞ্জন করা হলো, আরতির পর বিসর্জ্জনের বাজনা বেজে উঠ্‌লো; বামুনবাড়ির প্রতিমারা সকালেই জলসই হলেন। বড়মানুষ ও বাজে জাতির প্রতিমা পুলিসের পাস মত বাজনা বাদ্দির সঙ্গে বিসর্জ্জন হবেন—এদিকে এ কাজ সে কাজে গির্জ্জার ঘড়িতে টুং টাং টুং টাং করে দুপুর বেজে গ্যালো, সূর্য্যের মৃদু তপ্ত

উত্তাপে সহর নিমকী রকম গরম হয়ে উঠ্‌লো, এলোমেলো হাওয়ায় রাস্তার ধূলো ও কাঁকর উড়ে অন্ধকার করে তুল্লে। বেকার কুকুরগুলো দোকানের পাটাতনের নীচে ও খানার ধারে শুয়ে জিব বাইর করে হাঁপাচ্চে, বোঝাই গাড়ির গরুগুলোর মুখ দে ফ্যানা পড়চে—গাড়োয়ান ভয়ানক চীৎকারে "শালার গরু চলে না" বলে ন্যাজ মল্‌চে ও পাঁচনবাড়ি মাচ্চে; কিন্তু গরুর চাল বেগড়াচ্চে না, বোঝাইয়ের ভরে চাকাগুলি কোঁ কোঁ শব্দে রাস্তা মাতিয়ে চলেচে। চড়াই ও কাকগুলো বারাণ্ডা, আল্‌সে ও নলের নীচে চক্ষু মুদে বসে আছে। ফিরিওয়ালারা ক্রমে ঘরে ফিরে যাচ্চে, রিপুকর্ম্ম ও পরামাণিকরা অনেক ক্ষণ হলো ফিরেচে, আলু, পটোল! ঘি চাই! ও তামাকওয়ালা কিছু ক্ষণ হলো ফিরে গ্যাচে। ঘোল চাই মাখন চাই! ভয়সা দই! ও মালাই দইওয়ালারা কড়ি ও পয়সা গুন্‌তে গুন্‌তে ফিরে যাচ্চে, এখন কেবল মধ্যে মধ্যে পানিফল! কাগোজ বদোল! পেয়ালা পিরিচ—বিলাতী খেলেনা বর্ত্তন চাই পেয়ালা পিরিচ! ফিরিওয়ালাদের ডাক শোনা যাচ্চে—নৈবিদ্দি মাথায় পুজোবাড়ির লোক, পূজুরী বামুন, পটো ও বাজন্দার ভিন্ন রাস্তায় বাজে লোক নাই। গুপুস্‌ করে একটার তোপ পড়ে গ্যালো। ক্রমে অনেক স্থলে ধুমধামে বিসর্জ্জনের উদ্‌যোগ হতে লাগ্‌লো।

হায়! পৌত্তলিকতা কি শুভ দিনেই এ স্থলে পদার্পণ করেছিল; এত দেখে শুনে মনে স্থির জেনেও আমরা তারে পরিত্যাগ কত্তে কত কষ্ট ও অসুবিধা বোধ কচ্চি; ছেলেবেলা যে পুতুল নিয়ে খেলাঘর পেতেচি, বৌ বৌ খেলেচি ও ছেলে মেয়ের বে দিয়েচি, আবার বড় হয়ে সেই পুতুলকে পরমেশ্বর বলে পুজো কচ্চি, তাঁর পদার্পণে পুলকিত হচ্চি ও তাঁর বিসর্জ্জনে শোকের সীমা থাকচে না—শুধু আমরা কেন—কত কত কৃতবিদ্য বাঙ্গালী সংসারের ও জগদীশ্বরের সমস্ত তত্ত্ব অবগত থেকেও হয় ত সমাজ, না হয় পরিবার পরিজনের অনুরোধে পুতুল পুজে আমোদ প্রকাশ করেন, বিসর্জ্জনের সময় কাঁদেন ও কাদা রঙ্গ মেখে কোলাকুলি করেন, কিন্তু নাস্তিকতায় নাম লিখিয়ে বনে বসে থাকাও ভাল, তবু "জগদীশ্বর একমাত্র" এটি জেনে আবার পুতুল পূজায় আমোদ প্রকাশ করা উচিত নয়।

ক্রমে সহরের বড় রাস্তা চৌমাথা লোকারণ্য হয়ে উঠ্‌লো, বেশ্যালয়ের বারাণ্ডা আলাপীতে পুরে গ্যালো, ইংরাজি বাজ্‌না, নিশেন, তুরুকসোয়ার ও সার্জ্জন সঙ্গে প্রতিমারা রাস্তায় বাহার দিয়ে বেড়াতে লাগ্‌লেন—তখন "কার প্রতিমা উত্তম" "কার সাজ ভাল" "কার সরঞ্জাম সরেস" প্রভৃতির প্রশংসারই

প্রয়োজন হচ্চে, কিন্তু হায়! "কার ভক্তি সরেস" কেউ সে বিষয়ে অনুসন্ধান করে না—কর্ম্মকর্ত্তাও তার জন্য বড় কেয়ার করেন না। এ দিকে, প্রসন্নকুমার বাবুর ঘাট ভদ্দর লোক গোছের দর্শক, ক্ষুদে ক্ষুদে পোশাক করা ছেলে, মেয়ে ও ইস্কুলবয়ে ভরে গ্যালো। কর্ম্মকর্ত্তারা কেউ কেউ প্রতিমে নিয়ে বাচ খেলিয়ে বেড়াতে লাগ্‌লেন—আমুদে মিন্‌সে ও ছোঁড়ারা নৌকোর ওপর ঢোলের সঙ্গতে নাচতে লাগ্‌লো। সৌখীন বাবুরা খ্যাম্‌টা ও বাই সঙ্গে করে বোট, পিনেস ও বজ্‌রার ছাতে বার দিয়ে বস্‌লেন—মোসাহেব ও ওস্তাদ চাকরেরা কবির সুরে দু একটা রংদার গান গাইতে লাগ্‌লো।

বিদায় হও মা ভগবতি এ সহরে এসো নাকো আর।
দিনে দিনে কলিকাতার মর্ম্ম দেখি চমৎকার॥
জষ্টিসেরা ধর্ম্মঅবতার, কায়মনে কচ্চেন সুবিচার।
এদিকে ধুলোর তরে রাজপথেতে চেঁচিয়ে চেয়ে চলা ভার।
পথে হাগা মোতা চলবে না, লহোরের জল তুলতে মানা,
লাইসেন্সটেক্স মাথট চাঁদা, পাইখানার বাসি ময়লা রবে না।
হেল্‌থ অফিসর, সেতখানার মেজেষ্টর,
ইনকমের আসেসর মাল্লে সবারে;
আবার গবর্ণরের গুয়ে দৃষ্টি সৃষ্টিছাড়া ব্যবহার!
অসহ্য হতেছে মা গো! অসাধ্য বাস করা আর।
জীয়ন্তে এই ত জ্বালা মা গো,
মলেও শান্তি পাবে না,
মুখাগ্নির দফা রফা কলেতে করবে সৎকার।
হুতোম দাস তাই সহর ছেড়ে আস্‌মানে করেন বিহার।

এদিকে দেখতে দেখতে দিনমণি যেন সম্বৎসরের পূজোর আমোদের সঙ্গে অস্ত গ্যালেন। সন্ধ্যাবধূ বিচ্ছেদবসন পরিধান করে দেখা দিলেন। কর্ম্মকর্ত্তারা প্রতিমা নিরঞ্জন করে, নীলকণ্ঠ শঙ্খচিল উড়িয়ে "দাদা গো" "দিদি গো" বাজনার সঙ্গে ঘট নিয়ে ঘরমুখো হলেন। বাড়িতে পৌছে চণ্ডীমণ্ডপে পূর্ণঘটকে প্রণাম করে শান্তিজল নিলেন, পরে কাঁচা হলুদ ও ঘটজল খেয়ে পরস্পর কোলাকুলি কল্লেন। অবশেষে কলাপাতে দুর্গানাম লিখে সিদ্ধি খেয়ে বিজয়ার উপসংহার হলো। ক দিন মহাসমারোহের পর আজ সহরটা খাঁ খাঁ কত্তে লাগ্‌লো—পৌত্তলিকের মন বড়ই উদাস হলো, কারণ লোকের যখন সুখের দিন থাকে

তখন সেটির তত অনুভব কত্তে পারা যায় না, যত সেই সুখের মহিমা দুঃখের দিনে বোঝা যায়।

রামলীলা

দুর্গোৎসব এক বছরের মত ফুরুলো। ঢুলীরা নায়েকবাড়ি বিদেয় হয়ে শুঁড়ীর দোকানে রং বাজাচ্চে। ভাড়াকরা ঝাড়েরা মুটের মাথায় বাঁশে ঝুলে টুনু টুনু শব্দে বালাখানায় ফিরে যাচ্চে। জজ্‌মেনে বামুনের বাড়ির নৈবিদ্দির আলোচাল ও পঞ্চশস্য শুকুচ্চে, ব্রাহ্মণী ছেলে কোলে করে কাটি নিয়ে কাক তাড়াচ্চেন। সহরটা থম্‌থমে। বাসাড়েরা আজো বাড়ি হতে ফেরেন নি, আপিস ও ইস্কুল খোলবার আরো চার পাঁচ দিন বিলম্ব আছে।

যে দেশের লোকের যে কালে যে প্রকার হেম্মৎ থাকে, সে দেশে সে সময় সেই প্রকার কর্ম্মকাণ্ড, আমোদ প্রমোদ ও কার কারবার প্রচলিত হয়। দেশের লোকের মনই সমাজের লোকোমোটিবের মত, ব্যবহার কেবল ওয়েদরকমের কাজ করে। দেখুন, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা রঙ্গভূমি প্রস্তুত করে মল্লযুদ্ধে আমোদ প্রকাশ কত্তেন, নাটক ত্রোটকের অভিনয় দেখতেন, পরিশুদ্ধ সঙ্গীত ও সাহিত্যের উৎসাহ দিতেন; কিন্তু আজকাল আমরা বারোইয়ারিতলায়, নয় বাড়িতে, বেদেনীর নাচ ও "মদন আগুনের" তানে পরিতুষ্ট হচ্চি, ছোট ছোট ছেলে ও মেয়েদের অনুরোধ উপলক্ষ করে, পুতুল নাচ, পাঁচালি ও পচা খেঁউড়ে আনন্দ প্রকাশ কচ্চি, যাত্রাওয়ালাদের "ছকুবাবু" ও "সুন্দরের" সং নাবাতে হুকুম দিচ্চি। মল্ল-যুদ্ধের তামাশা দেখ "বুল্‌বুল্‌ ফাইট" ও "ম্যাড়ার লড়ায়ে" পর্য্যবসিত হয়েচে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা পরস্পর লড়াই করেচেন, আজকাল আমরা সর্ব্বদাই পরস্পরের অসাক্ষাতে নিন্দাবাদ করে থাকি, শেষে এক পক্ষের "খেঁউড়ে" জিত ধরাই আছে।

আমাদের এই প্রকার অধঃপতন হবে না কেন? আমরা হামা দিতে আরম্ভ করেই ঝুম্‌ঝুমি, চুষী ও সোলার পাখিতে বর্ণপরিচয় করে থাকি, কিছু পরে ঘুড়ি, লাটিম, লুকোচুরি ও বৌ বৌ খেলাই আমাদের যুবত্বের এনট্রান্স কোর্স হয়, শেষে তাস, পাশা ও বড়ে টিপে মাৎ করে ডিগ্রী নিয়ে বেরুই। সুতরাং ঐগুলি পুরনো পড়ার মত কেবল চিরকাল আউড়ে আসতে হয়; বেশীর ভাগ বয়সের পরিমাণের সঙ্গে ক্রমশ কতকগুলি আনুষঙ্গিক উপসর্গ উপস্থিত হয়।

রামলীলা এদেশের পরব্‌ নয়—এটি প্রলয় খোট্টাই। কিছু কাল পূর্ব্বে চানকের সেপাইদের দ্বারা এই রামলীলার সূত্রপাত হয়, পূর্ব্বে তারাই আপনা আপনি চাঁদা করে চানকের মাঠে রামরাবণের যুদ্ধের অভিনয় কত্তো ; কিছু দিন এ রকমে চলে, মধ্যে একেবারে রহিত হয়ে যায়। শেষে বড়বাজারের দু চার ধনী খোট্টার উদ্যোগে ১৭৫৭ শকে পুনর্ব্বার "রামলীলা" আরম্ভ হয়। তদবধি এই বারো বৎসর, রামলীলার মেলা চলে আস্‌চে। কল্‌কেতায় আর অন্য কোন মেলা নাই বলেই অনেকে রামলীলায় উপস্থিত হন। এদের মধ্যে নিষ্কর্ম্মা বাবু, মাড়ওয়ারী খোট্টা, বেশ্যা ও বেণেই অধিক।

পাঠকবর্গ মনে করুন, আপনাদের পাড়ার বনেদী বড়মানুষ ও দলপতি বাবু দেড় ফিট উচ্চ গদির ওপর বার দিয়ে বসেচেন। গদির সাম্‌নে বড় বড় বাক্স ও আয়না পড়েচে, বাবুর প্রকাণ্ড আলবোলা প্রতি টানে শরতের মেঘের মত শব্দ কচ্চে, আর মুস্ক ও মুসব্বর মেশান ইরাণী তামাকের খোস্‌বে বাড়ি মাৎ করেচে। গদির কিছু দূরে এক জন খোট্টা সিদ্ধির মাজুম, হুজ্‌মী গুলি ও পালংতোড় প্রভৃতি "কুয়ৎ কি চিজ্‌" রুমালে বেঁধে বসে আছেন। তিনি লক্ষ্ণৌয়ের এক জন সম্পন্ন জহুরীর পুত্র, এক্ষণে সহরেই বাস, হয় ত বছর কতক হলো আফিমের তেজমন্দি খেলায় সর্ব্বস্বান্ত হয়ে বাবুর অবশ্যপোষ্য হয়েচেন। মনে করুন, তাঁর অনেক প্রকার হাকিমী ঔষধ জানা আছে, সিদ্ধি সম্পর্কীয় মাজুমও উত্তম রকম প্রস্তুত কত্তে পারেন ; বিশেষত বিস্তর বাই, কথক ও গানেওয়ালীর সহিত পরিচয় থাকায় আপন হেকমৎ ও হুজুরিতে আজকাল বাবুর দক্ষিণহস্ত হয়ে উঠেচেন। এঁর পাশে ভবানী বাবু ও মিস্‌রয়ার্স আর্টফুল ডজর্‌স উকিল সাহেবদের হেড কেরাণী হলধর বাবু। ভবানী বাবু ঐ অঞ্চলের একজন বিখ্যাত লোক, আদালতে ভারি মাইনের চাকরি করেন, এ সওয়ায় অন্তঃসিলে কোম্পানির কাগজের দালালি, বড় বড় রাজা রাজড়ার আমমোক্তারি ও মকদ্দমার ম্যানেজারি করা আছে। এমন কি, অনেকেই স্বীকার করে থাকেন যে, ভবানী বাবু ধড়িবাজিতে উমেশ হতে সরেস ও বিষয়কর্ম্মে জয়কৃষ্ণ হতেও জবর। ভবানী বাবুর পার্শ্বস্থ হলধরও কম নন্‌—মনে করুন, হলধর উকিলের বাড়ির মকদ্দমার তদ্বিরে, ফের ফন্দীতে ও জাল জালিয়াতে প্রকৃত শুভঙ্কর। হলধরের মোচা গোঁপ, মুসকের মত ভুঁড়ি, হাতে ইষ্টিকবচ, কোমরে গোট ও মাদুলি, সরু ফিন্‌ফিনে সাদা ধুতি পরিধান, তার ভিতরে একটা কাচ, কপালে টাকার মত একটা রক্তচন্দনের টিপ ও দাঁতে মিসি—চাদরটা তাল পাকিয়ে কাঁধে ফেলে অনবরত তামাক খাচ্চেন ও গোঁপে তা দিয়ে যেন বুদ্ধি

পাকাচ্চেন—এমন সময় বাবুর মজলিশে ফলহরি বাবু ও রামভদ্দর বাবু উপস্থিত হলেন, ফলহরি ও রামভদ্দরকে দেখে বাবু সাদর সম্ভাষণে বসালেন, হুঁকাবরদার তামাক দিয়ে গ্যালো, বাবুরা শ্রান্তি দূর করে তামাক খেতে খেতে এ কথা সে কথার পর বল্লেন, "মশাই, আজ রামলীলার বড় ধুম। আজ শুনলেম্ লক্ষ্মণের শক্তিশেল হবে, বিস্তর বাজি পুড়বে, এখানে আস্‌বার সময় দেখ্‌লেম ওপাড়ার রাম বাবুর চৌঘুড়ি গ্যালো। শম্ভু বাবু বগিতে লক্ষ্মীকে নিয়ে যাচ্চেন—আজ বেজায় ভিড়। মশাই যাবেন না?" তখনি ভবানী বাবু এই প্রস্তাবের পোষকতা কল্লেন—বাবুও রাজী হলেন—অমনি "ওরে! ওরে! কোন্ হ্যায় রে! কোন্ হ্যায়!" শব্দ পড়ে গ্যালো; আশে পাশে "খোদাবন্দ" ও "আজ্ঞা যাইয়ে"র প্রতিধ্বনি হতে লাগলো—হরকরাকে হুকুম হলো, বড় ব্রিজকা ও বিলাতী জুড়ি তৈরি কত্তে বল। শীগ্‌গির।

ঠাওরান, যেন এদিকে বাবুর ব্রিজকা প্রস্তুত হতে লাগ্‌লো, পেয়ারের আরদালীরা পাগড়ি ও তকমা পরে আয়নায় মুখ দেখচে। বাবু ড্রেসিংরুমে ঢুকে পোশাক পচ্চেন। চার পাঁচ জন চাকরে পড়ে চাল্লিশ রকম প্যাটনের ট্যাসল দেওয়া টুপি ও সাটীনের চাপকান পায়জামা বাছুনি কচ্চে। কোন্‌টা পল্লে বড় ভাল দেখাবে বাবু মনে মনে এই ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত হচ্চেন, হয় ত একটা জামা পরে আবার খুলে ফেল্লেন। একটা টুপি মাথায় দিয়ে আয়নায় মুখ দিখে মনে ধচ্চে না; আবার আর একটা মাথায় দেওয়া হচ্চে, সেটাও বড় ভাল মানাচ্চে না, এই অবকাশে একজন মোসাহেবকে জিজ্ঞাসা কচ্চেন, "কেমন হে? এটা কি মাথায় দেবো!" মোসাহেব সব দিক্ বজায় রেখে, "আজ্ঞা পোশাক পল্লে আপনাকে যেমন খোলে, সহরের কোন শালাকে এমন খোলে না" বল্‌চেন, বাবু এই অবসরে আর একটা টুপি মাথায় দিয়ে জিজ্ঞাসা কচ্চেন, "এটা কেমন?" মোসাহেব "আজ্ঞে এমন আর কারো নাই" বলে বাবুর গৌরব বাড়াচ্চেন ও মধ্যে মধ্যে "আপ্‌রুচি খানা ও পর রুচি পিন্না" বয়েদটা নজির কচ্চেন। এই প্রকার অনেক তর্ক বিতর্ক ও বিবেচনার পর, হয় ত একটা বেয়াড়া রকমের পোশাক পরে, শেষে পোমেটম, ল্যাভেণ্ডার ও আতর মেখে আংটি চেন ও ইষ্টিক বেছে নিয়ে দু ঘণ্টার পর বাবু ড্রেসিংরুম হতে বৈঠকখানায় বার দিলেন। হলধর, ভবানী, রামভদ্দর প্রভৃতি বৈঠকখানাস্থ সকলেই আপনাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলেই যেন "আজ্ঞে পোশাকে আপনাকে বড় খুলেচে" বলে নানাপ্রকার প্রশংসা কত্তে লাগ্‌লেন; কেউ বল্লেন, "হুজুর, এ কি গিব্‌সনের বাড়ির

তৈরি ?" কেউ ঘড়ির চেন, কেউ আংটি ও ইষ্টিকের অনিয়ত প্রশংসা কত্তে আরম্ভ কল্লেন।

মোসাহেবদের মধ্যে যাঁদের কাপড়চোপড়গুলি, বাবুর ব্রিজকা ও বিলাতী জুড়ির যোগ্য নয়, তাঁরা বাবুর প্রসাদী কাপড়চোপড় পরে, কানে আতরের তুলো গুঁজে, চেহারা খুলে নিলেন, প্রসাদী পোশাক পরে মোসাহেবদের আর আহ্লাদের সীমা রইলো না। মনে হতে লাগ্‌লো, "বাড়ির কাছের উঠ্‌নোওয়ালা মুদি মাগী ও চেনা লোকেরা যেন দেখতে পায়, আমি কেমন পোশাকে হুজুরের সঙ্গে যাচ্চি"; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অনেক মোসাহেব সর্ব্বদাই আক্ষেপ করে থাকেন যে, তাঁরা যখন বাবুদের সঙ্গে বড় বড় গাড়ি ও ভাল কাপড়চোপড় পরে বেরোন তখন কেউ তাঁদের দেখতে পায় না, আর গামছা কাঁধে করে বাজার কত্তে বেরুলেই সকলের নজরে পড়েন।

এদিকে টুং টাং টুং টাং করে মেকাবী ক্লাকে পাঁচটা বাজলো, "হুজুর গাড়ি হাজির" বলে হরকরা হুজুরে প্রোক্লেম কল্লে, বাবু মোসাহেবদের সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে উঠ্‌লেন—বিলাতী জুড়ি কৌচম্যানের ইঙ্গিতে টপাটপ্‌ টপাটপ্‌ শব্দে রাস্তা কাঁপিয়ে বাবুকে নিয়ে বেরিয়ে গ্যালো।

এদিকে চাকরেরা "রাম বাঁচলুম" বলে কেউ বাবুর মছলন্দে গড়িয়ে পড়লো, কেউ হুজুরের সোনাবাঁধান হুঁকোটা টেনে দেখতে লাগ্‌লো—অনেকে বাবুর ব্যবহারের কাপড়চোপড় পরে বেড়াতে বেরুলো। সহরের অনেক বড়মানুষের বাড়ি বাবুদের সাক্ষাতে বড় আঁটাআঁটি থাকে, কিন্তু তাঁদের অসাক্ষাতে বাড়ির অনেক ভাগ উদোম্‌ এলো হয়ে পড়ে!

ক্রমে বাবুর ব্রিজকা চিৎপুর রোডে এসে পড়লো। চিৎপুর রোডে আজ গাড়ি ঘোড়ার অসম্ভব ভিড়। মাড়ওয়ারী খোট্টা ও বেশ্যারা খাতায় খাতায় ছক্কর ও কেরাঞ্চীতে রামলীলা দেখতে চলেচে; যাঁরা যোত্রহীন, তাঁরাও সখের অনুরোধ এড়াতে না পেরে হেঁটেই চলেচেন—কল্‌কেতা সহরের এই একটি আজব গুণ যে মজুর হতে লক্ষপতি পর্য্যন্ত সকলের মনে সমান সখ। বড়লোকেরা দানসাগরে যাহা নির্ব্বাহ কর্ব্বেন, সামান্য লোককে ভিক্ষা বা চুরি পর্য্যন্ত স্বীকার করেও কায়ক্লেশে তিলকাঞ্চনে সেটির নকল কত্তে হবে।

আন্দাজ করুন, যেন এদিকে ছক্কড় ও বড় বড় গাড়ির গতিতে রাস্তার ধূলো উড়িয়ে সহর অন্ধকার করে তুল্লে। সূর্য্যদেবও সমস্ত দিন কমলিনীর সহবাসে কাটিয়ে সুরতপরিশ্রান্ত নাগরের মত ক্লান্ত হয়ে ক্লান্তি দূর করবার জন্যই যেন

অস্তাচল আশ্রয় কল্লেন ; প্রিয় সখী প্রদোষের পিছে পিছে অভিসারিণী সন্ধ্যাবধূ ধীরে ধীরে সঙ্গিনী শর্ব্বরীর অনুসরণে নির্গতা হলেন ; রহস্যজ্ঞ অন্ধকার সমস্ত দিন নিভৃতে লুকিয়ে ছিলো, এখন পাখিদের সঙ্কেতবাক্যে অবসর বুঝে ক্রমশ দিক্‌সকল আচ্ছাদিত করে নিশানাথের নিমিত্ত অপূর্ব্ব বিহারস্থল প্রস্তুত কত্তে আরম্ভ কল্লে। এদিকে বাবুর ব্রিজ্‌কা রামলীলার রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হলো। রামলীলার রঙ্গভূমি, রাজা বহাদুরের বাগানখানি পূর্ব্বে সহরের প্রধান ছিল, কিন্তু কুলপ্রদীপ কুমারদের কল্যাণে আজকাল প্রকৃত চিড়িয়াখানা হয়ে উঠেচে। পূর্ব্বে রামলীলা ঐ রাজা বদ্দিনাথ বাহাদুরের বাগানেতেই হতো ; গত বৎসর হতে রহিত হয়ে রাজা নরসিংহ বাহাদুরের বাগানে আরম্ভ হয়েচে। নরসিংহ বাহাদুরের ফুলগাছের উপর যার পর নাই সখ ছিল এবং চিরকাল এই ফুলগাছের উপাসনা করেই কাটিয়ে গ্যাচেন, সুতরাং তাঁর বাগান সহরের শ্রেষ্ঠ হবে বড় বিচিত্র নয়। এমন কি, অনেকেই স্বীকার করেচেন যে, গাছের পারিপাট্যে রাজা বাহাদুরের বাগান কোম্পানির বাগান হতে বড় খাট ছিল না। কিন্তু বর্ত্তমান কুমার বাহাদুর পিতার মৃত্যুর মাসেকের মধ্যে বাগানখানি অয়রান করে ফেল্লেন ; বড় বড় গাছগুলি উপড়ে বিক্রি করা হলো, রাজা বাহাদুরের পুরাতন জুতো পর্য্যন্ত পড়ে রইলো না, যে প্রকারে হোক্ টাকা উপার্জ্জন করাই কুমার বাহাদুরের মতে কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সুতরাং শেষে এই শ্রেষ্ঠ বাগান রামলীলার রঙ্গভূমি হয়ে উঠ্‌লো, ঘরে বাইরে বানর নাচতে লাগ্‌লো, সহরে সোরোত উঠ্‌লো এবার বদ্দিনাথের বদলে রাজা নরসিংহের বাগানে "রামলীলা" কিন্তু এবার গাড়ি ঘোড়ার টিকিট। রাজা বদ্দিনাথের বাগানে রামলীলার সময় টিকিট বিক্রি করা পদ্ধতি ছিল না, রাজা বাহাদুর ও অপর বড়মানুষে বিলক্ষণ দশ টাকা সাহায্য কত্তেন তাতেই সমুদায় খরচ কুলিয়ে উঠ্‌তো। কিন্তু রাজা বদ্দিনাথ বৃদ্ধাবস্থায় দু তিন বৎসর হলো দেহত্যাগ করায় রাজকুমার সুবুদ্ধি বাহাদুরেরা বাগানখানি ভাগ করে নিলেন, মধ্যে দেইজ্জি পাঁচিল পড়লো, সুতরাং অন্য বড়মানুষেরাও রামলীলায় তাদৃশ উৎসাহ দেখালেন না, তাতেই এবার টিকিট করে কতক টাকা তোলা হয়। বল্‌তে কি, কলিকাতা বড় চমৎকার সহর! অনেকেই রং তামাশায় অপব্যয় কত্তে বিলক্ষণ অগ্রসর, টিকিট সত্ত্বেও রামলীলার বাগান গাড়ি ঘোড়ায় ও জনতায় পরিপূর্ণ, লোকের বেজায় ভিড়।

এদিকে বাবুর ব্রিজ্‌কা জনতার জন্য অধিক দূর যেতে পাল্লে না, সুতরাং হুজুর দল বল সমেত পায়দলে বেড়ানই সঙ্গত ঠাউরে গাড়ি হতে নেবে বেড়াতে বেড়াতে রঙ্গভূমির শোভা দেখতে লাগ্‌লেন।

রঙ্গভূমির গেট হতে রামলীলার রণক্ষেত্র পর্য্যন্ত দু সারি দোকান বসেচে, মধ্যে মধ্যে নাগরদোলা ঘুচ্চে—গোলাবী খিলি, খেলেনা, চনেচুর ও চীনের বাদাম প্রভৃতি ফিরিওয়ালাদের চীৎকার উঠ্‌চে। ইয়ারের দল খাতায় খাতায় প্যারেড করে বেড়াচ্চে, রাঁড়, খোট্টা, বাজে লোক ও বেণের দলই বারো আনা। রণক্ষেত্রের চার দিকে বেড়ার ধারে চার পাঁচ থাক্ গাড়ির সার, কোন গাড়ির ওপর এক জন সৌখীন ইয়ার দু চার দোস্ত ও দুই একটি মেয়েমানুষ নিয়ে মজা কচ্চেন। কোনখানির ভেতরে চিনে কোট ও চুলের চেনওয়ালা চার জন ইয়ার ও একটি মেয়েমানুষ. কোনখানিতে গুটিকত পিল ইয়ার টেক্কা জ্যাঠা ছেলে ইস্কুলের বই বেচে পয়সা সংগ্রহ করে গোলাবী খিলি ও চরসে মজা লুঠ্চে। কতগুলি গাড়ি নিছক খোট্টা মাড়ওয়ারী ও মেড়ুয়াবাদী, কতকগুলি খোসপোশাকী বাবুতে পূর্ণ।

আমাদের হুজুর এই সকল দেখতে দেখতে থম্মুমল বাবুর হাত ধরে ক্রমে রণক্ষেত্রের দরজায় এসে পৌছিলেন—সেথায় বেজায় ভিড়! দশ বারো জন চৌকিদার অনবরত সপাসপ্ করে বেত মাচ্চে ; দু জন সার্জ্জন সবলে ঠেলে রয়েচে, তথাপি রাখতে পাচ্চে না, থেকে থেকে "রাজা রামচন্দ্রজীকা জয়!" বলে খোট্টারা ও রণক্ষেত্রের মধ্য হতে বানরেরা চেঁচিয়ে উঠচে, সকলেরি ইচ্ছা, রামচন্দ্রের মনোহর রূপ দেখে চরিতার্থ হবে, কিন্তু কার সাধ্য সহজে রামচন্দ্রের সমীপস্থ হয়।

হুজুর অনেক কষ্টেসৃষ্টে বেড়ার দ্বার পার হয়ে রণক্ষেত্রে প্রবেশ করে বানরের দলে মিশলেন। রণক্ষেত্রের অন্য দিকে লঙ্কা! মনে করুন সেথায় সাজা রাক্ষসেরা ঘুরে বেড়াচ্চে ও বেড়ার নিকটস্থ মালভরা গাড়ির দিকে মুখ নেড়ে হিঁ হিঁ করে ভয় দেখাচ্চে। সাজা বানরেরা লাফাচ্চে ও গাছ পাথরের বদলে ছেঁড়া কুঁপো ও পাঁকাটি নিয়ে ছোড়াছুড়ি কচ্চে—বাবু এই সকল অদৃষ্টচর ব্যাপার দেখে যার পর নাই পরিতুষ্ট হয়ে বেড়ার পাশে পাশে হাঁ করে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, আরো দু চার জন বেণে বড়মানুষ ও ব্যাদ্ড়া বনেদী বাবুরা ভিতরে এসে বাবুর সঙ্গে জুটে গেলেন, মধ্যে মধ্যে দালাল ও তুলোওয়ালা ইন্‌ফ্লুয়েনশল রিফর্ম্‌ড খোট্টার দলের সঙ্গেও বাবুর সেখানে সাক্ষাৎ হতে লাগলো, কেউ "রাম রাম" কেউ "আদাব" কেউ "বন্দীগি" প্রভৃতি সেলামাল্কির সঙ্গে পানের দোনা উপহার দিয়ে বাবুর অভ্যর্থনা কত্তে লাগলো ; এঁরা অনেকে দুই প্রহরের সময় এসেচেন, রাত্তির দশটার পর ভরপেট রামলীলে গিলে বাড়ি ফিরবেন।

রণক্ষেত্রের মধ্যে বাবু ও দু চার সবস্ক্রাইবর বড়মানুষের ছেলেদের বেড়াতে দেখে ম্যানেজর বা তাঁর আসিস্টেন্ট দৌড়ে নিকটস্থ হয়ে পানের দোনা উপহার

দিয়ে রণক্ষেত্রের মধ্যস্থ দু চার কাগজের সঙের তরজমা করে বোঝাতে লাগলেন, কত গাড়ি ও আন্দাজ কত লোক এসেচে, তার একটা মনগড়া মিমো দিলেন ও প্রত্যেক বানর ভাল্লুক ও রাক্ষসের সাজগোজের প্রশংসা কত্তেও বিস্মৃত হলেন না। বাবু ও অন্যান্য সকলে "এ দফে বড়ি আচ্ছা হুয়া, আর বরস্ এসা নেহি হুয়া থা" প্রভৃতি কম্প্লিমেণ্ট দিয়ে ম্যানেজারদের আপ্যায়িত কত্তে লাগলেন। এদিকে বাজিতে আগুন দেওয়া আরম্ভ হলো। ক্রমে চার পাঁচ রকম বাজে কেতার বাজি পুড়ে সে দিন রামলীলা বরখাস্ত হলো। রাম লক্ষ্মণকে আরতি করে ও ফুলের মালা দিয়ে প্রণাম করে বাজে লোকেরা জন্ম সফল বিবেচনা করে ঘরমুখো হলো। কেরাঞ্চীর ঘোড়ারা বাতকর্ম্ম কত্তে কত্তে বহু কষ্টে গাড়ি নিয়ে প্রস্থান কল্লে। বাবু সেই ভিড়ের ভিতর হতে অতিকষ্টে গাড়ি চিনে নিয়ে সওয়ার হলেন—সে দিনের রামলীলার এই রকমে উপসংহার হলো।

আমাদেরো এ সকল বিষয়ে বড় সখ, সুতরাং আমরাও একখানি ছ্যাকড়া গাড়ির পিছনে বসে রামলীলা দেখতে যাচ্ছিলেম, গাড়িখানির ভিতরে এক জন ছুতোর বাবু, গুটি দুই গেরস্থারী রাঁড় ও তাঁর চার পাঁচ জন দোস্ত ছিল, খানিক দূর যেতে না যেতেই একটা জন্মজ্যেঠা ফচ্‌কে ছোঁড়া রাস্তা থেকে "গাড়োয়ান পিছু ভারি! গাড়োয়ান পিছু ভারি" বলে চেঁচিয়ে ওঠায় গাড়োয়ান "কে রে শালা" বলে সপাৎ করে এক চাবুক ঝাড়লে। ভেতর থেকে "আরে কে রে, ল্যে বে যা, ল্যে বে যা" চীৎকার হতে লাগ্‌লো—অগত্যা সে দিন আর যাওয়া হলো না, মনের সখ মনেই রইলো!

শরতের শশধর স্বচ্ছ শ্যাম গগনমাঝে নক্ষত্রসমাজে বিরাজ কচ্চেন দেখে প্রণয়িনী রজনী মানভরে অবগুণ্ঠনবতী হয়ে রয়েচেন। চক্রবাকদম্পতী কত প্রকার সাধ্যসাধনা কচ্চে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্চে না, সপত্নীর দুর্দ্দশা দর্শন করে স্বচ্ছ সলিলে কুমুদিনী হাসতেছে, চাঁদের চির অনুগত চকোর চকোরী শর্ব্বরীর দুঃখে দুঃখিত হয়ে তাঁরে তুড়ে ভৎর্সনা কচ্চে, ঝিঁঝিপোকা ও উইচিংড়ারাও চীৎকার করে চকোর চকোরীর সঙ্গে যোগ দিতেছে, লম্পটশিরোমণির ব্যবহার দেখে প্রকৃতি সতী বিস্মিত হয়ে রয়েচেন, এ সময় নিকটস্থ হলে রজনীরঞ্জন বড় অপ্রস্তুত হবেন বলেই যেন পবন বড় বড় গাছপালায় ও ঝোপে ঝাপের আশে পাশে আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে চলেচেন। অভিমানিনী মানবতী রজনীর বিন্দু বিন্দু নয়ন জল শিশিরচ্ছলে বনরাজি ও ফুলদামে অভিষিক্ত কচ্চে!

এদিকে বাবুর ব্রিজ্‌কা ও বিলাতী জুড়ি টপাটপ্ শব্দে রাস্তা কাঁপিয়ে ভদ্রাসনে

পৌঁছিল। বাবু ড্রেসিংরুমে কাপড় ছাড়তে গেলেন, সহচরেরা বৈঠকখানায় বসে তামাক খেতে খেতে রামলীলার জাওর কাটতে লাগ্‌লেন এবং সকলে মিলে প্রাণ খুলে দু চার অপর বড়মানুষের নিন্দাবাদ জুড়ে দিলেন। বাবুও কিছু পরে কাপড়চোপড় ছেড়ে মজলিশে বার দিলেন, গুড়ুম্ করে নটার তোপ পড়ে গ্যালো।

বোধ হয়, মহিমার্ণব পাঠকবর্গের স্মরণ থাকতে পারে যে, বাবু রামভদ্দর হজুরের সঙ্গে রামলীলা দেখতে গিয়েছিলেন, বর্ত্তমানে দু চার বাজে কথার পর বাবু, রামভদ্দর বাবুকে দু একটা টপ্পা গাইতে অনুরোধ কল্লেন, রামভদ্দর বাবুর গাওনা বাজনায় বিলক্ষণ সখ, গলাখানিও বড় চমৎকার, যদিও তিনি এ বিষয়ে পেশাদার নন; কিন্তু সহরের বড়মানুষ মহলে ঐ গুণেই পরিচিত, বিশেষত বাবু রামভদ্দরের আজকাল সময় ভাল, কোম্পানির কাগজের দালালি ও গাঁতের মাল কেনার দরুন বিলক্ষণ দশ টাকা রোজগার কচ্চেন, বাড়িতে নিত্যনৈমিত্তিক দোল দুর্গোৎসবও ফাঁক যায় না। বাপ মার শ্রাদ্ধ ও ছেলে মেয়ের বিয়ের সময় দশ জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলা আছে। গ্রামস্থ সমস্ত ব্রাহ্মণেরা প্রায় বাবুর দলস্থ। কায়স্থ ও নবশাকও অনেকগুলি বাবুর অনুগত। কর্ম্মকাজের ভিড়ের দরুন ভদ্দর বাবুর বারো মাস প্রায় সহরেই বাস, কেবল মধ্যে পালপার্ব্বণ ও ছুটিটা আস্‌টায় বাড়ি যাওয়া আছে। ভদ্দর বাবুর সহরের বাদুড়বাগানের বাসাতেও অনেকগুলি ভদ্দর লোকের ছেলেকে অন্ন দেওয়া আছে ও দু চার জন বড়মানুষেও ভদ্দর বাবুরে বিলক্ষণ স্নেহ করে থাকেন। রামভদ্দর বাবু সিমলের রায় বাহাদুরের সোনার কাটি রূপোর কাটি ছিলেন ও অন্যান্য অনেক বড়মানুষেই এঁরে যথেষ্ট স্নেহ করে থাকেন, সুতরাং বাবু অনুরোধ করবামাত্র ভদ্দর বাবু তানপুরা মিলিয়ে একটি নিজ রচিত গান জুড়ে দিলেন, হলধর তবলা বাঁয়া ঠুকে নিয়ে বোলওয়াট ও ফ্যালওয়াটের সঙ্গে সঙ্গত আরম্ভ কল্লেন। রামলীলার নক্শা এইখানেই ফুরাইলো।

রেলওয়ে

দুর্গোৎসবের ছুটিতে হাওড়া হতে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত রেলওয়ে খুলেচে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে লাল কালো অক্ষরে ছাপানো ইংরেজী বাঙ্গালায় এস্তেহার মারা গ্যাচে; অনেকেই আমোদ করে বেড়াতে যাচ্চেন—তীর্থযাত্রীও বিস্তর। শ্রীপাঠ

নিমতলার প্রেমানন্দ দাস বাবাজীও এই অবকাশে বারাণসী দর্শন কত্তে কৃতসঙ্কল্প হয়েছিলেন। প্রেমানন্দ বাবাজী শ্রীপাঠ জোড়াসাঁকোর প্রধান মঠের এক জন কেষ্ট বিষ্টুর মধ্যে, বাবাজীর অনেক শিষ্য সামন্ত ও বিষয় আশয় প্রচুর ছিল। বাবাজীর শরীর স্থূল, ভুঁড়িটি বড় তাকিয়ার মত প্রকাণ্ড, হাত-পাগুলিও তদনুরূপ মাংসল ও মেদময়। বাবাজীর বর্ণ কষ্টিপাথরের মত, হুঁকোর খোলের মত ও ধানসিদ্ধ হাঁড়ির মত চুকচুকে কালো। মস্তক কেশহীন করে কামান, মধ্যস্থলে লম্বাচুলের চৈতনচুট্‌কি সর্ব্বদা খোঁপার মত বাঁধা থাকতো; বাবাজী বহুকাল কচ্ছ দিয়ে কাপড় পরা পরিহার করেছিলেন, সুতরাং কৌপীনের উপর নানা রঙ্গের বহির্বাস ব্যবহার কত্তেন। সর্ব্বদা সর্ব্বাঙ্গে গোপীমৃত্তিকা মাখা ছিল ও গলায় পদ্মবীচি তুলসী প্রভৃতি নানাপ্রকার মালা সর্ব্বদা পরে থাকতেন, তাতে একটি লাল বনাতের বড় বালিশের মত জপমালার থলি পিতলের কড়ায় আকক্ষ ঝুল্‌তো।

বাবাজী একটি ভাল দিন স্থির করে প্রত্যুষেই দৈনন্দিন কার্য্য সমাপন কল্লেন ও তাড়াতাড়ি যথাকথঞ্চিৎ বাড়ির বিগ্রহের প্রসাদ পেয়ে দুই শিষ্য ও তল্পিদার ও ছড়িদার সঙ্গে লয়ে মঠ হতে বেরিয়ে গাড়ির সন্ধানে চিৎপুর রোডে উপস্থিত হলেন। পাঠকবর্গ মনে করুন, যেন স্কুল ও আপিস খোলবার এখনো বিলম্ব আছে, রামলীলার মেলার এখনো উপসংহার হয় নি, সুতরাং রাস্তায় গহনার কেরাঞ্চী থাকবার সম্ভাবনা কি, বাবাজী অনেক অনুসন্ধান করে শেষে এক গাড়ির আড্ডায় প্রবেশ করে অনেক কষামাজার পর এক জনকে ভাড়া যেতে সম্মত কল্লেন। এদিকে গাড়ি প্রস্তুত হতে লাগ্‌লো, বাবাজী তারি অপেক্ষায় এক বেশ্যালয়ের বারাণ্ডার নীচে দাঁড়িয়ে রইলেন।

শ্রীপাঠ কুমারনগরের জ্ঞানানন্দ বাবাজী প্রেমানন্দ বাবাজীর পরম বন্ধু ছিলেন। তিনিও রেলগাড়িতে চড়ে বারাণসী দর্শনে ইচ্ছুক হয়ে কিছু পূর্ব্বেই বাবাজীর শ্রীপাঠে উপস্থিত হয়ে সেবাদাসীর কাছে শুনলেন যে, বাবাজীও সেই মানসে কিছু পূর্ব্বেই বেরিয়ে গ্যাচেন, সুতরাং এঁরই অনুসন্ধান কত্তে কত্তে সেইখানেই উভয়ের সাক্ষাৎ হলো। জ্ঞানানন্দ বাবাজী যার পর নাই কৃশ ছিলেন, দশ বৎসর জ্বর ও কাশি রোগ ভোগ করে শরীর শুকিয়ে কঞ্চি ও কাঠের মত পাকিয়ে গেছিল, চক্ষু দুটি কোটরে বসে গ্যাচে, মাংস মেদের লেশমাত্র শরীরে নাই, কেবল কখান কঙ্কালমাত্রে ঠেকেছে; তায় এক মাথা রুক্ষ তেলহান চুল, একখানা মোটা লুই ছুপাট করে গায়ে জড়ানো, হাতে একগাছা বেঁউড় বাঁশের বাঁকা লাঠি ও পায়ে এক জোড়া জগন্নাথী উড়ে জুতো। অনবরত কাশ্‌চেন ও গয়ার ফেলচেন এবং মধ্যে

মধ্যে শামুক হতে এক এক টিপ নস্য লওয়া হচ্চে। অনবরত নস্য নিয়ে নাকের নলি এমনি অসাড় হয়ে গ্যাচে যে, নাক দিয়ে অনবরত নস্য ও সর্দ্দিমিশ্রিত কফজল গড়াচ্চে, কিন্তু তিনি তা টেরও পাচ্চেন না, এমন কি, এর দরুন তাঁরে ক্রমে খোনা হয়ে পড়তে হয়েছিল এবং আলজিবও খারাপ হয়ে যাওয়ায় সর্ব্বদাই ভেট্‌কী মাছের মত হাঁ করে থাকতেন। প্রেমানন্দ জ্ঞানানন্দের সাক্ষাৎ পেয়ে বড়ই আহ্লাদিত হলেন। প্রথমে পরস্পরে কোলাকুলি হলো, শেষে কুশল প্রশ্নাদির পর দুই বন্ধুতে দুই ভেয়ের মত একত্রে বারাণসী দর্শন কত্তে যাওয়াই স্থির কল্লেন।

এদিকে কেরাঞ্চী প্রস্তুত হয়ে বাবাজীদের নিকটস্থ হলো, তল্পিদার তল্পি নিয়ে ছাতে, ছড়িদার ও সেবাৎ পেছনে ও দুই শিষ্য কোচবক্সে উঠলো। বাবাজীরা দুজনে গাড়ির মধ্যে প্রবেশ কল্লেন। প্রেমানন্দ গাড়িতে পদার্পণ করবা মাত্র গাড়িখানি মড়্ মড়্ করে উঠ্‌লো, সাম্‌নে দিকে জ্ঞানানন্দ বসে পড়লেন। উপরের বারাণ্ডায় কতকগুলি বেশ্যা দাঁড়িয়ে ছিল, তারা বাবাজীকে দেখে পরস্পর "ভাই! একটা একগাড়ি গোঁসাই দেখেছিস্! মিন্‌সে যেন কুম্ভকর্ণ" প্রভৃতি বলাবলি কত্তে লাগ্‌লো। গাড়োয়ান গাড়িতে উঠে সপাসপ্ করে চাবুক দিয়ে ঘোড়ার রাস হ্যাঁচকাতে হ্যাঁচকাতে জিবে ট্যাক্ ট্যাক্ শব্দ করে চাবুক মাথার পরে ঘোরাতে লাগ্‌লো, কিন্তু ঘোড়ার সাধ্য কি যে এক পা নড়ে; কেবল অনবরত নাথি ছুড়তে লাগ্‌লো ও মধ্যে মধ্যে বাতকর্ম্ম করে আসর জমকিয়ে দিলে।

পাঠকবর্গের স্মরণ থাকতে পারে যে, আমরা পূর্ব্বেই বলে গেছি, কলিকাতা আজব সহর! ক্রমে রাস্তায় লোক জমে গ্যালো। এই ভিড়ের মধ্যে একটা চীনের বাদামওয়ালা ফচ্‌কে ছোঁড়া বলে উঠলো, "ওরে গাড়োয়ান! এক দিকে একটা ধুম্মলোচন ও আর এক দিকে একটা চিম্‌ড়ে সওয়ারি, আগে পাষাণ ভেঙ্গে নে, তবে গাড়ি চল্‌বে।" অমনি উপর থেকে বেশ্যারা বলে উঠলো, "ওরে এই রোগা মিন্‌সেটার গলায় গোটাকতক পাথর বেঁধে দে, তা হলে পাষাণ ভাঙ্গা হবে।" প্রেমানন্দ এই সকল কথাতে বিরক্ত হয়ে ঘৃণা ও ক্রোধে জ্বলে উঠে খানিক ক্ষণ ঘাড় গুঁজে রইলেন, শেষে ঈষৎ ঘাড় উঁচু করে জ্ঞানানন্দকে বল্লেন, "ভায়া! সহরের স্ত্রীলোকগুলা কি ব্যাপিকা দেখচো!" ও শেষে "প্রভো তোমার ইচ্ছা" বলে হাই তুল্লেন! জ্ঞানানন্দও হাই তুল্লেন ও দুবার তুড়ি দিয়ে এক টিপ নস্য নিয়ে বল্লেন, "ঠিঁক বঁলেঁচোঁ দাঁদাঁ, ওঁরাঁ ভস্তাঁর কাছে উঁপদেঁশ পাঁয়িঁ নাঁয়িঁ, ওঁদেঁর রাঁমা রঁজিকার পাঁঠ দেওয়াঁ উঁচিত।"

প্রেমানন্দ রামারঞ্জিকার নাম শুনে বড়ই পুলকিত হয়ে বল্লেন, "ভায়া না হলে আর মনের কথা কে বলে, রামারঞ্জিকার মত পুঁথি ত্রিজগতে নাই, প্রভো তোমার ইচ্ছা!" জ্ঞানানন্দ এক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে এক টিপ নস্য নিয়ে অনেক ক্ষণ চুপ করে থেকে মাথাটা চুল্‌কে বল্লেন, "দাঁদাঁ শুনেচি বিবিরাঁ নাঁকি রামারঞ্জিকা পড়ছেঁ!" প্রেমানন্দ অমনি আহ্লাদে "আরে ভায়া, রামারঞ্জিকা পুঁথির মত ত্রিজগতে স্থান পুঁথি নাঞি! প্রভো তোমার ইচ্ছা!"

এদিকে অনেক কস্‌লাতের পর কেরাঞ্চী গুড়ি গুড়ি চলতে লাগ্‌লো, তল্পিদারেরা গাড়ির ছাতে বসে গাঁজা টিপ্‌তে লাগলেন, মধ্যে শরতের মেঘে এক পশলা ভারী বৃষ্টি আরম্ভ হলো, বাবাজীরা গাড়ির দরজা ঠেলে দিয়ে অন্ধকারে বারোইয়ারির গুদমজাত্ সংগুলির মত আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলেন। খানিক ক্ষণ এইরূপ নিস্তব্ধ হয়ে থেকে জ্ঞানানন্দ বাবাজী একবার গাড়ির ফাটলে চক্ষু দিয়ে বৃষ্টি কিরূপ পড়চে তা দেখে নিয়ে এক টিপ নস্য নিলেন ও বার দুই কেশে বল্লেন, "দাঁ দাঁ অ্যাকটা সংকীর্ত্তন হঁক, শুঁধু শুঁধু বসে কাঁল না হরছে এঞা।" প্রেমানন্দ সংগীতবিদ্যার বড় প্রিয় ছিলেন, নিজে ভাল গাইতে পারুন আর নাই পারুন, আড়ালে ও নির্জ্জনে সর্ব্বদা গলাবাজি কত্তেন ও দিবারাত্র গুন্‌গুনোনির কামাই ছিল না। এ ছাড়া বাবাজী সংগীতবিষয়ক একখানা বইও ছাপিয়েছিলেন এবং ঐ সকল গান প্রথম প্রথম দু এক গোঁড়ার বাড়ি মজলিশ করে গায়ক দিয়ে গাওয়ানো হয়, সুতরাং জ্ঞানানন্দের কথাতে বড়ই প্রফুল্লিত হয়ে মল্লার ভেঁজে গান ধল্লেন—পাঠশালের ছেলেরা যেমন ঘোষাবার সময় সদ্দার পোড়োর সঙ্গে গোলে হরিবোল দিয়ে গণ্ডায় এ্যাণ্ডা বোলে সায় দিয়ে যায়, সেই প্রকার জ্ঞানানন্দ প্রেমানন্দের সংগীত শুনে উৎসাহান্বিত হয়ে মধ্যে মধ্যে দুই একটা তান মারতে লাগলেন। ভাঙা ও খোনা আওয়াজের একত্র চীৎকারে গাড়োয়ান গাড়ি থামিয়ে ফেললে, তল্পিদার তড়াক্ করে ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ে গাড়ির দরজা খুলে দ্যাখে যে বাবাজীরা প্রেমোন্মত্ত হয়ে চীৎকার করে গান ধরেচেন! রাস্তার ধারে পাহারাওয়ালারা তামাক খেতে খেতে ঢুলতেছিল, গাড়ির ভেতরের বেতরো বেয়াড়া আওয়াজে চম্‌কে উঠে কল্‌কে ফেলে দৌড়ে গাড়ির কাছে উপস্থিত হলো। দোকানদারেরা দোকান থেকে গলা বাড়িয়ে উঁকি মেরে দেখতে লাগ্‌লো, কিন্তু বাবাজীরা প্রভুপ্রেমগানে এমনি মেতে গিয়েছিলেন যে, তখনো তান মারা থামে নি। শেষে সহসা গাড়ি থামা ও লোকের গোলে চৈতন্য হলো ও পাহারাওয়ালাকে দেখে কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। সেই সময় রাস্তা দিয়ে একটা নগ্‌দা মুটে ঝাঁকা কাঁধে করে বেকার চলে যাচ্ছিল,

এই ব্যাপার দেখে সে থম্‌কে দাঁড়িয়ে "পুঙ্গির বাই গাড়িমদ্দি ক্যালাবতী লাগাইচেন" বলে চলে গেল। পাহারাওয়ালাকে কল্‌কে পরিত্যাগ করে আস্‌তে হয়েছিল বলে সেও বাবাজীদের বিলক্ষণ লাঞ্ছনা করে পুনরায় দোকানে গিয়ে বস্‌লো। রেলওয়ে ব্যাগ হাতে এক জন সহুরে নব্য বাবু অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত গাড়ির অপেক্ষায় এক দোকানে বসেছিলেন, বৃষ্টিতে তাঁর রেলওয়ে টরমিনসে উপস্থিত হবার বিলক্ষণ ব্যাঘাত কচ্চেছিল, এক্ষণে বাবাজীদের গাড়োয়ানের সঙ্গে ঐ অবকাশে ভাড়া চুক্তি করে হুড়মুড় করে গাড়ি মধ্যে ঢুকে পড়লেন। এদিকে গাড়োয়ানও গাড়ি হাঁকিয়ে দিলে। তল্পিদার খানিক দৌড়ে দৌড়ে শেষে গাড়ির পেছনে উঠে পড়লো।

আমাদের নব্য বাবুকে এক জন বিখ্যাত লোক বল্লেও বলা যায়, বিশেষতঃ সহরের সন্নিকটবর্ত্তী একটি প্রসিদ্ধ স্থলে একটি ব্রাহ্ম সভা স্থাপন করে স্বয়ং তার সম্পাদক হয়েছিলেন, এ সওয়ায় সেই গ্রামেই একটি ভারী মাইনের চাকরি ছিল। নব বাবু রিফর্‌মড ক্লাসের টেক্কা ও সমাজের রঙ্গের গোলামস্বরূপ ছিলেন, দিবারাত্র "সামিগ্রী কত্তেন" ও সর্ব্বদাই ভরপুর থাকতেন—শনিবার ও রবিবার কিছু বেশী মাত্রায় কারগো নিতেন, মধ্যে মধ্যে বানচাল হওয়ারও বাকি থাকতো না। প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের ফরণিচর ও লাইব্রেরীর বই কিনতে বাবু ছুটি নিয়ে সহরে এসেছিলেন, কদিন খোঁড়া ব্রহ্মের সমাজেই প্রকৃতির প্রীতি ও প্রিয়কার্য্য সাধন করে বিলক্ষণ ব্রহ্মানন্দ লাভ করা হয়। মাতাল বাবু গাড়ির মধ্যে ঢুকে প্রথমে প্রেমানন্দ বাবাজীর ভুঁড়ির উপর টলে পড়লেন, আবার ধাক্কা পেয়ে জ্ঞানানন্দের মুখের উপর পড়ে পুনরায় প্রেমানন্দের ভুঁড়িতে টলে পড়লেন। বাবাজীরা উভয়ে তটস্থ হয়ে মুখ চাওয়াচায়ি কত্তে লাগলেন। মাতাল কোথা বসবেন, তা স্থির কত্তে না পেরে মোছলমানদের গাজীমিয়ার ধ্বজার মত একবার এ পাশ একবার ও পাশ কত্তে লাগলেন।

বাবাজীরা মাতাল বাবুর সঙ্গে এক খাঁচায় পোরা বাজ ও পায়রার মত বাস করুন, ছক্কড়খানি ভরপুর বোঝাইয়ে নবাবী চ্যেলে চলুক, তল্পিদাররা অনবরত গাঁজা ফুঁক্‌তে থাক। এদিকে বৃষ্টি থেমে যাওয়ায় সহর আবার পূর্ব্বানুরূপ গুলজার হয়েছে—মধ্যাবস্থ গৃহস্থরা বাজার কত্তে বেরিয়েচেন, সঙ্গে চাকর ও চাক্‌রাণীরা ধামা ও চাঙ্গারি নিয়ে পেছু পেছু চলেচে। চিৎপুর রোডে মেঘ কল্লে কাদা হয়, সুতরাং কাদার জন্য পথিকদের চলবার বড়ই কষ্ট হচ্চে, কেউ পয়নালার উপর দিয়ে, কেউ খানার ধার দিয়ে জুতো হাতে করে কাপড় তুলে চলেচেন। আলু পটল! ঘি চাই! গুড়! ও ঘোল! ফিরিওয়ালারা চীৎকার কত্তে কত্তে

যাচ্চে, পাছে মেচুনীরা মাছের চুপড়ি মাথায় নিয়ে হাত নেড়ে হন্ হন্ করে ছুটেচে, কারু সঙ্গে মেছোর কাঁধে বড় বড় ভেটকী ও মৌলবীর মত চাঁপদাড়ি ও জামাজোড়া পরা চিংড়ি ভরা বাজরা ও ভার। রাজার বাজার, লালা বাবুর বাজার, পোস্তা ও কাপুড়ে পটী জনতায় পরিপূর্ণ। দোকানে বিবিধ সামগ্রী ক্রয় বিক্রয় হচ্চে, দোকানদারেরা ব্যতিব্যস্ত, খদ্দেরদের বেজায় ভিড়! শীতলা ঠাকরুণ নিয়ে ডোমের পণ্ডিত মন্দিরের সঙ্গে গান করে ভিক্ষা কচ্চে, খঞ্জনি ও একতারা নিয়ে বষ্টুম ও নেড়া নেড়ীরা গান কচ্চে, চার পাঁচ জন তিন দিবস আহার হয় নাই, "বিদেশী ব্রাহ্মণকে কিছু দান কর! দাতালোক" ঘুচ্চেন, অনেকের মৌতাতের সময় উত্তীর্ণ হয়েচে, অন্য কোন উপায় নাই, কিছু উপার্জ্জনও হয় নাই, মদতওয়ালা ধার দেওয়া বন্ধ করেচে, গত কল্য গায়ের চাদরখানিতে চলেচে—আজ আর সম্বলমাত্র নাই। মেথরেরা ময়লা ফেলে এসে মদের দোকানে ঢুকে কসে রম টান্‌চে ও মুদ্দফরাশদের সঙ্গে উভয়ের অবলম্বিত পেশার কোন্‌টা উত্তম, তারি তক্‌রার হচ্চে। শুঁড়ী মধ্যস্থ হয়ে কখন মুদ্দফরাশের কাজ মেথরের পেশা হতে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করে মুদ্দফরাশকে সন্তুষ্ট কচ্চেন, কখন মেথরের পেশা শ্রেষ্ঠ বলে মানচেন। ঢুলী, ডোম, কাওরা ও দুলে বেহারারা কুরুপাণ্ডব যুদ্ধের ন্যায় উভয় দলের সহায়তা কচ্চে; হয় ত এমন সময় এক দল ঝুমুর বা গদাইনাচ আসরে উপস্থিত হবামাত্র তর্কাগ্নিতে একবারে জল দেওয়া হলো—মদের দোকান বড়ই সরগরম। সহরের দেবতারা পর্য্যন্ত রোজগেরে! কালী ও পঞ্চানন্দ প্রসাদী পাঁঠার ভাগা দিয়ে বসেচেন, অনেক ভদ্রলোকের বাড়ি উঠ্‌নো বরাদ্দ করা আছে, কোথাও রসুই করা মাংসেরও সরবরাহ হয়, খদ্দের দলে মাতাল, বেণে ও বেশ্যাই বারো আনা। আজকাল পাঁঠা বড় দুষ্প্রাপ্য ও অগ্নিমূল্য হওয়ায় কোথাও কোথাও পাঁঠি পর্য্যন্ত বলি হয়, কোন স্থলে পোষা বিড়াল ও কুকুর পর্য্যন্ত কেটে মাংসের ভাগায় মিশাল দেওয়া হয়! যে মুখে বাজারের রসুই করা মাংস অক্লেশে চলে যায়, সেথায় বেরাল, কুকুর ফ্যালবার সামগ্রী নয়। জলচর ও খেচরের মধ্যে নৌকো ও ঘুড়ি ও চতুষ্পদের মধ্যে কেবল খাট খাওয়া নাই।

পাঠকগণ! এতক্ষণ আপনাদের প্রেমানন্দ ও জ্ঞানানন্দের গাড়ি রেলওয়ে টরমিনসে পৌঁছুলো প্রায়, দেখুন! আপনাদের বৈঠকখানার ঘড়ি নটা বাজিয়ে দিয়ে পুনরায় অবিশ্রান্ত টুকুটাকু করে চলচে, আপনারা নিয়মাতিরিক্ত পরিশ্রম করে ক্লান্ত হন, চন্দ্র ও সূর্য্য অস্তাচলে আরাম করেন, কিন্তু সময় এক পরিমাণে চলচে, ক্ষণকালের তরে অবসর, অবকাশ বা আরামের উপেক্ষা বা প্রার্থনা করে

না। কিন্তু হায়! আমরা কখন কখন এই অমূল্য সময়ের এমনি অপব্যয় করে থাকি যে, শেষে ভেবে দেখে তার জন্য যে কত তীব্রতর পরিতাপ সহ্য কত্তে হয়, তার ইয়ত্তা করা যায় না।

এদিকে ব্রাহ্ম বাবু শেষে থপ্ করে জ্ঞানানন্দের কোলে বসে পড়লেন, ব্রহ্মবাবুর চাপনে জ্ঞানানন্দ মৃতপ্রায় হয়ে গুড়িশুড়ি মেরে পেনেলসই হয়ে রইলেন, বাবু সরে সামনে বসে খানিক একদৃষ্টে প্রেমানন্দের পানে চেয়ে ফিক্ করে হেসে রেলওয়ে ব্যাগটি পায়দানে নাবিয়ে জ্ঞানানন্দের দিকে একবার কটাক্ষ করে নিয়ে পকেট হতে প্রেসিডেন্সি মেডিকেল হল ল্যাবেল দেওয়া একটি ফায়েল বার করে শিশির সমুদায় আরকটুকু গলায় ঢেলে দিয়ে খানিক মুখ বিকৃত করে রুমালে মুখ পুঁচে জেব হতে দু ডুমো সুপুরি বার করে চিবুতে লাগলেন। প্রেমানন্দ ও জ্ঞানানন্দ ব্রাহ্ম বাবুর গাড়িতে ওঠাতেই বড় বিরক্ত হয়েছিলেন এবং উভয়ে আড়ষ্ট হয়ে তাঁর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ কচ্ছিলেন, কারণ বাবুর একটি কালো বনাতের পেনটুলেন ও চাপ্‌কান পরা ছিল, তার ওপর একটা নীল মেরিনোর চায়নাকোট, মাথায় একটা বিভর হেয়ারের চোঙ্গাকাটা ট্যাস্‌ল লাগানো ক্যাটিকৃষ্ট ক্যাপ ও গলায় লাল ও হল্‌দে রঙ্গের জালবোনা কম্‌ফর্টার, হাতে একটি কার্পেটের ব্যাগ ও একটা বিলিতী ওকের গাঁট বার করা কেঁদো কোঁৎকা। এতদ্ভিন্ন বাবুর সঙ্গে একটি ওয়াচ ছিল, তার নিদর্শনস্বরূপ একটি চাবি ও দুটি শিল চুলের গার্ডচেনে ঝুল্‌চে, হাতের আঙ্গুলে একটি আংটিও পরা ছিল, জ্ঞানানন্দ ঠাউরে ঠাউরে দেখলেন যে, সেটির ওপরে "ওঁ তৎ সৎ" খোদা রয়েচে। ব্রাহ্ম বাবু আরকের ঝাঁজ সাম্‌লে প্রেসিডেন্সি ডাক্তারখানার ল্যাবেল মারা ফায়েলটা গাড়ি হতে রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দিয়ে দেখলেন, প্রেমানন্দ ও জ্ঞানানন্দ একদৃষ্টে তাঁর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ কচ্চেন, সুতরাং কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হয়ে একটু মুচকে হেসে জ্ঞানানন্দকে জিজ্ঞাসা কল্লেন, "প্রভু! আপনার নাম?" জ্ঞানানন্দ, বাবুকে তাঁর দিকে ফিরে কথা কবার উত্তম দেখেই শঙ্কিত হয়েছিলেন, এখন প্রথম একবার এক টিপ নস্য নিলেন, শামুকটা বার দুচ্চার ঠুক্‌লেন, শেষে অতিকষ্টে "আমার নাম পুঁচ করচেনঞ আমার নাম শ্রীজ্ঞানানন্দ দাস দেব, নিবাস শ্রীপাট কুমারনগর।" মাতাল বাবু নাম শুনে পুনরায় একটু মুচ্‌কে হেসে পুনরায় জিজ্ঞাসা কল্লেন, "দেব বাবাজীর গমন কোথায় হবে?" জ্ঞানানন্দ এ কথায় কি উত্তর দেবেন, তা স্থির কত্তে না পেরে প্রেমানন্দের মুখ চেয়ে রইলেন। প্রেমানন্দ জ্ঞানানন্দ হতে চালাক চোস্ত ও খড়িবাজ লোক, অনেক স্থলে পোড়

খাওয়া হয়েছে, সুতরাং এই অবসরে বল্লেন, "বাবু, আমরা দুই জনেই গোঁসাই-গোবিন্দ মানুষ। ইচ্ছা, বারাণসী দর্শন করে বৃন্দাবন যাব, বাবুর নাম?" মাতাল বাবু পুনরায় কিঞ্চিৎ হাসলেন ও পকেট হতে দু ডুমো সুপুরি মুখে দিয়ে বল্লেন, "আমার নাম কৈলাসমোহন, বাড়ি এইখানেই, কর্ম্মস্থানে যাওয়া হচ্ছে।" প্রেমানন্দ, বাবুর নাম শুনে কিঞ্চিৎ গম্ভীর ভাব ধারণ করে বল্লেন, "ভাল ভাল, উত্তম!" ব্রাহ্ম বাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা কল্লেন, "দেব বাবাজী কি আপনার ভ্রাতা?" এতে প্রেমানন্দ বল্লেন, "হাঁ বাপু, এক প্রকার ভ্রাতা বল্লেও বলা যায়; বিশেষতঃ সহধর্ম্মী, আরো জ্ঞানানন্দ ভায়া বিখ্যাতবংশীয়—পূজ্যপাদ জয়দেব গোস্বামী ওনার পূর্ব্ব-পিতামহ।" মাতাল বাবু এই কথায় ফিক্ করে হাসলেন ও প্রেমানন্দকে জিজ্ঞাসা কল্লেন, "উনি তো জয়দেবের বংশ, প্রভু কার বংশ? বোধ হয় নিতাই চৈতন্যের স্ববংশীয় হবেন?" এই কথায় রহস্য বিবেচনায় প্রেমানন্দ চুপ করে গোঁ হয়ে বসে রইলেন। মনে মনে যে যার পর নাই বিরক্ত হয়েছিলেন, তা তাঁর মুখ দেখে ব্রাহ্ম বাবু জান্‌তে পেরে অপ্রস্তুত হবার পরিবর্ত্তে বরং মনে মনে আহ্লাদিত হয়ে বাবাজীদের যথাসাধ্য বিরক্ত কত্তে কৃতনিশ্চিত হয়ে প্রেমানন্দের দিকে ফিরে বল্লেন, "প্রভু! দিব্বি সেজেচেন। সহসা আপনারে দেখে আমার মনে হচ্চে, যেন কোথাও যাত্রা হবে, আপনারা সেজে গুজে চলেচেন। প্রভু একটি গান করুন দেখি, মধ্যে আপনাদের তানের ধমকে তো একবার রাস্তায় মহামারী ব্যাপার ঘটে উঠেছিল, দেখা যাক্ আবার কি হয়! শুনেচি প্রভু সাক্ষাৎ তান্‌স্যান।" প্রেমানন্দের সঙ্গে বাবুর এই প্রকার যত কথাবার্ত্তা হচ্চে, জ্ঞানানন্দ ততই ভয় পাচ্চেন ও মধ্যে মধ্যে গাড়ির পার্শ্ব দিয়ে দেখচেন রেলওয়ে টরমিনস কত দূর, শীঘ্র পৌঁছুলে উভয়ের এই ভয়ানক ব্যলীকের হাত হতে পরিত্রাণ হয়।

এদিকে ব্রাহ্ম বাবুর কথায় প্রেমানন্দও বড়ই শঙ্কিত হতে লাগলেন, ছেলেবেলা তাঁর মাতাল, ঘোড়া ও সাহেবদের উপর বিজাতীয় ভয় ও ঘৃণা ছিল, তিনি অনেক বার মাতালের ভয়ানক অত্যাচারের গল্প শুনেছিলেন। একবার এক জন মাতাল বাবু তাঁর হরিমন্দিরাটি জিব দিয়ে চেটে নিয়েছিলো ও কিছু দিন হলো আর এক প্রিয়শিষ্য একটা ভেটো ঘোড়ার নাথিতে অসময়ে প্রাণত্যাগ করে, সুতরাং অতি বিনীতভাবে বল্লেন, "বাবু! আমরা গোঁসাইগোবিন্দ লোক, সংগীতের আমরা কি ধার ধারি। তবে প্রেম্‌সে কহো রাধাবিনোদ, হরি ভক্তের প্রেমের—তাঁরি প্রেমে দুটো সংকীর্ত্তন করে মনকে শান্ত করি থাকি।" ক্রমে ব্রাহ্ম বাবু সেই

ক্ষণমাত্র সেবিত আরকের তেজ অনুভব কত্তে লাগ্লেন, ঘাড়টি ঢুলতে লাগ্লো, চক্ষু দুটি পাক্লো হয়ে জিব কথঞ্চিৎ আড়ষ্ট হতে লাগলো ; অনেক ক্ষণের পর "ঠিক্ বলেচো বাপ !" বলে গাড়ির গদি ঠেস দিয়ে হেলে পড়্লেন এবং খানিক ক্ষণ এই অবস্থায় থেকে পুনরায় উঠে প্রেমানন্দের দিকে ওৎ করে ঝুঁকতে লাগলেন ও শেষ তাঁর হাতটি ধরে বল্লেন, "বাবাজী ! আমরা ইয়ারলোক, প্রাণ গড়ের মাঠের মত খোলা। শোনো একটা গাই, আমিও বিস্তর ঢপের গীত জানি, প্রভুর সেবাদাসী আছে তো ?" বলে হা ! হা ! হা ! হেসে টলে জ্ঞানানন্দের মুখের উপর পড়ে হাত নেড়ে চীৎকার করে এই গান ধল্লেন,

চায় মন চির দিন, পূজিতে সেই পুতুলে।
রং চঙ্গে চক্‌চকে, সাধে কি ছেলে ভুলে॥
ডাক রাং অভ্রে, চিক্‌মিক্ ঝিক্‌মিক্ করে।
তায় সোনালী রূপালী, চুম্‌কি বসমা আলো ধরে॥
আহ্লাদে পেহ্লাদে কেলে, তামাকখেগো বুড়ো ফেলে।
কও কেমনে রহিব খেলাঘর কিসে চলে॥
চির পরিচিত প্রণয় সহজে কি ভগ্ন হয়।
থেকে থেকে মন ধায় চোরাসিঙ্গী পাটের চুলে॥
শম্মার সাহস বড় ভূতের নামে জড়োসড়ো,
ঘরে আছেন গুণবতী, গঙ্গাজলে গোবর গুলে॥

সঙ্গীত শেষ হবার পূর্ব্বেই কেরাঞ্চী রেলওয়ে টরমিনসে উপস্থিত হলো। ব্রাহ্ম বাবু টল্‌তে টল্‌তে গাড়ি থাম্‌বার পূর্ব্বেই প্রেমানন্দের নাকটা খাম্‌চে নিয়ে ও জ্ঞানানন্দের চুলগুলা ধরে গাড়ি হতে তড়াক্ করে লাফিয়ে পড়্লেন।

আজ আরমাণিঘাট লোকারণ্য, গাড়ি পালকির যেরূপ ভিড়, লোকেরও সেইরূপ রল্লা। বাবাজীরা সেই ভিড়ের মধ্যে অতিকষ্টে গাড়ি হতে অবতীর্ণ হলেন। তল্পিদার, ছড়িদার, সেবাৎ ও শিষ্যরা পরস্পরের পদানুরূপ প্রোসেসন বেঁধে প্রভুদ্বয়কে মধ্যে করে শ্রেণী দিয়ে চল্লেন। জ্ঞানানন্দ ও প্রেমানন্দ দুজনে পরস্পর হাত ধরাধরি করে হেল্‌তে দুল্‌তে যাওয়ায় বোধ হতে লাগলো যেন একটা আর্‌শুলো ও কাঁচপোকা একত্র হয়ে চলেচে।

টুন্নুনাং ণ্টাং টুন্নুনাং ণ্টাং করে রেলওয়ে ইষ্টিম ফেরী ময়ূরপঙ্খীর ছাড়বার সঙ্কেতঘণ্টা বাজ্‌চে, থার্ডক্লাস বুকিং আপিসে লোকের ঠেল মেরেচে, রেলওয়ের চাপরাসীরা সপাসপ্ বেত মাচ্চে, ধাক্কা দিচ্চে ও গুঁতো লাগাচ্চে, তথাপি নিবৃত্তি

নাই। "মশাই শ্রীরামপুর!" "বালি বালি!" "বর্দ্ধমান মশাই!" "আমার বর্দ্ধমানেরটা দিন না" শব্দ উঠচে, চারি দিকে কাঠের বেড়াঘেরা বুকিংক্লার্ক সন্ধ্যা পূজার অবসরমত খোপ বুঝে কোপ ফেলচেন। কারো টাকা দিয়ে চার আনার টিকিট ও দুই দোয়ানি দেওয়া হচ্চে, বাকি চাবামাত্র 'চোপ রও' ও 'নিকালো', কারো শ্রীরামপুরের দাম নিয়ে বালির টিকিট বেরুচ্চে, কেউ টিকিটের দাম দিয়ে দশ মিনিট চীৎকার কচ্চে, কিন্তু সে দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই। কম্ফর্টর মাথায় জড়িয়ে ঝড়াক্ ঝড়াক্ করে কেবল টিকিটে নম্বর দেবার কল নাড়চেন, শিস দিচ্চেন ও উপরি পয়সা পকেটে ফেলচেন, পাইখানার কাটা দরজার মত ক্ষুদে জানলাটুকুতে অনেকে হুজুরের মুখ দেখতে পাচ্ছে না যে কথা কয়ে আপনার কাজ লয়। যদি চীৎকার করে ক্লার্ক বাবুর চিত্তাকর্ষণ কত্তে চেষ্টা করে, তখনি রেলওয়ে পুলিসের পাহারাওয়ালা ও জমাদারেরা গলা টিপে তাড়িয়ে দেবে। এদিকে সেকেন ক্লাস ও গুড্‌স ও লগেজ ডিপার্টমেণ্টেও এই প্রকার গোল, সেখানে ক্লার্কবাবুরাও কতক এই প্রকার, কিন্তু এত নয়। ফাষ্ট ক্লাস সাহেব বিবির স্থল, সেখানে টুঁ শব্দটি নাই, ক্লার্ক রিক্তহস্তে টিকিট বেচতে আসেন ও সেই মুখেই ফিরে যান, পান তামাকের পয়সাও বিলক্ষণ অপ্রতুল থাকে। বাবাজীরা নটবরবেশে থার্ড ক্লাস বুকিং আপিসের নিকট যাচ্চেন, এমন সময় টুন্টুনাংণ্টাং টুন্টুনাংণ্টাং শব্দে ঘণ্টা বেজে উঠলো, ফোঁস্ ফোঁস্ করে ইষ্টিমারের ইষ্টিম ছাড়তে লাগ্‌লো, লোকেরা রল্লা বেঁধে, জেটি দিয়ে ইষ্টিমারে উঠতে লাগলো—জল্‌দি! চলো! চলো! শব্দে রেলওয়ে পুলিসের লোকেরা হাঁক্‌তে লাগ্‌লো। বাবাজীরা অতি কষ্টে সেই ভিড়ের মধ্যে ঢুকে টিকিট চাইলেন। বুকিং ক্লার্ক বাবাজীদের চেহারা দেখে ফিক্ করে হেসে হাত বাড়িয়ে টাকা চেয়ে নিয়ে টিকিট কাটতে লাগলেন। এদিকে ঝ্যপ্ ঝ্যপ্ ঝ্যপ্ শব্দে ইষ্টিমারের হুইল ঘুরে ছেড়ে দিলে। এদিকে প্রেমানন্দ "মশাই টিকিটগুলি শীঘ্র দিন শীঘ্র দিন ইষ্টিম খুল্লো ইষ্টিম চল্লো" বলে চীৎকার কত্তে লাগ্‌লেন, কিন্তু কাটা কপাটের হুজুরের ভ্রূক্ষেপ নাই, শিস দিয়ে "মদন আগুন জ্বলচে দ্বিগুণ কল্লে কি গুণ ঐ বিদেশী" গান ধল্লেন—"মশাই শুনচেন কি? ইষ্টিম খুলে গ্যালো, এর পর গাড়ি পাওয়া ভার হবে, এ কি অত্যাচার মশাই!" ক্লার্ক "আরে থামো না ঠাকুর" বলে এক দাবড়ি দিয়ে অনেক ক্ষণের পর কাটা দরজা হতে হাত বাড়িয়ে টিকিটগুলি দিয়ে দরজাটি বন্ধ করে পুনরায় "ইচ্ছা হয় যে উহার করে প্রাণ সঁপে সই হইগে দাসী, মদন আগুন—" "মশাই বাকি পয়সা দিন, বলি দরজা দিলেন যে?" সে কথায় কে ভ্রূক্ষেপ করে?

"জমাদার ভিড় সাফ্ করো, নিকালো, নিকালো" বলে ক্লার্ক সেই কাটগড়ার ভেতর থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন, রেল পুলিসের পাহারাওলা ধাক্কা দিয়ে বাবাজীদের দলবল-সমেত টরমিনস্ হতে বার করে দিলে—প্রেমানন্দ মনে মনে বড়ই রাগত হয়ে মধ্যে মধ্যে ফিরে ফিরে বুকিং আপিসের দিকে চাইতে লাগলেন। এদিকে ক্লার্ক কাটা দরজার ফাটল দিয়ে মদন অগুনের শেষটুকু গাইতে গাইতে উঁকি মাত্তে লাগলেন।

বাবাজীরা কি করেন, অগত্যা টরমিনস্ পরিহার করে অন্য ঘাটে নৌকার চেষ্টায় বেরুলেন—ভাগ্যক্রমে সেই সময় পাশের ঘাটের গহনার ইষ্টিমারখানি খোলে নাই। বাবাজীরা আপনাপন অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিয়ে অতিকষ্টে সেই ইষ্টিমারে উঠে পেরিয়ে পড়লেন—গহনার ইষ্টিমারে অসংখ্য লোক ওঠাতে বাবাজীরা লোকের চপ্‌টানে হটপ্রেসের ফরমার মত ও ইস্ক্রু কলের গাঁটের মত জাঁত সহ্য করে পারে পড়ে কথঞ্চিৎ আরাম পেলেন এবং নদীতীরে অতি অল্পক্ষণ বিশ্রাম করেই এষ্টেশনে উপস্থিত হলেন। টুন্নুনাংণ্টাং টুন্নুনাংণ্টাং শব্দে একবার ঘণ্টা বাজলো। বাবাজীরা একবার ঘণ্টা বাজবার উপেক্ষা করার ক্লেশ ভুগে এসেছেন, সুতরাং এবার মুকুয়ে তল্পিতল্পা নিয়ে ট্রেনের অপেক্ষা কত্তে লাগলেন—প্রেমানন্দ ঘাড় বাঁকিয়ে ট্রেনের পথ দেখচেন, জ্ঞানানন্দ নস্য লবার জন্য শামুকটা ট্যাঁকে হতে বার কররার সময় ছাখেন যে, তাঁর টাকার গেঁজেটি নাই। অমনি "দাঁদাঁ সর্ব্বনাশঞ হলোঁ! সর্ব্বনাশঞ হলোঁ! আমার গেঁজেটি নাই" বলে কাঁদ্তে লাগলেন; প্রেমানন্দ, ভায়ার চীৎকার ও ক্রন্দনে যার পর নাই শোকার্ত্ত হয়ে চীৎকার করে গোল কত্তে আরম্ভ কল্লেন, কিন্তু রেলওয়ে পুলিসের পাহারাওয়ালা ও জমাদারেরা "চপ্‌রাও" "চপ্‌রাও" করে উঠলো, সুতরাং পাছে পুনরায় এষ্টেশন হতে বার করে ছায় এই ভয়ে আর বড় উচ্চবাচ্য না করে মনের খেদ মনেই সম্বরণ কল্লেন। জ্ঞানানন্দ মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে লাগলেন ও ততই নস্য নিয়ে নিয়ে শামুকটা খালি করে তুল্লেন।

এদিকে হস্ হস্ হস্ করে ট্রেন টর্‌মিনসে উপস্থিত হলো, টুন্নুনাংণ্টাং টুন্নুনাংণ্টাং করে পুনরায় ঘণ্টা বাজলো, লোকেরা রল্লা করে গাড়ি চড়তে লাগলো, থার্ড ক্লাসের মধ্যে গার্ড ও দুজন বরকন্দাজের সহায়তায় লোক পোরা হতে লাগলো, ভেতর থেকে "আর কোথা আস্‌চো!" "সাহেব আর জায়গা নাই" "আমার বুঁচকি! আমার বুঁচকিটা দাও।" "ছেলেটি দেখো! আ মলো মিন্সে ছেলের ঘাড়ে বসেছিস্ যে!" চীৎকার হতে লাগ্‌লো, কিন্তু রেলওয়ে কর্ম্মচারীরা বিধিবদ্ধ নিয়মের অনুগত বলেই তাদৃশ চীৎকারে কর্ণপাত করেন না! এক একখানি থার্ড

ক্লাস কাঁকড়ার গর্ত্তের আকার ধারণ কল্লে, তথাপিও মধ্যে মধ্যে দুই এক জন এষ্টেশন মাষ্টার ও গার্ড গাড়ির কাছে এসে উঁকি মাচ্চেন—যদি নিশ্বাস ফ্যাল্‌বার স্থান থাকে, তা হলে আর যাত্রীকে ভরে দেওয়া হয়। যে সকল হতভাগ্য ইংরেজ ব্লাক্‌হোলের যন্ত্রণা হতে জীবিত বেরিয়েছিলেন, তাঁরা এই কোম্পানির থার্ডক্লাস দেখলে এক দিন এঁদের এজেণ্ট ও লোকোমোটিব সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টকে সাহস করে বলতে পাত্তেন যে, তাঁদের থার্ডক্লাস যাত্রীদের ক্লেশ ব্লাক্‌হোলবদ্ধ সাহেবদের যন্ত্রণা হতে বড় অধিক নয়!

এদিকে প্রেমানন্দ ও জ্ঞানানন্দও দল বল নিয়ে একখানি গাড়িতে উঠলেন, ধপাধপ্‌ গাড়ির দরজা বন্ধ হতে লাগলো, "হরকরা চাই মশাই! হরকরা সার হরকরা" "ডেলিনিয়ুস সার! ডেলিনিয়ুস!" কাগজ হাতে নেড়েরা ঘুচ্চে—লাবেল! ভাল লাবেল! লাল খেরোর দোবুজান কাঁধে চাচারা বই বেচ্চেন—টুন্নুনাংণ্টাং টুন্নুনাংণ্টাং করে পুনরায় ঘণ্টা বাজলো, এষ্টেশন মাষ্টার খুদে সাদা নিশেন হাতে করে মাথায় কম্ফর্টার জড়িয়ে বেরুলেন, "অল্‌রাইট বাবু?" বলে গার্ড হুজুরের নিকটস্থ হলো—"অল্‌রাইট! গুড্‌মর্ণিং স্যার" বলে এষ্টেশন মাষ্টার নিশেনটা তুল্লেন—এঞ্জিনের দিকে গার্ড হাত তুলে যাবার সঙ্কেত করে পকেট হতে খুদে বাঁশীটি নিয়ে শিসের মত শব্দ কল্লে, ঘটাঘট্‌ ঘটাস্‌ ঘড়্‌ ঘড়্‌ ঘটাস্‌ শব্দে গাড়ি নড়ে উঠে হস্‌ হস্‌ হস্‌ করে বেরিয়ে গ্যালো।

এদিকে বাবাজীরা চাটগাঁ ও চন্দননগরের আমদানী পেরু ও মোরগের মত থার্ডক্লাস বদ্ধ হয়ে বিজাতীয় যন্ত্রণা ভোগ কত্তে কত্তে চল্লেন—জ্ঞানানন্দ বাবাজীর মুখের কাছে দুজন পেঁড়োর আয়মাদার আকক্ষলম্বিত শ্বেতশ্মশ্রু সহ বিরাজ করায় রসুনের খোস্‌বে জয়দেবের বংশধর যার পর নাই বিরক্ত হয়েছিলেন। মধ্যে মধ্যে আয়মাদারের চামরের মত দাড়ি বাতাসে উড়ে জ্ঞানানন্দের মুখে পড়চে, জ্ঞানানন্দ ঘৃণায় মুখ ফেরাবেন কি? পেছন দিকে দুর্জন চিনেম্যান হাতরুমালে খানার ভাত ঝুলিয়ে দাঁড়িয়েচে। প্রেমানন্দ গাড়িতে প্রবেশ করেছেন বটে, কিন্তু এখনো পদার্পণ কত্তে পারেন নাই। একটা ধোপার মোটের সঙ্গে ও গাড়ির পেনেলের সঙ্গে তাঁর ভুঁড়িটি এমনি ঠেস মেরে গেছে যে গাড়িতে প্রবেশ করে পর্য্যন্ত শূন্যেই রয়েচেন। মধ্যে মধ্যে ভুঁড়ি চড়্‌ চড়্‌ কল্লে এক এক বার কারু কাঁধ ও কারু মাথার ওপর হাত দিয়ে অবলম্বন কত্তে চেষ্টা কচ্চেন, কিন্তু ওৎ সাব্যস্ত হয়ে উঠচে না—তাঁর পাশে এক মাগী একটি কচিছেলে নিয়ে দাঁড়িয়েচে, বাবাজী হাত ফ্যাল্‌বার পূর্ব্বেই

"বাবাজী কর কি! কর কি! আমার ছেলেটি দেখো!" বলে চীৎকার

করে উঠ্‌চে, অমনি গাড়ির সমুদায় লোক সেই দিকে দৃষ্টিপাত কর্‌য়ায় বাবাজী অপ্রস্তুত হয়ে হাত দুটি জড়োসড়ো করে ধোপার বুঁচ্‌কি ও আপনার ভুঁড়ির উপর লক্ষ্য কচ্চেন—ঘর্ম্মে সর্ব্বাঙ্গ ভেসে যাচ্চে। গাড়িব মধ্যে এক দল গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী যাত্রার দল ছিল, তার মধ্যে একটা ফচ্‌কে ছোঁড়া—"বাবাজীর ভুঁড়িটা বুঝি ফেঁসে যায়" বলে পাপিয়ার ডাক ডেকে ওঠায় গাড়ির মধ্যে একটা হাসির গর্‌রা পড়ে গ্যালো—"প্রভো! তোমার ইচ্ছা" বলে প্রেমানন্দ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্লেন। এদিকে গাড়ি ক্রমে বেগ সম্বরণ করে থাম্‌লো, বাইরে "বালি! বালি! বালি!" শব্দ হতে লাগ্‌লো।

বালি একটা বিখ্যাত স্থান। টেকচাঁদের বালির বেণী বাবুও বিখ্যাত লোক—আলালের ঘরের দুলাল মতিলাল বালি হতেই তরিবত পান; বিশেষতঃ বালির ব্রিজটাও বেশ। বালির যাত্রীরা বালিতে নাব্‌লেন। ধোপা ও গঙ্গাভক্তির দলটা বালিতে নাবায় প্রেমানন্দ হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন—দলের ছোঁড়াগুলো নাব্বার সময় প্রেমানন্দের ভুঁড়িতে একটা চিম্‌টা কেটে গ্যালো। উতরপাড়া বালির লাগোয়া, আজকাল জয়কৃষ্টের কল্যাণে উতরপাড়া বিলক্ষণ বিখ্যাত। বিশেষত: উতরপাড়া মডেল জমিদারের নর্ম্মাল ইস্কুল প্রায় ইস্কুলের কোর্সলেক্‌চরর ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা হোল্ডর, শুনতে পাই, গুরুজীর দু একটি ছাত্র প্রকৃত বেয়াল্লিশকর্ম্মা হয়ে বেরিয়েচেন!

বাবাজীরা যে সকল এষ্টেশন পার হতে লাগ্‌লেন, সেই সকলেই এষ্টেশন মাষ্টার সিগ্‌নেলার বুকিংক্লার্ক ও অ্যাপ্রিনটিসদের এক প্রকার চরিত্র, এক প্রকার মহিমা। কেউ মধ্যে মধ্যে অকারণে "পুলিসম্যান পুলিসম্যান" করে চীৎকার করে সহসা ভদ্রলোকের অপমান কত্তে উদ্যত হচ্চেন। কেউ দুটি গরিব ব্যাওয়ার জীবনসর্ব্বস্ব স্বরূপ পুঁটুলিটি নিয়ে টানাটানি কচ্চেন—ওজন কচ্চেন। কোথাও বাঙ্গালগোছের যাত্রী ও কোমরে টাকার গেঁজেওয়ালা যাত্রীর নিজে টিকিট নিয়ে পকেটে ফেলে পুনরায় টিকিটের জন্য পেড়াপিড়ি করা হচ্চে—পাশে পুলিসম্যান হাজির। কোন এষ্টেশনের এষ্টেশন মাষ্টার কমফর্টার মাথায় জড়িয়ে চিনে কোটের পকেটে হাত পুরে বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্চেন—অ্যাপ্রিন্‌টিস ও কুলিদের ওপর মিছে কাজের ফরমাস করা হচ্চে, হঠাৎ হজুরের কমাণ্ডিং আস্‌পেক্‌ট দেখে এক দিন "ইনি কে হে?" বলে অভ্যাগত লোকে পরস্পর হুইস্‌পর কত্তে পারে! বলতে কি, হজুর তো কম লোক নন—দি এষ্টেশন মাষ্টার!

যে সকল মহাত্মারা ছেলেবেলা কল্‌কেতার চীনে বাজারে "কম স্যার! গুড

শপ্ স্যার! টেক্ টেক্ নটেক্ নটেক্ একবার তো সি!" বলে সমস্ত দিন চীৎকার করে থাকেন, যে মহাত্মারা সেলর ও গোরাদের গাড়ি ভাড়া করে মদের দোকান, এম্‌টি হাউস, সাতপুকুর ও দমদমায় নিয়ে বেড়ান ও ক্লায়েণ্টের অবস্থা বুঝে বিনানুমতিতে পকেট হাত্‌ড়ান, আরস্থলার কাঁচপোকায় রূপান্তরের মত তাঁদের মধ্যে অনেকেই চেহারা বদলে "দি এষ্টেশন মাষ্টার" হয়ে পড়েচেন—যে সকল ভদ্রলোক একবার রেলওয়ে চড়েচেন, যাঁদের সঙ্গে একবার মাত্র এই মহাপুরুষরা কন্‌ট্যাক্‌টে এসেচেন, তাঁরাই এই ভয়ানক কর্ম্মচারীদের সর্ব্বদাই কম্‌প্লেন করে থাকেন। ভদ্রতা এঁদের নিকট যেন "পুলিসম্যানের" ভয়েই এগুতে ভয় করেন, শিষ্টাচার ও সরলতার এঁরা নামও শোনেন নাই, কেবল লাল সাদা গ্রীন্ সিগ্‌ন্যাল—এষ্টেশন, টিকিট ও অত্যাচারই এঁদের চিরারাধ্য বস্তু! ও আগেই স্বজাতির অপমান কত্তে বিলক্ষণ অগ্রসর!

সমাজ কুচিত্র

[১৮৬৫ সনের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত]

উপহার

সাহসের অদ্বিতীয় আশ্রয়

শ্রীযুক্ত হুতোমচাঁদ দাস

মহোদয়েষু।

অনরেবল হুতোম! আপনি বাঙ্গালী সমাজকে যে স্বভাব পটে এঁকে, নূতন রকম চিত্রকাব্যে সাজ্‌য়ে, বার কোরেচেন, এতে কোরে ছোট বড় সকলেই (ন্যাচরেল হিষ্ট্রির দল ছাড়া) আপনাকে বাঙ্গালা সাহিত্যের পেট্রণ বোলে তারিফ কোচ্চেন। একজন বাঙ্গালী পাদরী তাহার এক পার্ট বেচে নিয়ে তর্জ্জমা কোরে, ইংরেজ মহলেও আদর বাড়িয়েচেন। আমি এক দিন বোসে বোসে একটু "বেওয়ারিস লুচির ময়দা" নিয়ে দই মাকিয়ে এই এক ছেলে খেলা কোল্লেম। ভাব্‌লেম, কারে আর এই নূতন সামগ্রী অগ্রে নিবেদন করি। নবান্ন নয় যে, দাঁড়কাক খুঁজে খুঁজে শ্রাদ্ধের খোলা ডোঙা সমুখে ধোরে দেবো, সুতরাং ভেবে চিন্তে আপনার নামেই উৎসর্গ কোরে দিলাম। দেখ্‌বেন যেন, কোন মুখদুষী লোকে এরে গ্রাস কোরে না ফেলে। আমি দু পা সোরে দাঁড়াই—গুড্‌ নাইট॥

চিড়িয়াখানার
নিশাচর।

অনুষ্ঠান

সমাজ কুচিত্র নামে এই দর্পণখানি বাহির করা গেল, ইহাতে আলীপুরের কৃষিপ্রদর্শন, সরস্বতী পূজা ও পল্লীগ্রামতীর্থ, এই তিনটি পরিচ্ছেদ আছে। পাঠকগণ পাঠ করিয়া সৎকর্ম্ম হইতে দুর্গন্ধগুলি দূর করিতে চেষ্টা করুন।

আমাদের গৌরচন্দ্রিমা

বাঙ্গালা দেশ কাদের দেশ?—আমাদের।—বাঙ্গালাদেশের সুখ্যাতি হোলে কাদের খোসনাম হবে?—আমাদের।—বাঙ্গালাদেশের অখ্যাতি হোলে কাদের নিন্দে হবে?—আমাদের।—বাঙ্গালাদেশের উন্নতি হোলে কাদের মুখোজ্জ্বল হবে?—আমাদের। বাঙ্গালাদেশের শ্রীবৃদ্ধি হোলে কাদের মান বাড়বে?—আমাদের।

যদি সকলি আমাদের,—তবে আমরা বাঙ্গালাদেশের ভালো ভালো কাজকর্ম্মগুলি, ভালো ভালো ধর্ম্মকর্ম্মগুলি (কৃষিপ্রদর্শন ও সরস্বতী পূজা) "কুক্রিয়া" বোলে পর্চ্চয় দিচ্ছি কেন?—যদি সকলি আমাদের,—তবে আমরা কৃষিপ্রদর্শন ও সরস্বতী পূজাকে যথার্থ বেশে পেস্ কোল্লেম্ না কেন?—উচিত আছে। কিন্তু বাঙ্গালীরা ভালো কাজগুলি এমনি কোরে, এলো পাকে পাকিয়ে তোলেন যে, তাতে আর বিন্দু মাত্র পদার্থ থাকে না!—এমনি কোরে ঘোল মোয়ে যান যে, বড় দুঃখে শুভ উদ্দেশ্যে সাগর মন্থন কোরে, মহাদেবের মতন বিষ খেয়ে, নীলকণ্ঠ হোয়ে পোড়্‌তে হয়!—আবার প্রশ্ন।—যদি আমাদেরি সকলি,—তবে দোষগুলি ঢেকে ঢেকে, গুণগুলি দেখে দেখে, বার কোল্লে কি চলে না?—চলে বটে, কিন্তু বড় বাড়াবাড়ী হোলে চলে না।

বাজারে হুতোম প্যাঁচা বেরুলো, বদ্‌মায়েস্‌দের তাক্ লেগে গ্যালো, ছেলেরা চোম্‌কে উঠ্‌লো, আমরা জেগে উঠ্‌লুম, চিড়িয়াখানায় নানা প্রকার স্বর শোনা যেতে লাগ্‌লো। "আপনার মুখ আপনি দেখ" এগিয়ে এলো। আমরা তারে চেনো চেনো কোরে ধোরে ফেল্লেম, সেটা পাখী নয়, সুতরাং উড়্‌তে পাল্লে না, আপনার ফাঁদে আপনিই ধরা পোড়্‌লো। ওদিকে কা কা কোর্ত্তে কোর্ত্তে একটা

কাফরি দাঁড়কাকের বাচ্ছা উড়ে এলো। তারেও ধরা গেল। রাত্তিরে ভাল দেখ্‌তে পাইনে, চসমা দিয়ে দেখ্‌তে হলো, হাত্‌ড়ে বুঝে গেলুম, কাকটির ডান চক্ষু কাণা। কাক মনে করেন, আমি লুকিয়ে—করি, কেহ টের পায় না, কিন্তু তা নয়। আপনার মুখ আপনি দেখ, দিন কতক নোড়ে চোড়ে বেড়ালে, তার পর শ্রাদ্ধবাড়ীর গন্ধের মত পুরোণো হোয়ে পড়্‌লো। আমরা আর তাদের দেক্তে পেলেম না। দুই এক রাত্তিরে চরা করবার সময় আব্‌ছায়া দেখি, কিন্তু ধাঁদা লাগে আর ঠোকে যাই। তাদের না পারি, সহরের একটী ছোট খাট তসবি এনেছি। সাধারণে তসবিখানি ভাল কোরে দেখে, র‍্যাস্কেলিটী এক্সকিউজ্‌ কোর্বেন।

পক্ষাবনত—

লেবুতলা। **শ্রীবি, মুক, পেন, কোং।**

৬ই জানুয়ারি ১৮৬৫।

আলীপুরের কৃষিপ্রদর্শন

আজ ১২৭০ সালের ৬ই মাঘ সোমবার। বাঙ্গালা দেশের ছোট কর্ত্তা সর্ব্ব-মনোরঞ্জন বীডন সাহেবের প্রধান কার্য্যের আরম্ভ। আজ বেলবিডিয়ারের চিত্ত-চমৎকারিণী ও মনোহারিণী শোভা। নানা দেশের কল, ফল, শস্য ও পশুপক্ষী প্রভৃতি উপস্থিত করা হয়েচে। বিস্তর ভদ্রলোক উহা দর্শন কর্ত্তে আগমন করেচেন। রাজা রাজড়া, নবাব ও জমিদারেরা যেন গন্ধর্ব্বসভার ন্যায় সভা করে বসেচেন। দেশ বিদেশীয় ভাষায় দীর্ঘ দীর্ঘ স্পিচ্ হচ্চে। আলবোলার শব্দ, নকিবের ফুৎকার ও রেসালার কলরবে প্রদর্শনস্থল যেন মেতে উঠেচে। বল্‌তে কি, আলীপুর যেন রসাতল যাবার ভয়েই কেঁপে কেঁপে উঠ্‌চে। কোলফাঁপ আশাসোঁটারা লালপাগড়ি-বাঁধা ছোঁড়াদের হাতে এতক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে ছিল, বেত্তর সমারোহ দেখে প্রভাকর প্রভাতে যেন বিদ্যুল্লতার মত চম্‌কে চম্‌কে উঠ্‌চে। দর্শকের ভিড় যেন মৌমাছির ঝাঁক ও আগুন দেওয়া চরকিবাজীর চোঙের ন্যায় এক থাকের কাটগড়া থেকে আর এক থাকে গিয়ে জম্‌চেন, রকমসই সৌন্দর্য্যের গায়ে ঠেস মাচ্চেন, আর আড়ে আড়ে তাকাচ্চেন।

দর্শকেরা তিন দলে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়লেন। প্রথম দল গুণগ্রাহী হলেন। কিরূপে কোন্ কল প্রস্তুত করা হয়েচে, তারি সন্ধান নিয়ে শিক্ষা করার কৌশল দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। কোন্ কলে, কোন্ জিনিষে কি কাজ হয়, তারি ডিপোজিসন দিতে লাগ্‌লেন। কোন্ জিনিষের কি কোয়ালিটী, তারি তর্ক আরম্ভ কল্লেন। দ্বিতীয় দল গোষ্ঠ ও রাসযাত্রার সঙের ন্যায় কল ও জন্তগুলি দেখে বেড়াতে লাগ্‌লেন। তৃতীয় দল বাঙ্গালা দেশের মুখে চূণকালি দিয়ে, বীডন সাহেবের শুভ অনুষ্ঠান মহাপ্রদর্শনের শুভ ফল মাথায় তুলে, বংশগৌরব পায়ের নীচে রেখে, আপনাপন দুষ্প্রবৃত্তির ভোজ্যদ্রব্য খুঁজে নিতে বিব্রত হলেন !!

লড়াইয়ে মেড়া ও বুনো মহিষের ন্যায় তৃতীয় দলের দর্শকেরা শিকার দেখে স্থির থাক্‌তে পাচ্চেন না। দাড়ি পর্য্যন্ত জুল্‌পি ও আকর্ণ ঘাড়ের চুলের কেয়ারি করা বিলিতী হজুরেরা কৌন্সলীর মত পোষাক পরে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চেন; শ্রীমতীরা ক্রিনোলাইন গাউনে তিন তিন কাঠা জমি ঘিরে নিয়ে হজুরদের বগল ধরে ঝুলে ঝুলে যাচ্চেন। বোধ হচ্চে যেন, এক পাখা-কাটা বাদুড়েরা ছোট ছোট ছেলেদের হাতের দড়ির সঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেচে। যে সকল দেশী হজুর পাদ ছেড়ে এক পা নড়তে ক্লেশ বোধ কর্ত্তেন, আজ আরবীয় অশ্বেরাও তাঁহাদের

প্রবল গতি দেখে লজ্জায় মাথা হেঁট করে পালাচ্চে। সার্জ্জন ও টিকিটওয়ালারা দরোজার বন্দোবস্তেই ব্যতিব্যস্ত।

এদিকে ভবানীপুর রঙরঙে! রকমারি দরমাঢাকা বারাণ্ডারা যেন বরকামান কামিয়ে ও মুখতেলা করে বেরিয়েচে; তাহাদের চিরপরিচিত বেড়ারা আজ পাইখানা ও রন্ধনগৃহের আশ্রয় লয়েচে। প্রিয়সখা বারাণ্ডার আদুড় গা দেখে, নববধূরা দুঃখে হাসতে হাসতে, এক একখানি চেঁড়া বেতের ত্রিপদী পেতে তাহাদের মান রক্ষা কচ্চেন। বধূদের গিল্‌টীর তাবিজ, জসম, বারাসত ও বালাপরা দক্ষিণ হস্তেরা বারাণ্ডার রেলের ধারে ঝুল্‌চে। তাঁহাদের পায়ে পচা রবারের দেড় পাটি জুতো, মোজার উপর কালো কালো কাদার ডায়মনকাটা চার পাঁচগাছি মল; নাকে বিলিতী মুক্তো আঁটা বিবিয়ানা বারকুসী নথ, কানে সাদা সাদা তিন তিনটি তবলকি দেওয়া গিল্‌টীর বড় বড় তিন চারটা দোলন মাকৃড়ি। মাথায় ফিরিঙ্গী খোঁপা ও কাঁটা দেওয়া বিজ্‌কুড়ী ফুলের বেহদ্দ বাহার! ফুলেরা কাঁটা পরে যেন সকণ্টক মৃণাল উপরিস্থ পদ্মিনীরে উপহাস কচ্চে! পরিধান শান্তিপুরে কালো ডুরে ও নীলাম্বরী! কারু কারু তদুপরি এক একখানি ৯০ সালের ট্যাসেল্‌দার সবুজ নেটের ওড়্‌না। কেহ কেহ ঠিক শ্রীবৃন্দাবনের গোয়ালিনী সেজে বসে গ্যাচেন, পোষাকের নিম্নভাগ জানুদেশ অতিক্রম কর্ত্তে লজ্জিত হচ্চে। কোন দিকে রূপোবাঁধা হুঁকোতে ধূমপান চলেচে, কেহ কেহ খেলোতে সাধ মিটাচ্চেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সকলের আহার জোটে নাই, ওষ্ঠাধরসংলিপ্ত তাম্বুলরাগই অনেকের ভোজনের শেষ পরিচয়। এক একটি বধূর রূপেরও সীমা হয় না। যদি দয়ার সাগর (!) মিউনিসিপালিটী ও লাইটিং ট্যাক্সের প্রসাদে নগর ও উপনগরের গলির ভাঙা বাড়ির দেয়ালের গায় ও সাইনবোর্ডের খুঁটির উপর শতকরা ফীটে এক একটি মিড়মিড়ে তেলের আলোর লাণ্ঠন না বসানো থাক্‌তো, বধূদের মুখগুলি নীচে থেকে দেখ্‌লে স্পষ্ট বোধ হতো যেন, এক একটি কলাবাদুড় অধোলম্বী হয়ে বারাণ্ডার কাঠ ধরে ঝুলচে, এক একটা পাঁজির শিরকাটা রক্তদন্তী গ্রহ তাহাদিগকে পড়তে দিচ্চে না। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সন্ধ্যা হয়ে এলো। প্রদর্শনস্থলে আর অধিক লোক নাই।

মদের দোকানে আজ ভারি ধুম! একটা কিছু পরব সরব হলে সহর ও শাখা নগরের (পল্লীগ্রামের ত কথাই নাই) আইনকানুন মাথায় উঠে ও পোষ্টলিনিঙ ষ্টেশনের পিকপকেট ইন্দুরের পদতলে বিমর্দ্দিত হয়! আজ ১০টা রাত্রির পর গাঁদাফুলের মালা পরা কলসী কলসী মদ দোকান থেকে মুটের মাথায় বাইরে

বেরিয়েচেন! সার্জ্জন ও পাহারাওয়ালার যে লাণ্ঠনের আলো প্রতি রাত্রিতে ভদ্র-লোকদের চক্ষু অন্ধপ্রায় করে, আজ তাহা খদ্যোতের ন্যায় নির্ব্বাণপ্রায়! আজ অনেক প্রকৃত ভদ্রলোক মেলাস্থলে আগমন করেছিলেন, সুতরাং অনেক বারাঙ্গনা-বারাণ্ডাকে মানভঞ্জন রজনীর নিকুঞ্জবনের ন্যায় শ্রীহীন হয়ে থাক্‌তে হলো। অনেক বাড়িতে বিরহ গীতের হর্‌রা উঠে গ্যালো। বোধ হলো যেন, শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্ত্তে গ্যাচেন, কমলিনী শূন্য কুঞ্জবনে বৃন্দে দূতী প্রভৃতির কাছে "গেল শর্ব্বরী, অনুমান করি, কৃষ্ণ এলো কৈ?" বলে বিলাপ কচ্চেন। বড়াই ও ললিতা প্রভৃতি দূতীরা যেন "রাধে ধৈর্য্যং প্যারী ধৈর্য্যং" বলে ঠাণ্ডা কচ্চে। বাস্তবিক বেশ্যালয়গুলি যেন কাঁদতে কাঁদতেই বদ্ধদ্বার হয়ে গ্যালো। আজ দ্বিতীয় দিবস।

আজ মঙ্গলবার। অনেক প্রকার দর্শক নয়নগোচর হতে লাগ্‌লেন। রাস্তায় ভারি ভিড়। আজ এক টাকা করে টিকিট বিক্রি হচ্চে। কাল পাঁচ টাকা ছিল। টিকিট ব্যবসায়ীরা কাল ২৬০০০ টাকা লাভ করেচেন! আজ টিকিট সস্তা দেখে অনেক মাঝারি কেতার ভদ্রলোক আগমন করেচেন। পুলিসের বন্দোবস্তের গুণে পশ্চিম দ্বারে অসঙ্গত গাড়ির ভিড় হলেও কোন গোলযোগ হতে পাচ্চে না। টিকিট বিক্রয়ের বন্দোবস্ত মন্দ হয় নাই। দর্শকদলে মেলাস্থল পুরে গ্যাচে। কলের নিকটে অসঙ্গত ভিড়। পশুশালা ও পক্ষীশালার কাটগড়ার বাইরেও ঠেলে সেঁধোনো ভার। মাঝে মাঝে তাঁবু টাঙানো উইলসন ও স্পেন্স হোটেলের ব্রাঞ্চ হোটেল বসে গ্যাচে। জিব, ক্ষুর, হ্যাম, ফাউল, মটন, সেরি, স্যাম্পিন, কগ্‌নেগ ও ব্রাণ্ডী বেধড়ক বিক্রি হচ্চে। ছিপি আঁটা সোডা ওয়াটার ও লিমোনেডের বোতলেরা জ্যেষ্ঠতাতদিগের প্রিয় শিষ্যগণের অনবরত উমেদারী কচ্চে। পুকুরধারে ও ঘাসের উপর ভাঙা চেণ্ডারি ও তেকাটা চড়া খোট্টা হোটেল খাপ্‌ খুলে সর্ব্বদাই হাজির। টকো ও ছাতাপড়া কমলালেবু, শেষ বাজারের ফেরত পক্কান্ন, কচুরি ফুলুরিরা লঙ্কা ও প্যাঁজভাজা মাথায় করে হিন্দুকুল উদ্ধার কচ্চে। টোল খাওয়া পিতলের গেলাস, বিড়ে বাঁধা ফাঁপা পানের খিলি ও আঁবের আটার রিপু করা খেলো হুঁকোদের আজ একাধিপত্য! তাহাদের সৌভাগ্য দেখে উড়িষ্যার জগন্নাথক্ষেত্র আপনার একচেটে প্রভুত্বের হানি হলো ভেবে, দুঃখে ম্রিয়মানা হচ্চেন। দিবাকাল এইরূপে বিদায় হলেন, চৌরঙ্গীর গির্জ্জের ঘড়িতে অরগ্যান কোয়াটার ও ৫টা বাজা শব্দ শুনা গ্যালো। সূর্য্যদেব আর ঘৃণায় মুখ দেখাতে পারবেন না বলেই যেন, আস্তে আস্তে পশ্চিমাচলের রাঙা মেঘের আড়াল দিয়ে

স্বস্থানে প্রস্থান কল্লেন। ওয়েলার ও অষ্ট্রেলীয় তাজী বাজী জোড়া বগি ও ফেটন গাড়িরা গড়্ গড়্ শব্দে রাস্তা মাতিয়ে চল্লো। কেরাচিরাও যাত্রার নকিব সাহেবের মত রুনুঝুনু করে নাচ্‌তে নাচ্‌তে পশ্চিম দ্বার পাত্‌লা করে চলে গ্যালো। সন্ধ্যাকাল উপস্থিত।

আজ একাদশী। গগনমণ্ডলে সনক্ষত্র একাদশ কলা কুমুদবান্ধব উদয় হলেন। রাস্তার লাণ্ঠনের আলোকমালা চন্দ্রমাকে দেখে অভিমানে মিড়্‌মিড়্ কর্ত্তে লাগ্‌লো। যুবকদল গোছসই বারাণ্ডার নীচে গিয়ে উর্দ্ধমুখ হলেন। বারাণ্ডাস্থ বধূরা গর্ভবতী রমণীর স্তনযুগের ন্যায় নম্রমুখী হতে লাগ্‌লেন। রাজপথ চন্দ্র ও কুমুদিনীর সন্দর্শনের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ কল্লে। এইখানে ফিলজফারদের আবিষ্কৃত লৌহ ও চুম্বকের আকর্ষণী শক্তি সার্থক হলো।

বীডন সাহেবের প্রসাদে ও কল্‌কেতার ভারতবর্ষীয় সভার যত্নে আমরা কৃষি-প্রদর্শনে নানা প্রকার মনোহর দ্রব্য দেখে যেরূপ সন্তুষ্ট হয়েচি, রাজপথের রংবেরং দ্বিপদ জানোয়ারগুলি দেখে তদপেক্ষা বহুগুণ দুঃখ অনুভব কচ্চি। দুর্ভাগ্যক্রমে যাঁরা বেলবিডিয়ার উদ্যানপ্রাঙ্গণে যেতে পারেন নি, তাঁরা পথের জানোয়ারগুলিকে দেখে ঘোলেই দুগ্ধের পিপাসা মিটিয়ে নিচ্চেন। কাননস্থ মৃগশাবকগণ যেমন করভ দর্শনে সচকিতনেত্রে দূর বনে পলায়ন করে, শশক, বরাহ ও কুরঙ্গদল যেমন শ্বাপদ জন্তু ও শিকারী মানুষ দেখে সভয়চিত্তে বনাভ্যন্তরে লুক্কায়িত হয়, আমাদের নবরসিক কুঞ্জরেরা তেমনি, পাছে কেউ দেখে, এই ভয়ে মুখে চোখে কাপড় ঢেকে, লাহোরের ধারের দরোজার ভিতর ঢুকে পড়্‌চেন। সেইখান থেকে সপ্যাজ ফাউল কট্‌লেট্ ও মটণ্ডপ হাজির করবার ফরমাস্ হচ্চে। বিবিরা সকাল সকাল বিয়ার ও ডিষ্টিল্‌ড্ রম জুগিয়ে রেখেছিলেন, কিছু কিছু টেষ্ট নিয়ে তবলায় চাটি আরম্ভ হলো! "চলো প্রেমসরোবরে, নবীন নাগর রসের সাগর, কালার পীরিতে নমস্কার" প্রভৃতি সাদা ও দাশুরায়ের[১] খোলা খেঁউড়ের আগুন উঠ্‌তে লাগ্‌লো। জুতো, বাপান্ত ও শতমুখী ফাঁক যাচ্চে না। পূর্ব্বে বল্‌তে ভুলেচি, যখন সব শাল দোশালা গর্ত্তে ঢোক্‌বার ভিড় হয়, সেই সময় নূতন বসন্তকাল পেয়ে, দু এক জজন উড়্‌নিও পেশ হয়ে গ্যাচে।

---

১ পাঁচালিওয়ালা দাশরথি রায় বড় মন্দ কবি ছিলেন না। তিনি উত্তম গীত বাঁধ্‌তে পারতেন। তাঁহার অনুপ্রাসগুলিও প্রশংসনীয়, কিন্তু দাশুরায়ের গোঁড়ারা আমাদিগকে ক্ষমা করবেন, তাঁহার উপহাসরসিকতা প্রবল দেখে গায়কদিগের মধ্যে তাঁহাকে গণনা করা যায় নাই।

দুঃখ বল্‌তে হাসি আসে, মাঝে মাঝে খুঁজে দেখ্‌তে দেখ্‌তে ভজন ভজন ক্লেবার ফেলোও বাহির হয়ে পড়্‌লেন। তাঁহাদের অনেককে ব্রাহ্ম সমাজের শাখায় বসে[২] চোখ বুজে ঢুল্‌তে ও কাঁদতে দেখা গ্যাচে। তাঁহাদের আর অন্যত্র বাসা নাই, জাতিভেদেরও তক্কা রাখেন না, সকলই সেইখানে সম্পন্ন হতে পারবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁরা ভাল ঘরে ঢুক্‌তে পারেন নি, মনে মনে সামাজিকতার ভয় আছে; পাছে কোন চেনা লোকের সঙ্গেই দেখা হয়ে পড়ে। মনে মনে সকলেই মনোচোর! তাঁরা যে ঘরে ঢুকেচেন, সে ঘরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরা গত বৎসর গ্রীষ্মকালের বিষনয়নে পড়েছিলেন, আজো তাঁহাদের গ্রহ সুপ্রসন্ন হয় নাই; সুতরাং তাঁহারা নক্র অপেক্ষাও হিংস্র এবং হায়েনা[৩] অপেক্ষাও ভয়ানক! এই আস্‌চে ফাগুনে রোঁ কাটিয়ে গা ঝেড়ে উঠ্‌বেন এমনি সম্ভাবনা।

এখন শ্রীমতীদের মূর্ত্তি অতি চমৎকার। হনু ও দন্ত বহির্গত, চক্ষু কোটরান্তর্গত, মেরুদণ্ড কঙ্কালসার, আকৃতিখানি যেন গরাণের খুঁটির উপর দুটি দুটি চাঁচা গাঁট বসান রয়েচে। মস্তকগুলি ঠিক পল্লীগ্রামের বাঁশতলার ওলদিগের রংদার ফটোগ্রাফ! মাঝে মাঝে হস্তকুশের ন্যায় দু চারগাছি শিখা থাকাতে, চাঁদবদনীরা যেন শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথদেবের দ্বারের পাণ্ডা অপেক্ষাও বেয়াড়া দেখাচ্চেন! নায়কেরা তাই ধরে পরচুলো, দড়ি ও মল্লিকে ফুল পরিয়ে সাজাচ্চেন, আর সেই সকল চাঁচর কেশের প্রেইজ কচ্চেন! এক জন উমেদার ব্রাহ্মণ তাঁহাদের এক পার্টির মদ বওয়া মুটেগিরি কর্ম্ম পেয়েছিলেন, অধিক দিন উমেদার থাক্‌তে থাক্‌তে বাবু বা সায়েবের নজরে পড়ে যেতে পাল্লে, একদিন না একদিন কপাল ফিরে দাঁড়ায়। এ উমেদারেরও সেইরূপ একাদশ বৃহস্পতি! রাত্রি ১১টার পর মদ ফুরিয়ে এলো, বধূবিলাসীরা তাঁহার মদ আন্‌তে পাঠালেন। তিনি রাস্তায় বেরিয়ে দেখ্‌লেন, তখনও রাস্তায় লোকারণ্য। খাতায় খাতায় লোক এসে এর তার দরোজার ধারে উঁকি মাচ্চেন। কেউ কেউ পথ ভুলে স্যাক্‌রার দোকান ও কাপড়ের আড়তে ঢোকবার উজ্জুগ করাতে বেহদ্দ মার খেয়েচেন, অবশেষে খুঁটিতে বাঁধা আছেন, কাল সকালে পুলিসে চালান হবেন। এক জন দর্জ্জী একটি ভদ্র রমণীর পেছু লেগে ভূত সেজে অনুনাসিক শব্দে রাস্তা ঘোর করে

২ এই পরিচ্ছেদে ও পরিচ্ছেদান্তরে যে সকল ব্রাহ্মের কুক্রিয়ার হাটহদ্দ আছে, তাঁহারা বক বিড়াল অপেক্ষাও ৫০০ গুণ ভণ্ড। প্রকৃত ও নিরপেক্ষ ব্রাহ্মগণ ক্ষমা করবেন, লেখক সনাতন ধর্ম্মকে কলঙ্কিত করে আপনারে অপরাধী কর্ত্তে অগ্রসর হয় নাই।

৩ গোবাঘা।

ছিল, শেষে এক ভদ্রলোক তাহারে ধরে ভূতমন্ত্র ঝাড়িয়ে দেন। আজ রাত্রিতে প্রায় পাহারাওয়ালা রাস্তায় নাই। পরবের রাত্রি। আমোদ ও চুরি করবার "এলাওয়েন্স" থাকতে পারে! পদ্মপুকুরের মোড়ে এক জন পুলিস ইন্‌স্পেক্টর আধ ডজন মাতাল ঘেঁটিয়ে রিফাইন কেতার মার খেয়েচেন। সকল স্থানেই প্রায় পুলিস ইন্‌স্পেক্টরের আসর জারি সমান, ফলে তাঁহাদের অনেকেরই এইরূপ দুর্দ্দশা! ইন্‌স্পেক্টরদিগের অনেক প্রভুকে বারভূতে পেয়েচে।

উমেদার মুটে স্বচ্ছন্দে মদ নিয়ে বেরিয়ে এলেন। ওদিকে বাবুদলে মদের অপ্রতুল হওয়াতে "ড্যাম দি সুটী ডেভিল" বলে গাল চলেচে, আর শুধু চাট্ খেয়ে আশ মিটান হচ্চে। এমন সময় মদ এলো। এক জন দলের মধ্য থেকে উঠে, মুটেকে ধরে "বাবা! তোমার এত দেরি কেন ভাই?" বলেই গুমুস্ করে এক কিল মাল্লেন। সকলে হিপ্, হুরে, ব্রাভো বলে চেঁচিয়ে হেসে উঠলেন। বধূয়া করতালি দিলেন। আবার ডিশ, রুমাল, গেলাস ও ডিম আসরে নাম্‌লেন; শ্রাদ্ধের উজ্জুগ হতে লাগ্‌লো। বাবুরা স-মধু বারবধূর মুখামৃত পান করে আমোদ কর্ত্তে লাগলেন। দুই এক জন দাঁড়িয়ে উঠে "আমরা সুপারিষ্টেশনের চেইন ভেঙে সমাজমধ্যে লিবর্টি লাভ করেচি, সেকেলে বুড়ো ফুলদিগের মত জাতবিচার ও সন্ধ্যা আহ্নিক করে কাল কাটাতে হয় না। হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদিগকে তোমার সৎপথের পথিক কর, আমরা তোমারি দত্ত ইনটুইশন প্রভাবে তোমার প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে প্রাণপণে ত্রুটি কচ্চি না। ওঁ তৎ সৎ!" এইরূপ স্তোত্র পাঠ কল্লেন! পবিত্র স্থান হলে বোধ হতো যেন, লেজিসলেটিব কৌন্সিলের রাজকুমার ও মৌলবী সভ্য এবং নূতন হাইকোর্টের ফ্যাশানেবেল উকীলেরা স্পিচ ও প্লিড্ করে ফিরে গ্যালেন। উপাসনার পর পুনর্ব্বার পান আহার সারা হলো, সকলে মত্ত হলেন। সমস্ত রাত্রি এইরূপে চল্লো। তোপের পূর্ব্বে একটু বিশ্রাম করেছিলেন, পরদিন উঠ্‌তে বেলা লয়ে গ্যাচে, সুতরাং ব্রেকফাষ্ট সেইখানে সারা হলো। তার পর ১০টার সময় পোশাক ও আঙুলে "এসা দিন নেহি রহেগা" আঁকা আংটি পরে মেলা দেখ্‌তে বেরুলেন।

হা হতভাগ্য বঙ্গভূমি! তোমার সন্তানেরা বিদেশীয় সন্তানদের নিকটে এত অপদস্থ কেন? জগতের মধ্যে একমাত্র নিত্য যে ব্রাহ্মধর্ম্ম, তাহাও ইহারা বিকৃত করে তুল্‌চেন। রাজা রামমোহন রায়ের সময়াবধি যদি ইহার উন্নতি চেষ্টা হতো, ব্রাহ্মধর্ম্ম কি এতদিন ভূমণ্ডলে বিরলপ্রচার থাকে? শতকরা এক জনের অধিক প্রকৃত ব্রাহ্ম নাই, মূল ব্রাহ্মসমাজ ও সেই এক জন ব্রাহ্মের অনবধানতাই সকল

অনিষ্টের নিদান হয়েচে। ব্রাহ্মদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যদি সমাজের কর্তৃপক্ষের একমাত্র উদ্দেশ্য না হতো, সেকেলে রাজাদের কন্যার বিবাহের ন্যায়, "যার মুখ দেখ্‌বো তারেই দুহিতা সম্প্রদান করবো" এইরূপ ব্রাহ্ম করা পণ যদি না থাক্‌তো, ব্রাহ্মধর্ম্ম কি এতদিন ভূমণ্ডলে বিরলপ্রচার থাকে? আমরা লোকের কাছে স্পর্দ্ধা করে গল্প করে থাকি, আমাদের দেশে ভারতবর্ষীয় অ্যাডিসন, দ্বিতীয় বিজ্ঞানবিৎ নিউটন ও গ্যালিলিও, প্রধান বাগ্মী ডিমস্থিনিস ও সিসিরো, ধর্ম্মপ্রচারক মহাত্মা সক্রেটিসের ন্যায় ব্যক্তিসকল জন্ম গ্রহণ করেচেন। তাঁহারাও ঐ কথা বলে অভিমান করে থাকেন, কিন্তু একমাত্র বাহ্যাড়ম্বর সকল গুণকে অতিক্রমণ করে, মেঘাচ্ছন্ন শশাঙ্কের ন্যায় মলিন করে রেখেচে। এই সকল কথাতে কেউ কেউ মনে কর্ত্তে পারেন, ব্রাহ্মদিগকে নিয়ে এত পীড়াপীড়ি কেন? যাঁরা এরূপ মনে করবেন, আমরা তাঁদের কাছে এই কথা বলে ক্ষমা প্রার্থনা করি, "যার যেখানে ব্যথা, তার সেখানে হাত।"

আজ বুধবার। টিকিটের মূল্য ॥০ আট আনা। অনেক দর্শক সমুপস্থিত হয়েচেন। প্যারিসস্থ পর্টুগাল সাহেবের উৎকৃষ্ট ফোয়ারা, ব্রহ্মদেশ থেকে সমাগত কল, কল্‌কেতার ব্রাউন ও লিপেজ কোম্পানির নানা প্রকার কল ও উড্রো সাহেবের জলতোলা কলের নিকটেই আজ অধিক লোক। ছোট টাটু ঘোড়াটিও অনেকে দেখেচেন। সকাল সকাল দেখা সেরে যে যার বাসামুখো হলেম। লেফ্‌টন্যাণ্ট গবর্ণরের ঔদার্য্যগুণে গবর্ণমেণ্ট আপিসের কর্ম্মচারিগণের মেলা দেখ্‌বার অনুমতি ছিল। তাঁহাদের অনেকে আজ আগমন করেছিলেন। নকল-নবিস কেরাণীরা কখনো ভাল করে খেতে পরতে ও আমোদ কর্ত্তে পান না। আজ সহরের পাঁচ প্রকার তামাশা দেখে আহ্লাদে আত্মবিস্মৃত হয়ে গ্যালেন, কেউ কেউ বাঁধা গরুর দড়ি ছেঁড়ার মত দু একটা আন্‌কা গৈলে ঢুক্‌লেন। হাউসের চণ্ড, মুণ্ড ও লম্বোদর লিওপার্ডদের ত কথাই নাই,; তাঁরা রাজারও রেয়েত নন, সেধেরও খাতক নন, বাজার বুঝে কাজ করেন, আর গাঁত বুঝে পা ফেলেন। তাঁদের প্রদর্শন দেখা তথৈবচ, যাঁরা মোদাগাড়িতে উঠে এসেছিলেন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গ্যালেন, আজ ঢাকাইচাঁদ বাবুর বরানগরের বাগানে ভারি ভোজ! দুঃখের বিষয় এই, যুগান্তর উপস্থিত হওয়াতে এখন আর পূর্ব্বের মত সমুদ্রপারের অভ্যাস নাই, গাড়িতে যেতে দেরি হয়ে পড়্‌লো। সন্ধ্যার পূর্ব্বে প্রদর্শন দর্শকদিগের সকলেই প্রায় ভিড় ভেঙে পাত্‌লা হলেন, কেবল কয়েক জন সাহেব ও হোটেলওয়ালা যা কিছু গুল্‌জার করে রাখ্‌লেন। এইরূপে তৃতীয় দিবসের আমোদ শেষ হলো, রাত্রি পূর্ব্ববৎ সমারোহে কেটে গ্যালো, কাল চতুর্থ দিবস।

আজ বৃহস্পতিবার। টিকিটের মূল্য ।০ চার আনা। দর্শকের ভিড় অধিক। ভবানীপুর, কালীঘাট, চেতলা, চক্রবেড়ে, বেলতলা, পাকুড়তলা ও কাঁসারীপাড়া ছেঁকে গ্যাচে। কাঁসারীদের রাস ও * নগরের * * * মণ্ডলদিগের[৪] চৈত্র মাসের রাসের[৫] সময় কেবল জনকয়েক লোক এই সকল শ্রীপাট শোভিত করেন, কিন্তু এই কৃষিপ্রদর্শনে এ বৎসর বিস্তর লোক জমা হওয়াতে ঐ সকল দেবালয়ে স্থান সমাবেশ হয়ে উঠ্‌লো না, সুতরাং অনেককে সিদ্ধেশ্বরী দর্শনার্থী হয়ে উত্তরবাহিনী[৬] হতে হলো।

প্রদর্শনের অবশিষ্ট শুক্র ও শনিবার সমান জনতা ও সমান আমোদে শেষ হয়ে এলো। লোকের উৎসাহ ও ফলাধিক্য দেখে লেফ্‌টন্যাণ্ট গবর্ণর আর এক সপ্তাহ সময় বাড়িয়ে দিলেন। মাঝে মাঝে টিকিট কিন্‌তে হয় নাই। অনেক স্ত্রীলোক এই সময় দর্শন করেচেন। বাঙ্গালা দেশ আর কখনো এরূপ উপকার লাভ করেন নি। সিসিল বীডন এই চার বৎসর কাল প্রকারান্তরে পিটার্সনের মত কার্য্য বিশেষে উৎসাহ দিয়ে বেড়িয়েচেন। গ্রাণ্ট, লঙ ও হরিশ দরিদ্র প্রজাদের যত উপকার করে গ্যাচেন, ভারতবর্ষীয় সভার "বাহাতুর" মিত্র, পাল ও মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালার মারীভয় ও এই কৃষিপ্রদর্শনের সাহায্য দান ব্যতিরেকে আর কিছুতেই সেরূপ তেজস্বিতা দেখাতে পারেন নি। যা হোক, লেফ্‌টন্যাণ্ট গবর্ণর ও ভারতবর্ষীয় সভাকে ধন্যবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য। তাঁহাদের প্রসাদে প্রদর্শনের দ্রব্যগুলি দেখে আনন্দ লাভ করা গ্যাচে। দুঃখের এই হয়েছে, যে দেশে প্রদর্শন হলো, সেই বাঙ্গালা দেশ থেকে কোন ভাল কল প্রভৃতি প্রদর্শিত হয় নাই। কেবল দু এক জন কল্‌কেতার বাবু চালমাড়া ও খড়কাটা কল দিয়েছিলেন। ডফের স্কুলের কয়েকটি বালিকার কৃত কার্পেটের ছবি অতিশয় মনোহর হয়েছিল। ঘৃত, মাখম, মিছরি, কচু, ইক্ষু, মটর, মুগ, ধান, চাল ও মোম প্রভৃতি উত্তম হয়েছিল। মোরগ, পেরু, ময়ুর, কপোত, শুক, ময়না প্রভৃতি পক্ষী, মহিষ, দুধে মেষ, ছাগ, গাভী, খরগোস, হরিণ, বলদ ও অশ্ব প্রভৃতি পশুও অতিশয় প্রীতিকর। বাঙ্গালা দেশে

৪ এই বংশের এক জন মণ্ডল একটি ইতর স্ত্রীলোকের প্রতি অতিশয় নির্লজ্জ ও নৃশংস ব্যবহার করেছিল, সেই জন্য তাহার একটা কুৎসিত খেতাব হয়ে গ্যাচে। ঘৃণিত বিষয় বলে তাহার নামধাম লেখা গ্যালো না। ইহারা ধনী ও জমিদার।

৫ চৈত্র মাসে গাজন হয়, এই আমরা জানি। রাসের বাসুদেবের মধ্যে গোসাঞী, মণ্ডল এবং আজকাল এক পাড়াগেঁয়ে ধোম নুতন শির খাড়া করেচেন।

৬ উত্তর অঞ্চলের শোভার বিষয় সরস্বতী পূজা পরিচ্ছেদে দেখ।

লম্পটের ভাগই অধিক ! আমরা ভরসা করি, প্রতি তিন বৎসরে যে প্রদর্শন হবে, বাঙ্গালা দেশ তাহাতে অন্ততঃ বর্ম্মার তুল্য কলও দেখাতে পারবেন। লাম্পট্যের সহিত আলস্যের হ্রাস না হলে তাহা পূর্ণ হবার সম্ভাবনা নাই। আদর্শস্বরূপ প্রথম দর্শনেই তাহার প্রমাণ পাওয়া গ্যালো। আহ্লাদের বিষয় এই, দু এক জন দেশ-হিতৈষী সম্ভ্রান্ত জমিদারের গৃহে ও উদ্যানে উত্তম উত্তম কল ক্রয় করে রাখা হয়েচে।

অনেকে অনৈসর্গিক অদ্ভুত বস্তু ও জন্তু দেখ্‌বেন মনে করে এসেছিলেন, তাঁদের মর্ম্মান্তিক ক্ষোভ হয়েচে সন্দেহ নাই। বীডন সাহেব যদি কাটগড়ার ধারে ধারে দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ, জনক রাজার ধনুর্ভঙ্গ, ভীষ্মের শরশয্যা, সত্যভামার দর্পচূর্ণ, শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণী হরণ, গোপিনীদের বস্ত্রহরণ, অর্জ্জুনের লক্ষ্য বেঁধা, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, বিড়ালের হস্তী প্রসব, আধ মণ বেগুন, রাজমহিষীর কাক প্রসব প্রভৃতি মাটির ও কাঠের সঙ করে দিতেন, অনেক দর্শক চরিতার্থ হয়ে যেতেন সন্দেহ নাই। কল্‌কেতার সহরে অনেক প্রকার আমোদখোর দ্বিতীয় কিউপিড্ আছেন, তাঁরা যদি অধ্যবসায় সহকারে লম্পট প্রদর্শন করেন, দেখ্‌তে পান, কত বড় সমারোহ হয়। নীলবানরের নাচ ও হাওয়া খাওয়া সঙ দেখা আমাদের পুরানো হয়ে পড়েচে।

কৃষিপ্রদর্শন সমাপ্ত।

---

৭ কামদেব। ইঁহাদিগের দ্বারা আসল কন্দর্পের বিস্তর উপকার হয়ে থাকে, সুতরাং ইঁহাদিগকে কিউপিডের অবতার বলে পেশ করা যেতে পারে।

সরস্বতী পূজা

"কল্‌কেতা সহর রত্নাকরবিশেষ। এখানে যা না আছে, এমন জানোয়ার পৃথিবীর কোন চিড়িয়াখানায় নাই।" হুতোম এ কথা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন করেচেন! আলীপুরের একজিবিশন শেষ হতে হতে সহরে সরস্বতী পুজোর উজ্জুগ হতে লাগ্‌লো। অনেক বাড়ির প্রতিমে একমেটে হয়ে গ্যালো। লোকেরা আমোদের খইচুর হয়ে ফেটে ফেটে পড়্‌চেন। শরৎকালের সহিত অনেক বাবুর বাবুয়ানা রসাতলশায়ী হয়েছিল, এই কয় মাস আমরা তাঁদের চক্রবাকের দলেই গণনা করে রেখেছিলাম। তাঁহাদের বাবুগিরি সুস্নিগ্ধ কমলিনীর অনুচরী। হিমাগমে নলিনীর সহিত তাঁহাদের জাঁকজমকও পঙ্কমধ্যে বিলীন হয়ে যায়! পাঠকগণ মনে করুন, আমাদের এই শ্রেণীর আউটষ্টুডেণ্ট ষ্টডব্রেড বাবুরা কল্‌কেতা সহরে গ্রীষ্মকালের বড়লোক। মনে করুন, বৎসরের আট মাস কাল যাঁরা সদর্পে কন্দর্পের শরাশন-জ্যাঃ ছিন্ন করে বেড়িয়েচেন, শীতসমাগমে কাশ্মীর ও তিব্বতের পশুপালের অনুগ্রহ শুভদৃষ্টির অভাবে তাঁদের সন্ন্যাসী অপেক্ষাও দুর্দ্দশা! ডুরে উড়ুনি ও মলমলের পিরান তাঁদের সম্মান রক্ষা কর্ত্তে সমর্থ হয় নাই। সুতরাং মন্মথের শরপাতের ভয়েই যেন, তাঁহাদিগকে হোটেলের বিল-সরকারী, বাইসম্যানের দোকানদারী, বোতল আছে বিক্রী, ছদ্মবেশে পূর্ব্বপরিচিত তীর্থমন্দিরের দালালী প্রভৃতি এম্‌প্লয়মেণ্ট গ্রহণ কর্ত্তে হয়েছিল। এই সময় সময় পেয়ে দক্ষিণানিলের সহায়তায় উত্তরায়ণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের শুভদিন দর্শন দিল। তাঁহারা মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গাস্নান করে, শিকের হাঁড়ি থেকে ডুরে চাদর, রবারের জুতো, নিমু, মল্‌মলের পিরান পেড়ে শ্রীঅঙ্গে ধারণ কল্লেন। আলবার্ট ফ্যাশান পুনরারম্ভ হলো। অনেকে নূতন ফ্যাশানের ক্রীতদাস হয়ে নীলামের বস্ত্রে এক একটি চায়না-কোট তৈয়ের করিয়ে নিলেন। আলপাকারা নবযৌবন ধারণ করে অনেকের গাত্র পবিত্র কল্লে। কেউ কেউ আলবার্ট ফ্যাশানের জায়গায় ওয়েল্‌সী[১] ফ্যাশানকে ভর্ত্তি করেচেন। পাড়াগেঁয়ে বারুইয়েরা তাহাদের পর্ণক্ষেত্রে (বরোজে) যেরূপ আল দেয়, ইহাও ঠিক সেইরূপ!

১ কুইন ভিক্‌টোরিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স অব ওয়েল্‌স মস্তকের মধ্যভাগ থেকে ঘাড় পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের সিঁতির ন্যায় চুল ফিরোন। রাজকুমারের পিতা প্রিন্স আলবার্ট বাঁকা সিঁতি কাটিতেন। পিতাপুত্রের চুল ফিরোনোর অনুকরণকে আলবার্ট ফ্যাশান ও ওয়েল্‌সী ফ্যাশান বলে।

এক দিন বেলা ১০টার সময় এক জন গন্ধবেণে বাবু ওয়েল্‌সী ফ্যাশানে চুল ফিরিয়ে চায়না-কোট গায় ও ষ্টকিং পায়ে দিয়ে তালতলার বড় রাস্তা দিয়ে ধর্ম্মতলার দিকে যাচ্ছিলেন, নেউগীপুকুর লেনের ঠিক উত্তরে একজন সোনারুপোর পোদ্দারের দোকানের ঠিক মাথার উপর এক জন ভদ্রলোক রাস্তাপানে চেয়ে বসেছিলেন, নূতন রকম বাবু অথবা জানোয়ারটিকে দেখে, তাঁর বড় ইচ্ছা হলো যে, একবার তাঁকে কাছে এনে ভাল করে দেখেন। এই কৌতূহল নিবৃত্ত করবার জন্যে বাবুটিকে সম্বোধন করে বল্লেন, "মহাশয়! আপনারে যেন চেন চেন কচ্চি, একবার এইখানে এসে তামাক খেলে ভাল হয়।" বাবু এই কথা শুনে, তাঁর মুখপানে তাকিয়ে "ব্লডী ফুল আবার চেন চেন করে কেন ?" মনে মনে এই কথা বলে, ঘাড় নেড়ে চেঁচিয়ে বল্লেন, "আই হ্যাভ মেনি বিজনেস টু পারফর্ম, গোইঙ টু দি অফিস, মিষ্টার গ্যাম্পার ইজ ওয়েটিং ফর মি, আই অ্যাম দি হেড্‌ম্যান অফ হিজ ডিপার্টমেণ্ট, ছাট ইজ অ্যান্ আর্টিকেল্‌ড ক্লার্ক, সারভিং ফাইফ ইয়ার্স, গেটিং এইট্টি রুপীজ পার মেন্সেম, আই শ্যাল সূন পাস্ অ্যান্ এক্‌জামিনেশন, অ্যাণ্ড টরণ টু এ ব্যারিষ্টার। কাণ্ট ওয়েট বাবু! আই হ্যাভ সো মেনি বিজনেস।"* ভদ্রলোক এই সকল কথা শুনে মনে কল্লেন, এ ব্যক্তি ইহার অন্নপ্রাশন অবধি জীবনবৃত্তান্ত আওড়ায় না কি ? যা হোক, উহারে আন্‌তে হয়েচে। এই ভেবে পুনরায় বল্লেন, "বাবু! আপনি ও সকল আত্মবিবরণ বল্‌ছেন কেন ? আমি ও সকল শুন্‌তে চাচ্চি না, একটি কথা শুনে শীঘ্র বিদায় করে দিচ্চি, একবার অনুগ্রহ করুন।" বেণে বাবু বল্লেন, "বেটা উল্লুক কিছুতেই ছাড়চে না ; করি কি ? যেতে হলো।" এই ভেবে উপরে উঠ্‌তে লাগলেন। ভদ্রলোক ওদিকে মনে মনে হেসে, কিঞ্চিৎ নারকেল তৈলে আধ বাণ্ডিল চীনের সিঁদুর গুলে সাজিয়ে রাখ্‌লেন। বণিক্ যাইবা মাত্র "আস্‌তে আজ্ঞা হোক, তামাক দে রে।" বলেই ওয়েল্‌সী সিঁতি পরিপূর্ণ করে তেল সিঁদুর লেপে দিলেন! চমৎকার খোল্‌তা বেরুলো! চাকরেরা ওদিকে জোড়া শাঁক বাজিয়ে হুলুই দিলে! বোধ হলো যেন, সাক্ষাৎ মা কুলকুণ্ডলিনী চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনী তালতলার বারাণ্ডায় বিরাজমানা হলেন! সভাবাজারের এক জন বাবুও ঐরূপে এক ব্যক্তিকে ভগবতী সাজিয়ে

* আমারে অনেক কাজ নির্ব্বাহ কর্ত্তে হবে। আপিসে যাচ্চি। গ্যাম্পার সাহেব আমার মুখ চেয়ে আছেন। আমি তাঁর আপিসের কর্ত্তাবাবু। ৫ বৎসর কাজ কচ্চি। মাসে ৮০ টাকা মাইনে পাই। শীঘ্র পরীক্ষা দিয়ে ব্যারিষ্টার হবো! দেরি কর্ত্তে পারি না বাবু! আমার এত কাজ!

দিয়েছিলেন! আজ কাল যেরূপ অনুকরণের ধুম, তাহাতে এইরূপ করাই ভাল।

এদিকে মাঘ মাস শেষ হয়ে এলো। ফাল্গুন মাসের প্রথম দিনেই মা বীণাপাণি পৃথিবীতে আবির্ভূতা হবেন। দশ দিন থাকতেই সহর যেন অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করেচে। সোনাগাজী, বাগবাজার, সিম্‌লা, মেছোবাজার, গরাণহাটা, বাঁশতলা, মাথাঘষা, চোরবাগান, সিদ্ধেশ্বরীতলা, চাঁপাতলা, হাড়কাটা, সেণ্ট জেম্‌স চর্চ্চ, বৌবাজার, গুড়ের মা, ইমামবাগ, চাঁদনী ও জানবাজার প্রভৃতি পীঠস্থান সকল যেন জম্ জম্ কচ্চে। দিন নাই, রাত নাই, ঝাঁক ঝাঁক পীল ইয়ারের দল ঐ সকল তীর্থে সমাগত হচ্চেন। ঐ স্থানেই অনেকের আফিশিয়াল চেম্বর ও আরটিফিশিয়েল ট্রেনিঙ অ্যাকাডেমী! প্রথম শ্রেণীর ছাত্রেরা জাঁকালো গার্ডেন ফিষ্ট করে, উত্থানেই রুল টেনে ট্রাইঅ্যাঙ্গেল এঁকে জিওমেট্রির নূতন নূতন প্রপোজিসন প্রুভ কচ্চেন! আল্‌জেব্রা গুপ্তভাবে লক্ষ্য বস্তু অ্যাফারম্ কচ্চে। সরস্বতী পূজোর দায়ে পড়ে, অনেকে হাতে পাতে বিলক্ষণ পুরস্কার লাভ করেচেন। টাকা দিয়ে জুতো ও বাপান্ত গাল ক্রয় করে লয়, বাঙ্গালা দেশ ভিন্ন বোধ করি পৃথিবীর আর কোন অংশেই এরূপ জলজীয়ন্ত জানোয়ার অন্বেষণ করে পাওয়া কঠিন! শত্রুমুখে ছাই দিয়ে এই সকল ক্যাটোফরাসের আজকাল চীনের শূকরের মত বংশ ও মুচির কুকুরের মত শ্রীবৃদ্ধি!

সকলেই অনুভব করে দেখবেন, বাগবাজারের নবরত্ন, মদনমোহন, সিদ্ধেশ্বরী ও নিমতলা ষ্ট্রীট ছাড়িয়ে এসে, ঠিক দক্ষিণ দিকের পশ্চিমাংশে, পায়রার খোপের মত কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বারাণ্ডা নয়নগোচর হয়। ঐ সকল বারাণ্ডা ও স্থানবিশেষের রকমসই চিক্‌ফেলা বারাণ্ডারা যেন প্রকৃতির রমণীয়তা দেখাবার নিমিত্তই প্রকৃতিরূপ মাল্য পরিধান করেচে। নির্লজ্জ পবন তাহাদিগের স্পর্শসুখ অনুভব করবার নিমিত্তই যেন, এক একবার দক্ষিণ দিক্ থেকে ছুটে ছুটে আসচে। ভবানীপুরে যে সকল ঝুট্টা কারচুবির উল্লেখ করা গ্যাচে, এখানে সেগুলি সাঁচ্চা! বিশেষতঃ বাইজী, খেমটাওয়ালী, কীর্ত্তনী ও কল্‌কেতার কোন কোন তেলি, সোনার-বেণে, শুঁড়ী ও ছুতোর বড়মানুষদের রাখিত মেয়েমানুষগুলির সজ্জা ও গৃহশোভা সর্ব্বাপেক্ষা চমৎকার! বাইজীরা চমরী গরুর পুচ্ছ, ও শিকারোদ্ধত বনবেঁজির লেজের মত চুল এলো করে, ছাতে ছাতে পায়চারি কচ্চেন, আর ইরাণীর ধোঁয়া উড়াচ্চেন, পথিকেরা হাঁ করে আকাশপানে চেয়ে অপূর্ব্ব কেশছটার তারিফ কচ্চেন। বস্তুতঃ চিৎপুর রোডের দুধারি বেশ্যালয় থাকাতে, বারো মাস ত্রিশ দিন আর

পান্থদিগের চক্ষু মাটি দেখ্‌তে ইচ্ছা করে না! অনেকে টক্কোর খেয়ে নর্দ্দমায় পড়্‌চেন, অনেকে গাড়ি ঘোড়ার ধাক্কায় অঙ্গহীন হচ্চেন। যাঁরা সমুদ্রগর্ভস্থ জাহাজের "কম্পাস" দেখেন নাই, তাঁরা এই রাস্তার ভ্রমণকারীদিগের চক্ষু দেখুন। অর্ণবপোত যে দিকেই যাক, কম্পাস যেমন ঠিক উত্তর মুখেই থাকে, আমাদের পথিক স্ত্রীটের গতি যে দিকেই হোক, চক্ষু কম্পাস বারাণ্ডার মুখগুলি লক্ষ্য করেই আছে। দুঃখের বিষয় এই, পাড়াগেঁয়ে নবীন সুরসিক পুরুষ বিহঙ্গদিগের পাখা নাই।

দুর্ভাগ্যক্রমে যে সকল সুমুখীর বারাণ্ডা নাই, তাঁরা গাঁদাফুল মাথায় দিয়ে, মল বাজিয়ে, হাতে পায়ে ঠোঁটে আল্‌তা পরে, রাস্তার লহোরের ধারেই বার দিয়েছেন। গরাণহাটা, চুণাগলি, চাঁদনী ও জানবাজার প্রভৃতি স্থানেই এইরূপ দল অধিক। ইঁহাদের শ্রেণীবদ্ধের নিয়ম অতি চমৎকার। দিনের বেলা কে কোথায় থাকেন, জেনে উঠা যায় না, সূর্য্য অস্ত হতে হতে তারকাপুঞ্জের সঙ্গে সঙ্গে মধুক্রমের মধু-মক্ষিকার ন্যায় সার গেঁথে উদয় হন। হঠাৎ দেখ্‌লে বোধ হয় যেন, পথিমধ্যে বুড়ো গোবিন্দ অধিকারীর মানভঞ্জন যাত্রা হচ্চে, সখীরা স-রাই বংশীধারীকে ঘিরে নিয়ে "কালাচাঁদ চাঁদ চাঁদের বামে চাঁদবদনী দাঁড়ালো।" বলে গীত গাচ্চে। বাস্তবিক ইঁহাদের মুখারবিন্দ থেকে "হৃদি সরোজে রাখিব, অধর সুধা পান করাব, এসো যাদু আমার বাড়ি আমি দিব ভাল বাসা। প্রাণ তোমার কি বিবেচনা, চিন্‌লে নাকো রাং কি সোনা।" প্রভৃতি সুধা ক্ষরণ হয়ে থাকে। নূতন লোক ইঁহাদিগকে দেখ্‌লে সহসা মনে কর্ত্তে পারেন, যেন গবর্ণর জেনেরলের "লিবির" দিন সিপাহী ও গোরা সেনারা সারি সারি দাঁড়িয়েচে, অথবা অপদার্থ নূতন পুলিসের এক পাল নবধৃত অথর্ব্ব ধোপা কনষ্টাবলের প্যারেড্‌ বা ভল্লুক নাচ হচ্চে। উপর নীচে এই সকল শোভা দেখে শুনে, কোন্ ভাবুকের মনে না নব নব ভাবের উদয় হয়? সন্ধ্যার পর একটা ঝড় উঠ্‌লো। কামিনীরা ঝড় খেয়ে, শোকে নেয়ে, দোর দিয়ে পালিয়ে গ্যালেন। ঝড়ের পর করনোয়ালিস ষ্ট্রীটের হাফ ইন্‌সলভেণ্ট বাবুর বাড়ির ঠিক নৈর্ঋতকোণে, মামার বাড়ির ঠিক সম্মুখে, এক জন প্রাচীন কবির মুখ ফুটে স্বর বেরিয়ে পড়লো। তিনি এই কতক্ষণ ও পাড়ার শোভা দেখে ফিরেচেন।

রাম কবিতা।

মরি মরি কিবা শোভা! আহা কি বাহার!
প্রকৃতি পরেছে যেন, প্রকৃতির হার॥
পাখা নেড়ে, উড়ে উড়ে, বেহায়া পবন।
খুলে দিলে সকলের গায়ের বসন॥

ছি ছি ছি ছি বায়ুরাজ ! মানো না দোহাই।
আপনি নিলাজ বলে সবাই কি তাই ?
সুখেতে দেখিতেছিনু রমণী রতন !
অরসিক নাই আর তোমার মতন !

কবি এইরূপে খেদ করে সিমলের হেদোর দিকে প্রস্থান কল্লেন। ক্রমে রাত্রি হয়ে পড়্লো। আজ অমাবস্যা। সরস্বতী পুজোর আর পাঁচ দিন আছে। রাত্রি ঘোর অন্ধকার, তথাপি ইয়ারদলের শঙ্কা অথবা বিরামের নাম নাই। হুতোম নিশীথ বর্ণন সময়ে বলেচেন, "চার দিক্ ঝিল্লীরবে পরিপূর্ণ, মাঝে মাঝে বেকার কুকুরগুলোর ঘেউ ঘেউ রব ও সার্জ্জন পাহারাওয়ালার গুমুস্ গুমুস্ পায়ের শব্দ শ্রবণগোচর হচ্চে।" কালের কি বিচিত্র পরিবর্ত্তন! হুতোম আজো দুবছর হয় নাই বাহির হয়েছে, ইতিমধ্যে রাস্তার চৌকিদারের পদশব্দের স্থলে পাল ইয়ারদের জুতো ও ছড়ি সবষ্টিটিউট! বেকার কুকুরেরা একচেটেয় ডাক্তো, এখন বৌ কথা কও ও কোকিলেরা তাহাদের দোয়ারকী কচ্চে। সকল বেশ্যাবাড়ির দরজাতেই প্রায় জুড়ি, তেঘুড়ি, চৌঘুড়ি খাড়া রয়েচে। গৃহমধ্যে লালপানির চক্চক, চেনাচুরের ছপ্ ছপ ও বোতল গেলাসের ঠন্ঠন্ শব্দ শুনা যাচ্চে। কোথাও এক বাবু তাঁহার প্রিয়তমা বিবিকে চাবুক বসিয়েছেন, সে তাহার মাতা, দাসী ও দরোয়ানের নাম করে উচ্চৈঃস্বরে রোদন কচ্চে, আর বাবুকে অনবরত গালাগাল দিচ্চে। বাবু পুনরায় "বগি হুইপ্" কসিয়ে পালাচ্চেন। কোথাও ডোরা[২] ও চেত্তা[৩] আগমন করাতে বোধ হচ্চে যেন, গগনমণ্ডলে বসন্ত মেঘ গর্জ্জন কচ্চে। কোথাও এক বাবু তাঁহার বধুর বাতায়ন থেকে একখান পাছাপেড়ে কাপড়, একটা তেলের বাটি, একটা দস্তার মুখনল, একখান লৌহের কজ্জা, আর একটা কলী হুঁকো চুরি করে প্রস্থান কচ্ছিলেন, দরোয়ান তাঁকে ধরে গোল করাতে ছয় বাড়ির লোক একত্র হয়ে তাঁকে বিলক্ষণ প্রহার কল্লে, অবশেষে পাহারাওয়ালার হস্তে সমর্পণ করে দিলে। অনেক পাহারাওয়ালার যেমন শিক্ষা ও যেমন অভ্যাস, তদনুসারে এগারটি আধলা পয়সা পেয়ে ছেড়ে দিয়ে গ্যালো। কোথাও বা এক বাবু বিবিকে সুরাপানে মত্ত ও ক্লুরোফরমযোগে অচেতন করে সমস্ত অলঙ্কারগুলি লয়ে পলায়ন করেচেন। বিবির মুখ দিয়ে প্রকাশ হলো, সে রাত্রি তাঁহার ঘরে দু জন অগ্রদানী পাড়ার ঠাকুর ছিলেন! ঠাকুর চোর অনেক আছেন, কিন্তু পুলিস ইঁহাদিগকে ঠাকুরগোষ্ঠী বলে ভয় করে চলে থাকেন। সরস্বতী পুজোর খরচের কল্যাণে অনেক স্থলে গাঁটকাটা,

২ ভেদ। ৩। বমি।

রাহাজানি, সিঁদ, হত্যা, ডাকাতি, জুয়াচুরি ইত্যাদি ঘটনা হচ্চে। সহর উল্‌টোলে। ওদিকে কল্‌কেতার মনিমার্কেটের তাপমানে ৯৮॥০ ডিগ্রী পারদ ছাপিয়ে উঠ্‌লো। এই দারুণ উত্তাপের প্রকৃত কারণ আগ্নেয়গিরির ধাতু ও অগ্নি প্রভৃতির ন্যায় অপ্রকাশিত রয়েচে ; কিন্তু এদেশের দু-এক জন সুক্ষ্মদর্শী এঁচেছেন, লেও সাহেব ও ব্যাঙ্ক ইহার কারণ।

হুতোমের বাক্য সার্থক কর্ব্বার নিমিত্তই যেন, সময় "নদীর জলের ন্যায়, বেশ্যার যৌবনের ন্যায় ও জীবের পরমায়ুর ন্যায়" সৌখীন দলের হাত ছাড়িয়ে চলে যেতে লাগলো। রজনী দুই প্রহরের মাথায় পদার্পণ কল্লে। নক্ষত্রমালা আজ চন্দ্রমাকে দেখ্‌তে না পেয়েই যেন, ছোট বড় সকলগুলিকে জাগিয়ে সহস্র ২ প্রদীপ জ্বেলে তাঁহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হলো। ঝিঁঝিপোকারা ইমনের রাগ ভাঁজতে লাগ্‌লো, শেয়ালেরা খেয়াল ধল্লে, রাস্তার শোয়া কুকুরেরা পাটাতনের নীচে থেকে আলাপচারী আরম্ভ কল্লে ; আমরাও তাল বুঝে চরা কর্ত্তে বেরুলেম। পথেই অনেক সহাধ্যায়ী ও সমধর্ম্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। পরমাপ্যায়িত হয়ে শেকহ্যাণ্ড কল্লুম। গুড্‌নাইটের এমনি একটা হর্‌রা উঠ্‌লো, দূরের লোকেরা মনে কল্লে, কাশীমিত্রের ঘাটের ফেরতেরা হরিবোল দিয়ে বাড়ি যাচ্চে। শেষে আমরা মাঝের বড় রাস্তা ধরে উত্তরমুখে যাচ্চি, এমন সময় একটা ঘরের ভিতর থেকে, কালোয়াতের তালসুদ্ধ একদল ফাষ্টরেট্ মাতাল ছুটে বেরুলো! ছেলেবেলা আমরা মায়ের কোলে শুয়ে যে রকম "নুনচুপড়ি বেদে বুড়ীর" গল্প শুনতুম, সেই রকমের একটি নুনচুপড়ি বাই তাড়কা রাক্ষসীর মত আগুন ও চিম্‌টে হাতে করে তাদের পেছু সার কল্লে। সার্জ্জন সাহেব "হাম টোম শালালোক সবকো পুলিসে চাল্লান কড়ে গা।" বলে রুল ও লাণ্ঠন নিয়ে আমাদের ধর্ত্তে এলেন ; আমরা চোঁচা দৌড়ে দক্ষিণ দিকে পালিয়ে গেলুম, কেউ কেউ * * কাস্তে সাহসে ভর করে খানিক দূর এগিয়ে গ্যালেন, তার পর তাল থেমে গেলে আবার ফিরে এসে নম্বর ফিল অপ কল্লেন। আমরা যে পথে যাই, সেই পথেই নূতন নূতন আজগুবি দেখ্‌তে পাই। কোথাও একপাল পাগড়িবাঁধা কর্ণধারের পৌত্তুর আপিস ফেরত (এতক্ষণ কোথায় ছিলেন, সকলেই জানেন) বারাণ্ডার নীচে নীচে "রামভদ্দর খুড়ো" বলে চেঁচিয়ে উঠ্‌চেন, বারাণ্ডা থেকে থুথু ও বাপাস্তর শোভাস্তরী উপহার পড়্‌চে। কোথাও মুখে আসে না। এক বৎসর দোলের সময় ঐ রকমের এক ডজন শ্যাম আবীর মেখে রাঙা টকটকে হয়ে রাস্তায় শুয়ে বসে গড়িয়ে কাদা মেখে আস্‌ছিলেন। তাঁহাদের সকলের হাতেই এক এক সেতার। সহরের পুণ্য চার পোয়া, সুতরাং

তাঁরা তাহার শ্রাদ্ধ গুড়িয়ে মার খেয়ে (কেউ কেউ ঝোলায় উঠে) সুখানুভব করেছিলেন। দিনকতক এক জন ঘোষ বাবু দত্তকচন্দ্রিকার মতানুযায়ী এক বিবি ও আট জন বরাখুরে মোসাহেব নিয়ে পাড়া বেড়ানো আরম্ভ কল্লেন। মোসাহেবদের পৈতে গোচ্ছা করে গলায়, আলবার্টি কেতায় চুল ফিরোনো, চাদর পাকিয়ে গলায় ফেলা! গা আদুড়! ঘোষ বাবু একবার এই সকল সভাসদ্ ও মেমসাহেবকে নিয়ে টাউন হালের এক মিটিঙে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে তাঁর জুতোস্ত পুরস্কার লাভ হয়েছিল। কত লোক এই রকমে দেউলে হলেন, নীলামে জুতো পর্য্যন্ত বিকুলো, স্ত্রীর হাতের বাজু, মেয়ের পায়ের মল চুরি করা হলো। এক জন ওবরসিয়ার সাহেব সিম্‌লের একটি হিন্দুকুল পবিত্র কল্লেন। কত লোক শ্রীঘরে ঢুক্‌লেন। কত কশাই কালী, কত মহাদেব ও কত বেকস দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা হলো, বছর বছর তার এক একখানি ডিরেক্টরী না করে রাখলে, তর্জ্জমা করে বুঝানো যায় না।

আজ রাত্রিতে বেহদ্দ তামাশা হয়ে যাচ্চে। ঝাঁক ঝাঁক সেলর এসে আশ্বিন কার্ত্তিক মাসের লম্পট কুকুরদের মত মেয়েমানুষদের দরোজায় ঢু মাচ্চেন। দালালের তাঁহাদের বন্দোবস্ত করে মিশ খাইয়ে দিচ্চে। সেই সকল দাঁড়ানো ঝাঁকেরই এই সকল খালাসী অতিথি! অনেক লাণ্ঠনওয়ালাও ইহাদের দালাল! রাজা গুরুদাসের ষ্ট্রীট ও নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীটের মোড়ে রাসবিহারের মৃত যুবরাজের গিরিশ বাবুর মঠ। রাজা বানরেন্দ্র তাঁহারে বিহারে নিয়ে চালান করেছিলেন, এখন সেখানে দাঁড়কাকে বাসা বেঁধেচে। এই সকল দেখ্‌তে দেখ্‌তে রাত্রি শেষ হয়ে এলো। সহরের বাবু, যুবতী, ছুঁড়ী, বৃদ্ধা, ব্রাহ্মণ ও বেশ্যারা গঙ্গাস্নানে বেরুলেন। ময়দা পেষা, ঘানিগাছ ও স্কাভেঞ্জারের কোঁ কোঁ শব্দ আরম্ভ হলো। বারমুখো বাবুদল কাকেদের সঙ্গে সঙ্গে ঘরমুখো হলেন। ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ থেকে প্রভাতসূচক তোপধ্বনি সকল কলরব ভেদ করে নগরের অন্ধকার দূর করে দিলে। গঙ্গাজলের ভারী, ওড়া ও হাঁটা কাক, উড়ে বেহারা ও বেতো বুড়োরা স্ব স্ব কর্ম্মে অ্যাটেণ্ট দিতে চল্লো। সূর্য্যদেব পূর্ব্ব কোণ থেকে উঁকি মারতে মারতে ছায়াপথের (Milky-way) নিকটবর্ত্তী হলেন। নগর কোলাহলে পরিপূর্ণ।

আজ প্রতিপদ্। পূজার আর দিন নাই। কারিকরেরা বামুনবাড়ির পুরুতদের মত রঙের চেঙারি মাথায় করে এবাড়ি ওবাড়ি ছুটোছুটি কচ্চে। কুমোরটুলীর নগ্‌দা সরস্বতীরা বেধড়ক বিক্রি হয়ে মুটের মাথায় উঠ্‌চেন। কুমোরেরা শেষকালে আর যোগাতে না পেরে, বাড়্‌তি দোমেটে করা জগদ্ধাত্রী ঠাকুরুণের হাতী ও সিঙ্গী

ভেঙে দুখানি হাত কেটে, ও ঘাড় বেঁকিয়ে সাদা করে স্থান পূর্ণ কচ্চে। রাজপথ যেন সরস্বতীময় বোধ হচ্চে। ডাকের সাজকর, মিঠাইকর, সোলার পদ্মফুল ও গাঁদাফুলের দোকানে আজ অসঙ্গত খদ্দের। ফৌজদারী বালাখানার রেড্, হোয়াইট্, ব্লু ও পর্পেল ঝাড়লাণ্ঠনেরা থাতায় থাতায় ভাড়ায় বেরিয়েচে। বেকার বাবুরা মহা ব্যতিব্যস্ত। রাধাবাজারের সঙ্গে কমিশন দরে একৃষ্ট্রা বন্দোবস্ত করা হচ্চে।

কল্‌কেতা সহরের সকলই সৃষ্টিছাড়া। এখানে গৃহস্থবাড়ির চেয়ে বেশ্যাবাড়ির সরস্বতী পূজোর সংখ্যা ও জাঁকজমক শতগুণে অধিক। অনেক বড়মানুষ নিজ বাড়িতে বুট ও বীরখণ্ডী বরাদ্দ করে, মুদীর দোকানে বরাৎ দিয়ে, দু হাজারী তোড়া নিয়ে নূতন বাড়িতে হাজির হলেন। এখানকার বাবু, পূজো, ধর্ম্ম, ঠাকুর ও বেশ্যাদিগকে ধন্যবাদ !!

আর্কফলানিন্দিত চৈতন্যফক্কা ও বর্ণমালানিন্দিত উপাধিধারী ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণেরা চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠার প্রগ্র্যাম স্থির কর্ত্তে ব্যস্ত হলেন। যাঁদের তিন পুরুষের মধ্যে টোলের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ নেই, আজ তাঁরা স্বয়ংসিদ্ধ হয়ে গোবর খেঁটিয়ে খোলার ঘর ঝেড়ে টোল ফেঁদে বস্‌লেন। মন্ত্র ও ঔরসজাত ছাত্র সংগ্রহ করা হলো। কেহ কেহ কোন বড়মানুষের আস্তাবল ঘিরে নিয়ে এক এক মেটে বীণাপাণি খাড়া করে দিলেন। বাছা বাছা বড়মানুষদের দরোজায় যাওয়া আসা হতে লাগ্‌লো। জয়দেবের গীতগোবিন্দ কালিদাসের মেঘদূত রিফাইন করা অশুদ্ধ কৃয়াতে নূতন বিয়ে করা কনের দর্শনী দুধের মত উথ্‌লে উঠ্‌লো, মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ হতে লাগ্‌লো। গঙ্গামৃত্তিকা ও রুদ্রাক্ষমালারা প্রগ্র্যামের ভীষণ ভূমিকম্পে জড় সড় হয়ে টোলের মধ্যে প্রবেশ কল্লে। সেখানে আস্তাবলওয়ালাদের পেটে, নাকে, কানে, হাতে, বুকে, কপালে ও কণ্ঠে উঠে আড়ষ্ট হয়ে রইলো। কোঁচানো গরদ, চেলীর দোব্‌জা, ধোয়া নয়ানসুকের যোড় ও নামাবলীরা দড়ির আল্‌নায় রাধাকৃষ্ণের দোলের মত ঝুল্‌তে লাগ্‌লো। আজ আমাদের নবীন অধ্যাপক মহা বিগ্রহদের অভূতপূর্ব্ব চটক দেখে কে ?

এদিকে বেশ্যালয়ে ছোট ছোট মেয়েদের তালিম দেওয়া আরম্ভ হলো। তবলা, মন্দিরে ও তান্‌পূরা বাজ্‌তে লাগ্‌লো। কুমারীদের নাম ফিরিয়ে নাম রাখার এই এক সময়। জন্মভূমিতে যারা খুঁদী, চাঁপী, কুড়ুনী, সাগুরি ও ভূতি নামে বিখ্যাত ছিল, এখন তাদের নাম গোলাপ, টগর, কামিনী, আতর ও হেলেনা। অনেকের টুক্‌নী গ্রহণের বয়স হওয়াতে প্রতিনিধির দ্বারা ভার লাঘবের চেষ্টা হচ্চে। সেই

সকল প্রতিনিধির নাম কমল, কুমুদ, আদর, মোহিনী, কুসুম, সারদা, লক্ষ্মী ও টেবা। জয়মঙ্গলা ও উজ্জ্বলা প্রভৃতি ভুম্ব বাইয়েরা ভেড়ুয়াদের সঙ্গে কুমারীগণকে নূতন নূতন গীত, সোনাররেণেদের মত হ্যাকা হ্যাকা কথা ও "সুচা, মুচা, নিস্ত, নিচা" প্রভৃতি সাঙ্কেতিক বাক্য অভ্যাস করাচ্চে। সহরে এখন পূর্ব্বের মত নামজাদা মেয়েমানুষ দুর্ল্লভ হয়ে পড়েচে। আজকাল সোনাগাজীর বিখ্যাত স্বর্ণবাই যা কিছু কল্‌কেতার মান রেখেচেন।

এদিকে বাবু ও পেশাদার যাত্রা, পাঁচালি, খেমটা, হাফ আখড়াই ও ফুল আখড়াই দলের তালিম হচ্চে। অনবরত তানপূরো, সারঙ, বেণু, বীণা ও মৃদঙ্গ বাজ্‌চে। স্পিরিট, চরস ও গাঁজা অবিশ্রাম চল্‌চে। গায়কদের সাধা গলার সুস্বর চীৎকারে বাক্‌বাণী আর এ তিন দিনও অপেক্ষা কর্ত্তে পাচ্চেন না। আজি যেন আসরে মূর্ত্তিমতী হন হন হয়েচেন!

হা! বাঙ্গালা দেশের সঙ্গীতশাস্ত্রের কি দুর্দ্দশা! এই মনোহর ও লোকপ্রীতিকর সঙ্গীতবিদ্যা যেন এদেশকে এককালে পরিত্যাগ করে গিয়েছে। পূর্ব্বে আকবর শাহ বাদশাহের আমলে ও ইংরাজ অধিকারের সময়ে (২০।২৫ বৎসর হলো) উত্তর পশ্চিম অঞ্চল থেকে কয়েক জন উত্তম কালোয়াত ও খেয়ালগায়ক এদেশে আগমন করেছিলেন। কল্‌কেতার বাবুরা তাঁহাদের নাম জানেন, তথাপি নব্যদলের মনে করে দিবার নিমিত্ত কয়েকটি নাম বলা যাচ্চে। তানসেন, গোপাল নায়ক, বয়জু বাউরা, আমীর খসরু, হস্‌সু খাঁ, দেলবর খাঁ, শা-সাহেব, (বহুরূপা) দক্ষ্ণী বাই, বড়মিয়া, ছোটমিয়া (রহিম বক্স), নেক্কীবাই, বৃন্দাবন দাস, ফিরোজ খাঁ (রবাবী) প্রভৃতি তাঁহাদের মধ্যে প্রধান। চুঁচুড়া নিবাসী বাবু রামচন্দ্র শীল, বাবু রামকানাই মুখোপাধ্যায়, মৃত বাবু গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, হাটখোলার বাবু রাধিকাপ্রসাদ দত্ত, ভবানীপুরের বাবু ভোলানাথ চৌধুরী, শ্রীরামপুরের বাবু রামদাস গোস্বামী, বঁড়িশার বাবু চন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত কালোয়াতদিগের কাছে উত্তমরূপ গীত শিক্ষা করেছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে যাঁরা জীবিত আছেন, তাঁরা এবং এস্তাদৌলা, জামীর খাঁ, রসুল বক্‌স, হায়দর বক্‌স, মুরাদআলী খাঁ, রমাপতি বাবু ও বিষ্ণু বাবু প্রভৃতি আজো বাঙ্গালা দেশে সঙ্গীতবিদ্যার মান রেখেছেন। তাঁরা যদি এক এক মায়াজালে জড়িয়ে বেহাতী না হতেন, ক্রমে এই বিদ্যার উন্নতি দেখা যেতো। বিশেষতঃ রমাপতি বাবু ব্যতিরেকে তাঁহাদের কাহারো এমন যত্ন দেখা যায় না যে, সেই সকল হিন্দি সুর ও রাগ বজায় রেখে ভাল ভাল বাঙ্গালা গীত প্রস্তুত করে লন। কবিতাওয়ালা রাম বসু, হরু ঠাকুর, ঠাকরুণবিষয়গায়ক রাম-

প্রসাদ সেন, টপ্পাওয়ালা নিধু ও শ্রীধর বাবু এককালে এ বিষয়ে প্রশংসা লাভ করে গ্যাচেন। পক্ষী ও ধীরাজ উপস্থিত গায়ক। আলী রেজা, হোসেন রেজা, গোলাম রেজা, সা-ইমাম বক্স উত্তম সেতারবাদক ছিলেন। বাবু মাধবচন্দ্র ঘোষ, বাবু আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু), বাবু রাজনারায়ণ বশাক, সিঙুরের শ্রীনাথ বাবু (নবাববাবু), বাবু শিবচন্দ্র পাল, বাবু প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও বাবু নবীনচন্দ্র গোস্বামী উঁহাদের সাকরেদ। লালা কেবল কিষণ, পীরবক্স ও গোলাম আব্বস উত্তম মৃদঙ্গ বাজাতেন। মৃত বাবু শ্রীরাম চক্রবর্ত্তী, বাবু কেশবচন্দ্র মিত্র, বাবু উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বাবু পঞ্চানন মিত্র তাঁহাদের কাছেই মৃদঙ্গ শিক্ষা করেন। এখন অনেক বড়মানুষের গাওনা বাজনার সখ আছে, কিন্তু হিন্দী গীতের আর তাদৃশ গৌরব নাই। বাঙ্গালা দেশে বিজাতীয় ভাষার কেনই যথেষ্ট আদর থাক্‌বে? তথাচ হিন্দীর আধিপত্য বড়। নীলামের ডিগ্‌ডিম প্রচারকের ন্যায় যারা তবলায় হাত ফেল্‌তে শিখেচে, তারাও মাথা নেড়ে হিন্দীর তান ভাঁজে। যারা পাড়ায় পাড়ায় চামর মন্দিরে নেড়ে মনসা, মাণিকপীর ও বিবি ওলা ঝোলার গীত গেয়ে বেড়ায়, তারা এবং পথভিখারীরাও হিন্দী গেয়ে বাহাদুরী নিয়ে যাচ্চে। দূতী-সম্বাদ ও রামযাত্রার সঙ, সখা ও নকিবেরা হিন্দী গায়! একে ত সেই সেকেলে পেট উঁচু যশোদা, লম্বা লম্বা দূতী, ধেড়ে বাসুদেব, ন্যাকড়ার খোঁপা বাঁধা পৌনে ৪ হাত কয়াধু, মুখোস্ পরা পাট জড়ানো হনূমান, খড়িমাখা কালুয়া ভুলুয়া ও ঝাপ্টা কাটা সাঁকৃতির হুল কানে ম্যাথরাণীর মুখে :—

"নারদ আর কি কৃষ্ণধনে পাবো।"
"কোথা যাবে শ্যামচাঁদ, দাসখৎ এনেছি বেঁধে।"
"একবার বাঁকা হয়ে দাঁড়াও শ্রীহরি।"
"প্রহ্লাদ রে কি নাম শুনালি আবার বল।"
"জানকী হারায়ে রঘুমণি হে।"
"বাবু কাঁহে বোলাওয়ে আপ্‌নে।"
"ল্যাড়কা মাগে মাল্‌পো রুটি, চেড়ী উড়ী—"

এইরূপ ত্রিভঙ্গ গীত, এবং তবে বলো, তবে শোনো, এখন একে ত ভালই লাগে না, তার উপর আবার পঞ্চ গব্য হিন্দী বোল উপসর্গ। উনবিংশ শতাব্দীর এ সভ্যতা নয়। সঙ্গীত ও ব্যায়াম এক কালে উঠে গ্যাচে দেখে অনেকে আক্ষেপ করে থাকেন, রাজা যখন যে বিষয়ের উৎসাহ দেন, তখন সেই বিষয়ের জয় জয়কার হয়! সঙ্গীতে রাজার উৎসাহ আশা করা সাহারাতে জলসেচনের তুল্য। তাঁদের

নিজের গীত বাদ্য একপ্রকার দিল্লীকা লাড্ডু⁸ হয়েচে। এদেশের লোক নিজে কিছু করবেন, তার আঁচড়েই পরিচয় আছে। কেউ একটু মনে মনে বড়লোক হলে, সখের যাত্রা, সখের পাঁচালি, হাফ্ আখড়াই ও গুলীর আড্ডা করে জাঁকিয়ে বসেন। কিছুদ্দিন গোঁপে মদের ভাঁটি বস্‌বে। এখানে এখন কেবল শূন্যগর্ভ, আড়ম্বরপূর্ণ, বৃথা বাক্যব্যয়, ঘোরতর আত্মাভিমান, অদ্ভুত উপহাসরসিকতা ও অসম্ভব লম্পটতাই বিদ্যমান রয়েচে। তারাই আমাদের "ইণ্ডিয়ান হিতৈষিণী" সভার অফিশিয়েটিঙ সভাপতি ও অর্ডিনারী সভ্য। ছেলেবেলা ইতিহাসে দেখা গ্যাচে, পূর্ব্বে মুরশিদাবাদ ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের এক এক পরিবার এমনি সৌখীন দুলাল ছিলেন, তাঁরা যখন যে নগরে পদার্পণ কর্ত্তেন, সে নগরের সমুদায় দেবীমন্দির দর্শন না করে প্রত্যাবৃত্ত হতেন না। আজো দাক্ষিণাত্য ও পূর্ব্বদেশ মুরশিদাবাদের পেছু পেছু যাচ্চেন; কিন্তু কল্‌কেতা সহর সকলের টেক্কা। এখানকার অনেক জহুরী রমণী মণিমন্দিরের মরকতশিলায় উপবেশন করে চুলের দড়ি, টিপ ও এদিক্ ওদিক্ নানাবিধ কৌশল শিখ্‌চেন! অথচ আমাদের মুখ ফুটে পবলিক্ ক্লবে মাথা নাড়া সুরে বাঁকা চোরা তালে এইরূপ বক্তৃতা হয়ে থাকে:—

ইয়ং বেঙ্গলী স্পিচ্।

এই অসীম—এই অসীম অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, এই অখণ্ড মণ্ডলাকারা জগৎ, আমাদের পরীক্ষা-ক্ষেত্র, মঙ্গলময়, চিন্ময়, বিশ্বপতি, সর্ব্বসার, সর্ব্বশক্তিমান্ বিভু আমাদিগকে রিওয়ার্ড দেন নাই। (ক্ল্যাপ্!) আমাদের উচিত আছে, তাঁহার পবিত্র মঙ্গল ইচ্ছা সকল, মঙ্গল নিয়ম সকল এবং মঙ্গল আজ্ঞা সকল পালন ও তাঁহার প্রসাদ স্বরূপ বস্তু সকল উপভোগ করিয়া তাঁহার নিকটে ট্রাইরেল দিই, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। (অ্যাপ্লজ!)।

রিফর্ম্মেশনের দিন আগত। সুপারিষ্টেশনের আসন্ন দশা উপস্থিত! আইডলেটরির ডেথ্‌বেড্ প্রস্তুত! সত্য জ্যোতিঃ, সত্য ধর্ম্ম, সত্য দীপ্তি সকল এখন জানানা মধ্যে, নগরী মধ্যে, অট্টালিকা মধ্যে, প্রাসাদ শিখরে, জঙ্গল মধ্যে, গিরি গহ্বরে, অন্তরীপকেন্দ্রে, সমুদ্র বিবরে প্রকাশ পাইতেছে! ইত্যাদি (হিপ্ হিপ্—হুরে ব্রাভো!)

ওঁ তৎ সৎ।

---

৪ যাঁহারা ইংরেজদের থিয়েটারে (নাট্যশালায়) সায়েব বিবির তামাশা দেখেচেন, তাঁহারা পস্তেচেন, আর যাঁরা না দেখেচেন, তাঁরাও পস্তাচ্চেন। এ দিনে কেবল শুঁড়ী হয়ে জন্মান ভাল, অসম্ভব উৎসাহ পাওয়া যায়।

ওদিকে তালিম, তামিল ও মওলা দিতেই দুদিন কেটে গ্যালো। রাস্তার ধারের পোড়ো বাড়িতে ঝাঁকড়াচুলো যাত্রাওয়ালাদের মওলার "হ্যায় হ্যায়" শব্দ থাম্‌লো। আজ বুধবার। হাটবাজার আরম্ভ হলো। বেলোয়ারী চুড়ি, মেটে ও চীনের সিঁদুর, মিসি, এক্‌সচেঞ্জ গেজেট ও বাঙলা খবরের কাগজ মোড়া মাথাঘষারা অ্যাকুডক্টের উপর তক্তার গায় ঝুলে ও চৌকি চোড়ে রাস্তাপানে চেয়ে, হাস্‌তে লাগ্‌লো। ফেরীওয়ালারা আজ বেগুনে বস্ত্র, ময়ূরপুচ্ছ দেওয়া চুড়ো ও চিত্রকরা বাড়ি নিয়ে, বাড়ি বাড়ি ঘুর্চ্চে। আবীর, আম্রমুকুল, অভ্র ও যবের শীষেরা তাহাদের হাঁড়ির ভিতর থেকে উঁকি মার্‌চে।

ক্রমে বেলা দুই প্রহর। দিনমণি যেন এক স্থানে থেকে, জগতের সমুদায় শোভা সন্দর্শন কর্ব্বেন মনে করেই, নভোমণ্ডলের মধ্যভাগ থেকে রশ্মিমালারূপ কটাক্ষ নিক্ষেপ কর্ত্তে লাগ্‌লেন। বাড়ি বাড়ি প্রতিমে সাজানো আরম্ভ হয়েচে। এক বাড়ির বিবির আগে উজ্জুগ হয় নাই, দিন গ্যালো দেখে তিনি তাঁহার বাবুর গলায় অভিমানে গামছা দিয়েচেন। বাবু তাঁর পিতামহীর সিঁদুক ভেঙে দুছড়া চাঁদী কাটা পৈঁছে ও একটা সিঁদুরচুপড়ি চুরি করে তাড়াতাড়ি মাটির কাজ আরম্ভ করে দিলেন। পটোরা একেবারে খড়, মাটি, মুণ্ড, মাজনখড়ি ভাঙা বেল, হাঁসের ডিম ও রং নিয়ে নায়েকবাড়ি উপস্থিত হয়েচে। ঢুলীরা ঢোল, কাঁসি ও সানাই কলাচ্চে। আচায্যি ও মালীরা গাঁদাফুল, বিল্বপত্র, সোলার পদ্ম ও দূর্ব্বো সংগ্রহের ধুমে ব্যস্ত হয়ে বেড়াচ্চে। মিঠাইওয়ালা ব্রাহ্মণ, ময়দাওয়ালা খোট্টা, ফুলুরি ও চেনাচুর-ওয়ালা মুসলমান, সন্দেশ ও বীরখণ্ডীওয়ালা ময়রা, দধি ও মদ্যওয়ালা গোয়ালা ও শুঁড়ীদের এক দণ্ড নিশ্বাস ফেল্‌বার অবকাশ নাই। বাবুর বাড়ির দরওয়ান, খানসামা ও আরদালীরা নূতন নূতন পোশাক, তকমা ও উর্দি পরে এবাড়ি ওবাড়ি কচ্চে। মোসাহেব ও উমেদারেরা আজ নিমেষ মাত্র বাবুর কাছছাড়া হচ্চে না। ইংরাজি স্কুলের আউট্ ষ্টুডেণ্ট জ্যাঠারা সে দিন ক্রিষ্টমাস্ ও বিলিতী নব বৎসর উপলক্ষে অনেক প্রকার আমোদ করে উৎরে উঠেচেন, সুতরাং তাঁদের আর বড় একটা আড়ম্বর দেখা যাচ্চে না। তথাপি কতকগুলির ভিতরে ভিতরে বাগান, বিবি ও শুঁড়ীর সঙ্গে ক্রেডিটে বন্দোবস্ত হয়ে রয়েচে।

একজন ব্রাহ্ম মাটির সরস্বতীর চূড়োর উপর "ওঁ তৎ সৎ" লিখে পৌত্তলিকদের ঢাক ঢোলের পরিবর্ত্তে পিয়ানো এবং হারমোনিয়ম বাজিয়ে দু দণ্ড আয়েস কর্ব্বেন স্থির করেচেন। তিনি এজন্য দোষী হতে পারেন না। যখন ব্রাহ্ম শ্রাদ্ধ, ব্রাহ্ম অন্নপ্রাশন, ব্রাহ্ম জাতকর্ম্ম, ব্রাহ্ম সুতিকাপুজো ও ব্রাহ্ম উপনয়ন প্রভৃতি চল্‌চে,

তখন ব্রাহ্মমতে সরস্বতীপূজো ও দুর্গোৎসব না হতে পারে কেন? হতভাগ্য দুর্গা ও সরস্বতীরা তবে কি অপরাধ করেচেন! গল্পে আছে, এক ব্যক্তি উপদেশ দিয়েছিলেন, যাঁর ইচ্ছা হয়, তিনি পৌত্তলিকেরা যেরূপ করেন, সেরূপ না করে, অন্যের বাড়িতে কিছু কিছু দিয়ে তাহার নামে সংকল্প কল্লেই দোষ ক্ষালন হতে পার্ব্বে। লোকে পেড়াপীড়ি কল্লে "আমি করি নাই, ঠাকুরমা করেছিল" এই কথা বলে সেরে নেবারও পথ থাক্‌বে। গল্পে যাই থাক, কিন্তু নাই বা পথ থাক্‌লো, ১২৭০ সালে এই যে এক দল মফস্বলে ব্রাহ্ম বারোইয়ারি পূজোতে মেতে উঠ্‌লেন, তাঁদের রিফর্ম্মেশন স্কুলের সর্দ্দার পোড়ো আপনার বাসাবাড়িতে কাদের বাসা দিলেন, কৈ তাঁদের কি হয়েচে? আজো কি তাঁরা (ব্রাহ্ম বলে) লোকসমাজে মুখ দেখাতে লজ্জা বোধ করেন? ব্রাহ্মধর্ম্ম যেন ছেলেদের খেল্‌বার লাটিম ও দুর্গাবাড়ির লাড়ু মুড়কির দলে গণ্য হয়ে পড়েচেন!

লোকের উৎসাহ ও রৈরৈকার আমোদের পরাকাষ্ঠা দেখে দিনকর যেন কাতর মনে রক্ত মেখেই অস্ত গেলেন। সন্ধ্যাবধূ সরস্বতীরে ধূমলবর্ণ বস্ত্র পরিধান কর্ত্তে দেখে ঈর্ষ্যাভরে নীলবসনে অবগুণ্ঠিতা হয়ে পৃথিবীরে আলিঙ্গন কল্লে। লোকের সৌভাগ্যে ঈর্ষ্যান্বিত হলে অবিলম্বেই পতন হয়, এই কথা সপ্রমাণ কর্ব্বার নিমিত্তই যেন, চন্দ্রমা নভোমণ্ডল থেকে কর বিস্তার করে অভিমানিনী সন্ধ্যার বস্ত্র হরণ কল্লেন। ভূমণ্ডল কৌমুদীময় হয়ে গ্যালো। সরোবরের কুমুদিনীরা বারাণ্ডার সপত্নীদের গর্ব্ব দেখে ক্রোধে বায়ুভরে হেল্‌তে দুল্‌তে লাগ্‌লেন। ক্রমে জোড়াসাঁকোর ব্রাহ্মসমাজের দরোজায় ব্রাহ্ম ও দর্শকদের গাড়ির আমদানী হতে লাগ্‌লো। বাদ্যযন্ত্র ও উপাসনার সামগ্রী উপস্থিত হলো। গ্যাস জ্বেলে দিয়ে "জ্ঞানমনন্তং" প্রভৃতি স্তোত্র পাঠ, বক্তৃতা পাঠ ও পাখোয়াজ বাজিয়ে ব্রহ্মসঙ্গীত আরম্ভ করা হলো।

ব্রহ্মসঙ্গীত।

রাগিণী কেদার। তাল তিওট।

"মনোরে আমার! এ কি ভ্রান্তি তোমার।
ভাবনা কেন রে? ভাব না কেন রে?
অরূপ স্বরূপ সার॥

শিশির বসন্ত, নিদাঘ, বৃষ্টি,
যে জন করিল এ সব সৃষ্টি,
যে জন দিয়েছে নয়নে

তাঁরে ভাবো একবার ॥
দিবাকর, নিশাকর, লোয়ে যাঁর ভাস।
দিবানিশি, করে করে তিমির বিনাশ ॥
নিয়ত নিয়ম করিয়া লক্ষ্য,
রাশি, রাশি, রাশি, প্রকাশে পক্ষ,
অহরহ রহ করিয়া সখ্য
বার বার ভ্রমে বার ॥
অনিত্য বিষয়ে কেন ভ্রমো ভ্রম আশে ?
ভজ নিত্য, নিত্য বিত্ত, চিত্ততীর্থ বাসে ॥
হৃদয়-নিলয়ে পরম রতন,
সে ধনে তুমি হে না করো যতন,
বৃথায় করিছ শরীর পতন,
অসার ভাবিয়া সার ॥" ১

রাগিণী দেশ। তাল আড়া।
"অজ্ঞানো তিমিরো বলো, কোথা রবে আর ?
সুখদ সরল শশী, স্বভাবে সঞ্চার ॥
ঘুচাও বিপক্ষ ভয়, করো রিপু পরাজয়,
আলোকে পুলকময়, অখিল সংসার ॥
শশি-শোভা আচ্ছাদন, যদি করে নবঘন,
নাশে যথা সমীরণ সেই অন্ধকার,
মেঘান্তে যামিনী-কর, হন পুন শোভাকর,
মনোহর মৃগধর, সুধার আধার ॥
সেরূপ করিয়া ক্রম, বিবেক পবন সম,
মহামোহ মেঘ তম, করহ সংহার ॥
পরিপূর্ণ জ্ঞানজ্যোতি, প্রকট প্রদীপ্ত অতি,
প্রবোধ-পীযূষ পতি প্রভাবে প্রচার ॥" ২

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া।
"তোমার ভোগের নহে, এ ভব বিভব।

ভাবের ভবন-ভব স্বভাবে সম্ভব ॥
তুমি আমি নাহি রব, রবে মাত্র এক রব,
যত সব, তত শব, এই সব, এই শব ॥
ধরি হে চরণ তব, মন রে প্রসন্ন ভব !
কাম আদি মনোভব, করো পরাভব ॥” ৩

দুজন বিক্রমপুরী বাবু আজ নূতন কল্‌কেতা দেখ্‌তে এসেছিলেন। মেছো-বাজারের শোভা দর্শনই তাঁহাদের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য। মস্ত একটা তেতালা বাড়িতে আলো জ্বল্‌চে ও গানবাজনা হচ্চে দেখে, গড়্‌ গড়্‌ শব্দে উপরে উঠ্‌তে লাগ্‌লেন। ব্রাহ্ম যাচ্চেন মনে করে প্রহরীরা বারণ কল্লে না। তাঁরা সমাজঘরে ঢুকেই হতাশ হলেন! এক জন বল্লেন, “এহানে তা নয়, আমরা যাহার লাগ্যে আইচি।” দ্বিতীয় বাবু “অয় বাগ্য!” বলেই নেমে গেলেন। পূর্ব্বদেশে এইরূপ অনেকগুলি পেট উঁচু গুরিয়া পুতুল আছেন, এ কথা সকলেই জানেন। কিন্তু কয়েক জন ভদ্রলোক উত্তমরূপ লেখাপড়া শিখে উত্তম উত্তম রাজকার্য্যে (বিচারকের পদ প্রভৃতিতে) নিযুক্ত হয়েচেন। অধিকাংশ পাটোয়ারিগিরি অভ্যাস করে আদালতের আমলাগিরি প্রায় একচেটে করেচেন। যা হোক, পূর্ব্ব অঞ্চলের মধ্যে ঢাকা আজকাল অপেক্ষাকৃত সভ্যতম স্থান হয়ে উঠ্‌চে।

ওদিকে বাঙাল দুটি নেমে গেলে পর, হারমোনিয়ম থাম্‌লো, পাখোয়াজের চাটি এবং ওঁ তৎ সতের সঙ্গে সমাজ ভঙ্গ হলো। অকপট ধর্ম্মাবলম্বীরা স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন কল্লেন। ছদ্মবেশী তপস্বীরা সরস্বতীপুজোর ঝাঁকে গিয়ে মিশ্‌লেন! এতক্ষণের পর পালের চটক বেরুলো। উড়ে বেহারাদের কল্যাণে অনেক এম্‌টী হাউস্‌ আরমানী, য়িহুদী ও ইংরেজী বিবিতে পরিপূর্ণ হয়ে গ্যালো! এই সকল খালি বাড়ি বিলিতী সতীত্বের কষ্টিপাথর ও বদমায়েশির প্রধান আখ্‌ড়া।

বুধবার এইরূপে বিদায় হলেন। আজ বৃহস্পতিবার। চতুর্থী। পুজোর পূর্ব্বদিনটি দেখ্‌তে দেখ্‌তে কেটে যায়। আসর সাজানো, দেবীঘট, নারকেলের মুচি ও আম্রশাখা সংগ্রহ কর্ত্তেই দিন শেষ হলো। রাত্রিতেও অনেক কাজ গুছিয়ে রাখা হলো। অনেকের নিদ্রাই হলো না। রেজিমেণ্টের মত ফুলবাবুর ঝাঁক গড়া গড়া শুয়ে পড়লেন; কিন্তু শয়ন কর্ত্তে কর্ত্তেই শৃগাল, কাক ও কুক্কুট ডেকে উঠ্‌লো। তোপের গুমুস্‌ ও স-করতালি “বোমকালী” ইত্যাদি শব্দ শুনা গেল। উড়ুক্কু কাক, জলের ভারী, গঙ্গাস্নানের যাত্রী, বেতো বুড়ো ও স্কাভেঞ্জরের গাড়ি

চতুর্দ্দিকে বেরুলো। ডাক্তরেরা প্র্যাক্‌টিসে বেরুলেন। বাড়িং ঢাক ঢোল্ ও রোশনচৌকি বেজে উঠ্‌লো। বেশ্যালয়ের সকলে শয্যাত্যাগ করে গাত্রোত্থান কল্লেন। একটি কামিনী হাই তুলে আলস্য ত্যজে দেখ্‌লেন, তিনি তাঁহার দোলন নথের বিলিতী মুক্তোর নোলকটী ভক্ষণ করে ফেলেচেন। যাঃ !!

আজ শুক্রবার। শ্রীপঞ্চমী। পাঠকগণ মনে করুন, আশ্বিন মাসের শারদীয় পঞ্চমীর মত এ পঞ্চমীর তত মাহাত্ম্য নাই, তথাপি সহরে আমোদের স্রোত ধরচে না। পাঠশালার ছোট ছোট ছেলেরা সকাল সকাল কাপড় ছেড়ে, কেউ নেয়ে, দোত, কলম ও দপ্তর ধুয়ে আঁবের বোল, যবের শীষ মুখে দিয়ে, সাজিয়ে দিচ্চে। কুল খাবার আহ্লাদে চন্দনের টিপ করে, পুষ্পাঞ্জলি দিবার নিমিত্ত ভট্‌চায্যিদের উমেদারি কচ্চে। ইংরাজী স্কুলের পিতামহ স্কলারেরা তাদের "অর্থোডক্‌স, হিপোক্রিট" বলে উপহাস কচ্চেন। তারা তাতে জ্রুক্ষেপও কচ্চে না। সংস্কার আছে, সরস্বতী না খেলে বালকেরা যদি কুল খায়, বিদ্যার অশুভ দৃষ্টি পড়ে। ক্রমে বেলা হয়ে পড়্‌লো। "আলু পটোল উচ্ছে, চাই ভালো ঘোল, কাপ্‌ড়াওয়ালা আয়া মেম সাব, ছানা মুরগী চাই" প্রভৃতি ফেরিস্বর কর্ণমধ্যে প্রবেশ কর্ত্তে লাগ্‌লো। পরামাণিক, শিপ্‌সরকার, রেলওয়ে ও কোন কোন সদাগবেব বাড়ির কেরাণী পাগড়ি বেঁধে বেরিয়েচে। ইহাদের কোন পার্ব্বণেই প্রায় অবকাশ নাই। দালালেরা এক কানে কলম, আর এক কানে পেন্সিল গুঁজে, তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলেচেন। রাজপথ পাগড়ি, সেলর, রুল কাঁধে কালো পুতুল, কোম্পানির কাগজের বেণ্ডার, ঘোড়া ও গরুর গাড়ি, নেড়ে, হুকার, কুকুর ও জুয়াচোরে পুরে গ্যাচে।

ওদিকে পুজো আরম্ভ হয়ে গ্যালো। ধূপ, দীপ, ঘণ্টা ও ঢাক ঢোলের গন্ধে ও শব্দে চার দিক্ মাতিয়ে তুল্লে। বারাঙ্গনা পল্লীর কথাই এক স্বতন্ত্র। সেখানে সহরের রকমারি আমোদের ও আমোদপ্রিয় দলের মানচিত্র অঙ্কিত হয়েচে। হিন্দুধর্ম্ম যেন ইয়ং বেঙ্গলদের ভয়ে, ধুনো, শাঁক, গঙ্গাজল ও পবিত্রতায় আচ্ছাদিত হয়ে ঐ সকল কুঞ্জে লুকিয়ে রয়েচেন! পালে পালে মেষপালের ন্যায় বাবুর পাল অনবরত ঘুরচেন। এক একটা বুলডগ্ তাঁহাদের আগে আগে পথ দেখিয়ে যাচ্চেন। ইহারা বলেন, আমরা সখের খাতায় বর্দ্ধমানের মহাতাপচাঁদ ও কল্‌কেতার জয়মিত্র অপেক্ষাও সরেস। কিন্তু যে দিন জয়কৃষ্ণ খালাস হন, সে দিন অনেকের নিষ্কণ্টক বাবুগিরির ভূমিকম্প হয়েছিল। এদেশের জাতিভেদ ও সমাজবন্ধনকে ধন্যবাদ। আজ অনেক ব্রাহ্মণ গঙ্গামৃত্তিকার ছাপ নিয়ে, তিলক

কেটে, গামছা নিয়ে বেশ্যাদের দ্বারে দ্বারে আতপ চাল, বীরখণ্ডী ও ছোলা সংগ্রহ করে বেড়াচ্চেন। ইঁহাদের অনেকে ন্যায়লঙ্কার, শিরোমণি ও বাচস্পতি। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশের অধিকাংশ নিরক্ষর পণ্ডিতই সমাজের অধ্যাপক, কবিরাজ ও মোক্তার। অধ্যাপকেরা না লাগেন এমন কর্ম্মই নাই। এক বছর এক জন পাড়াগেঁয়ে মুচ্ছুদ্দীর বাড়িতে দুর্গোৎসবের সময় এই ধাতুর এক পুরুত ছিলেন। মনে করুন, আমরা প্লাটিনা ধাতুর নাম কচ্চি। পুরুত ঠাকুর আর এক বাড়ির পূজোর অষ্টমীর দিন চূণকালি মেখে রামযাত্রার ভিস্তি সেজেছেন। সন্ধিপূজোর সময় তিনি নূপুর পায়ে, মষক ঘাড়ে, তালে তালে নৃত্য করচেন, এমন সময় সন্ধিপূজোর ঢাক বাজ্‌লো। ওদিকে মুচ্ছুদ্দীর বাড়ির পুরুতকে পাওয়া যাচ্চে না। বলিদানের সময় বয়ে যায়। খাঁড়া হাতে কামার ও সরা হাতে খানসামারা পথে ঘাটে ও জঙ্গলে পুরুত খুঁজে বেড়াচ্চে। এদিকে পুরুতের চট্‌কা ভাঙলো। তিনি মষক ফেলে পুকুরে ডুবে রং ধুয়ে, তাড়াতাড়ি পঞ্চগুঁড়ির আসনে গিয়ে বসে পড়লেন। পাছার ভিজে কাপড়ে আসনের ফটোগ্রাফ উঠলো। তখন লজ্জা পেয়ে ভেড়ার আসনে বসে অনামিকা অঙ্গুষ্ঠে নাক ধরে ন্যাস আরম্ভ কল্লেন। আমাদের মত কামার হলে সেই সময়েই ভিস্তির খোলস বদ্‌লানো পুরোহিতের শিঙে সিঁদুর মাখিয়ে মার খর্পরে ধরে দিতে পার্‌তো। মুচ্ছুদ্দীর কপালক্রমে পুরো নবমীতে একটা চারপেয়ে ছাগল এনে দুপেয়ে ছাগলের মন্ত্রে উৎসর্গ করে কোপ কর্ত্তে হলো। এদেশের পুরুতদের জীবনচরিত খুঁজে দেখ্‌লে অনেক ভিস্তি, হনুমা ও বিভীষণ পাওয়া যেতে পারে।

এদিকে সরস্বতীপূজো হয়ে গ্যালো। ঢাক ঢোল বেজে উঠ্‌লো। ছেলেরা নৈবিদ্দীর ধারে দাঁড়িয়ে সচন্দন ফুল বিল্বপত্র নিয়ে "সরস্বত্যৈ নমো নিত্যং" বলে অঞ্জলি দিলে। ফুল কানে গুঁজে বীরখণ্ডী ও কুল খেলে। সূর্য্যদেব মধ্য আকাশ থেকে পশ্চিমে একটু গড়িয়ে পড়লেন। পরামাণিক ও রিপুর কর্ম্ম শেষ পাক ঘুরে ফিরে গ্যালো। গুড়ুম্ করে একটার তোপ পড়লো। পথে কোর মাখানো কাপড়পরা ছোঁড়া এবং আধখানা বুকখোলা হাঁ করা ছুঁড়ীগুলো গাড়ির ভিড় ঠেলে এবাড়ি ওবাড়ি ঠাকুর দেখে বেড়াচ্চে। যাত্রাওয়ালার মুটেরা ভারে করে মুখোস, ঢোলক ও বাখারির হাতী নিয়ে ছুটে যাচ্চে। বওয়াটে মিন্সেগুলো হো হো শব্দে তাদের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ুচ্চে। ক্রমে দুটো, তিনটে, চারটে ও পাঁচটা বেজে গ্যালো; সন্ধ্যাকাল উপস্থিত। রাস্তার গ্যাসের লাণ্ঠন মাথায় খুঁটিরা মই কাঁধে মুটেদের হাত ধরে মহানগরীকে মণিহার উপহার দিতে লাগলো। গলির ভিতরের

তেলের আলোরা জোনাক্ পোকাদের স্পর্দ্ধা করে মিড়্ মিড্ করে জ্বলে উঠ্‌লো। দেবীশালার আসরের ঝাড় জ্বেলে দেওয়া হলো। চার দিকে বাঁধা রোশনাইয়ের খোল্‌তা দেখে কুমুদিনীনাথ যেন, অভিমানে শরীরের দু ভাগ ঢেকে তৃতীয়াংশ বিকাশ কল্লেন। প্রতিমে দর্শনের সময় উপস্থিত হলো। আরতি হয়ে গ্যাচে, বাজনাবাদ্দি চুপ করেচে। এমন সময় বাবুদের কোচ্‌ম্যানেরা কপিধ্বজ জুড়ে আন্‌লে। বাবুরা সসৌন্দর্য্য তাহাতে আরোহণ কল্লেন। তকমাপরা আরদালীরা শ্বেত চামর কাঁধে ঝুলিয়ে পেছনে উঠ্‌লো। দু এক জন কেনা রাজার আশাসোঁটাবরদারেরা কোচ্‌বাক্‌সে বসলো। লোকের ভিড়, গাড়ির শব্দ ও সইসের "সাম্‌নেওয়ালা, সকড়ওয়ালা" চীৎকারে রাস্তা দুর্গম করে তুল্লে। ইতিমধ্যে এক জন মোসায়েব ছেঁড়া উড়ুনির পাগড়িবাঁধাসুদ্ধ তড়াক করে গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে, দেড় পয়সার পানের দোনা কিনে নিয়ে গেলেন।

দর্শকেরা এইরূপ রাজবেশে দশ বাড়ির ঠাকুর দেখে আমোদ করে বেড়াতে লাগ্‌লেন। এক এক বাড়ির বড় কর্ত্তা প্রতিমের সম্মুখে জনতার ছল করে দর্শকদের আলিঙ্গন দিয়ে তুল্লেন। আদরের সামগ্রী যেরূপে গ্রহণ কর্ত্তে হয়, কল্‌কেতার বাবুরা তাহা বিলক্ষণ জানেন। আতরদান্ গোলাবপাশ হস্তে এক এক জন লম্বোদর প্রায় সকল বাড়ির প্রতিমের সমুখে হাজির আছেন। তাঁরা নিমন্ত্রিতাগণের মুখে, চোখে, বুকে গোলাপ বৃষ্টি কচ্চেন, আর আড়ে আড়ে হাসছেন।

সহরে এখন আহার ব্যবহারের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হয়েচে। কেবল দু এক জন খাঁটি হিন্দুর বাটিতে কতক কতক পূর্ব্বভাব দর্শন করা গিয়া থাকে। কমলা এখন ইয়ং বেঙ্গলদের ভয়ে যে সকল শ্রীবৃন্দাবনের নির্জ্জন গুহার আশ্রয় নিয়েচেন, যে সকল স্থানে এখন ধুনোর ধোঁয়া, শাঁকের শব্দ, গঙ্গাজলের ছড়া ও বাছ্য পরিপাটীর সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীদেবী বাঁধা আছেন, সেখানেও কতকাংশে ফলারভক্তদলের লোলরসনা পরিতৃপ্ত হয়। নচেৎ গুপ্ত হিন্দুদের মাথালো মাথালো বাড়িতে ব্রাহ্মণেরা খই দই খেয়ে দু পয়সা দক্ষিণে পেয়ে বিদায় হন। ৪ ইঞ্চ ভাগের দু অংশী দাড়িসুদ্ধ হম্বগ কোম্পানির ম্যানেজার সাহেব, পৌনে দু হাত দাড়ি ও কাবুলী তাজ সুদ্ধ ইণ্টারলোপার মৌলবী সাহেব, মঙ্কী ক্যাপ ও মোগলী পাগসুদ্ধ জম্মফলারে বাবুজী সাহেব, গড়্‌গোড়ে গাড়িতে গাড়িবারাণ্ডায় খাড়া হবা মাত্র, উপর ঘরের খাস চেম্বারে পাকা পাকা খানার কুরুক্ষেত্র হয়ে যায়। মটকপেরা লজ্জা পেয়ে চারপেয়ের গায়ের পরিবর্ত্তে দুপেয়ের উদরভূষণ হয়! এও

বরং ভাল। কিন্তু অনেক স্থলে আবার গবর্ণর জেনেরলের দরবারের মত গোলাপী খিলির দোনা দক্ষিণা ও প্রণামী আদান প্রদান আরম্ভ হয়েছে। স্থানবিশেষের উদরসর্ব্বস্ব নাটককার ফলারে প্রোফেসরেরা ঐ সকল স্থানে বঞ্চিত হয়ে ফিরে আসেন। অনেক বাবু আপনারাই আপনাদের জঠরজ্বালায় জগৎ ভস্ম করেন। একটি গল্প আমাদের জঠরপরায়ণ কুম্ভকর্ণের জীবনচরিত উজ্জ্বল করে রয়েচে। সেই গল্পের নায়ক উদরায়ণ বাহাত্বর উত্তম আহার কর্ত্তে পারতেন। এক দিন তাঁহার গো-পাল চাকর এক ঝুড়ি খড় কেটে গরুর জাব দিতে যাচ্ছিল, বাবু দেখ্‌তে পেয়ে হজুরী স্বরে জিজ্ঞেস কল্লেন, "কি হ্যাঁ, রামহরি?" চাকর উত্তর কল্লে, "আজ্ঞা, বিচিলি কর্ত্তা!" আমাদের উদরায়ণ বাহাত্বর তৎক্ষণাৎ হাস্যমুখে বল্লেন, "হাঁঃ হাঃ হাঃ! দে যা না ভাই চাট্টি খাই!" রামহরি আমাদের বাবুর আজ্ঞাবহ ভৃত্য। আজ্ঞা মাত্র সমুখে ঝুড়ি ধল্লে, বাবু মুঠো মুঠো করে ঝুড়িটি নিঝাড়ী কল্লেন! এই তঃ!!

এক এক বাড়িতে নিঝ্‌ঝুম গোছের পাঁচালি, এক বাড়িতে উমেশ মিত্রের (গোপালে উড়ের) যাত্রা, এবং অনেক বাড়িতে হাফ আখড়াই আরম্ভ হয়েচে। কেবল এক এক জন খাস হিঁত্বর বাড়িতে কবি নেমেচে। কোন কোন বাড়ির কর্ত্তাগিন্নি পাত্র টেনে আপনারাই আসর* রেখেচেন। এক বাবু তালে তালে নাচ্‌তে নাচ্‌তে জড়িত জিহ্বায় নিম্নলিখিত গানটি ধরেচেন :—

তাল তাড়াঠেকা।

"দিবানিশি তোরো লাগি, ঝোরে আমার ত্ব নয়ান।
পরেরি মন্ত্রণা শুনে পাষাণে বেঁধেছো প্রাণ॥
আগে প্রাণ দিলে কি ভেবে,
এখন বুঝি কেড়ে লবে,
দত্তাহারী লোকে কবে,
তাতে কি বাড়িবে মান?"

বিবি তবলা বাজাচ্চেন। বাবু নানা প্রকার স্বরে "ক্যান্ লো এমন হলি প্রাণপ্রিয়সী সই?" "অনুগত আশ্রিত তোমার।" "কড়ির লোভে কারুর কাছে যেও না ত্বখিনীর বাছা।" "এ কি ভাব দেখি বিধুমুখী কথা কও বিধুবদন

* সহরে যাত্রা কবির সময় যে রকম সমারোহ হয়ে থাকে, তদ্বিবর প্রথম ভাগ হুতোম প্যাঁচার নক্‌শার বারোইয়ারি পূজা গর্ভাঙ্কে দেখ।

তুলে।” প্রভৃতি গীত গাচ্চেন, আর ঘুরে২ নাচ্চেন। দূরে—“বেল ফুল,—চাই বরোফ!” ফেরিওয়ালা ডাকুচে। এমন সময় দক্ষিণ দিক্ থেকে পাঁচ জন মাতাল বাবু এসে “মদন আগুন জ্বলচে দ্বিগুণ” বলেই দোর ঠেল্লেন। বাবু অমনি বাড়ির ভিতর থেকে কালোয়াতী আওয়াজে “কে এলি শঙ্করী এলি উমা এলি মা।” এই গীতটি ধরে দোর খুলে দিতে গেলেন। বিবি সাহেব অমনি পেছন দিক্ থেকে “আরে কর্‌রো কি?” বলে কাপড় ধরে টানাটানি কত্তে লাগ্‌লেন। বাবু ঘাড় বেঁকিয়ে পশ্চাতে চেয়ে “কে মা শুভঙ্করি! পদ্ম থেকে উলে এলি ক্যান বাপ?” বলে বিবিকে নিয়ে প্রতিমের উপর বসাতে চল্লেন। শুভঙ্করী হাত পা নেড়ে চেঁচিয়ে বক্তৃতা কত্তে লাগলেন। এইরূপ আধ ঘণ্টা আমোদের পর দোর খুলে দেওয়া হলো। মাতালেরা অগুারটেকারের মত বাড়ির ভিতর প্রবেশ করে, সরস্বতীরে দেখে “মা আমার বসে রয়েচেন যেন লম্বোদরী দশানন!” বলেই সাষ্টাঙ্গে নমস্কার কল্লেন। বাড়ির কর্ত্তা “কম্ হিয়ার মাই জলী ফ্রেণ্ডস্” বলে শেক্‌হ্যাণ্ড কল্লেন। বাড়িওয়ালী বোতল ও গেলাস নিয়ে “এই এসো!” বলে রিসিভ কল্লেন। সকলে মদ খেলেন। বাবুদের এক জন তাঁর লবঙ্গ মাসীর রান্নাঘর থেকে একটি ঝাড়ালো লাঙ্গুলবিশিষ্ট শাদা দধিমুখী মেনী বেরাল চুরি করে এনেছিলেন, সেইটি মা সরস্বতীর শ্রীপাদপদ্মে উপহার দিলেন। একটা হাসির গর্‌রা উঠ্‌লো। যাঁর বেরাল, তিনি গম্ভীর ভাব ধারণ করে বসে রইলেন। আর এক বাবু তাস খেল্‌তে খেল্‌তে উঠে এসেছিলেন, তাঁর বগলে একখানা তাস ছিল, তিনি সেই তাসখানা আছ্‌ড়ে ফেলে, ঘাড় হেঁট করে বল্লেন, “এই এসো। আমার এবার চিঁড়েতনের টেক্কা! ছোট বউ তুরুফ কর, মন্দোদরী পাস দে যা। আমি বিবি ধরি।” অবশেষে সকলে মিলে ঃ—

গীত

তাল আড়াঠেকা।

“সখী সঙ্গে রঙ্গে কে মা বিরাজো রাজকুমারী!
বীণাযন্ত্র করে ধরা, শিরে চূড়া শুভঙ্করী।
হস্ত পদ শির বাঁকা, শ্বেত শতদলে ঢাকা,
শ্বেত ভস্মে অঙ্গ মাখা, তুই কি অষ্টাবক্র নারী?”

মাতলামি পেশাটি বড় আমোদের পেশা। মাতালেরা সকল মজলিশেই যাওয়া আসা করে থাকেন। কাজেই ভাল ভাল কবিদের বাঁধা ভাল ভাল গীত

ও কবিতা অনেকগুলি কণ্ঠস্থ আছে। আজ সময় পেয়ে এক জন বল্লেন, "ভাই! আর বছর সেই—রাধাবাজারের সভাকান্ত বাহাদুরের—(শ্রীবিষ্ণু!!) সভাবাজারের রাধাকান্ত বাহাদুরের বাটীতে তিন জন ইয়ার বাবু সেই দেশরাষ্ট ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাবাজীর ছাপাকরা—দূর হোক্ নাম আসে না—সেই মোহিনীবাবুর মেয়েমানুষটির নাম কি হ্যাঁ? (দ্বিতীয় বাবু বল্লেন, "ইন্দুমতী।") ঐ বটে! ঐ বটে! ইন্দুমতী বিলাস নাটক, হ্যাঁ হ্যাঁ সেই ইন্দু কি খাস্ নাটক পড়্ছিলো, তাইতে যে সব তারামায়ের নাম আছে, তারি কটা ছেড়ে দিই" :—

সরস্বতীকে পুনর্ব্বার হেরিয়া।

গীত।

রাগিণী সুহিনী বাহার। তাল তিওট।

"রমণীর শিরোমণি, রূপে মুনিমনো হরে।
ত্রিভুবন-মনোলোভা, ধরাতে না শোভা ধরে॥
শশধর ধরে শশ, কি তার রূপের যশ,
পরিপূর্ণ সুধারস, চারুমুখ সুধাকরে॥১
অধরে মধুর হাসি, ক্ষরে সুধা রাশি রাশি,
চেতন হরিল আসি, কুটিল কটাক্ষশরে॥২
এ যে অতি রূপবতী, গতি জিনি গজপতি,
রতি ছেড়ে রতিপতি, রতি লোভে পায়ে ধরে॥৩
কেশ-দ্বেষে জলধর, হইয়ে গগনচর,
বরযায় নিরন্তর, ডেকে ডেকে কেঁদে মরে॥৪
আর দেখো বিষধরী, কেশ দ্বেষ-বিষ ধরি,
মাঝে মাঝে ফণা ধরি, রাগে ফোঁষ ফোঁষ করে॥৫
হেরি কর পদ্মরাজে, নলিনী মলিনী লাজে,
কলঙ্ক-কণ্টক সাজে, প্রবেশিল সরোবরে॥৬
খঞ্জন-গঞ্জন কর, রঞ্জন নয়ন বর,
অঞ্জন কি মনোহর, মানস রঞ্জন করে॥৭
কটি মানে মানী মানী*, নহে আর অভিমানী,
এ কটিরে ক্ষীণ মানি, অপমানে বনে চরে॥৮

* মানী—সিংহ।

বদন রদন রাজে, উপমা না তাহে সাজে,
কনক মুকুর সাজে, মুকুতা কি শোভা করে ? ৯
সুরভি বাসের বাসা, মরি কি সুন্দর নাসা,
নিশ্বাসে চপলা হাসা, শীতল সমীর সরে ॥ ১০
অধর ললিত রাগে, বিম্বফল কোথা লাগে ?
রাগ দেখে, রাগে রাগে, রেগে শেষে গেলে মরে ॥ ১১
কুচ কলিকার কাছে, কদম্ব কোথায় আছে,
নিহরি শিহরি পাছে, আপনি আপনি ঝরে ॥ ১২
ললিত লাবণ্য কায়, চোলে যেতে গোলে যায়,
বিধি বুঝি এ কায়ায়, গোড়েছে নবনী শরে ॥" ১৩

নৃত্য।

(ধেই, ধেই, ধেই, তাধেই, তাধেই,
ধিন্তাক্তা, তিন্তাক্তা, ধিন্তাক্তা, তিন্তাক্তা।)

গীত।

শ্যামাবিষয়।

রাগিণী বেহাগ। তাল একতালা।

"কে রে, বামা, বারিদবরণী, তরুণী ভালে ধরেছে তরণি,
কাহারো ঘরণী, আসিয়ে ধরণী,
করিছে দনুজ জয় ॥ ১
হের হে ভূপ, কি অপরূপ, অনুপরূপ, নাহি স্বরূপ,
মদন নিধন করণ কারণ,
চরণ শরণ লয় ॥ ২
বামা, হাসিছে, ভাষিছে, লাজ না বাসিছে,
হুহুঙ্কার রবে, সকল শাসিছে,
নিকটে আসিছে, বিপক্ষ নাশিছে,
গ্রাসিছে বারণ হয় ॥ ৩

বামা, টলিছে, ঢলিছে, লাবণ্য গলিছে,
সঘনে বলিছে, গগনে চলিছে,
কোপেতে জ্বলিছে, দনুজ দলিছে,
ছলিছে ভুবন ময় ॥ ৪
কে রে, ললিত রসনা, বিকট দশনা,
করিয়ে ঘোষণা, প্রকাশে বাসনা,
হোয়ে শবাসনা, বামা বিবসনা,
আসবে মগনা রয় ॥” ৫

———

নৃত্য।

তিনাক্ ধাঁদা, তিনাক্ ধাঁদা, ধ্বাঁ ধ্বাঁ ধ্বাঁ
তিতুড় তিতুড়। ধ্বাঁ ধ্বাঁ ধ্বাঁ-তিতুড়্ তিতুড়্।)

———

গীত।

শ্যামাবিষয়।

রাগিণী বেহাগ। তাল একতালা।

“কে রে, বামা, ষোড়শী রূপসী, সুবেশী, এ, যে, নহে মানুষী,
ভালে শিশু শশী, করে শোভে অসি,
রূপ মসী চারু ভাস ॥ ১
দেখ, বাজিছে ঝম্প, দিতেছে ঝম্প, মারিছে লম্ফ, হতেছে কম্প,
গেলো রে পৃথ্বী, করে কি কীর্ত্তি,
চরণে কৃত্তিবাস।
বামার, চরণে কৃত্তিবাস ॥ ২
কে রে, করালকামিনী, মরালগামিনী, কাহারো স্বামিনী ভুবনভামিনী,
রূপেতে প্রভাত করেছে যামিনী,
দামিনী-জড়িত হাস।
বামার, দামিনী-জড়িত হাস ॥ ৩

কে রে, যোগিনী সঙ্গে, রুধির রঙ্গে, রণতরঙ্গে, নাচে ত্রিভঙ্গে,
কুটিলাপাঙ্গে, তিমির-অঙ্গে,
করিছে তিমির নাশ।
বামা, করিছে তিমির নাশ ॥ ৪

আহা! যে দেখি পর্ব্ব, যে ছিল গর্ব্ব, হইল খর্ব্ব, গেলো রে সর্ব্ব,
চরণ সরোজে, পড়িয়ে শর্ব্ব,
করিছে সর্ব্বনাশ।
বামা, করিছে সর্ব্বনাশ ॥ ৫

দেখি, নিকট মরণ, করো রে স্মরণ, মরণ হরণ, অভয়চরণ,
নিবিড় নবীন নীরদ বরণ,
মানসে করো প্রকাশ।
আমার, মানসে করো প্রকাশ ॥" ৬

গীত।

নাচের তালে হাফ জৎ।

"দুর্গাবাড়ি, দুর্গাপূজা, বড় দেখি জাঁক রে।
মঙ্গলেতে মঙ্গলার, যাত্রী ঝাঁকে ঝাঁক রে ॥
দামা বাজে, কাড়া বাজে, বাজে ঢোল ঢাক রে।
তূরী বাজে, ভেরী বাজে, বাজে ঘণ্টা শাঁক রে ॥
রেখেছে ছাগল কেটে, রক্ত গায়ে মাখ্ রে।
বাবা, রক্ত গায়ে মাখ্ রে ॥
কালী কালী কালী কালী, কালী বোলে ডাক্ রে।
ডাক্ রে, ডাক্ রে, ডাক্ রে, শ্যামা মারে ডাক্ রে
দুর্গাবাড়ি, দুর্গাপূজো বড় দেখি জাঁক রে ॥
এখনো রয়েছো কেন, হোয়ে তীর্থকাক রে।
যত পারো, তত খাও, মধুভরা চাক্ রে ॥
মুখে দিলে, বুদ্ধি বাড়ে, শুদ্ধিটুকু চাক্ রে ॥
কেন বাছা, থাকো কাঁচা, ভালো কোরে পাক্ রে।

নিজে তুমি সিদ্ধ হবে, সিদ্ধ হবে বাক্ রে।
বাবা, সিদ্ধ হবে বাক্ রে ॥
কালী কালী কালী কালী, কালী বোলে ডাক্ রে
ডাক্ রে, ডাক্ রে, ডাক্ রে, শ্যামা-মারে ডাক্ রে
দুর্গাবাড়ি, দুর্গাপূজা, বড় দেখি জাঁক রে ॥"

———

গীত।

জড়িত জিহ্বায়।

নাচিতে নাচিতে।

"ও মা, দিগম্বরি—! নাচো গো! শ্যামা, রণ মাঝে
পতির বুকেতে পদ, যোগিনী যোগায় মদ,
মা গো মা! দেখে মরি লাজে ॥
ও মা দিগম্বরি!—
(কোন্ হ্যায় তোম্! বাবা, কোন্ হ্যায় তোম্!
ভাঁড়ে মা ভবানী, ভোলা বোম্ বোম্ বোম্।
বাবা বোম্ বোম্ বোম্)

———

ভজন।

"কোহি জাৎকো না মানো বাবা,
না মানো দেবী দেবা।
একি মন্‌সে, কালী মাইকো, পাঁওমে করো সেবা ॥
বাবা, পাঁওমে করো সেবা ॥
যব্ হি যেসা, আয়ে মনমে, তেস্‌সে করো ভোগ।
ছোড় দেও সব, ধূর্ত্তকো বাৎ, তুক্কা যাগ যোগ ॥
বাবা, তুক্কা যাগ যোগ ॥
আব্ কি নারী, পর্ কি নারী, যেস্কি মেলে সঙ্গ।
নেহি ছোড় দেও, ক্যা খুসি হ্যায়, কাম দেও কি রঙ্গ ॥
বাবা, কাম দেও কি রঙ্গ ॥

এস্‌মে পাপ, ওস্‌মে পুণ্য, এহো ধূর্ত্ত কি বাৎ।
মরণ্ সে যব মুক্ত হয় তব্,
পাপ্ যাগা কোন্ সাৎ॥
বাবা, পাপ যাগা কোন্ সাৎ॥
দিন্ দিন্ দিন, পাওমে ঢালো, সবহু গঙ্গাজল।
তবু তেরে কি শোধন হোয়েগা, জঠরভরা সব মল্॥
বাবা, জঠর ভরা সব্ মল॥
কামবাজারসে, লুট্ করো সব, কাঁহে রহতো ভাকা।
এহি লোগ্‌মে, ভোগ করো সব, কাঁহা পরলোগ্ ফাকা।
বাবা, কাঁহা পরলোগ ফাকা॥
কালী হামারা প্রাণপেয়ারা, কালী হামারা জান্।
কালীকো পাঁওমে, প্রণৎ করো সব, আউর না জানো আন।
বাবা, আউর না জানো আন্॥

গীত।

তাল জলদ কাওয়ালি।

"নেশাতে ঢুলু ঢুলু করিছে নয়ন।
কোথা রহিল আমার সে বিধুবদন॥
না বুঝে করেছি নেশা, ত্যজিয়ে প্রেয়সীর আশা,
এখন আমার এ দুর্দ্দশা দেখে কোন জন॥
আগেতে কি জানি মনে, এতো হবে সুরাপানে,
এখন আমি মরি প্রাণে, বিহনে সে জন॥"

এই জমাট্ আমোদের পর এক জন একটি কামিনী মণিকে ধরে "বাওয়া! তুঁ একটি গাওনা বা!" বলে অনুরোধ কল্লেন। বাওয়া তখন খোলা প্রাণে বুঁদ হয়েছিলেন, অনুরোধ পড়বা মাত্র তৎক্ষণাৎ "কেমন মাসীর বোন্‌পো তুমি দেও দেখি আজ গেঁথে মালা।" গাইতে গাইতে ঝুমুর আরম্ভ করে দিলেন।

এঁরা যেরূপ রমণীমণি, কোন স্থানেই অগম্য নেই, সুতরাং তিনিও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তৈরি করা এই গানটি গাইলেন :—

রাগিণী বাহার। তাল খেমটা।

"দিন্ দুপুরে চাঁদ উঠেছে, রাত্ পোয়ানো ভার।
হোলো পূর্ন্নিমেতে অমাবস্তে, তেরো পহর অন্ধকার॥
এসে বিন্দাবনে বোলে গেল, বামী বষ্টমী,
একাদশীর দিনে হবে, জন্ম অষ্টমী,
আর ভাদ্দর মাসের সাতুই পোষে
চড়ক পূজার দিন এবার ॥১
সেই ময়রা মাগী মরে গেল, বুকে মেরে শূল,
বামুনগুলো ওষুধ নিয়ে মাথায় বোচ্চে চুল,
কাল বিষ্টি জলে ছিষ্টি ভেসে,
পুড়ে হলো ছারেখার ॥২
ঐ সুয্যিমামা পূব্বু দিকে অস্তে চলে যায়,
উত্তর দখিন্ কোণ থেকে আজ, বাতাস লাগচে গায়,
সেই রাজার বাড়ির টাট্টু ঘোড়া,
শিং উঠেছে, দুটো তার ॥৩
ঐ কলু রামী, ধোপা শ্যামী, নাচতেছে কেমন,
এক বাপের পেটেতে এরা জন্মেছে কজন,
কাল্ কামরূপেতে কাগ মরেছে,
কাশীধামে হাহাকার ॥৪

পাঁচটি বাবুর পঞ্চ মুখ থেকে এককালে "কেয়াবাৎ, জীতা রও, বলিহারী বাবা!" প্রভৃতি শোভান্তরী উপহার পড়তে লাগ্‌লো। এক জন এক পাশ থেকে আড়নয়নে চেয়ে করতালি দিলেন।

চার দিকে এইরূপ আমোদ চলচে, ওদিকে নগর আলোময়, এ সময় কি সখের প্রাণের উড়ুক্কু বিহঙ্গমদিগকে গৃহপিঞ্জরে রুদ্ধ করে রাখবার সময়? চিৎপুর রোডের মহাপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীটের এক জন বাবু আপনার গবাক্ষ দিয়ে নগরের শোভা দেখে আর স্থির থাকৃতে পাল্লেন না। বিশেষতঃ তিনি এই কতক্ষণ দশ জন গ্লাস-ফ্রেণ্ড নিয়ে মন খুলে আমোদ করেছেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে হুড়মুড় করে সিঁড়ির কপাট খুলে ফেল্লেন। তাঁর বৃদ্ধ পিতা শব্দ পেয়ে দরোজা খুলে তাঁরে ধল্লেন। বাবু পিতার গলা ধরে বল্লেন, "কে ও মাইডিয়ার বাবা! আজ তোমাদের ছাড়া হবে

না ভাই। আজ তোমারে আমার মাথাঘষার নূতন বাড়িতে আমোদ কর্ত্তে যেতে হবে। তুই বুঝ্‌লি!" বৃদ্ধ এই কথা শুনে দুঃখে কাঁপতে কাঁপতে তাঁর হাত ছাড়িয়ে গৃহের দ্বার রুদ্ধ কল্লেন। অন্তঃকরণ দুঃসহ পরিতাপে দহন হতে লাগ্‌লো। বাবু আড়ষ্ট হয়ে "শালার বাবা পালালে?" বলে টলতে টলতে নেমে গেলেন। হা হতভাগ্য কল্‌কেতা! লবণ একচেটে না হলে এই সকল অখণ্ড ছেলে আজো বেঁচে আছে ছ্যাখো?

আমোদের রাত্রি দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যায়, এই নিমিত্তই যেন, বিভাবরী সাঁ সাঁ করে স্বস্থানে প্রস্থান কল্লেন। ক্রিয়াবাড়ির লোকেরা পরদিন সকালে যেন ঝাড়-নাড়া বাঁশের মত দেখাচ্চেন। আমোদের খোঁয়ারিতে চক্ষু মহাদেবের মত ঢুলু ঢুলু কচ্চে। তার পর বৈকালে পুলিসের পাসের নিয়ম মতে মাকে বিসর্জ্জন করে নিশ্চিন্ত হলেন। তাঁরাও বাঁচলেন, সরস্বতীরও এক বৎসরের মত হাড় জুড়ুলো।*

সরস্বতী পূজা সমাপ্ত।

* এই পরিচ্ছেদে যে সকল শ্রেণীর লোকের নাম করা গ্যাচে, তাঁদের সকলকে দুষ্কর্ম্মান্বিত বলা লেখকের উদ্দেশ্য নয়।

পল্লীগ্রাম তীর্থ

মহারাজাদের চোখে চোখে পৃথিবী ক্রমে ক্রমে পাপের আকর হয়ে থাকে। পল্লীগ্রামের ছেমোচাপা মেয়েগুলো পিতৃ ও শ্বশুরকুলে কলঙ্কপঙ্ক ও লজ্জা সম্ভ্রমে জলাঞ্জলি দিয়ে দু পা বেরিয়ে দাঁড়ালেই চিত্রগুপ্তের রেজিষ্টারি খাতায় তাহাদের নাম উঠে যায়। রাম শ্যাম বাবা ঠাকুরেরা সেই সকল শুভ পুণ্যাহের (ফী) প্রসাদ পান। নামদাগা আফিসরেরা গ্রামের প্রকাশ্য সায়ের ও গঞ্জ প্রভৃতি স্থানে এসে আপিস খোলেন। ক্রমে উহাতে কৃত্রিম "কোর্ট অব ওয়ার্ডসের" কাজও হতে থাকে। পূর্ব্বে অনেক পল্লীগ্রামের লোকেরা বারাঙ্গনা নাম শুনেছিল, উহা কাহাকে বলে জান্‌তো না। প্রবাদ আছে, ১২৪২ সালের শ্রাবণ মাসে এক পল্লীগ্রামে বেশ্যার আবশ্যক হওয়াতে ঐ গ্রামের এক মিশ্র ব্রাহ্মণ তাহাদের বাসগ্রামের এক ক্রোশ উত্তরে এক বাজারে বেশ্যা আন্‌তে যায়। সেখানেও প্রকাশ্য "উহা" ছিল না। কেবল কয়েক জন ধীবরকন্যা দিবসে মৎস্য বিক্রয় কর্ত্তো, আর রজনীতে অচিরানস্ত নূতন ব্রতের অভ্যাস রাখ্‌তো। মিশ্র ঐ দলের ২।৩টিকে নিজগ্রামে এনে প্রতিষ্ঠা কল্লে, তদবধি ঐ সকল কুলবতীর কুল বৃদ্ধি হয়ে আদিশূর রাজার ব্রাহ্মণ পরিবারের মত পঞ্চ গোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই ছড়িয়ে পড়েচে।

অনেক গাঁয়েই এইরূপে জঙ্গল পত্তন হয়েচে, কিন্তু আজো সকল গ্রামে উহার জন্ম হয় নাই। অনেক স্থানে দুটি একটি গুপ্তবৃন্দাবন নয়নগোচর হয়ে থাকে। করুণাসিন্ধু শান্তিরক্ষকদের এ বিষয়ে বিলক্ষণ অনুগ্রহ আছে, সেই অনুগ্রহ দৃষ্টির প্রসাদে অনেক বে-রেজিষ্টারী দলিলও পাস হয়ে যাচ্চে!

পল্লীগ্রামের পতিতোদ্ধারিণীদের বীজে ও কলমে যে সকল তরু উৎপন্ন হচ্চে, তার চটক দেখে কে? তাহাদের মাথায় বেঙের ছাতার মত চাকা চাকা গিল্‌টির ফুল খোঁপায় গোঁজা, আঁচলে রিঙে করা ১ ডজন চাবি ঝুলোনো, কপালে বিষ্ণুর হাতের চক্রের মত গোল গোল ফুলখড়ির ফোঁটা, তার উপর এক এক রুইতন খয়েরের টিপ, দাঁতে রসাঞ্জন, চোখে কাজল, ঠোঁটে আকর্ণ পুঁইমিটুলি, গলায় চন্দ্রহার, নখে মেদিপাতা, পায়ে আজানু আলতা ও নাকে কাঠখড়ির তিলক! ইহারা ফর্সা কাপড় পরে আদুড় গায়ে রাস্তায় বেরুলে বোধ হয় যেন, কতকগুলি রুপোবাঁধা হুঁকো দাঁড় করান রয়েছে। এই সকল দেবীই কতকগুলি সৌখীন গাড়োয়ান, দরজী, মিঠাইকর, গুরুমশাই, জমিদারের বাড়ির রসুইব্রাহ্মণ, দরওয়ান, নায়েব, গোমস্তা, পেস্কার, বোল্‌দে, কিস্তিওয়ালা, ময়রা, গোয়ালা, কাছারির আমলা,

মোক্তার, পেয়াদা, থানার মুন্সী, জমাদার বরকন্দাজ, (কোন কোন স্থলে বড়কর্ত্তা) গন্ধবেণে, তাহাদের মুহুরী, কলু ও অকর্ম্মণ্য হজুরদের কলুষনিস্তারিণী ! ঐ সকল বধূভবন আশ্চর্য্য প্রকারে শোভিত ও নানা রাগে রঞ্জিত। এক একখানি রাম-কুটীর, তাহার মধ্যে পাতিক্ষেত্র, শ্মশানের ফেরত বালিস ও রামকন্থা! কপিশ বর্ণের মশারি, তাতে আ-লোহিত বর্ণের ছোট বড় ছারপোকার ঝালর! এক একখানি গৃহে তালি দেওয়া গনিক্লথের চন্দ্রাতপ! সহরের বারাঙ্গনা ভবনে যেমন এক এক জন দাদাঠাকুর, মাসী, মেড়ুয়াবাদী দরওয়ান ও "মা" থাকে, ইহাদের তাহা নাই। যাহাদের কিঞ্চিৎ অর্থবল আছে, তাহারা এক এক জন "মা" রাখে। তাহারাই দাদাঠাকুরী ও দরওয়ানী করে, আর মাঝে মাঝে তামাক সাজে। তামাক এক পয়সায় বারো মণ!

এই সকল স্থানে যে সকল ভদ্র গণেশ আগমন করেন, তাঁহাদের বাঁকা সোজা সিঁথি করা চুল ফিরোনো, পটোলডাঙ্গার পম্প ও গরাণহাটার বার্ণিস করা বাছুর পায়, পাকানো উড়ুনি কাঁধে ও ফুরফুরে তুলো করা আতর কানে। অবশিষ্টদের খালি পা ও গামছা কাঁধে। এই উভয় দলের অনেকেই মুদীর দোকানের ও স্থানবিশেষের খুঁটির গোড়ায় চৌকি পেতে ডাবা হুঁকোর মুখে আঁবপাতার নল দিয়ে দোক্তা খান, সংস্কৃত টোলের স্মৃতি পড়া আধবুড়ো ছোঁড়াদের মত দুলে দুলে "শ্রীরামো বলেনো শুনো মৈত্রো বিভীষণ।" বুঝ্‌লে তো! "রাম বল্লেন মিতে বিভীষণ! শোনো।" এইরূপে রামায়ণ পাঠ ও ইন্টারপ্রিট্ করেন। মাঝে মাঝে কাঁদেন ও কাশেন।

অনেক বদমায়েশ, গাঁজা গুলি শুঁড়ি ও তাড়ির আড্ডা থেকে বেরিয়ে এসে পবিত্র আড্ডায় ভর্ত্তি হচ্চে। গরুর গাড়ির গাড়োয়ানেরা ক্যাঁ কোঁ শব্দে গাড়ি হাঁকিয়ে "কাপড় আক্কারা ভারি, কি করি!" গীত গেয়ে যাচ্ছিল, রাস্তার ধারে গাড়ি থামিয়ে, তীর্থমন্দিরে ঢুকে বাবুদের সেলাম দিলে। বাবুরা "আইয়ে ভাই সাব" বলে হাত বাড়িয়ে রিসিভ্ কল্লেন। ধান ও শর্ষে বওয়া বোল্‌দেরা বাইরের গাছতলায় গরু বেঁধে "বাবুর বাগানে জোড়া মৌমাছি, ওদের বাড়ির—" গীত গেয়ে তীর্থে ঢুকলো, বাবুরা সরে সরে পাশ দিলেন! হতভাগ্য দেশের শান্তিরক্ষক (!!) জমাদার ও বালাগস্তিরা ১০টার পর একবার পাগড়ি বেঁধে বেরিয়ে "রোঁদে চৌকিদার" বলে চেঁচিয়ে উঠে তীর্থস্থানে রোঁদ জমালেন! এই সকল স্থানে ধেনো মদের আদ্যশ্রাদ্ধ, খেঁউড় গীতের কুরুক্ষেত্র ও গালাগালির পুষ্পবৃষ্টি! খাতায় খাতায় সাকরেদী কবির দোয়ারেরা খেলো হুঁকোয় তামাক খেয়ে, উরুদেশ চাপ্‌ড়ে,

সখীসম্বাদের সুর ভাঁজে। ক্ষুদে ক্ষুদে ছুঁড়ীরা লক্কা পায়রার মত মাথা ঘুরিয়ে হাততালি দেয়। দেবীরা ভদ্রলোক দেখলে "আষ্টি এজ্ঞে হোক," আকাশ ডাকলে "শালার আগাশ আবার আষ্টিচে" বলে মিষ্টালাপ করে। এক একখানি ঘরে ভাঙা এসরাজ বাজে, আর তবলা তানপূরায় নাকী সুরে "ফাঁসি কে দিলে" গান চলে। ইহারাও সরস্বতী পূজো ও অন্য অন্য পাড়াগেঁয়ে পরব সরবে বেতরো আমোদে মত্ত হয়।

পাড়াগেঁয়েরা সুখে আছে বলে সহুরেরা আক্ষেপ করেন। তাঁদের আক্ষেপের কারণ কেবল তিনটি রেলওয়ে। কিন্তু আজো তাঁদের যে গুমর আছে, ঢাকা পর্য্যন্ত রেলওয়ে হলে আর সে পসারও থাক্‌বে না, ঢাকাই বাবু[১] ও ঢাকাই ধুতিই বহুদূর প্রসিদ্ধ।

কতকগুলি পল্লীগ্রাম অতি চমৎকার স্থান। সেখানে না আছে ধর্ম্মের গৌরব, না আছে বিদ্যার আদর, না আছে একতার সম্বন্ধ, না আছে সমাজশৃঙ্খলা। অনেক স্থলে কেবল অভূতপূর্ব্ব দ্বেষাদ্বেষ, অসামান্য পরশ্রীকাতরতা, অদ্ভুত দলাদলি এবং জুয়াচুরি বাবুগিরিরই একচেটে প্রাধান্য। আমরা কেবল দু এক জন বিদ্যানুরাগী ধর্ম্মভীরু জমিদার ও কয়েক জন ভদ্রলোককে এই সকল ধর্ম্মনীতির হস্তমুক্ত দেখতে পাই। হুজুরেরা যদি বাদসাই গদি ও মকদ্দমা মামলার একান্ত দাসানুদাস না হবেন "পাড়াগেঁয়ে ভূত" শব্দটি আমাদের শ্রবণ জর্জ্জরিত কর্ত্তে সমর্থ হইবে কেন? ইঁহাদের অনেকেই অলসের বাদসাহ, চতুরের চূড়ামণি, শঠের শিরোমণি ও মকদ্দমার ধড়িবাজ। সভ্যতা দূরপরিহার, ধর্ম্ম ভয়াভিভূত এবং কর্ত্তব্যতা ভূগর্ভশায়ী। পল্লীগ্রামের অধিকাংশ লোক দলাদলি ও ফৌজদারী মকদ্দমার চুম্বকপাথর। মধ্যে যখন সহরে বিধবাবিবাহ, ওয়েল্‌সী হাঙ্গামা ও জ্যেষ্ঠাধিকারের যুদ্ধ হয়, এই দল থেকে অনেক আষাঢ়ে গল্প বাহির হয়েছিল। ইহারা পাশাক্রীড়া, ধূমপান, গাঁজি ও ষ্টাম্প আইনের একমাত্র আশ্রয়! যাতে লোকের উপর কর্ত্তৃত্ব কর্ত্তে পারেন, যাতে সকলে পায়ের নীচে থাকে, অনেক বড়মানুষের এইটি একান্ত ইচ্ছা। ইহারা বাহিরে ধর্ম্মভান ভানেন, ভিতরে ভিতরে রাইচাঁদকেও পরাস্ত করেন।

দু এক জন বড়মানুষের গল্প বল্লেই অনেকে বুঝতে পারবেন, পল্লীগ্রাম কেমন

১ ঢাকাতে চিত্তশুদ্ধি নাই, এ বাক্যের সে অর্থ নয়। ইতিপূর্ব্বে এই পরিচ্ছেদে দরজী, গাড়োয়ান, মুনসী ও হুজুর প্রভৃতির যে নাম দেওয়া গ্যাচে, তাঁদের পদের সকলেই কিছু ঐ মোক্ষপদ লাভের অভিলাষী অথবা অধিকারী নন।

জিনিষ। মূলোজোড়ের এক জন ক্ষমতাবান্ বড়মানুষ তাঁহার এক উমেদারের অর্দ্ধাঙ্গ উপহার নিয়ে তাহাকে চাকরি দিয়েছিলেন, দর্পণেও এরূপ পলিসির অভাব নাই। আমরা এক বছর রাত্রিতে এক বাবুর কার্ত্তিক পুজোতে নিমন্ত্রণ রক্ষা কর্ত্তে গিয়েছিলাম, বাবুর মজলিশটি ভাল কেতায় সাজানো। দেয়ালে দেয়ালে ডবল ব্রাঞ্চ আঁটা শিকে ঝাড় ঝুলানো। মজলিশে ছোট বড় ১৫টি রুপোবাঁধা হুঁকো ও দুটি সট্‌কা আলবোলা। কিন্তু কল্কে একটি। সে নূতন বিয়ে করা কনের বৌভাতের মত একে একে সতের জনের মান রক্ষা কচ্চে! বাবু আদুড়গায়ে আড়াই হাত উঁচু গদির মাঝখানে নীলগিরির ন্যায় পা ছড়িয়ে শুয়ে আছেন। পেটটি পাটনাই মষককেও লজ্জা দিচ্চে। কিন্তু তিনি সুশ্রী। গজস্কন্ধ, গৃধিনীকর্ণ, আভুরু চক্ষু এবং নাতিদীর্ঘ। বর্ণ পাট্‌কিলে। চুল ছোট। পরা সরু ফিন্‌ফিনে শাদা লালপেড়ে ধুতি। বাবু নিজে তামাক খান না। চুরোট খান। কিন্তু আড়ম্বরগুলি সব আছে। শুয়ে আছেন ত আছেনই। হিঁদুয়ানি মাথায় তুলে, ব্রাহ্মণকে গাছতলায় বসিয়েচেন। গর্দ্দভ ও অশ্বিনীবংশীয় মোসাহেবেরা ব্রাহ্মণের মাথায় পা দিয়া শয়ন করেচেন। খোদ সাহাজাদা নবাব এলেও খাতির নদারৎ। মাঝে মাঝে সাহেব খাওয়ানো আছে, নিজেও কশাইটোলা ও অকল্যাণ্ডের অন্নদাস। হুজুর যখন কাপড় ছেড়ে পাঁচালি দেখতে বসলেন, তখন বোধ হলো একটি ইজিপ্‌শিয়েন ভল্লুক বন থেকে নূতন ধরে এনে নাচতে শিখানো হচ্চে। বিদ্যার মধ্যে বর্ণপরিচয় বাকি। ইঁহারা পল্লীগ্রামের বড়লোক। ১০ গণ্ডা মোসাহেব!

এদিকে ঝিঁঝিপোকার ঝিঝিট রাগিণীর সহিত রজনী প্রভাত হলেন। আমরাও স্বস্থানে প্রস্থান কল্লেম।

উপসংহার

ব্যভিচার সকল পাপের জননী। ব্যভিচার এদেশের উন্নতির পথ রুদ্ধ করে রয়েচে। ব্যভিচার অসংখ্য লোকের জীবন বিনাশ কচ্চে। ব্যভিচার এদেশকে ভ্রূণহত্যার স্রোতে ভাসিয়ে দিচ্চে। ব্যভিচার এদেশের দাম্পত্য সুখের মূলচ্ছেদ কচ্চে। ব্যভিচার অসংখ্য ধনাঢ্য পরিবারকে ছারেখারে দিয়েচে। মাদকেরা এই ব্যভিচারের ছায়ার ন্যায় অনুবর্ত্তিনী। রাজা কোথায় এই সকলের নিবারণ করে শান্তি রক্ষা করবেন, এই ত রাজনীতি, আমরা জানি; কিন্তু ইংরেজেরা চক্ষু বুজে হাত গুটিয়ে এই কলঙ্কডালি মাথায় নিচ্চেন। ১৮৬০ সালের ৪৫ আইনে ব্যভিচার নিবারণের স্পষ্ট ধারা নাই। মদগাঁজাতে বিলক্ষণ উৎসাহ দিচ্চেন। আবকারি ইহাদের অপরিহার্য্য ব্যবসায় হয়েচে। অধিক কি, যে জঘন্য প্রথার নিমিত্ত সভ্যতম আমেরিকা সকলের নিন্দাস্পদ হয়েছে, যে মনুষ্য বিক্রয় লয়ে পরিণামদর্শী আমেরিকান সভাপতি—মহাত্মা লিঙ্কলন আমেরিকাতে তুমুল সংগ্রামানল প্রজ্বলিত করে দেহত্যাগ করেচেন, উষ্ণতর ব্রিটিশ শোণিতের চোখের উপর কুলটাপল্লীতে অবাধে সেই (বালিকা বিক্রয়) পাপের স্রোত গোপনে উচ্ছলিত হয়ে পড়চে। সাহেবদের তীব্রতর যুক্তির মুখে ব্যভিচার পাপ বলে বোধ হয় কি না সন্দেহ। ইউরোপ খণ্ডে ইহার ভয়ঙ্কর প্রাদুর্ভাব দেখে সেই সন্দেহই বৃদ্ধি হয়ে উঠ্‌চে। ইতিহাস আমাদিগকে বলে দিচ্চে, ইংলণ্ডের রাজধানী সমৃদ্ধিশালী লণ্ডন ও ফ্রান্সের রাজধানী স্বর্গতুল্য প্যারিস এ বিষয়ে পরম সৌভাগ্যবতী! ঐ দুটি রাজ্য সভ্য রাজার অধিকৃত ও সভ্যতম প্রদেশের শিরোভূষণ। উভয় স্থানেই বিজ্ঞানশাস্ত্রের জয়পতাকা উড্ডীন হচ্চে! উভয় নগরেই কিন্তু ব্যভিচারের সমান আধিপত্য। কিছু দিন পূর্ব্বে লণ্ডনে ৮০,০০০ আশী হাজার ও প্যারিসে ৯০,০০০ নব্বুই হাজার বেশ্যার বসতি* ছিল, এক্ষণে আভাস পাওয়া যাচ্চে, সম্প্রতি দুই নগরে দুই লক্ষ বেশ্যা সমষ্টি হয়ে দাঁড়িয়েছে!

বর্ত্তমান ফরাসী সম্রাট্‌ তৃতীয় নেপোলিয়ন এখনকার সমুদায় নরপতি অপেক্ষা স্বার্থশূন্য ও নীতিজ্ঞ বলে প্রসিদ্ধ, তাঁহার রাজ্যে এত পাপের শ্রীবৃদ্ধি, অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয়! লণ্ডনের কথা না ধল্লেও চলে। সেখানে প্রায় ২৫ লক্ষ লোকের বাস এবং ৮০ হাজার বেশ্যা! এ হিসাবে কল্‌কেতাকে বেশ্যাশূন্য নগর মনে করা বিচিত্র নয়। কল্‌কেতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রায় ১২ লক্ষ লোকের

অব লণ্ডন ও "ইভিল্‌স্‌ অব আউয়ার কন্‌ট্রী" নামক ইংরাজি পুস্তক দেখ।

বসতি। ত্রৈরাশিক করে দেখলে লণ্ডনের অধিবাসীরা কল্‌কেতাকে হারিয়ে দিবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু দিন দিন শ্রীবৃদ্ধির পড়্‌তা দেখে কোন্ ব্যক্তি আর কল্‌কেতার গর্ব্ব কর্ত্তে পারেন?

আজকাল ব্যভিচারের এমনি প্রাদুর্ভাব হয়ে উঠেছে যে, সুভদ্র পুরুষেরা শুভদ্রা প্রকৃতির ভয়ে পলায়ন করেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কতকগুলি রণরঙ্গিণী তরুণী সেখানকার বাঙ্গালি বাবুদের বাসায় অভিসার করে "বাবু সাহেব! বন্দিগী!" বলে প্রণয় যাচ্ঞা করে থাকেন! গবর্ণমেণ্ট যদি বাঙ্গালিদের মঙ্গল চান, তবে কল্‌কেতাতে অন্ততঃ বর্ম্মার ন্যায় স্বতন্ত্র বেশ্যাপল্লী নির্দ্দিষ্ট করে দিন। বেশ্যারা নিজেই "কল্‌কেতা রিভিউ" পাঠ করে স্বতন্ত্র বাসের প্রার্থনা করচে। গবর্ণমেণ্টেও বেশ্যাহস্ত নিঃসৃত দরখাস্ত পড়চে। এখানকার বেশ্যানিবাস অত্যন্ত জঘন্য ও অনিষ্টকর। গৃহস্থের বাটীর পার্শ্বে, সদর রাস্তার উপর, যেখানে ইচ্ছা, বেশ্যারা বাস কচ্চে! অধিক কি, জোড়াসাঁকোর মুল ব্রাহ্মসমাজটি বেশ্যাপল্লীর মধ্যখানে। ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের এ বিষয়ে একটি উত্তম উপায় বিধান করা কর্ত্তব্য। মনে করুন, এটিও তাঁহাদের দেশহিতকর ব্রতের একটি প্রধান অঙ্গ।

বাহ্যামোদপ্রিয় মানবগণ! তোমরা মধ্যে মধ্যে যে সকল র‍্যাস্কেল কমিটি প্রিজাইড করো, তাতে কি তোমাদের ভলন্টিয়ার হয়ে হিন্দু কমিউনিটীর মাথায় উঠ্‌তে ইচ্ছে হয় না? তোমাদের কেহ কি কুকের প্রোগ্র্যাম করে, প্রোক্ল্যামেশন দিয়ে, বেশ্যা পুষে, মেয়ের বাপ হয়ে, নীলেমে জুতো বেচে বাইরণের মতন ফেমস্ হয় নাই? অবশ্যই হয়েচে। তবে আর কেন? গা তোলো রে নিশা অবসান—!

হে যুবকগণ! উঠো উঠো এক বার।
কত নিদ্রা যাবে? সে কি, জাগিবে না আর?
ব্যভিচার স্রোত উর্ম্মি সলিলেতে নেয়ে,
ভেসে যান জন্মভূমি, দেখিবে না চেয়ে?

পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব

[১৮৬৮ সনের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত]

গীত

বাউলের সুর।

কি মজার বাঙ্‌লা দেশ।
ছেলে বুড়োয় মদে র্‌াড়ে, মুরগী মারে এক শেষ॥
দেখ আশে পাশে লোকে হাসে, কিবা সিঁতি কাটা কেশ;
হলো চাষার ঘরে ধর্ম্মপুত্র, বড়মানুষের ধর্ম্মে দ্বেষ।
যারা হিঁদুর টোপর ধরে, তারা লোক-সমাজে ডরে,
কিন্তু, লুকিয়ে লুকিয়ে মদ মারে, রেতে ঐ নটবর বেশ।
খাবার সময় ব্রাহ্মধর্ম্ম, সদা তাই করে অধর্ম্ম,
না বোঝে ধর্ম্মের মর্ম্ম, ওঁ ওঁ কেবল মুখেই শেষ॥

১২৫০ শাল ২৫শে আশ্বিন সোমবার। আজ ষষ্ঠী। গ্রামের চার দিকেই বাজনা বাদ্দি হচ্ছে, বাজন্দরেরা ঢোল পিঠে করে বাড়ি২ ঘুরচে, ঢাকীরা ছেঁড়া ঢাকে তালি দিয়ে বাজাতে২ ছুট্‌ছে। সজ্‌নাখাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তারা সেই অন্তর্দ্ধান করেছিল; কেউ বা "ধামা সারাবে গো" বলে বেতের আটি কাঁধে করে ভোমর নিয়ে পাড়ায়২ দেখা দিয়েছিল, কেউ বা ঢাক ফেলে জুতো গড়তে আরম্ভ করেছিল। ছ-মাসের পর আজ তাদের আনন্দের দিন! পুজোবাড়িই বাজাবে, আর তিন দিন ভরপুর লুচিমণ্ডা খাবে। পাড়াগেঁয়ে পূজোয় তিন দিন লুচিমণ্ডার বড় দেখা শুনো নাই, বামনবাড়ি হলে কেবল ভাতের কেত্তন হয়, চাষাভূষোরা তাই খেয়ে থাকে; তবে সন্ধ্যাবেলা আরতির সময় এক সের ময়দাব লুচি ভেজে দুর্গাকে দেখান হয়, শেষে বাড়ির ছেলেপিলেরা তাই খায়। তেতো-গুড়ের নারিকেল লাড়ু, আর আধরাঙা মুড়্‌কি, এ তো অপর সাধারণের জন্য বরাদ্দই আছে। কায়স্থ বা অন্যান্য জাতির বাড়ি দুপুরবেলা দু পাঁচ জন বামন খায়, তা চার হাত পা উচ্ছিষ্ট না করলে সে 'লুচি' ছেঁড়া যায় না, ও জল না খেলে গলা দে 'সন্দেশ' ওলে না। তিলি মালী গন্ধবেণের বাড়ি তাও ঘটে না। পল্লীগ্রামের পুজোর এই তো শ্রী, তাতে যে ঢাকী ঢুলীরা লুচিমণ্ডা খেতে পাবে, সে মিছে কথা; তবে তাদের মনের আশা, আর হাজার হোক পুজোবাড়ি। লোকের বাড়ির দরজায় দুই২ কলার গাছ আর পূর্ণঘট, তার উপর আমের পল্লব ও এক একটি নারকেল দেওয়া হয়েছে। পাড়ার ছোঁড়ারা সব মরিয়া হয়ে নেচেকুঁদে বেড়াচ্ছে; মা ভগবতীর আগমনে

সর্ব্বত্রই আনন্দে পরিপূর্ণ। বিদেশী চাকুরেরা সব "মাল্‌ভরা" ব্যাগ নিয়ে বাড়ি এসেছেন; পূজোর আমোদের সঙ্গে সঙ্গেই যত সন্ধ্যার আগমন হতেছে, তত তাঁদেরও আনন্দ বাড়চে, তাঁরা সদানন্দে প্রিয়তমার সহিত মধুপানে যামিনী-যাপন করবেন, কেউ বা ছুঁচো ধরে খাবেন। দেশের ছেলেরা নুতন শান্তিপুরে ধুতি ও ডুরে উড়ুনির বাহার দিয়ে, খাতায়২ ঘুরচে, ক্ষুদে২ ছেলেরা সাজ পরো ল্যাজ-ওয়ালা পাগড়ি মাথায় দিয়ে, গুরিয়া পুতুলের মত ঘুর২ করে বেড়াচ্চে। গয়লা, ছুতোর, কামার ও কুমারেরা কালাপেড়ে কোরা ধুতি ও ধোয়া মল্‌মলের চাদর গায় দিয়ে চুল ফিরিয়ে বাবু সেজে বাহার মারচে। আজি তাদের ভারি আনন্দ, "আমাদের বাবুদের বাড়ি দুর্গোৎসব!"

প্রায় দু-শ বৎসর হলো, আমাদের বাবুর পিতামহ নবাবের সরকারে চাকরি করে বেশ দশ টাকার সংগতি করে যান, তার পর স্বর্গীয় কর্ত্তামহাশয়ও নানা কলে কৌশলে তা হতে বেশ রোজগার করেন; করে, একখানি তালুক ও কিঞ্চিৎ জমি জমাৎ ও আবাদ করে যোত্রাপন্ন হয়ে উঠেন, কাজেই দোল দুর্গোৎসব রাস প্রভৃতি কাঁক দিতেন না। আমাদের বাবু বিলক্ষণ হিন্দু, সুতরাং তাঁকেও পৈতৃক প্রথানুসারে সে সকলিই কর্ত্তে হয়, গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ সজ্জনদিগকেও বিদেয় আদায় দিতে হয়। এ ছাড়া সময়ে সময়ে বলাৎকার ও দাঙ্গাহেঙ্গামায়ও কিছু কিছু জরিমানা ব্যয় করে থাকেন। পূজোবাড়ির উঠানে পাইল খাটিয়ে তাতে সব ঝাড় লণ্ঠন টাঙান হয়েছে, লোকজন সব শশব্যস্ত, কেউ বা প্রতিমার সাজ পরাবার যা বাকি ছিল, পরিয়ে দিচ্চে, কেউ সিংগির ঘাড়ের কেশর করে দেবে বলে তুলোতে সিঁদুর মাখাচ্চে, কেউ বা কার্ত্তিকের গোঁপ করে দিচ্চে, আর বলচে, দেখ, যেমন কার্ত্তিক, তার তেমনি মোঁচা গোঁপ হয়েছে। এদিকে বিকাল হয়ে আসতে লাগ্‌লো, সূর্য্যদেব দেখলেন, লোকের আমোদ ভঙ্গ হয়, তাই ক্রমে ক্রমে আপনার তেজ গুড়িয়ে নিতে লাগলেন। ঢাকী ঢুলীরা ডাল ভাত খেয়ে, একবার সজোরে বাজিয়ে উঠ্‌লো। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ছুটোছুটি করে বাদ্দি শুনতে এলো। ক্রমে পূজোবাড়ি লোকারণ্য। এমন সময় আমাদের বাবুদের বাড়িতে নহবৎ বেজে উঠ্‌লো। বাবুর বাড়ি পূজো, বড় জাঁক, ১৫ দিন থেকে নহবৎ বসেছে। এখানে লুচিমণ্ডার অভাব নেই, সাত দিন থেকে ভিয়েন চলছে, অনবরত মিষ্টান্ন তয়ের হচ্চে। এখানে শুধু লুচিমণ্ডা কেন, খুঁজলে "বিফ্‌ষ্টিক" পর্য্যন্ত মিলে। আমাদের বাবু গোঁড়া হিন্দু, এ কথা আগেই বলা হয়েছে, কিন্তু ছোটবাবু "বেহ্ম"। এমন কি স্বয়ং দেশে একটি ব্রাহ্মসমাজ করেছেন। রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশব

সেনের উপর তাঁর বড় ভক্তি। আবার পূজা হলে অঞ্জলি না দিয়ে জল গ্রহণ করেন না। এবার "উপাসনার দিনটি" পূজার মধ্যে পড়াতে তাঁকে বৈকালে সমাজে গিয়ে চোখ বুজে "ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং" কর্ত্তে হবে, আবার আরতির সময় বাজনার তালে তালে হস্ততালি দিয়ে, অবসানে দুর্গার শ্রীচরণে প্রণামও কর্ত্তে হবে। এ রকম ব্রাহ্মের অপ্রতুল নাই। আমাদের হুতোম দাদা বলে গিয়েছেন "ব্রাহ্ম হয়েও কেউ কেউ কালীপূজা করেন, কেউ বা ভূতচতুর্দ্দশীর দিন বাড়িতে প্রদীপ দেন।" আমরা দেখচি আজি কালি কেউ কেউ আবার আদালতে মিথ্যে সাক্ষীও দিয়ে আসেন। এইরূপ ব্রাহ্ম হতেই তো ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা কমে আসচে। ফলতঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম নিত্যধর্ম্ম, এবং অনেকেই প্রকৃত ব্রাহ্ম আছেন। যেমন ব্রাহ্মধর্ম্মে অনেক "বক বিড়ালকে" দেখতে পাওয়া যায় সকল ধর্ম্মেই তেমন আছে, তাতে ধর্ম্মের দোষ কি? যা হোক, আমাদের বাবুর বাড়ি নহবৎ বাজতে আরম্ভ হতেই চারি দিক্ থেকেই মেয়ে ছেলেরা ছুটে এসে বাবুর বাড়ির উঠান পরিপুর্ণ করলে। পাড়াগাঁ, তারা নহবৎ কাকে বলে জানে না, বাবুদের কল্যাণে এই যা দেখে শুনে নিলে।

ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত। সজোরে নহবৎ বেজে উঠ্‌লো, ফরাসেরা গ্লাস সাফ করে তেল দিয়ে বাতি জ্বেলে দিবার উদ্‌যোগ কর্ত্তে লাগ্‌লো, পূজার দালান, ধুনার ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে গেল। এ দিগে ছোটবাবুর বৈঠকখানা ইয়ারগোছের ব্রাহ্মসমাজের ভদ্রলোকে পরিপূর্ণ। তিনি সময় বয়ে যায় দেখে গ্লাস, জল ও কাক্‌ফুর জন্য চাকরদের গালাগালি দিতে লাগ্‌লেন, এই সকল দেখে শুনে দিনমণি লজ্জায় আস্তে২ গাছের আগ্‌ডালে২ ক্রমে২ সরে পড়লেন; বঙ্গভূমি জেলেদের এই সকল ব্যাভার দেখে "কুলে কালি দিলে" বুঝে, ভাবতে২ কাল হয়ে গেলেন; পাখিরে সব "ছুও" দিতে লাগ্‌লো; চাঁদ এই সময় তামাসা দেখবার জন্যে জানালা দিয়ে এক একবার উঁকি মারতে লাগ্‌লেন, আর হাসতে থাকলেন। এমন সময় পুরোহিত মহাশয় তন্ত্রধার সঙ্গে বাবুর বাড়ি এসে উপস্থিত হলেন। তিনি বাবুর কাছ থেকে হবিষ্যের পয়সা নিয়ে গিয়ে দিব্বি মাছ ভাত খেয়ে বোধন কর্ত্তে এলেন। প্রথমে পা ধুয়ে বেলগাছে বোধন সেরে "ওঁ শ্মশানানলদগ্ধোসি পরিত্যক্তোসি বান্ধবৈঃ। ইদং নীরমিদং ক্ষীরমত্র স্নাহি ইদং পিব" মন্ত্র বলে প্রতিমার চক্ষুর্দ্দান করে বরণ করলেন। যাবার সময় বাড়ির গিন্নীকে বলে গেলেন, কাল সকাল২ যেন উদ্‌যোগ হয়, প্রাতেই নবপত্রিকা স্নান। বাড়ির মেয়েরা বড় ব্যস্ত! কেউ পাঁচ কলাই ভিজুচ্চে, কেউ কট্‌রা ধুচ্চে, কেউ অধিবাসের উদ্‌যোগ

করচে, কেউ বা নদীর জল, স্রোতের জল, পর্ব্বতমৃত্তিকা, বেশ্যাদ্বারমৃত্তিকা, এই সকল ভাগ করে২ রাখচে। আমাদের বাবু দালানে বসে ভক্তিভাবে মা ভগবতীর চাঁদবদন নিরীক্ষণ করচেন, আর দু চার বেটা বরাখুরে "আহা! মার যে মূর্ত্তি, এমন কখন দেখি নি, বাবু! প্রতিমা যা, তা আপনার বাড়িই হয়ে থাকে, এমন প্রতিমে আর কোথাও দেখি নি। বেটা কুমোর যেমন চোখ চান্‌কেচে, তেমনি মুখশ্রী করেচে, আর চালচিত্তিরও তেমনি হয়েছে" বলচে, তাই অবাক্ হয়ে শুনছেন, আর আপনাকে ধন্যজ্ঞান করচেন। এদিকে ছোট বাবুর বৈঠকখানায় তবলায় চাঁটি পড়চে, আর "শিবাবা২"! শব্দ উঠছে। ক্রমে বাবুর বৈঠকখানার ঘড়িতে টুন২ করে দশটা বেজে গেল, বড়বাবুরও মৌতাতের সময় হয়ে হয়ে এলো। বড়বাবু নিজে দলপতি, দলস্থ ও গ্রামস্থ বামুন কয়েতদের জাত রাখবার ও জাত মারবার কর্ত্তা। সে দিন এক জন ব্রাহ্মণের ছেলে কল্‌কেতায় এসে মুসলমানের দোকানে পাঁউরুটি খেয়েছিল, তাইতে তাকে খৃষ্টান বলে, তার বাপকে জাতিভ্রষ্ট করেছেন; আর রামকেষ্ট বোস দানাপুরে কেরাণিগিরি কর্ত্তেন, তিনি সেখানে তাঁর ছোট মেয়েটিকে স্কুলে পড়িয়েছিলেন, আর বিবিদের মত ঘাঘরা পরাতেন, তাইতে তিনি পূজার সময় বাড়ি এলে তাঁকে দলচ্যুত করেছেন। অতএব বড়বাবু তো সকলের সাম্‌নে মৌতাত ভাঙ্গতে পারেন না, সুতরাং দশটা বাজতেই তিনি মোসায়েবদের বিদেয় দিয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। এমন সময় ঘড়্ ঘড়্ শব্দে দুখানি গরুর গাড়ি বাবুর বাড়ির দরজায় লাগ্‌লো। বাবুরা গাড়ি থেকে "খাড়া রও" বলে একেবারে চেঁচিয়ে উঠলেন; বোধ হলো যেন কাকে গঙ্গাযাত্রা করান হচ্চে। ক্রমে তা হতে চার জন বাবু নামলেন; আর চার জন সেই গরুর গাড়ির উপরেই চিৎপাত হয়ে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় আয়েস মিটুচ্চেন; এমন কি, যদি গাড়োয়ান দুজন ও বাবুর বাড়ির দরওয়ান না থাক্‌তো, তা হলে বাবুদিগকে রাত্রির মত সে সুখ থেকে বঞ্চিত করা কারো সাধ্য হত না। বাবুরা গাড়ি থেকে নামলেন বটে, কিন্তু কারো বা শামলা গড়াগড়ি দিচ্চে, কারো মোজা ঝুলছে, কারো বা এক পাটি জুতাই পাওয়া যাচ্চে না। এঁরা সব কল্‌কেতার বাবু! এর মধ্যে মাছের টক ও কাঠের পুতুলও আছেন। এঁরা নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছেন!!! সকলেরই এক একটি কার্পেটের ব্যাগ আছে, তার মধ্যে একটি প্রকাণ্ড প্যাট্‌রার ন্যায় চামড়ার ব্যাগ, তাতেই "নম্বর ওয়ান্" এক ডজন রেস্ত। কেবল তিনটি পথখরচ হয়েছে এই মাত্র!!

পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই অবগত থাকতে পারেন, সকল পল্লীগ্রামে ঘোড়ার

গাড়ি বা পালকি পাওয়া যায় না ; তবে রেইলওয়ের কল্যাণে অনেক গ্রামেই এক একটি পাকা রাস্তা হয়েছে, কিন্তু, সেই রাস্তা থেকে দুই এক মাইল ভিন্ন দিকে যেতে হলেই বর্ষাকালে কাদা জলে কষ্ট পেতে হয়, সুতরাং আমাদের কল্‌কেতার বাবুরা পথের মধ্যে গরুর গাড়ি পেয়ে তাই ভাড়া করেই এসেছিলেন। পাড়গেঁয়ে ছেলেরা সহুরেদের চেয়েও ফচ্‌কে! সহুরে ছেলেরা স্কুলের ভয়ে "মাথাব্যথা, গা বমি বমি" বলে পার পায়, কিন্তু পাড়াগেঁয়ে ছেলেরা বাঁশ-বনে বা কচু-ঝোপে লুকিয়ে থাকে। "সে দিন এক জন পাড়াগেঁয়ে ছেলে পণ্ডিতকে জব্দ করবার জন্যে চেয়ারের পেছনে একটি প্রেক্ পুতে রেখেছিল ; পণ্ডিত মহাশয় যেমন চেয়ারে ঠেস দিয়ে টেবিলে পা রেখে ঘুমুচ্চেন, অমনি আস্তে২ সে তাঁর টিকিটি ধরে প্রেকে বেঁধে সাম্‌নে গিয়ে "তানা নানা" করে চেঁচিয়ে উঠেছে ; পণ্ডিত মশার ঘুম ভেঙ্গে গেল, তিনি যেমন তাড়াতাড়ি তাকে মারতে যাবেন, অমনি তাঁর টিকিটি ছিঁড়ে কুটি কুটি হয়ে গেল, ছেলেরা হেসে উঠলো ; পণ্ডিত মশায় অপ্রস্তুত হয়ে বসে পড়লেন।" এ সব বদমাইশি সহরের ছেলেরা বড় জানে না। যা হোক, সেই পাড়ার যত বওয়াটে ছেলে বাবুদের এই অবস্থা দেখে হাততালি আর হাসি টিট্‌কিরি দিতে লাগ্‌লো। বাবুরা রেগে টং, মারতে উঠ্‌লেন, কিন্তু ক্ষমতা নাই, কাজেই তাঁদের মনের আগুন মনে রইল, "ন্যাষ্টি ভিলেজ গোটু হেল্" বলতে বলতে বাড়ির ভিতর ঢুকলেন। এদিকে ছোটবাবু কল্‌কেতার বাবুদের আগমনবার্ত্তা পেয়েই অমনি "মধুবাতা" পড়ে, দাঁড়া গো পান দেবার জন্যে সিঁড়ি পর্য্যন্ত ছুটে এলেন, আর "হেল্লো গুড্‌মর্নিং" বলে অভ্যর্থনা করলেন, আমোদের সীমা নাই, এতক্ষণের পর পূজাটা সার্থক হলো। ক্রমে আমোদ গড়াবার উদ্‌যোগ হতে লাগ্‌লো, প্রথম চেঁচামেচি, গোলমাল, গালাগালির পর আর কে কারে দেখে, সকলেই "পপাত ধরণী-তলে।" এতক্ষণ কাহারও বা বানরের মত ছটফটানি ধরেছিল, কেউ বা সিংহের মত তর্জ্জন গর্জ্জন করছিলেন, ক্রমে সকলেই কুম্ভকর্ণের পালা গেয়ে দিলেন।

পাঠকগণ, সময়ের হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই, কালও যেমন গেছে, আজও তেমনি যাচ্চে, কালও তেমনি যাবে। সময় ভালও নয়, মন্দও নয়, অল্পও নয়, অধিকও নয় ; চিরকালই সমভাবে চলে আসচে। তবে লোকে ভ্রমবশতই বলে থাকে, সুখের সময় শিগ্‌গির যায়, আর দুঃখের সময়ের অবধি নাই। বাস্তবিক মনুষ্যজীবনে এরূপ ভ্রম হয়েই থাকে। সুতরাং এই আমোদে আজকের রাতটি যেন এক মুহূর্ত্তের মত কেটে গেল। ইয়ারকির আমোদের সঙ্গে সঙ্গেই নিশানাথ অস্ত গেলেন, কুমুদিনী নাথের দুর্দ্দশা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লেন। অন্ধকার

স্থিরভাবে এতক্ষণ বাবুদের খেম্‌টা নাচ দেখছিলেন ও "পিরিত চিনেছ ভাল কোলা বেঙ" গান শুনছিলেন, কিন্তু যেই "মলিন বদন কেন রে তোর হেরি রে বাপ যাদুমণি" শুনেছেন, অমনি আর সাম্‌নে থাকতে না পেরে ভয়ে পালিয়ে গিয়ে জলের জালা আর পুজোবাড়ির ভাঁড়ার ঘরে লুকুলেন। কমলিনী ঘোমটা খুলে মুচকে হেসে হাতছানি দিয়ে প্রাণনাথকে ডেকে তামাশা দেখাতে লাগলেন, সূর্য্যদেবও বাবুদের বাঁদরামো দেখে রেগেই যেন রাঙা হয়ে উঠলেন, পাখিগুলো "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল" বলতে বলতে চলে গেল, আমাদের বাবুর বাড়িরও নবপত্রিকা স্নানের সময় হয়ে এলো। সজোরে ঢাক ঢোল বেজে উঠ্‌লো, নহবতে রকমারি বোল বাজতে লাগলো, ছোট ছোট ছেলেরা ঘুমে থেকে উঠে নেংটা হয়েই পুজোবাড়ির উঠোনে জমতে লাগলো, তাদের আর কাপড় পরবার অবকাশ হলো না। পুরুত-ঠাকুর তাড়াতাড়ি এসে কলাগাছ, হলুদগাছ প্রভৃতি একত্রে বেঁধে জোড়া বেলের পীনপয়োধর করে, নবপত্রিকা ঘাড়ে নিয়ে বাজনা বাজিয়ে গঙ্গায় স্নান করাতে চল্লেন। ছেলেরা শাঁখ ঘণ্টা কাঁসি নিয়ে পেছনে২ বাজাতে২ চল্লো। ক্রমে গঙ্গাতীরে লোকারণ্য! ঘোষেদের বোসেদের মুখুয্যেদেরও নবপত্রিকা এসে জুটলো, ঢাকঢোলের বাদ্দি, ছোঁড়াদের চীৎকার আর কাঁসি ঘণ্টার শব্দে একেবারে নভঃস্থল যেন বিদীর্ণ হয়ে উঠলো ও গঙ্গার ওপার থেকে প্রতিধ্বনি হয়ে যেন "বাহবা" দিতে লাগলো। ক্রমে সহস্র কলসী ও সর্ব্বোষধি মহৌষধির জলে নবপত্রিকা স্নান করিয়ে শাড়ি পরিয়ে তাঁকে "কলাবৌ" করে দুর্গাপ্রতিমের গণেশের পাশে বেঁধে দেওয়া হলো।

আজি মঙ্গলবার, সপ্তমী পূজা। লোকের আমোদের সীমা পরিসীমা নাই! এক বৎসরের পর মা এসেছেন!!! পুরোহিত মশায় পূজার উদ্‌যোগ করে, আসন-শুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, অঙ্গন্যাস, করাঙ্গন্যাস প্রভৃতি ক্রমশঃ সমাপন করে, রাই দিয়ে ভূত ঝাড়িয়ে, আবরণ দেবতা পূজা করে, প্রতিমাস্থ দেবদেবীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা চক্ষুর্দ্দান করতে লাগলেন। তন্ত্রধার মড়ুই-পোড়া বামুনের মত চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মন্ত্র পড়াতে লেগেছেন। তার পর যথাক্রমে দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ, সিংহ, অসুর, সর্প, মহিষ, ইন্দুর, ময়ূর, প্রভৃতি সকলেরই পূজা সারলেন। "ডিড্‌ডিং শা ডিং ডিং" ঢাকের বোল বেজে উঠ্‌লো। একটি প্রকাণ্ড খাসী বলিদান হয়ে গেল! শেষে অঞ্জলি দেবার সময় উপস্থিত। বাইরের দালানে লোকারণ্য! নিমন্ত্রিত, অনাহূত ও দর্শকমণ্ডলীতে বহির্বাটী ব্যাপ্ত! তথাপি বাড়ির কি বালিকা, কি যুবতী, কি বৃদ্ধা, সকলকেই আজ লজ্জা ছেড়ে দালানে অঞ্জলি দিতে হয়। তাতে

কোন দোষ নেই, আর অন্তঃপুরে মেয়েরা বই পড়লিই যত দোষ হয়। এঁরা এই রকম সভ্যতাই ব্যবহার করে থাকেন। হা বঙ্গভূমি! একবার চেয়ে দেখ, তোমার ছেলেরা কেমন করে তোমার মুখ উজ্জল কচ্চে!!! প্রথমে বাড়ির কর্ত্তাকে অঞ্জলি দিতে হয়, কাজেই বাড়ির ভেতর খবর গেলো। বাবু উঠবেন কি, তিনটে রাত্রে শয়ন করেছেন, একটা "সামগ্রী" উঠে গিয়েছে! হাতে মুখে আমাদের তারকেশ্বরের ব্রাহ্মণের রসুয় করা "বাইপেভের কাব্বি" শুকুচ্চে। যা হোক, কষ্টে স্রষ্টে তো বাবু উঠলেন, উঠলে কি হয়, তখনও চোখ ঢুলু ঢুলু কচে, এখনও কথার আড়্ মরে নি, ঘুমে থেকে উঠে এক ছিলিম তামাক খেতেই নেশাটি আবার ভরপুর হয়ে এলো। খোঁয়ারির মুখ, গা মাটি মাটি করচে, হাই উঠচে ও পিপাসায় কণ্ঠ তালু শুষ্ক হয়ে যাচ্চে। কি করেন, তিন পুরুষের পুজো। মুখে জল দিয়ে লবঙ্গ এলাচ চিবুতে২ চেলীর জোড় পর্য্যে অঞ্জলি দিতে দালানে উপস্থিত হলেন। বলিদানের পাঁঠাটি জয়হরি তর্কালঙ্কারের বার্ষিক ছিল, কিন্তু "খাসী" বলে আর দেওয়া হলো না, কাজেই দুপুরবেলার কাজের জন্যে নিমখাসা রকমের রোষ্ট কর্ত্তে বলে দিলেন। ক্রমে অঞ্জলির ভিড়ের সঙ্গে সঙ্গে মাগীদের মল্লা কমে গেলে পূজক মহাশয় নাকি সুরে "দেবীমাহাত্ম্য (চণ্ডী)" পাঠ কর্ত্তে আরম্ভ করলেন। বামন ভোজন, বাবু ভোজন ক্রমে সম্পন্ন হলে, চাষা লোকদের নারিকেল লাড়ু দান করা হলো, কাঙালী বিদেয়ের পর কাঙালী ভোজন আরম্ভ হলো; কোন পাতে ভাত পড়লো, কোন পাতে ডাল পড়লো, কেউ বা "সর্ব্বনাশ হোক্ দুটি খেতে দিলে না" বলতে লাগ্‌লো। চার দিকে ভাতে ভাত! এইরূপে কাঙালী খাওয়াতে২ ক্রমে বেলা অবসান। সন্ধ্যাবধূ পতিবিরহে মলিন হয়ে গেলেন, কিন্তু যেই চন্দ্রকে বেশভূষায় ভূষিত হয়ে উঠতে দেখলেন, তখন আর তিনি থাকতে না পেরে শুক্ল বস্ত্রে অবগুণ্ঠিতা হয়ে এখনকার স্ত্রীলোকদিগের সতীত্ব যে কেমন ক্ষণ-ভঙ্গুর তাই দেখাবার জন্যে অভিসারিকা বেশ ধারণ করলেন, তারাগণও তাঁর সতীত্বের এই অবসান দেখে, হাসতে লাগ্‌লেন। এমন সময় বাবুর বাড়ি সন্ধ্যার আরতি-সূচক শাঁখ, ঘণ্টা, কাঁসি, ঢাক, ঢোল ও নহবৎ বেজে উঠ্‌লো। মেদিনী কম্পমান! ধূপ ধুনার গন্ধ ও ধোঁয়াতে একেবারে যেন মাতিয়ে তুল্লে। পুরুত মশায় প্রথমে পঞ্চপ্রদীপ, কর্পূরের দীপ, অনন্তর পানিশঙ্খ, বস্ত্র, ও আম্রপল্লব দুর্গার সম্মুখে আন্দোলন করে আরতি সমাপন কল্লেন, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই ভক্তিভাবে প্রণাম কল্লে। তার পর প্রসাদী সামগ্রী কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লয়েই সকলে বিদেয় হলো। এদিকের গোল চুকলো; এখন কেবল

বাবুদের বৈঠকখানায় "ইয়ার ভেজের" উদ্যোগ হতে লাগ্‌লো। বাড়িতে "গোপালে অধিকারীর" যাত্রা। ফুরোন নেই, পেলায় যা হয়, এই তাদের সঙ্গে বন্দোবস্ত। কাজেই তারা রাত ৯টা বাজতে বাজতেই আসরে নেমে খোল কত্তালে চাঁটি দিতে লাগ্‌লো। ইদিকে বাবুর বৈঠকখানায় কেউ বা ভক্তিভাবে "গির্জ্জে" করছিলেন, কর্ত্তে কর্ত্তে তাঁর জীবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে গেল, সুতরাং সেই মখমলের বিছানাতেই তিনি "প্লিজ্‌ লেট্‌ মি গো আউট" করে ফেল্লেন; অন্যান্য বাবুরা "বাবা! কিশু বলো না, হুকোর জল পড়চে" বলে হোর্‌রা দিতে লাগলেন। পাঠকগণ, আমরা আজকে বাবুদের সব রকম সুখ ও সব রকম দুঃখ দেখে নয়ন সার্থক করেছি, কেবল একটা বিষয়ে বাবুদের অঙ্গহীন ছিল, আমরা তাঁদের ইয়ারকি মহলে "সব্‌ চুলো" দেখি নি, তবে যদি সময় বুঝে আনা হয়ে থাকে তো, জানতে পারি নে। যা হোক যখন আমরা তা দেখতে পাই নে, তখন আপনারা কোত্থেকে দেখবেন, কাজেই ঐটিতে ক্ষোভ রেখে দিন।

এরূপ বাবুর বাড়িতে যাত্রা হলে যে কত রগড় হয়, তা পাঠকদের অগোচর নেই। আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ বা দেখে শুনে বিজ্ঞ হয়েছেন, কেউ কেউ বা স্বয়ং ভুক্তভোগী আছেন। তবে আমরা কোন কথা বলতে গেলেই যেন গায়ে লাগে, তা তজ্জন্য আমাদিগকে মাপ করবেন। বৈঠকখানায় বাবুদের গট্‌রা চল্‌তেছে, এমন সময়ে আসরে কেষ্টো নামলেন! আর বাবুদেব রাখে কে? অম্‌নি নেমে এসে "বাবা রে হনু! তুই লঙ্কা পোড়ালি কেমন করে বল্‌?" বলে চেঁচাতে লাগ্‌লেন। শুনেই অধিকারীর চক্ষুস্থির!! কোথায় মানভঞ্জন, আর কোথায় লঙ্কাকাণ্ড! কি করে, অধিকারী কাজেই আপনি হনুমান সেজে দেখা দিলেন। তখন আর পেলার ভাবনা রইল না। গ্রামের মেয়ে ছেলেরা যাত্রা শুনতে এসেছিল, এসে তারা বাবুদের মজাই দেখতে লাগ্‌লো! ক্রমে বাবুদের ভাব গাঢ় হয়ে এলো। সুতরাং সকলেই হাত ধরাধরি করে হনুকে ঘেরে নাচতে লাগ্‌লেন। তাই দেখে দর্শকেরা ছি২ কর্ত্তে২ চলে গেল, যাত্রাও বেদব্যাসের বিশ্রাম দিলে। ইতি সপ্তমী পূজার পালা শেষ।

আজ বুধবার অষ্টমী। কলকেতার ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার দিন! অনেক পল্লীগ্রামের ব্রাহ্মসমাজে বড় সমাজের অনুকরণে আজকেই উপাসনা হয়ে থাকে। আমাদের ছোটবাবুও আরতির পর সমাজে যাবেন। অষ্টমী পূজাটি ঠিক সপ্তমীর মত; কেবল চতুঃষষ্টি-যোগিনীর পূজো বেশীর ভাগ। আর অষ্টমীর মহাস্নানের প্রণালীটি ঠিক যেন কলাবৌ স্নান। আজ আবার অষ্টমী ও নবমীর সন্ধি সময়ে

একটি পূজা হয়ে থাকে, তার নাম সন্ধিপূজা। এতেও সপ্তমী অষ্টমীর ন্যায় এবং পূজা হয়, বলিদান হয়, আর দীপমালা প্রদান কর্ত্তে হয়, তা আমাদের বাবুর বাড়ি তার কোন অঙ্গহীন হলো না, সকলেই যথাক্রমে সম্পন্ন হয়েছিল। বলতে গেলে পাছে পুনরুক্তি হয়, তাইতেই ক্ষান্ত হওয়া গেল।

২৮শে বৃহস্পতিবার। আজ নবমী। পূজার শেষ দিন!! পুরোহিতেরও কষ্টের অবসানের দিন!! আজ পূজা ও বলিদানের পর কাদামাটির সঙ্গে২ বাঙ্গালিদের সভ্যতার পরিচয় হয়ে থাকে। যাঁরা আপিসে "আমি হিঁদুয়ানি মানি নি, আমার কোন প্রেজুডিস নেই" বলে সায়েবদের সঙ্গে খানা খেয়েছেন, তাঁরা আজি কোমর বেঁধে কাদা মেখে কাদামাটি করবেন! "হিন্দুদের কুসংস্কার গেল না" বলে যাঁরা ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করে দেশের লোককে "এন্‌লাইটেন্‌" কর্ত্তে চান, তাঁদের মধ্যেও কাউকে২ আজকের কাদায় দেখতে পাই। হায়! এই রকম লোক হতেই বাঙ্গালিদের "হিপোক্রিট্" নামটি সৃষ্টি হয়েছে!! এদিকে বাবুর বাড়ি পূজা হোম শেষ হলে বলিদানের উয্যুগ হতে লাগ্‌লো। আজ ভারি ধুম!! অসংখ্য বলিদান! প্রথমে মহিষ, তার পর ১০টি পাঁঠা, কুমড়ো, আক, শশা পর্য্যন্ত বলিদান হয়ে গেলো। বাজনার তাল ফিরলো, আরতির পর নাচের বাদ্দি বেজে উঠ্‌লো! অমনি সকলেই আনন্দে পরিপূর্ণ। মহিষ ছাগলের রক্ত, আর হাড়িকাটের মাটি, এই নিয়ে কাদা করে, বড়বাবু থেকে ক্ষুদে২ ছেলে পর্য্যন্ত সকলেই নৃত্য কর্ত্তে আরম্ভ করলে। "ও মা দিগম্বরী নাচো গো" বোল বেরুতে লাগ্‌লো; ক্রমে রক্তে গড়াগড়ি! তার উপর বাড়ির চাকর দু-কলসী জল ঢেলে দিলে, এই নৃত্য বেড়ে গেল; এমন কি, সে সময় যদি কোন ইংরাজ তার নক্‌শা তুলে নিতেন, তো বাঙ্গালিদের উপর তাঁদের যা কিছু ভক্তি আছে, তাও উড়ে যেত। এইরূপে বাজনার তালে২ নৃত্য করে আর গান গেয়ে বাবুরা গ্রামের যত পূজাবাড়ি, সর্ব্বত্রেই কাদা করে শ্রীদুর্গার প্রীতিসাধন করে বেড়াতে লাগ্‌লেন। সূর্য্যদেব আর থাকতে না পেরে মজা দেখবার জন্যে মাথার উপর উঠলেন, পাখিগুলো দুঃখে নিস্তব্ধ হয়ে বাসায় বসে রইল, পবনদেব ক্রোধে ভেংচাতে২ অগ্নিবৃষ্টি কর্ত্তে লাগ্‌লেন, বাবুদের মোসায়েবদের মত ধুলোগুলো সূর্য্যের তেজে তেতে উঠে লোকের কণ্টকস্বরূপ হয়ে উঠ্‌লো। শরতের মেঘ এতক্ষণ লুকিয়ে২ তামাশা দেখছিলেন, শেষে ছোটলোকের এই আস্পর্দ্ধা দেখে, ধনবানের দুরবস্থার সময় চিরানুগত মোসায়েবদের যে কত দূর অবস্থান্তর হয়, তাই দেখাবার জন্যেই যেন ধূলোকে কাদা করে দিয়ে চলে গেলেন। আমাদের বাবুরাও ক্রমে

কাদা সেরে স্নান করে সকলে ঘরে ফিরে এলেন। গ্রামের ছেলেপুলেরা যারা যারা সঙ্গে২ কাদা করেছেল তাদের এক এক কাপড় ও এক এক গামছা দিয়ে সকলকেই বিদেয় করে দেওয়া হলো।

হা বঙ্গবাসিগণ! তোমরা এইরূপেই আপনাদিগকে সভ্য বলে পরিচয় দিয়ে থাক! যাঁদের ধর্ম্ম কর্ম্ম এইরূপ, যাঁদের আমোদ প্রমোদের প্রণালী এই, যাঁদের মধ্যে অধিকাংশই এইরূপ হিপক্রিট, তাঁরা আবার সভ্য বলে পরিচয় দেন! ইংরাজদের ম্লেচ্ছ বলেন! আর আপনাদের জাতির গৌরব করেন!! তোমাদের মধ্যে যাঁরা প্রাচীন সম্প্রদায়ভুক্ত, তাঁরা বাহিরে হরিনামের ভান দেখিয়ে গোপনে যাবদীয় ঘৃণিত কর্ম্মে আসক্ত হয়ে থাকেন; আর যাঁরা নব্যসম্প্রদায়, তাঁরা তো ইংরেজদের কাপি কর্ত্তে গিয়ে মদ মুরগী খেয়ে ময়ূরপুচ্ছ-ধারী দাঁড়কাকের ন্যায়, প্রথম কাকের দল, শেষে ময়ূরের দল হতেও চ্যুত হচ্চেন। এ সকল দেখে শুনেও কি তোমাদের মনে একটু লজ্জা বা ঘৃণার উদয় হয় না? তোমরা লেখাপড়া শিখে কোথায় স্বদেশের উন্নতি করবে, না মদ মুরগী খেয়ে "টুপভুজঙ্গ" হয়ে বঙ্গমাতার মুখে চূণ কালি দিচ্চ! এই সকল গুণেই কি তোমরা উচ্চ উচ্চ পদ প্রার্থনা কর? এই ক্ষমতাতেই কি আপনাদিগকে রাজ্য-শাসনের উপযুক্ত জ্ঞান কর? এই রকমেই কি জননী ভারতভূমির পরাধীনতা ক্লেশ নিবারণ করবে? অতএব তোমাদিগকে ধিক্! তোমাদের প্রকৃতিকে ধিক্! অনুষ্ঠানকে ধিক্! ও তোমাদের অনুচিকীর্ষা-বৃত্তিকেও ধিক্!!! পাঠকগণ! আপনারা আজ আমাদের বাবুর বাড়ির দুর্গোৎসবের এই নবমী পর্য্যন্তই শুনে বিশ্রাম লাভ করুন; কল্য তখন বিজয়া দশমীর পালা গাওয়া যাবে। ইতি।

ইতি শ্রীঅবতারবিরচিতে আসমানের নক্শাখ্যে কাব্যে
বাবুদের বাড়ির দুর্গোৎসবের নবমীপূজা
সমাপ্তো নাম প্রথমঃ কল্পঃ।